ঠিক আকারে এখন পর্য্যন্ত রহিয়াছে। কিন্তু যখন মনুষ্যশরীর লইয়া তিনি ঐরূপ করিতে লাগিলেন তখন সকলে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। সকলে তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। বাস্তবিক তাঁহার বিশেষ অন্যায় ছিল না। তিনি রাজ দ্বারে দণ্ডনীয় অপরাধী কিম্বা ভিক্ষাজীবিদের মৃত শরীর ভিন্ন অপর কিছু যাচ্ঞা করিতেন না। ইহাতেও তিনি কুসংস্কারান্ধ দেশবাসিগণের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। হাস্পাতাল হইতে পরিত্যক্ত মৃতদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া তিনি রক্ষা করিতেন। তন্মধ্যে একটি বালিকার মস্তক এবং একটি কৃষকপত্নীর মস্তক হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত অতি সুন্দর ও আশ্চর্য্য রূপে রক্ষিত আছে। এই দুই টির মুখের আকৃতি এবং ভাব ঠিক যেন সজীব অবস্থার ন্যায় বোধ হয়। প্রথমটির কেশরাশি জীবিতদের ন্যায় সুশ্রী এবং দন্ত অতি শুভ্র ও উজ্জ্বল রহিয়াছে। দ্বিতীয়টির বর্ণ এবং গঠন অতি সুন্দর এবং মর্ম্মর প্রস্তরবৎ মসৃণ এবং দৃঢ়।

কথিত আছে সিগেটো এই আশ্চর্য্য কৌশল ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের শিক্ষার নিমিত্ত সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এক দিন কতকগুলি দুষ্ট লোক বলপূর্ব্বক তাঁহার গৃহ প্রবেশানন্তর তাঁহার সিন্ধুক বাক্স সমুদয় অন্বেষণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে। সিগেটো ক্রুদ্ধ হইয়া এই সকল মূল্যবান্ কাগজ অগ্নিসাৎ করেন। তাহার কিছু পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় তিনি কোন বন্ধুর নিকট ঐ কৌশল প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তখন বাক্য ও দৃষ্টিশক্তি উভয়ই রহিত হয় তখন, মৃদুস্বরে "আর বলিবার সময় নাই" বলিয়া চিরকালের মত নীরব হইলেন।

সিগেটো ঐ প্রকারের আরও অনেক সুন্দর সুন্দর হস্তের কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে অত্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়।

—•—

স্বর্ণরেণু।

মুখ হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। মনে স্বভাবতঃ যে ভাবের উদয় হয়, মুখে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

সে বন্ধুতা অসার যাহা সকল সময় সমান থাকে না। সে বন্ধুতাই সার যাহা কেবল ইহজীবনের সঙ্গী নহে। কিন্তু পরজীবনেও সঙ্গে যায়।

কেবল মহৎ চিন্তায় মানুষ মহৎ হয় না। কিন্তু মহৎ অনুষ্ঠানে জীবন মহৎ হয়।

যৌবন কালে আলস্যের ন্যায় শত্রু নাই, পরিশ্রম এবং সদনুষ্ঠানের ন্যায় মিত্র নাই।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২য় সংখ্যা।] জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

সৃষ্টির কীর্ত্তি।

অতি পুরাতন কালে পৃথিবীতে নানা জাতীয় আশ্চর্য্য প্রকার বৃহদাকার জীব জন্তু সকল ছিল। সেই সকল জীবের আকৃতি গঠন আয়তন এখনকার জীবজন্তু অপেক্ষা এত স্বতন্ত্র যে তাহাদের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ভূতত্ত্ব বিদ্যা আলোচনা করিলে এই সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। পৃথিবী যখন সম্পূর্ণ কঠিন হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই সেই বহু পুরাতন কালে এই সকল জন্তুর প্রাদুর্ভাব ছিল। ভূগর্ভে ঐ সকল বিচিত্র আকার জীবের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অস্থি প্রস্তরবৎ নিহিত পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার দ্বারা ঐ রূপ পূর্ব্বকালীন জন্তুগণের অবস্থিতির বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে এক রূপ বৃহদায়তন, পদবিশিষ্ট সর্পাকার জীব সর্ব্বপ্রথমে স্থিতি করে। বর্ত্তমান কালে দক্ষিণ আমেরিকায় ঐ আকারের এক শ্রেণীর জীব আছে তাহাকে Iguana (গোসাপ বিশেষ) বলে। আকৃতির কিয়দংশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরাকালীন উপরি উক্ত বৃহদাকার সর্পাকৃতি জীবকেও Igaunodon নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালীন Igauna উদ্ভিদভোজী এবং অধিকাংশ সময় বৃক্ষে বাস করে। ভয় পাইলে ইহা সময়ে সময়ে জলে পলায়ন করে এবং সন্তরণ দ্বারা শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হয়। ইহা আয়তনে পাঁচ ফিটেরও কম। কিন্তু পুরাকালীন Igaunodon এর মুখ হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত ৭০ ফিট দীর্ঘ। ইহার শরীরের বেড় ১৪ ফিট। ইহার উরুদেশের অস্থি এত বৃহৎ যে প্রত্যেকটি হস্তীর দেহের পরিসর অপেক্ষাও স্থূলাকার। এই জন্তু খানিকটা কুম্ভীরাকৃতি, খানিকটা সর্প তুল্য। ইহা নদীর সঙ্কীর্ণ মোহানার নিকট বাস করিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করিত। ইহার দেহে অপরিসীম বল ছিল বলিয়া বোধ হয়।

Pterodactyle তৎকালীন আর এক জাতীয় অদ্ভুতাকার জীব। ইহা যে কোন্ শ্রেণীর তাহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, ইহার মস্তক পক্ষীর ন্যায়, দেহের কোন অংশ সর্পের ন্যায় ও কোন কোন অংশ মৎস্যবৎ এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলি

বাদুড়ের ন্যায়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, এই বিচিত্র জীবের সন্তরণ করিবার এবং উড়িবার উভয় ক্ষমতাই ছিল।

Plessosaurus এবং Ichthyosaurus নামক আর দুই প্রকাণ্ড সরীসৃপ জাতীয় জীব তৎকালে জলে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তন্মধ্যে প্রথমটির গোসাপের ন্যায় মস্তক, কুম্ভীরের ন্যায় দন্ত, এবং সর্পদেহের ন্যায় সুদীর্ঘ গলদেশ ছিল। ইহার শরীর এবং লাঙ্গুল আধুনিক চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য,পঞ্জরাস্থি বহুরূপীর ন্যায়, এবং ডানা তিমি মৎস্যের ন্যায় ছিল। ইহার গলদেশের দৈর্ঘ্যই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়টির অস্থি লাইম, এবং সারমাউথ উপকূলের নিকট কোন পর্ব্বতগহ্বরে প্রথমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অদ্ভুত জীবের মুখ শুষকের ন্যায়, মস্তক গোসর্পের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের তুল্য, মেরুদণ্ড মৎস্যের অনুরূপ, বক্ষাস্থি অষ্ট্রেলিয়াস্থ কোন পশুর তুল্য; এবং তিমি মৎস্যের ডানার ন্যায় বৃহৎ চারিটি ডানা ছিল। ইহাদ্বারা দেখা যায়, তিন বিভিন্ন প্রকার জীবের দেহের নির্ম্মাণপ্রণালী এই এক জীবের শরীরে ছিল। এই প্রকাণ্ডকায় জীবের দন্ত সংখ্যায় ১৮০ টি, মুখাস্থির পরিসর ৬ ফিট। ইহার প্রত্যেক ডানায় শত অস্থির অধিক অস্থি ছিল। ঐ চারি ডানার সাহায্যে এই জন্তু অতি দ্রুত বেগে জলমধ্যে বিচরণ করিতে পারিত। ইহার চক্ষু অতি বৃহৎ ছিল, তদ্দ্বারা অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ দুই যন্ত্রের কার্য্যই চলিত। অর্থাৎ দূরস্থ পদার্থ নিকটে দর্শন করিবার এবং ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহৎরূপে দর্শন করিবার উভয় ক্ষমতাই ইহার ছিল। সে গভীর জলে দিবা রাত্রি ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া শিকার অন্বেষণ করিয়া লইতে সক্ষম হইত। উপরি উক্ত সরীসৃপ জাতীয় জীব, জন্তুজগতের প্রায় সর্ব্ব প্রথম অবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছিল এইরূপ অনুমান হয়। এই কালের সহস্র সহস্র বৎসর পরে অন্য গঠনের জীবগণেরও সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে "মেগেথেরিয়ম" এবং ম্যাষ্টোডন" নামক দুই বৃহদাকার হস্তীজাতীয় জন্তু প্রধান। প্রথমোক্তটি উদ্ভিদভোজী, কিন্তু অতিশয় বল বিক্রমশালী; এবং আয়তনে অতি প্রকাণ্ড। ইহার শৃঙ্গ গণ্ডার অপেক্ষা সুতীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ। ইহার উরুদেশ হস্তী অপেক্ষা তিন গুণ স্থূল। মেরুদণ্ডের ব্যাস এক ফুট এবং লাঙ্গুল ৬ ফিট স্থূল, ইহার দেহ বৃহৎ এবং অত্যন্ত ভারি ছিল। ইহার দন্ত এরূপ সুতীক্ষ্ণ যে অনায়াসে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিতে সক্ষম হইত। ইহার লম্ফ ঝম্প দিবার বা দৌড়িবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ইহার ভীষণ বল এবং দেহের গুরুত্ব এবং দন্তও খড়্গের তীক্ষ্ণতায় কোন শত্রুই সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত না।

Mastodon অনেকটা হস্তীর ন্যায়। ইহার ত্বক্ স্থূল এবং সুদৃঢ়, দন্ত তীক্ষ্ণাগ্র। ইহাও উদ্ভিদভোজী এবং বনে বাস করিত। ইহার দেহের আয়তন অতি

প্রকাণ্ড ছিল। এলবেনীতে হড্‌সন্ নদীর তীরে এই জন্তুর বৃহৎ অস্থি আবিষ্কৃত হয়। উত্তর আমেরিকার অনেক স্থলে এই শ্রেণীর জন্তুর অস্থি সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ইয়ুরোপের উত্তর খণ্ডে এবং সাইবিরিয়ার উত্তরে "ম্যামথ" (Mammoth) নামে আর এক শ্রেণীর হস্তী জাতীয় প্রকাণ্ডকায় জন্তুর অনেক অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এক জন ধীবর উত্তর সাইবিরিয়ার কোন হ্রদের তীরে পর্ব্বত হইতে এক প্রকাণ্ড জন্তুর মৃত শরীর কঠিন বরফে জমিয়া ঝুলিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হয়। তাহার দুই বৎসর পরে বরফ গলিয়া যাওয়াতে ঐ প্রকাণ্ড পশুদেহ অবলম্বনচ্যুত হইয়া সাগরউপকূলে পতিত হয়। ধীবর এই প্রকাণ্ড হস্তীবৎ জন্তুর দন্ত গোপনে লইয়া গিয়া বহুমূল্যে এক জন বণিকের নিকট বিক্রয় করে। তাহার তিন বৎসর পরে এডেম সাহেব নামে এক জন ভ্রমণকারী উক্ত পথে ভ্রমণ কালে ঐ জন্তুর দেহ নয়নগোচর করেন। ইহাই ম্যামথ্। তখন তাহার অবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। বন্য জন্তু সকল তাহার মাংসাদি উদরসাৎ করে, ধীবরগণ কুকুরের আহারার্থ মাংস লইয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড কঙ্কাল অস্থি তখনও অভগ্ন অবস্থায় ছিল। একদিকের কর্ণের পার্শ্বে কেশর পর্য্যন্ত ছিল। ইহার চর্ম্ম এত দৃঢ় ও স্থূল ছিল যে তাহা উঠাইতে দশ জন লোককে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এডেম্ সাহেব পূর্ব্ব কথিত বণিকের নিকট হইতে দন্তদ্বয় পুনরায় ক্রয় করিয়া লইয়া এই বৃহদাকার জন্তুর কঙ্কালাস্থি সেণ্টপিটস্‌বর্গের মিউজিয়মে প্রেরণ করেন। এখনো তাহা তথায় রক্ষিত আছে। ইহা ৯ ফিটের অধিক উচ্চ, ১৬ ফীট দীর্ঘ, দন্তদ্বয় ৯ ফীট দীর্ঘ, ইহার কেশর স্থূল ও দৃঢ় এবং এক ফুট অপেক্ষা দীর্ঘ। এখনকার হস্তী জাতীয় জন্তু হইতে যে উহা বিভিন্ন প্রকারের ছিল, এবং শীতপ্রধান দেশনিবাসী ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। উত্তর মহাসমুদ্রের দ্বীপসমূহে Mammoth এর অসংখ্য অস্থি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আয়র্লণ্ডে "এল্‌ক" নামে অপর এক বৃহদাকার জন্তু ছিল। যে সময় ম্যামথের প্রাদুর্ভাব ছিল সেই সময়ে ইহারও সৃষ্টি হয়। ডব্‌লিনের মিউজিয়মে এই জন্তুর কঙ্কাল এখনো যত্নে রক্ষিত আছে। মুখ হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত ইহা দশ ফিটের অধিক দীর্ঘ। মেরুদণ্ডে ২৬ টি অস্থি। ইহার শৃঙ্গ ছিল তাহা ওজনে এক মণ ভারি। সেই শৃঙ্গদ্বয় ৯ ফীট দীর্ঘ! এই ভীষণ শৃঙ্গ দ্বারা "এল্‌ক" সহজে সকল শত্রু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত সন্দেহ নাই। এই সকল জন্তুর বিবরণ পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব প্রাচীনকালে কত আশ্চর্য্য ও নূতন প্রকারের প্রকাণ্ড জীবে পৃথিবী পূর্ণ ছিল। পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত

তাহাদের আকার আয়তনেরও কত তারতম্য হইয়াছে। জগতে চিরকাল বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির যে সকল অনন্ত কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইবে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

ভেনিস্।

ভেনিস্ পৃথিবীর একটি অতি সুন্দর এবং বিখ্যাত নগর। ইয়ুরোপীয়গণের নিকট ইহার নাম "সুন্দর ভেনিস্।" ইহা ইটালিদেশের ভিতরে। ভেনিস্ এড্রিএটিক্ সাগরের উত্তর পশ্চিমে ৭০।৮০ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালার সমষ্টি, সুতরাং ভেনিসের প্রশস্ত রাজপথ গুলি সকলই জলময়। বহু সংখ্যক সাগরশাখা পথের ন্যায় ভেনিস্ সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কতকগুলি সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তাহা দ্বারা কেবল পদব্রজে যাওয়া আসা চলে, তদ্ভিন্ন আর সকল পথই জলময়। এই সকল জলময় পথ এড্রিএটিক্ সাগরের শাখা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর ভজনালয়ে ভেনিস্ নগর সুশোভিত। সকল সময়েই ভেনিসের শোভা চমৎকার, কিন্তু গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে যে সময় জলে জোয়ারের বেগ বৃদ্ধি হয়, তখন ভেনিসের শোভা আরও সুন্দর হয়। সমুদয় প্রশস্ত জলময় পথ পার হইবার জন্য তিন শতের অধিক সেতু আছে। সেই সকল সেতু দ্বারা সমুদয় নগর বা খণ্ড খণ্ড দ্বীপ সংযুক্ত। স্থলের পথ সকল যদিও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রশস্ত আয়ত স্থান, উদ্যান এবং বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মমন্দির এবং প্রাসাদ অনেক আছে। ভজনালয় সমূহের মধ্যে সেণ্ট মার্কের সুন্দর মন্দির প্রধান। তাহার নিকট একটি প্রকাণ্ড দুর্গ আছে, তাহা প্রায় ৩১৬ ফিট উচ্চ। ইহার চূড়া হইতে সমুদয় নগর স্পষ্টরূপে দেখা যায়। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, ধর্ম্মমন্দির, চারিদিকে প্রবাহিত স্বচ্ছ সাগরশাখা এবং দূরস্থ হিমানিরঞ্জিত আল্প পর্ব্বতশ্রেণী, সকলই দুর্গচূড়া হইতে নেত্রগোচর হয়। সেণ্ট মার্ককৃত ভজনালয়ের সন্নিকটে মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত 'ডজেস্ প্যালাস" আছে। এখানে রাজকীয় বড় বড় সভা হইত। আট শত খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন হয়। ইহা শত্রুপক্ষ দ্বারা পাঁচ বার বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যেক বার দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্বের সহিত পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাসাদের সম্মুখস্থ উচ্চ মুক্ত ছাদ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর সংরক্ষিত। প্রাসাদের পশ্চাতে "Bridge of sighs" সংস্থাপিত। পূর্ব্বে এই সাঁকো দ্বারা ভয়ানক কারাগার, গুপ্ত পাতালস্থ দুর্গ ইত্যাদি—নানা লোমহর্ষণ কাণ্ড যেখানে হইয়াছিল,—তথায় যাওয়া যাইত। বর্ত্তমান কালে এখন আর সে সমুদায় ব্যবহৃত হয় না। ভেনিসের সকল সাগরশাখারমধ্যে "Grand canal" সর্ব্বপ্রধান। ইহা প্রায় এক শত আশি ফীট প্রশস্ত। ইহার উভয় পার্শ্বে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এবং ভজনালয় আছে। এই কেনাল দ্বারা ভেনিস্ নগর দুই অংশে বিভক্ত। ইহার উপর প্রশস্ত "রিয়াল্টোর" পুল। একটি মাত্র প্রকাণ্ড খিলানের উপর ঐ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর পুল। খিলানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একানব্বই ফীট্ প্রশস্ত, এবং খিলান পঁচিশ ফিট্ উচ্চ। পুলের উপর বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান আছে। এই পুলের নিকটে রিয়াল্টো দ্বীপ! সর্ব্বপ্রথমে এই দ্বীপেই ভেনিস সহর স্থাপিত হয়। এখন পর্য্যন্ত ভেনিসের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানকার শোভা অতি সুন্দর। এখানে প্রাতঃকালে বিচিত্র বেশধারী নগরবাসিগণের ইতস্ততঃ গমনাগমন, লোকের জনতা, ক্রয় বিক্রয়; নিম্নে জলবক্ষে কোথাও নানাবিধ সুন্দর বর্ণ ফল ফুল-পরিপূর্ণ নৌকা, কোথাও বা ধীবরগণের নানাবর্ণরঞ্জিত পালসজ্জিত নৌকা, কোথাও বায়ুসন্তাড়িত নানাবর্ণ পরিচ্ছদধারী আরোহিগণের নৌকা, সূর্য্য কিরণে সমুজ্জ্বল এবং প্রাতঃসমীরণ হিল্লোলে মৃদুতরঙ্গায়িত জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ক্রীড়া, এই সকল দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয়।

ক্ষুদ্র রাজশিশুর বীরত্ব।

ইংলণ্ডের হতভাগ্য রাজা প্রথম চার্লস যখন হত হয়েন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হেন্‌রি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসে চার্লস্ পুত্রকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। ক্ষুদ্র বালক অশ্রুপূর্ণ চক্ষে একাগ্র মনে পিতার শেষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল উপদেশ বাক্য বালকের মনে কত দূর প্রবেশ করিয়াছিল ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশ পাইল। অন্যান্য উপদেশের মধ্যে রাজা বালককে বলিয়াছিলেন, যেন "চর্চ্চ অফ্ ইংলণ্ডের" প্রতি তাঁহার বিশ্বাস স্থির থাকে। বালক সাশ্রুপূর্ণ চক্ষে তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

দুর্ভাগ্য নরপতি হত হইবার পর পিতৃহীন রাজকুমার তাহার মাতা রাজ্ঞী হেন্‌রিয়েটার নিকট নীত হইলেন। স্বামীর হত্যার পূর্ব্বে রাজ্ঞী ফ্রান্সে পলায়ন করেন। রাজ্ঞী হেন্‌রিয়েটার ধর্ম্মমত তাঁহার স্বামী হইতে স্বতন্ত্র ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সন্তানগণকে নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজকুমার হেন্‌রি তখন দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক মাত্র। রাজ্ঞী মনে করিলেন বালককে সহজেই তাঁহার ধর্ম্মে আনিতে পারিবেন। এই ইচ্ছায় তিনি পুত্রকে চর্চ্চ অফ ইংলণ্ডের ভজনালয়ে যোগ দিতে নিষেধ করিলেন। সাহসী রাজকুমার উত্তর করিলেন, তিনি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ঐ ধর্ম্মমত ত্যাগ করিবেন না। তিনি জননীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়।

রাজ্ঞী যদিও পতির প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তথাপি এই অনুনয়ে তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইল না। তিনি শাস্তি দ্বারা সন্তানের মন ফিরাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এক দিন রাজকুমার ভজনালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রাজ্ঞীর আজ্ঞাক্রমে তাঁহার জন্য কোন আহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত হয় নাই। ঘটনাক্রমে ফ্রান্সের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি রাজকুমারকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন, এবং সাদরে তাঁহাকে আহারাদি করাইলেন। রজনীতে রাজকুমার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন মাতার আদেশে তাঁহার শয্যা হইতে সমুদয় শীতবস্ত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। কোনরূপে কষ্ট করিয়া রাজকুমার শয়ন করিলেন। এমন সময় তাঁহার এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল, যে রাজ্ঞীর আদেশে অশ্বশালা হইতে রাজকুমারের সমুদয় অশ্ব বহিষ্কৃত হইয়াছে। এত উপদ্রবেও রাজকুমারের ধর্ম্মবিশ্বাস স্থির রহিল। তিনি পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিলেন না। কিশোর বয়সে তাঁহার সাহস ও দৃঢ়তা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ভবিষ্যজ্জীবনে তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের অপেক্ষা মহৎ ও উচ্চ প্রকৃতি হইবেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবি হইতে পারেন নাই। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে উৎকট বসন্ত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

—•—

মাতার শোকাশ্রু।

এক জন দুঃখিনী জননীর এক মাত্র হৃদয়ের নিধি শিশুসন্তান অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। জননী অবিরল শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়া অন্ধপ্রায় হইলেন। তাঁহার শোকের আতিশয্য কিছুতেই কমে না। দিবসে তাঁহার আহার পান নাই, রাত্রিতে তাঁহার বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদা অশ্রুজলে প্লাবিত হয়েন। কিছু দিন পরে এক রজনীতে তিনি ক্লান্ত হইয়া হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হইলেন। এবং ঐ অবস্থায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, তিনি এক অন্ধকারময় নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, উহা যমরাজার রাজ্য, এবং তাঁহার মৃত শিশুও ঐ স্থানে আছে। কিছু ক্ষণ পরে অতি সুন্দর এক দল শিশু জ্বলিত বর্ত্তিকা-হস্তে সুন্দর শুভ্র বেশে সারি সারি তাঁহার সম্মুখ দিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিল। দুঃখিনী অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ শিশু দলের মধ্যে তাঁহার হারানিধিকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি নিরাশ অন্তরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণের পর দেখিলেন, অন্ধকারের ভিতর তাঁহার প্রিয়তম সন্তান বিষণ্ণভাবে ভূতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা রহিয়াছে, কিন্তু তাহার আলোক নির্ব্বাপিত। মাতা শিশুকে

দেখিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। শিশু মাতাকে দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "মা আমার হাতের বাতি নিবিয়া গিয়াছে। এ জন্য আমি উহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। তুমি আমার জন্য দিবা নিশি রোদন কর, সেই অশ্রু জলে আমার বাতি নিবিয়া গিয়াছে, আমি ঐ শিশুদের সঙ্গে সুখের স্থানেও যাইতে পারিলাম না, চিরকাল অন্ধকারে পড়িয়া থাকিব।" শিশুর কথায় মাতার চৈতন্য হইল। তিনি অশ্রু জল মুছিলেন এবং বলিলেন, বৎস, আমি চক্ষের জল ফেলিয়া আর তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না, তুমি স্বচ্ছন্দে সুখের দেশে যাও।" শিশুর মুখ প্রফুল্ল হইল, এক দিব্য জ্যোতিতে তাহার সমস্ত অবয়ব পূর্ণ হইল। তাহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে দিব্যবেশে মাতার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। শিশুর হাসিমুখ দেখিয়া মাতা আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া জননীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্নে তাঁহার শিক্ষা হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, শোক দমন করিবেন, এবং দিবা নিশি অশ্রুজল আর ফেলিবেন না।

———

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিরপেক্ষ বিচার।

আইল অফ্ ওয়াইটের অস্বর্ণে আমাদের মহারাণীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক রাজপ্রাসাদ আছে।

ঘটনাটী অনেক দিনের। যখন যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ বালক, তখন তিনি এক দিন সমুদ্রের তীরে খেলা করিতেছিলেন। খেলা করিতে করিতে তিনি সেখানে এক চুবড়ি মাচ রহিয়াছে দেখিলেন। কৌতুকপ্রিয় যুবরাজ সেই চুবড়িটী উলটাইয়া ফেলিলেন এবং মাচগুলি একে একে জলের ভিতর চলিয়া গেল। অনন্তর যুবরাজের সমবয়স্ক একটি বালক শীঘ্র সেইখানে আসিল। তাহার পিতা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে মাচগুলি ধরিয়াছিল, সে গুলি সমস্ত যুবরাজ জলে ফেলিয়া দিয়াছেন দেখিয়া সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং যুবরাজকে চাবুক দ্বারা কিছু উত্তম মধ্যম প্রদান করিল। তিনি রাগান্বিত হইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

এক জন জেলে ইহা দেখিয়াছিল, সে ধীবর বালককে বলিল, "জানিস্ তুই যাঁকে মার্‌লি, তিনিই রাজসিংহাসনের ভাবী-উত্তরাধিকারী?"

তখন সেই বালকটীর এবং তাহাদের বাড়ীর সকলেরই মনে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। ভয়ে ভাবনায় তাহারা অস্থির। এমন সময় সন্ধ্যাকালে মহারাণীর নিকট হইতে এক জন লোক আসিল এবং বলিল, "এই ছেলেটিকে অস্বর্ণ প্রাসাদে হাজির করিবার জন্য মহারাণীর হুকুম হইয়াছে।" ইহাতে তাহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভয়ে

অভিভূত হইল। ভাবিল, না জানি কি দুর্দ্দশাই এই হতভাগার কপালে আছে।

ছেলেটী কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইল। সে ছোট বেলা যে সমস্ত লৌহ শৃঙ্খল, কারাগার, যন্ত্রণা এবং কুঠারের গল্প শুনিয়াছিল, সেই সমস্ত ভাবিতে লাগিল। ক্রমে শেষ ধীরে ধীরে দুর্গের নিকটে আসিল। মনে ভাবিল, আত্মরক্ষার জন্য কিছু বলিবে। কিন্তু যখন তাহাকে মহারাণীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তখন সে সব কথা ভয়ে ভুলিয়া গেল এবং মুখ তুলিয়া আর তাকাইতে পারিল না। মহারাণী তাহাকে একটু উগ্রভাবে বলিলেন, "তুমিই কি আমার ছেলে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে মারিতে সাহস করিয়াছিলে?" প্রশ্ন শুনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, সে আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, "হাঁ আ—আ—মি। আমি ক্ষমা চাহিতেছি।"

মহারাণী বলিলেন, "তুমি যে একেবারে সত্য কথা বলিতে কিছুমাত্র ভয় পাইলে না? তুমি কেন মরিয়াছলে?"

বাকলটী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সে—সে—আমার বাবার মাচ জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। আমি জানিতাম না যে তিনিই যুবরাজ।"

মহারাণী বলিলেন, "আমি এখন বুঝিয়াছি।" তাহার পর যুবরাজের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি উহার মাচ কি করিয়াছিলে?"

যুবরাজ বলিলেন, "ওগুলো সাঁতার দেয় কি না দেখিবার জন্য আমি চুবড়িটা একটু উল্‌টাইয়া দিয়াছিলাম।"

মহারাণী ছেলেটীকে বলিলেন, "দেখ, তুমি খুব সাহসী বালক। তোমার পিতার জিনিষ রক্ষা করিবার জন্য তোমার এত যত্ন! আমার সৈন্য সকল তোমার মত হউক। তোমার মাচের জন্য এই মোহরটী লও; এবং পুনরায় যদি যুবরাজ কৌতূহলজন্য তোমার চুবড়ি উল্‌টাইয়া মাচ ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ রূপে মারিও; এবং তাহার কাছ থেকে সেবার দুইটী গিনি তোমাকে দেওয়া যাইবে।"

এই কথা শুনিবা মাত্র বালকটীর মন যে কিরূপ হইল তাহা আর বলা যায় না। তাহার পিতাও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, এবং সেই অবধি ইংলণ্ডের ন্যায়পরায়ণা মহারাণীর সদ্ব্যবহারে তাহারা যাবজ্জীবন চিরানুগত রাজভক্ত হইয়া রহিল।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

গোসানী মারী।

কুচবিহার হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দূরে গোসানীমারী অবস্থিত। দশ ঘটিকার সময় আমরা ডাকগাড়ীতে বেহার হইতে যাত্রা করি। ডাকের ভালরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আমরা যাহাকে ডাক বলি ইহা সে প্রকারের নহে; কিন্তু কুচবিহারের মহারাজা যে সকল ঘোড়া ব্যবহার করেন সেই সকল ঘোড়া আমাদের ডাকের জন্য ছিল। ডাক বেলা প্রায় দুই প্রহরের

সময় বেহার ও দীনহাটা হইয়া আমরা ধর্ল্লা নদীর ধারে পৌঁছিয়া দেখি পাল্কি ও নৌকার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। তখন গাড়ি ছাড়িয়া পাল্কি ও নৌকা করিয়া নদী পার হইলাম। নদী পার হইয়া প্রায় এক মাইল পাল্কিতে গিয়া পুনরায় গাড়িতে চড়িলাম। নূতন স্থান দেখিতে কৌতূহল হইল। ইহার পূর্ব্ব দিনে আমাদের একটী সঙ্গী তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রথমে দেখি মাটির রাস্তা, কিন্তু বেশ পরিষ্কার; ইতস্ততঃ খড়ের চালা ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই গ্রামটী কুচবিহারের অন্তর্গত, অনেকটা বেহারের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অধিক। মধ্যে মধ্যে বাঁশঝাড় এবং অল্পসংখ্যক নারিকেল গাছ আছে। আম কাঁটাল তাল খর্জ্জুর সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষে চারিদিক পূর্ণ। ধান্য ক্ষেত্রে পথের দুই ধার শোভিত। বেহারে এখন ধান্যের সৌন্দর্য্য দেখিলে মন বড় পুলকিত হয়। এখানে মা অন্নপূর্ণার বিশেষ কৃপা। এমন শুনা যায়, যে এখানকার লোকেরা কখন অন্নকষ্ট পায় নাই। আমাদের গাড়ী দেখিয়া গ্রামের স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। এ প্রকার ঘোড়া গাড়ী তাহারা কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। মহারাজা এবং তাঁহাদের বংশের কাহারো এই গোসানীমারিতে আসা নিষেধ। তাহার বিবরণ পরে বলিব। এই দেশে মহারাজার দেওয়ান্‌জী প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ সময়ে সময়ে তত্ত্বাবধানে আসিয়া থাকেন। নদী পার হইয়া তিন ক্রোশ দূরে তাঁবু দেখা গেল। পথে আসিতে আসিতে রাজা নীলাম্বরের কেল্লা ভেদ করিয়া খানিক পরে কান্তেশ্বরীর মন্দির নয়নগোচর হইল। আমাদের তাঁবু মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ছিল। আমাদের দলটী মন্দ নহে। সকলের থাকিবার জন্য তিনটী তাঁবু ছিল। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা গোসানী মারিতে উপস্থিত হইলাম। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর আহারাদি করিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার তাঁবুর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটি জানালা ছিল। পূর্ব্বদিকে সুন্দর কান্তেশ্বরীর মন্দির ও তাহার কিঞ্চিৎ দূরে সিংহমারি নদীর স্রোত বহিতেছিল, এবং রাজা নীলাম্বরের কীর্ত্তিচিহ্ন ভগ্ন গড় দেখা যাইতেছিল। শরীরটা সে দিন তত ভাল ছিল না, এই জন্য পথের কষ্টে সে দিন আর বাহির হইয়া কিছু দেখিতে পারিলাম না। রাত্রে শয়ন করিয়া ভাবিলাম কোথায় শয়ন করিয়া আছি। গত কল্য বৃহৎ রাজপ্রাসাদে ছিলাম, অদ্য একটা বড় বট বৃক্ষের তলায় সামান্য তাঁবুর মধ্যে বাস। ইহার পূর্ব্বে আমি তাঁবুতে আর কখন থাকি নাই। শরীরের অসুস্থাবস্থায় নিদ্রার আবশ্যক, তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রা আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল। রাত্রি প্রায় দুইটা, তখন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ

হইল। তাঁবুর বাহিরে প্রহরিগণ ছিল, শুনিতে পাইলাম তাহারা মৃদু স্বরে কি বলিতেছে। এক জন বলিতেছে "ভয় করিতেছে।" আর এক জন বলিতেছে, "ভয় কিসের?" এই কথা শুনিয়া আমি আর ঘুমাইতে পারিলাম না। কতই কল্পনা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যদি দস্যুরা আসে, আমিত একটু শব্দেই মুর্চ্ছিত হই। তাঁবুতে যে ছেলে মেয়ে গুলি ছিল তাহাদের উঠাইলাম না। নিকটে আমার বালিকা কন্যা এবং একটী পুত্র ও এক জন দাসী ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মনে কতই চিন্তা হইতে লাগিল। ভয় অধিক ক্ষণ মনে স্থান পাইল না। মনে কৌতূহল হইল। ভগিণী পরিচারিকাকে এ সব কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। সে রাত্রে যদি লিখিতাম, কতই লিখিতে পারিতাম। যাহা হউক, পরিচারিকার পাঠিকাগণকে গোসানীমারির বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিতে ইচ্ছা করি।

ক্রমে রজনী শেষ হইল। রাত্রির ভয় চলিয়া গেল, সূর্য্যদেব নবরশ্মি বাহির করিয়া উদয় হইলেন ও আমাদিগকে সাহস দিলেন। আমরা যে স্থানে ছিলাম সেখানে প্রায় মানবের বসতি নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বদিকে কান্তেশ্বরীর মন্দির ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। ধূ ধূ করিতেছে মাঠ, মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র এবং নদীস্রোত। শুনা গেল, নেকড়ে বাঘ মধ্যে মধ্যে তথায় আসে। পশ্চিমে পুরোহিত ঠাকুরের বাড়ী। সেই গ্রামে অল্প সংখ্যক লোকের বসতি আছে। অতি অল্প ভদ্রলোক গ্রামের ভিতরে থাকিতে পারেন। গড়ের ভিতরে কেবল পুরোহিত আছেন এ ছাড়া আর কেহ নাই। পুরোহিত ঠাকুরের এখানে অনেক দিনের বসতি। শুনা গেল দশ পুরুষ তাঁহারা এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহারা মিথিলার ব্রাহ্মণ। প্রাতঃকালে রাজা নীলাম্বরের কীর্ত্তি দেখিতে বাহির হইলাম। এখানে রাজার জীবনের বিষয় কিছু বলা উচিত, তাহা হইলে পাঠিকারা সহজে বুঝিতে পারিবেন। রাজা নীলাম্বরের কথা এখানে আমরা যাহা উল্লেখ করি তাহা যাহা কিছু আমরা দেখিলাম শুনিলাম তাহারই বিষয়।

রাজা নীলাম্বর এক জন ক্ষমতাপন্ন বিখ্যাত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন অনেক বৎসর এ দেশে ইনি রাজ করেন। নীলাম্বরের পিতার না ভক্তেশ্বর ছিল, তাঁহার পত্নীর না অঙ্গনা। ভক্তেশ্বর বড় ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী অঙ্গনাও ধর্ম্মবুদ্ধি পরায়ণা নারী ছিলেন। ইঁহাদের অবস্থ সামান্য ছিল। এমন কি দরিদ্র বল যাইতে পারে; কোন প্রকারে দি পাত করিতেন। কিন্তু ইঁহারা সু ছিলেন। এরূপ কথিত আছে, এক দি অঙ্গনা স্বপ্ন দেখিতেছেন, চণ্ডী আসি বলিলেন, "দেখ অঙ্গনা, তুমি কি চাও

তোমরা দুই জন আমার ভক্ত। আমি বলিতেছি, তোমাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মিবে, সেই সন্তান ভূপতি হইবে।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। পরে অঙ্গনা যথা সময়ে গর্ভবতী হন। প্রথম অবস্থায় তিনি নাকি দুগ্ধ দধি খই কলা খাইতেন। গোসানিমঙ্গল পুথিতে এই সকল বিবরণ বিস্তারিতরূপে লেখা আছে। অঙ্গনা ক্রমে পূর্ণগর্ভা হইলেন, এবং দশ মাস দশ দিনে এক সুপুত্র প্রসব করিলেন।

মা চণ্ডীর প্রসাদে পুত্র পাইয়া স্বামী স্ত্রী খুব সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের দৈন্য অবস্থার জন্য ভালরূপে সন্তানের লালন পালন হইল না। যথা সম্ভব প্রতিপালনের কোন ত্রুটিও হইল না। ক্রমে শিশু বৃদ্ধি পাইতে পাগিল। এই সময় ভক্তেশ্বরের মৃত্যু হইল। অঙ্গনা বালকটীকে লইয়া একা কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কি রূপে তাহাকে পালন করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। এমন অবস্থা হইল যে, শিশুর পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত নাই। যিনি এক দিন রাজসিংহাসনে বসিয়া গৌরব প্রকাশ করিবেন তিনি আজ বস্ত্র অভাবে কাঙ্গাল হইয়া আছেন। এই সময় শিশুর নামকরণ হইল। নাম রহিল কান্তেশ্বর। কান্তেশ্বরের বস্ত্র নাই, এক জন লোকের প্রতি চণ্ডীর আদেশ হইল, কান্তনাথকে কাপড় দিতে হইবে। চণ্ডীর আদেশে সেই লোক আসিয়া বস্ত্র দিল। এইরূপে কোন প্রকারে দিনপাত হইতে লাগিল। এক দিন এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "অঙ্গনা, তোমার বালকটীকে আমার গরু চরাইতে ও কাজ করিবার জন্য দিতে পার?" অঙ্গনা তাঁহার কথা শুনিয়া কান্তনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "কান্তনাথ, তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কাজ করিতে পারিবে?" তিনি বলিলেন পারিব। পরে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বালক গমন করিলেন। কান্তনাথ ব্রাহ্মণের আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া একটী বৃক্ষচ্ছায়াতে শয়ন করিলেন এবং গরুটী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গেলেন। গভীর নিদ্রাবস্থায় বালক শয়ান আছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, দেখি কান্তনাথ কোথায় গেল, অনেক ক্ষণ দেখি নাই। ব্রাহ্মণ এই ভাবিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে একটি বৃক্ষতলে বালক নিদ্রায় অভিভূত, মস্তকের উপর প্রখর সূর্য্যকিরণ পড়িতেছে, একটি বৃহৎ বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া মস্তকোপরি ছায়া দান করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। মনে ভাবিলেন এই বালক সামান্য নয়, ভবিষ্যতে এ রাজা হইবে। সূর্য্য অস্ত হইলে সর্প আপনি চলিয়া গেল, বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কান্তনাথ, তোমাকে একটী কথা বলিব শুনিবে?" কান্তনাথ বলিলেন, "শুনিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেখ কান্ত, তুমি রাজা হইবে। তুমি রাজা হইলে আমাকে কি মন্ত্রী করিবে?" কান্ত হাসিয়া বলিল "যদি আমি রাজা হই, তাহা হইলে তোমাকে মন্ত্রী করিব। এই বলিয়া দুই জনে চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে মা চণ্ডী এক দিন কান্তনাথকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "কান্ত, রজনী প্রভাত হইলে এই দেশের অমুক স্থানে জলা আছে, তথায় তুমি যাও, তাহাতে আমার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পড়িবে। তুমি দেখিবে তাহার পর একটি প্রকাণ্ড হাঙ্গর আসিবে, তাহাকে তুমি জড়াইয়া ধরিও, তাহা হইলে তোমার বংশ বৃদ্ধি হইবে। তাহার পর দুইটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর আসিবে, তাহারা ভয়ানক মুখব্যাদান করিয়া ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া থাকিবে। তুমি ভয় না করিয়া সে দুইটাকে যদি ধর, তাহা হইলে তোমার বংশ পৃথিবীতে চিরদিন থাকিবে। পরে একটা বৃহৎ ও ভয়ানক সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আসিবে, তাহাকে তুমি ধরিও না।" কান্তনাথ রজনী শেষ হইলে চণ্ডীর আদেশ পালনার্থ গমন করিলেন। জলাতে যাইয়া সেই ভয়ানক চণ্ডীমূর্ত্তি দেখিলেন। পরে একটি প্রকাণ্ড হাঙ্গর দেখিলেন। সে মুখব্যাদান করিয়া যেন তাঁহাকে গিলিতে আসিতেছিল। তাহা দেখিয়া তিনি তাহকে ভয়ে ধরিতে পারিলেন না। হাঙ্গর কিঞ্চিৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। পরে একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কান্তকে ভয় প্রদর্শন করিল। কান্ত ইহাদিগকে ধরিতে পারিল না। পরে কুম্ভীর একটু একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। সর্ব্বশেষে একটি বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আসিল। কান্ত কিছু না বুঝিতে পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া সর্পের লাঙ্গুল ধরিলেন। তখন সর্প মূর্ত্তি ছাড়িয়া নিজমূর্ত্তিতে চণ্ডী বলিলেন, "তুই আমাকে ধরিলি তবে তোর এক পুরুষের মধ্যে রাজ্য লোপ হবে, কিন্তু তুই এই দেশের একটি প্রধান রাজা হইবি।" এই বলিয়া চণ্ডী প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ।

—•—

অশোক রাজার গল্প।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মগধরাজ বিন্দুসার পাটলিপুত্র নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই সময়ে চাম্পা বলিয়া একটি গ্রামে এক জন ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করিতেন। সেই ব্রাহ্মণের একটি অতিশয় সুন্দরী কন্যা ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা এই গণনা করিয়াছিলেন যে, সেই কন্যার গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মিবে; তাহার মধ্যে এক জন চক্রবর্ত্তী রাজা অর্থাৎ পৃথিবীপতি হইবেন এবং আর এক জন অতিশয় ধার্ম্মিক হইয়া মানবমণ্ডলীর সুখ সাধন করিবেন।

ব্রাহ্মণ এই বাণী শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত মনে পাটলিপুত্র নগরে কন্যাকে লইয়া গেলেন। নগরে গিয়া বিন্দুসারের

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার এই কন্যাটিকে আপনার করিয়া লউন। এটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, সর্ব্বপ্রকারে মহারাজের উপযুক্ত।" বিন্দুসার কন্যাটিকে রাজবাটীতে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা ভাবিল যে এই কন্যাটি দেখিতেছি অতি সুন্দরী। যদি মহারাজা ইহার মায়ায় মুগ্ধ হয়েন, তাহা হইলে আমাদিগের আর কোন প্রভুত্ব থাকিবে না। অতএব কোন প্রকারে ইহাকে রাণী হইতে দেওয়া হইবে না। এই মনে করিয়া তাহারা তাহাকে নাপিতানীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল। সে প্রতি দিন মহারাজার মস্তকের চুল বিন্যাস করিয়া দিত, এবং ক্ষৌর কার্য্য করিত। প্রতি দিন এমনি সুন্দর রূপে তাঁহার মস্তকে সে হাত বুলাইত যে, মহারাজা ঘুমাইয়া পড়িতেন। এক দিন বিন্দুসার সন্তুষ্ট চিত্তে সেই কন্যাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে সুন্দর রূপে সেবা করিয়া থাক, তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব।" কন্যা বলিল, "মহারাজ, আমাকে আপনার রাজমহিষী করিয়া লউন।" বিন্দুসার বলিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে। আমি হইলাম ক্ষত্রিয়, আর তুমি নাপিতানী।" কন্যা বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার মহিষীরা আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।" বিন্দুসার এই কথা শুনিয়া তাঁহার রাণীদিগের উপর বিরক্ত হইলেন এবং সেই কন্যাকে প্রধানা রাজমহিষী করিয়া দিলেন।

সেই কন্যার গর্ভে ক্রমান্বয়ে দুইটি পুত্র হইল। প্রথমটির জন্মগ্রহণ কালে তাহার মাতার কোন কষ্ট হয় নাই বলিয়া তাহার নাম হইল অশোক, এবং দ্বিতীয়টি প্রায় সেই কারণেই বিগতশোক নাম প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু অশোকের প্রতি বিন্দুসার সন্তুষ্ট ছিলেন না। অশোকের শরীর দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ছিল, এবং তাহাকে স্পর্শ করিলে বোধ হইত যেন অঙ্গময় কুষ্ঠ রোগ ধরিয়াছে। এই কারণে বিন্দুসার তাঁহার সে পুত্রের মুখ পর্য্যন্ত দেখিতেন না। এক দিন মহারাজ তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষক পিঙ্গলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার পুত্রদিগের এক বার পরীক্ষা লইতে হইবে। আমার মৃত্যু হইলে তাহাদিগের মধ্যে কে সিংহাসনে বসিবে তাহা আমার জানা উচিত।" পিঙ্গল বলিলেন, "মহারাজ যাহা মনে করিয়াছেন তাহাই হইবে। অতএব শুভ দিন স্থির করুন। সেই দিন আপনার স্বর্ণ মণ্ডপে পুত্রগণ পরীক্ষিত হইবে।" নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজকুমারেরা স্বর্ণমণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে অশোকের মাতা অশোককে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, রাজকুমারেরা স্বর্ণমণ্ডপে গিয়াছেন। কে রাজা হইবেন আজ তাহা স্থির হইবে। তুমিও সেখানে যাও।" অশোক বলিলেন, "মা, আমি

সেখানে কেমন করিয়া যাইব। মহারাজা আমাকে দেখিতে পারেন না। আমি সেখানে গেলেই তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন।" মা বলিলেন, "বাছা, তথাপি সেখানে যাওয়া উচিত।" অশোক মাতার অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হইলেন। বিন্দুসারের একটি বৃদ্ধ হস্তী ছিল। সেই হস্তীর উপর চড়িয়া অশোক স্বর্ণমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারেরা নানা রূপ সুবর্ণ এবং রত্নখচিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অশোককে কেহ বসিতে না বলাতে তিনি ভূমির উপরেই বসিলেন। তৎপর রাজকুমারেরা অতিশয় উপাদেয় মিষ্ট খাদ্য সকল খাইতে আরম্ভ করিলেন। অশোকের মাতা তাঁহার জন্য দধি চিড়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেই গরিবের আহার ভোজন করিলেন।

বিন্দুসার পিঙ্গলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক্ষণে পরীক্ষা আরম্ভ হউক। দেখি ইহার মধ্যে কে রাজা হইবার উপযুক্ত।" পিঙ্গল চারিদিকে তাকাইয়া মনে করিলেন, আমিত দেখিতেছি, ইহার মধ্যে অশোকই সমুদয় রাজচিহ্ন ধারণ করিতেছে। কিন্তু কিরূপে তাহা বলি। অশোকের কথা বলিতে গেলেই নিশ্চয়ই মহারাজা তাহার প্রাণ লইবেন। এবং আমারও প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে। এই মনে করিয়া পিঙ্গল বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমি ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে বলিয়া দিতেছি, কে রাজা হইবেন।" বিন্দুসার বলিলেন, "তাহাই হউক।" পিঙ্গল বলিলেন, "ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যান আছে তিনিই রাজা হইবেন।" বিন্দুসার বলিলেন, "তার পর?" পিঙ্গল বলিলেন, "যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন আছে তিনিই রাজা হইবেন।" "তার পর?" যাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানীয় পদার্থ আছে তিনিই রাজা হইবেন।"

প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যান ইত্যাদি আছে, সুতরাং আমিই রাজা হইব। এ দিকে অশোক ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে আমিই রাজা হইব। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অশোক? পরীক্ষায় কিরূপ উত্তীর্ণ হইলে?" অশোক বলিলেন, "মা, ভিক্ষু পিঙ্গল ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা বলিলেন তাহা হইতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইতেছে যে আমিই রাজা হইব। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া তোমার এমন বোধ হইল?" অশোক বলিলেন, "দেখ মা, পিঙ্গল বলিলেন, যাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যান আছে, তিনিই রাজা হইবেন। আমি দেখিলাম যে অন্যেরা বহু মূল্য রথের উপর আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমি আমার পিতার অতি বৃদ্ধ হস্তী তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং আমারই যান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

রাজার পক্ষে হস্তী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যান আর নাই। তার পর তিনি বলিলেন, যাঁহার সকলকার অপেক্ষা ভাল আসন আছে তিনিই রাজা হইবেন। অন্যেরা কত বিধ রত্নমণিখচিত সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, আর আমি শুদ্ধ মাটিতে বসিয়া ছিলাম। স্বয়ং পৃথিবী আমার আসন হইয়াছিলেন। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আসন আর কি হইতে পারে? তার পর অন্যেরা সুবর্ণ পাত্রে আহার করিয়াছিলেন। আমার কেবল একমাত্র মৃত্তিকা পাত্র ছিল। আর আমার খাদ্য পৃথিবীর সদ্যপ্রসূত ধান্য এবং গাভীর দুগ্ধ;—যাহা দেবতাদিগের আহার তাহা। এবং আমার পানীয় শুদ্ধ পরিষ্কার জল। সুতরাং আমার বিশ্বাস হইতেছে যে আমিই রাজা হইব। যেহেতু গজ আমার যান, পৃথিবী আমার আসন, মৃত্তিকা আমার ভোজ্য পাত্র, ধান্য এবং দুগ্ধ আমার খাদ্য এবং জল আমার পানীয়।"

অশোকের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অশোকও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক শেষ তাঁহারই কথা ঠিক হইল। কেন না, বিন্দুসার মৃত হইলে তিনিই জম্বুদ্বীপের রাজা হইলেন। তখন ভারত জম্বুদ্বীপ বলিয়া আখ্যাত হইত। তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত একদিকে আসাম, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ, অপরদিকে সমুদয় বিন্ধ্যাচল, মহারাষ্ট্র এবং সৌরাষ্ট্র, এবং পশ্চিমদিকে গান্ধার। তিনি সমুদয় উত্তর ভারতের সম্রাট ছিলেন। তাঁহারই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতের রাজধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আশামরীচিকা।

(১)

কল্পনার কোলে হায়! আশার হিল্লোলে যবে
ভাষিত এ প্রাণ;
নব রাগে সুরঞ্জিত অজানিত ভবিষ্যৎ
ছিল মূর্ত্তিমান।

(২)

বিরলে বসিয়া একা বাসনা-মদিরা পিয়ে
রচিতাম কত—
বিচিত্র সুখের পুরী অসীম আকাশ মাঝে
নিজ ইচ্ছামত।

(৩)

হৃদয়ের যত সাধ মিটাইয়া হেন মতে
ভুঞ্জিতাম সুখ ;
ছিল না তখন ভয়, অবিশ্বাস প্রতিঘাত
নিরাশার দুখ।

(৪)

আশার উপরে আশা আদরে ধরিয়া বুকে
অন্ধের মতন—
চলিতাম মহোল্লাসে, সম্মুখ জীবন পথে
না বুঝে মরম।

(৫)

অনিশ্চিত অন্ধকার আশার আলোকে কিবা
দেখিতে সুন্দর !
কল্পনার সুখধামে, না জানি কি আছে সুখ,
তবু মনোহর।

(৬)

শিশুর নবীন প্রাণে, যুবার তরল হৃদে
কতই উল্লাস !
সরস নূতন বিশ্ব নিত্য নবরসে ভরা,
যেন স্বর্গবাস।

(৭)

এক দিন এ নয়নে ছিল এই ধরাধাম
নয়নরঞ্জন ;
দেখিনু নিকটে যবে কল্পনার প্রেমচ্ছবি
ভাঙ্গিল স্বপন।

(৮)

কত কাল মোহ বশে আশার ছলনে ভুলি
ছিনু ভাবে ভোর ;
দেখে শুনে চিনে এবে, কৌতূহল ফুরাইল,
ছুটে গেল ঘোর।

(৯)

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে ধীরে হয় পরিণত,
বুঝা নাহি যায় ;
সুন্দর ভবের মেলা পুরাতন করি শেষ
ফেলিয়া পলায়।

(১০)

মরীচিকা মরুদেশে আশার কুহকে নরে
ঘুরায় যেমতি ;
কল্পিত পার্থিব সুখ অজ্ঞান আঁধারে থাকি
ভুলায় তেমতি।

(১১)

কেন হায় চিরদিন থাকে না এখানে সুখ,
ফুরাইয়া যায় ;
অনন্ত সুন্দর নব অনন্ত সুখের দেশে
কেন প্রাণ ধায় ?

(১২)

চলুক অনন্ত আশা, কল্পনা বাসনা তবে
অনন্তের পানে ;
যথা নিত্যানন্দ রস নাহি হয় পুরাতন
সজ্ঞানে অজ্ঞানে।

শ্রীমতী কুমুদিনী। *

(কোন মহিলা হইতে প্রাপ্ত)

১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের ১৬ই শুক্রবার শ্রীমতী কুমুদিনী কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল হইতে তাঁহার প্রকৃতি শান্ত ছিল। অল্প বয়সে সংসারের সমুদায় কাজ সুন্দররূপে

* শ্রীমতী কুমুদিনী নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহের পত্নী। অনেক দিন হইতে আর্য্যনারী সমাজের এক জন সভ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনে বিশেষতঃ শেষ রোগশয্যায় অনেক শিক্ষার বিষয় ছিল, এ জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। সং

করিতে শিখিয়াছিলেন। ১০ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। ১২ বৎসর বয়সে লাহোর নগরে তাঁহার স্বামীর কর্ম্মস্থলে গমন করেন, সে স্থানে ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার এক বৎসর পরে কলিকাতায় ভারতাশ্রমে আসিয়াছিলেন। এখানে কিছু দিন অবস্থিতির পর তাঁহার স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তথাপি তিনি পুনরায় লাহোরে গিয়া স্বামীকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি স্বামীকে পত্র লিখিলেন "তুমি যাহাতে ভাল থাক তাহাই কর।" তাঁহার স্বামী যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার জননী অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কুমুদিনী এক দিনও কাঁদেন নাই এবং দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। লাহোরে তিনি কিরূপ সুখের অবস্থায় ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। অল্প বয়সেই তাঁহার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু এক দিনের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে দেখা যায় নাই। একে একে তাঁহার চারিটি কন্যার মৃত্যু হয়, এবং তিনি চিররুগ্ন ছিলেন, তথাপি তাঁহার চির হাস্যবদন কখন বিষণ্ণ হয় নাই। রোগে শোকে অবস্থার পরিবর্ত্তনে সর্ব্বদাই তিনি অত্যন্ত হাসিতেন, এবং বলিতেন যে, "পশুরাই কেবল হাসে না, মানুষ না হাসিয়া কিরূপে থাকিবে? আমি যত দিন পৃথিবীতে থাকিব তত দিন হাসিব, আমি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলে তবে আমার হাসি যাইবে।"

তিনি মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে দেবালয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এক এক দিন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যাইত।

ছোট ছেলেদের চাকরের নিকট রাখিয়া প্রায় প্রতি দিন দেবালয়ে উপাসনার জন্য যাইতেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বলিতেন "সব ফেলিয়া আগে চল; ছেলেদের জন্য ভাবিতে হইবে না। তোমার কি কিছুতেই উৎসাহ হয় না?"

যকৃৎ পেটের ব্যারাম, কাশী, অর্শ, ইত্যাদি রোগ অনেক দিন হইতে তাঁহার ছিল, অবশেষে সে সকল প্রবল হইয়া উঠিল।

বিগত ১লা জানুয়ারি দেবালয়ের উৎসবে দুর্ব্বল শরীর লইয়া উপস্থিত ছিলেন। বলিয়াছিলেন, "যদি আর না যাইতে পারি, আজ এক বার যাই।"

বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার হাতে সংসারের সমুদায় খরচ পত্র থাকিত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মিতব্যয়ী জানিয়া আর কাহারো হাতে অর্থ না রাখিয়া তাঁহার হাতেই রাখিতেন। পরে বিবাহের পর লাহোরে গিয়াও তাঁহাকে অনেক টাকা রাখিতে হইত, কিন্তু তিনি কখনও অপব্যয় করিতেন না।

যকৃৎ পেটের ব্যারাম কাশী অর্শ প্রভৃতি রোগ তাঁহার শেষ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি

সর্ব্বদাই গান গাইতেন। নিজেও অনেক গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সহিষ্ণু এবং সাবধানী ছিলেন। রোগের যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও মুখে কিছুই বলিতেন না। ডাক্তারেরা তাঁহাকে যে পরিমাণে সাবধানে থাকিতে বলিতেন তিনি তাহার চতুর্গুণ সাবধানে থাকিতেন; যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, এমন দ্রব্য প্রাণান্তেও খাইতে চাহিতেন না। ক্রমে যত তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই তিনি সংসারের মায়া কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। এক দিন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বলিল, "মা, তোমাকে আমি ভালবাসি; তোমার কাছে শুইব।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আর মায়া বাড়াস্‌নি, আমার কাছে শুইতে হইবে না।" পাছে মায়া বাড়ে এজন্য কোন ছেলেকে কাছে রাখিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে এক দিন বলিয়াছিলেন "আমার মৃত্যুতে কিছু মাত্র ভয় নাই, তুমিও দেখিতেছ আবার উপরের মা আরো ভালরূপে আমাকে দেখিতেছেন।" মা দুঃখ করিলে সময় সময় বলিতেন, "দুঃখ কিসের? ও সব অগ্রাহ্য।" মাকে কাঁদিতে দেখিলে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেন "মাকে আর কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। আগে পাছে সকলেরই তো এক দিন আছে।" সাংসারিক বিষয়ে তিনি কোন কথা কাহাকেও বলিয়া যান নাই। তাঁহার রোগের সময়ে শত্রু মিত্র বোধ ছিল না। সকলকেই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রোগশয্যায় বেদানা খাইতেন আর বলিতেন, "ভগবানের কি সৃষ্টি! এখন আমি কেবল এই সব ভাবি। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন, লোকভয়ে কদাপি আপনার উচিত কার্য্যে বিরত হইতেন না। স্পষ্ট কথা বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

মৃত্যুর চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে এক দিন বলিতেছিলেন, "ভাল ভাল ফুল আমার কাছে রাখিতে ইচ্ছা হয়।" এমন সময় তাঁহার মাতা একটী গোলাপ ফুল দেবালয় হইতে লইয়া আইসেন। কুমুদিনী সেই ফুলটী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মাথায় রাখিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আহা! যা চাই, তাই পাই।" এক জন স্ত্রীলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ছেলেদের আর আদর করিয়া ডাক না কেন?" তিনি বলিলেন "তোমরা ডাকিও। ও সব অসার অনিত্য।" আর এক দিন বলিয়াছিলেন, "এখন আর আমার মার নাম বাহিরে বলিবার ক্ষমতা নাই, ভিতরে বলিয়া থাকি।" একবার রোগের সময় নিদ্রিতাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন "আমি তারিণীতনয় খেলাতে এসেছি বেলা গেল মা ডাকে ঘরে।" মৃত্যুর পূর্ব্বে অর্থাৎ সোমবারে তুড়ি দিয়া বলিলেন, "তোরা পারে যাবি কে আয়।"

মঙ্গলবার রাত্রি হইতে ব্যারাম আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে

শেষ পর্য্যন্ত আর নিদ্রা আসিল না এবং প্রলাপ আরম্ভ হইল। দারুণ যন্ত্রণার ভিতরেও তিনি কিছুই বলেন নাই পাছে মার মনে কষ্ট হয়। মা যখন জিজ্ঞাসা করিতেন "কেমন আছ?" বলিতেন "ভাল আছি।" তিনি লজ্জাশীলা ছিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত মাতা ও ভগিনীকে বলিয়াছেন ভালরূপে আমার সমুদায় শরীর ঢাকিয়া রাখ। বিকারের অবস্থায় যন্ত্রণায় অধীর হইয়াও গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলেন নাই।

বৃহস্পতিবারে এক জন একটী ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই তোড়াটী দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আহা কি সুন্দর! একটী গ্লাস পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর সাজাইয়া রাখ।" গ্লাসের উপর রাখা হইলে বার বার দেখিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং বলিলেন 'ভগবানের কি সৃষ্টি!' এই দিনে 'কমল কুটীর" হইতে তাঁহার জন্য দুইটী বড় বড় বেদানা এবং এক বোতল গোলাপ জল আসে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মাকে বলিলেন "বড় ভাল গোলাপ জল, ইহা আর খরচ করিও না।" বেদানা খাইতে চাহিলেন। ঘরের বেদানা একটা গ্লাসের ভিতর ভিজান ছিল। মাতা ঠাকুরাণী যে বেদানা আসিল সেই বেদানা ভাঙ্গিয়া ঘরের বেদানার ভিতর রাখিতেছিলেন। তিনি মার হাত ধরিয়া বলিলেন,"মিশাইও না।" এই বেদানা পৃথক রাখিয়া খাইলেন, তবে স্থির হইলেন। দুই জন প্রচারক এই দিনে তাঁহাকে দেখিতে আসেন,তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন "আমি কানে কিছুই শুনিতে পাই না।" ইহাঁদের মধ্যে এক জনকে গান করিতে বলিলেন। কোন্ গান তিনি শুনিতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "বেলা গেল সন্ধ্যা হল।" তাঁহার ইচ্ছা মতে "হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী বেলা গেল সন্ধ্যা হল।" এই গান করা হইল। গানের সময় তিনি স্থির ভাবে, মুদ্রিত চক্ষে হাতে তালি ও তুড়ি দিতে লাগিলেন। এই রাত্রিতে প্রলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। ইহার ভিতরেই আবার সময়ে সময়ে গান করিয়া উঠিতে লাগিলেন। এক বার "মা ভুবনমোহিনী" বলিয়া উঠিলেন। কিছু ক্ষণ পরে "আমি তারিণীতনয় খেলাতে এসেছি বেলা গেল মা ডাকে ঘরে" ভগ্ন স্বরে গাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ভগ্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কর তো, ভাল হইবে, আমার ভাল হইতেছে না।" জড়িত স্বরে মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি এই কয়টী গান করিয়াছিলেন।—

"দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়
চাহি না সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময়।"

"মন পাখী চল যাই ঘরে।"

"আমি এমন করে কত দিন আর কাটাব বল, মিছে মায়াবশে দিন ফুরাল।"

শুক্রবার শেষ দিনে একজন প্রচারককে বলেন "আমার এক পয়সারও ভাবনা

নাই, কেবল মা কাঁদিলে আমার মন খারাপ হয়।" অপর এক জন প্রচারক বাজার হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল একটী কমলা লেবু ও কতক গুলি লকেট আনেন। ফলগুলি দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন "আহা কি পবিত্র জিনিস! আজ ফুলের বাজার বসিয়াছে।" একটী গোলাপ ফুল হাতে লইয়া ক্রমাগত ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন, দুইটী পাপ্‌ড়ী মাথার চুলের ভিতর রাখিলেন আর বলিলেন, "আজিকার দিন আছি ফুলের উপর শুইব।" ফুল দেখিতে দেখিতে এক বার অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "মা হাসে ফুলের ভিতরে তাই ফুল এত ভালবাসি।"

পরে কমলা লেবু তাঁহাকে খাইতে বলা হইল। কাশী আছে বলিয়া কোন মতেই খাইতে চাহিলেন না। অনেক বলার পর এক কোয়া খাইলেন এবং বলিলেন, 'আহা কি সুন্দর! এমন মিষ্ট লেবু কখন খাই নাই।" যিনি আনিয়াছিলেন হাস্যমুখে স্বহস্তে ছাড়াইয়া তাঁহাকে এক কোয়া, পাড়ার একটী ছোট মেয়ে যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিল তাহাকে এক কোয়া, নিজের ছেলেদের ডাকিয়া আনাইয়া, এক এক কোয়া, বড় ছেলেকে বলিলেন, তুমি পাইয়াছ কি? দেখিও মিথ্যা কথা বলিও না;—স্বামীকে এক কোয়া। অবশেষে বলিলেন, আর তো কুলায় না। এজন্য এক কোয়া নিজহস্তে কাটিয়া মাকে আধ খানি এবং ছোট ছেলেকে আধ খানি দিয়া এক খানি তাঁহার বিদেশস্থ ভগ্নীপতির জন্য রাখিয়া দিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। পরে ডাক্তার আসিলে একটী সুন্দর ফুলের তোড়া তাঁহার হস্তে দিলেন।

সন্ধ্যার সময় একটী স্ত্রীলোক তাঁহার গায়ে হাত দিয়া দেখিতেছিলেন,—জ্বর আছে কি না। কুমুদিনী বলিলেন, আর দেখিতেছ কি, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।" সমস্ত দিন তিনি স্বহস্তে দুধের পাত্র ধরিয়া পান করিয়াছিলেন, এবং সকলের সহিত কথা বলিয়াছিলেন, ইহাতে কেহই মনে করেন নাই যে এই তাঁহার শেষ দিন। মৃত্যুর সাড়ে তিন ঘণ্টার পূর্ব্বেও তিনি শ্রীআচার্য্যদেবের মাতাঠাকুরাণীকে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন, এবং নমস্কার করিয়াছিলেন; কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বুকে সর্দ্দি বসিয়া কথা বলিবার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল। 'দীনহীন" এই শব্দ, সকলে শুনিতে পাইলেন। আর যে কি বলিলেন কিছুই বুঝা গেল না।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় তাঁহার আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল। জীর্ণ দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল। মৃত্যুর পরক্ষণেই তাঁহার মুখমণ্ডল সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছিল। বক্ষঃস্থলে হস্ত এবং চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যেন ধ্যান করিতেছেন। পর দিন বেলা দশটার

সময় তাঁহার মৃত দেহ ধৌত করিয়া পরিধানে লাল পেড়ে সাড়ী, মাথায় ও কপালে সিন্দূর, পায়ে আলতা দিয়া সুরঞ্জিত করা হইল। খাট পুষ্পমালায় ও সুগন্ধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া তদুপরি তাঁহাকে শয়ান করান হইল। পাড়ার প্রায় সমুদায় স্ত্রীলোক আসিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন ও কেহ কেহ পদধূলি লইলেন। দুই জন প্রচারক প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে "জয় সচ্চিদানন্দ হরে!" শব্দে খাট লইয়া সকলে শ্মশান ভূমিতে গেলেন। গৃহে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল।

—০—

প্রভাময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৪

বিন্দু বিন্দু ছিমে তিতিল শরীর,—
প্রস্তর সদৃশ—নিস্পন্দ, নিশ্চল,
বহু ক্ষণ ওই অবনত শির,
চুম্বিল নীরবে শূন্য ধরাতল।
অতঃপর দেবী করিলা উত্থান,
সমাপিয়া শেষ বিদায় প্রণাম॥

১৫

বাঁধিলেন দৃঢ় গাত্র আবরণ,
তুলিলেন করে হৃদয়-আরাম,
সঙ্গের সম্বল একতন্ত্রী ধন।
নিমেষের মাঝে, হায় মর্ত্ত্যধাম,
সুখ, দুঃখ, আশা, মান, অপমান,
ফুরাইল সব স্বপ্নের সমান॥

১৬

সুরম্য ভবন, সুরম্য উদ্যান,
ধন, জন সব (ই) রহিল পড়িয়া;
উদাসিনী প্রভা —ঘর্ম্মাক্ত বয়ান
(নাহি দেখিলেন পশ্চাৎ ফিরিয়া)
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধান একাকিনী পথে,
তিলার্দ্ধ ভাবনা পশিল না চিতে।

১৭

লঙ্ঘি দিব্য পথ, ত্যজি লোকালয়
প্রান্তর উদ্দেশে চরণ দু'খানি,
ধায় অবিরাম,—প্রভাতের ভয়,
বিক্ষত কণ্টকে তবু নাহি গ্লানি;
দেখিতে দেখিতে তরুণ তপন
হাসিল পূরবে, হাসিল গগন॥

১৮

বিহঙ্গের দল, সুদূরে অদূরে
উড়িল বহুল বিচিত্র বরণ,
ছুটিল ভ্রমর মাতিয়া সুস্বরে,
কুসুম তল্লাসে বন উপবন।
শ্বেত, নীল বহু পক্ষ বিস্তারিয়া,
প্রজাপতি লক্ষ আইল ধাইয়া॥

১৯

শ্রান্ত কলেবর, তৃষ্ণায় কাতর,
দর দর ধারে বহে ঘর্ম্মনীর;
বিটপির তলে, তৃণের উপর,
পাতিলেন দেবী কোমল শরীর;
যত্নে বক্ষোপরে রক্ষি একতারা
যুড়ি দুই কর শত শত বার
করিলেন হরিচরণ বন্দনা,
ধন্য দেবভক্তি—স্বর্গের সুষমা!

২০

বিটপির পুঞ্জ, বিস্তৃত, বিশাল,
প্রসারিয়া বাহু লইল পাতিয়া;
আপন মস্তকে তীক্ষ্ণ রবি-জাল,
উদ্ভিজের (ও) মরি আছে বুঝিয়া;
আছে এই ভবে অনেক পাষাণ,
কিছুতে যাদের না গলে পরাণ॥

২১

কোমল-পল্লব বন্য তরুচয়
করি চতুর্দ্দিক ঘন আবেষ্টন,
রচিয়াছে কুঞ্জ, বিচিত্র আলয়,
শোভে স্থানে স্থানে কুসুম রতন।
তদুপরি বসি পক্ষী অগণন,
করিছে নিয়ত মধু বরিষণ॥

২২

এ হেন আবাসে অভিভূতা সতী
অঘোর নিদ্রায় লভিলা আরাম,
বহিল সমীর মৃদু মন্দগতি,
জুড়াইল দেহ, শুকাইল ঘাম;
বহুক্ষণপরে অর্দ্ধ নেত্রদ্বয়
হ'ল প্রস্ফুটিত, একি রে বিস্ময়!

২৩

চমকি চাহেন মধুর মূরতি
বৃদ্ধা নারী এক বসিয়া শিয়রে,
জননী সদৃশা, কোমল প্রকৃতি,
সাবধানে শির রাখি অঙ্কোপরে,
সঞ্চারি অঞ্চল—ধীরে, সযতনে
আছেন নিযুক্তা মক্ষিকা তাড়নে॥

২৪

বন্য ফল মূল প্রচুর আহার,
কমণ্ডলু ভরা সুশীতল জল,
রহিয়াছে পাশে, অদ্ভুত ব্যাপার,
বিশ্বাসী যে জন বুঝে সে কেবল;
ঘটনার চক্র অবস্থার ভেদে
বিধাতার দয়া কিছুতে না রোধে॥

২৫

সর্ব্ব দুঃখহারী, জগতের হরি,
জীবের কারণ ব্যস্ত নিরন্তর;
পিতা, মাতা, সখা, কত রূপ ধরি
ঘুরিছেন মর্ত্ত্যে—অজর, অমর।
তার ইতিহাস ভক্তের জীবন,
ভাই ভগ্নী মিলি কর অধ্যয়ন।

ক্রমশঃ

সংবাদ।

গত মার্চ্চ মাসে সখীসমিতির অধীনস্থ "মহিলা শিল্পমেলা" আপার সারকিউলার রোড ধরের বাগানে সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। মেলার কার্য্য মহিলাগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। চারি দিবস মেলা হয়। লেডি ল্যাণ্ডস্‌ডাউন প্রথম দিবস মেলা খুলিয়াছিলেন। মেলাতে যাহা লাভ হয় তাহা স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে।

বোম্বাই সহরে মিসেস্ রিচার্ডসন্ নাম্নী এক জন ইয়ুরোপীয় ভদ্র মহিলা একটি কারখানা খুলিবেন। ভারতবর্ষের দরিদ্র স্ত্রীলোকগণ যাহাতে অন্নাভাবে পাপ পথে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে এই কারখানা স্থাপিত হইতেছে। দরিদ্র রমণীগণ উপযুক্ত কর্ম্ম পাইলে আপনাদিগকে প্রতি পালন করিতে পারিবে, অন্নের জন্য

কুপথে যাইতে হইবে না। বিবি রিচার্ডসনের সদুদ্দেশ্য সফল হউক!

এত কাল অবধি সমুদ্রের গভীরতার বিষয় যত দূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে জাপান দেশের নিকটস্থ উপকূলের সন্নিধানে সমুদ্র সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। তথায় জলরাশি পাঁচ মাইল গভীর। কি আশ্চর্য্য, তন্নিম্নেও জীবস্থিতির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকা সহরে শতাধিক বালক থিয়েটার নাচ বা কোন নীতিবিরুদ্ধ আমোদে যোগ দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

সাগরসঙ্গমের নিকট কোন স্থানে একটি পুরাতন কামান পাওয়া গিয়াছে। তাহা কোন প্রাচীন হিন্দু রাজার বলিয়া অনুমান হইয়াছে। কামানটি আয়তনে ৬॥ ফিট। ইহার উপরে স্বর্ণাক্ষরে কতক গুলি সংস্কৃত বচন খোদিত আছে।

কুইন ভিক্টোরিয়ার জন্মোৎসব উপলক্ষে সিমলা পর্ব্বতে আগামী ২৪ শে তারিখে বড়লাট সাহেব বিশেষ দরবার করিবেন।

ইটালী দেশে সুকী নামক ব্যক্তি ৪০ দিবস উপবাস করিয়াও জীবিত রহিয়াছে।

সম্প্রতি উক্ত দেশস্থ কেটোনি নামক বৃহৎকায় পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে। সে প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে এ ব্যক্তি আপন কঙ্কাল অস্থি ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যে তথাকার মিউজিয়মে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। অন্যান্য অদ্ভুত পদার্থের মধ্যে তাহাও রক্ষিত হইবে।

সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ যেন তামাক বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন না করেন। কারণ, তাহা তাঁহাদের সুস্বরের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

—০—

স্বর্ণরেণু।

সংসার রঙ্গভূমি সদৃশ, মনুষ্যগণ তাহার অভিনেতৃ মাত্র।

—•—

যে আপনাকে পাপী জানিয়া অনুতপ্ত হয় স্বর্গ তাহার নিকটে; কিন্তু যে আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞানে দাম্ভিক হয়, স্বর্গ তাহা হইতে অনেক দূরে।

———

মহাকবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন। "চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইলেওত নিন্দার হস্ত হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারিবে না।"

—০—

বরং অধিক গম্ভীর হওয়া ভাল, কিন্তু অধিক আমোদপ্রিয় হওয়া ভাল নয়।

———

বিপদ্ কালে যাহার বুদ্ধি স্থির থাকে সেই যথার্থ বুদ্ধিমান। মৃত্যুর অবস্থায় অন্ধকার মধ্যে যাহার বিশ্বাস অটল থাকে সেই যথার্থ বিশ্বাসী।

———

কোন কবি বলিয়া গিয়াছেন পুরুষ-জীবনের সহিত তুলনায় নারীর জীবনের দুঃখ কষ্ট নিশ্চয়ই অধিক।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৩য় সংখ্যা।] আষাঢ় সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

স্ত্রীর সাক্ষ্য।

এক জন যাত্রী স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া স্বর্গপ্রবেশ করিতে চাহিলেন। দ্বারবান্ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাত্রী, তোমার নিকট তোমার স্ত্রীর হস্তলিখিত প্রশংসাপত্র কৈ?" যাত্রী মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, সে কি! আমার পরিত্রাণের জন্য আমার স্ত্রীর মত সামান্য লোকের সাক্ষ্যের কি প্রয়োজন?" দ্বারী উত্তর করিল, "নির্ব্বোধ মনুষ্য, তুমি কি জান না স্বর্গপ্রবেশের অধিকার পাইবার জন্য সকল মনুষ্যেরই স্ত্রীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন?" যাত্রী বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। এবং ভাবিল, চরিত্রের সদ্‌গুণ দ্বারা নিশ্চয়ই শীঘ্র পত্নীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইতে পারিব।

কিন্তু সে দেখিল, স্ত্রী সহজে সন্তুষ্ট হন না। বড় বড় কার্য্যে স্বামী খুব উৎসাহী, কিন্তু জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং অমনোযোগী। সুতরাং পত্নী স্বামীকে প্রশংসাপত্র দিতে অস্বীকার করিলেন।

হে জ্ঞানাভিমানী স্বামিগণ, পত্নীদিগকে তুচ্ছ করিও না। কারণ, স্ত্রীর প্রশংসাপত্র এবং সাক্ষ্য ভিন্ন তোমাদের স্বর্গে প্রবেশ করা সুকঠিন।

—০—

কাষ্ঠখণ্ডের বাক্‌শক্তি।

প্রশান্ত মহাসাগরের হাভি নামক দ্বীপপুঞ্জে রারোটঙ্গা নামে একটী নগর আছে। ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই ক্ষুদ্র নগরটীই খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল। জন্ উইলিয়মস্ নামক এক জন প্রচারক ঐ স্থানের প্রচারকার্য্যভার লইয়া তথায় গিয়া কিছু কাল অবস্থান করেন। ক্রমে সেখানকার সমস্ত লোক এই নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহাদের পৌত্তলিক ধর্ম্মের আচার ব্যবহার, নিষ্ঠুর ক্রিয়া কলাপ, কুসংস্কারাদি একে একে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এবং যুবকদিগের স্কুলে শিক্ষা ও যাহাতে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঐ নূতন ধর্ম্ম প্রচার হয় সে জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে জন্ উইলিয়মসের যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহে রারো-

টঙ্গার সমস্ত লোকের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়।

প্রত্যেক রবিবারে তথাকার উপাসনা গৃহে উপাসনার সময় এত অধিক লোকের সমাগম হইতে লাগিল যে, সে গৃহে উহার অর্দ্ধেক লোকেরও বসিবার স্থান হইত না। এজন্য একটি বৃহৎ ভজনালয় প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইল। ঐ গৃহ আরম্ভ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল, এবং সকলের যত্ন ও পরিশ্রমে প্রায় দুই মাসের মধ্যেই দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৬০ ফিট্, ও প্রায় তিন সহস্র লোকের বসিবার উপযোগী একটী উপাসনালয় নির্ম্মিত হইল।

পাদ্রি সাহেবের চেষ্টায় যদিও লোকদিগের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা লেখা পড়ার মর্ম্ম তখন কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এই ভজনালয়টী নির্ম্মাণের সময় তাহাদিগের অজ্ঞতা সম্বন্ধে একটী ঘটনা হইয়াছিল, তদ্বিবরণ জন্ উইলিয়ম্স্ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"যখন ভজনালয়টী প্রস্তুত হইতেছে,তখন এক দিন একটী মাপিবার যন্ত্র বাড়ীতে ফেলিয়া আমি ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়াই উহার প্রয়োজন হওয়ায়, এক জন লোককে উহা আনিবার জন্য আমার নিকট ডাকিলাম ও এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর কয়লা দিয়া আমার স্ত্রীকে সেই মাপের যন্ত্রটা এই লোকের হাতে দিতে লিখিয়া দিলাম। এবং তাহাকে বলিলাম, দেখ, কাষ্ঠখণ্ড লইয়া গিয়া আমাদের বাড়ীতে আমার স্ত্রীকে দাও।

সে লোকটী দেখিতে এক রকম নূতন ধরণের, খুব চট্‌পটে এবং এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিল। যুদ্ধে তাহার একটি চক্ষু যায়, সে একটি চক্ষু দিয়া আমারদিকে তাকাইয়া বলিল,"ও কি! কাষ্ঠ খণ্ড লইয়া গেলে মিসেস উইলিয়াম্স্ যে আমাকে বোকা বলিয়া খুব তিরস্কার করিবেন!"

আমি বলিলাম "না, তিনি কিছুই বলিবেন না; তুমি শীঘ্র করিয়া লইয়া যাও আমার এখন বড় তাড়া তাড়ি, সেটা এখনই দরকার।"

সে অনিচ্ছার সহিত কাষ্ঠের টুকরাটী হাতে করিয়া বলিল, "আমাকে কি বলিতে হইবে?"

আমি বলিলাম "তোমায় কিছু বলিতে হইবে না, যাহা বলিবার হয় এই কাষ্ঠখানাই তাহা বলিবে।"

সে ভারি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আবার বলিল, "কাষ্ঠখণ্ড কি রূপে কথা বলিবে? ইহার কি মুখ আছে? এ কি মানুষ?"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আমি অত বকিতে পারি না, শীঘ্র লইয়া যাও! আমার বাড়ীতে গিয়া সে মিসেস্ উইলিয়াম্সকে সেই কাঠখানা দিল। তিনি সেটা পড়িয়া একদিকে ফেলিয়া দিলেন আর যেখানে যন্ত্রাদি ছিল, সেখানে গিয়া সেই মাপের যন্ত্রটা বাহির করিলেন এদিকে সে লোকটী কাঠখানা কিরূপে

কথা বলে দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মিসেস্ উইলিয়াম্সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। মিসেস্ উইলিয়াম্স্ সে লোকটীর হাতে যখন যন্ত্রটী দিলেন, সে বলিল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি কি করিয়া বুঝিলেন যে, মিষ্টার উইলিয়াম্স এই যন্ত্রটী চাহিয়াছেন?"

মিসেস্ উইলিয়াম্স বলিলেন "কেন! তুমি না এক্ষণে আমাকে একখানা কাঠ আনিয়া দিলে?"

সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "হাঁ, কিন্তু কৈ আমিত ইহাকে কিছুই বলিতে শুনিলাম না।"

তিনি বলিলেন "তুমি শুনিতে পাও নাই, আমি শুনিয়াছি, এবং যাহা আমার জানা আবশ্যক তাহা ইহাতেই জানিয়াছি। তোমার অত খবরে দরকার নাই, এইটী যত শীঘ্র পার লইয়া যাওয়াই তোমার কাজ।"

সে এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া দৌড়িয়া যাইতে লাগিল এবং এক হাতে কাষ্ঠখণ্ড, আর এক হাতে মাপের যন্ত্রটী লইয়া যত দূর সাধ্য ততদূর ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া রাস্তায় যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "দেখ, ইংরাজদের বুদ্ধি কৌশল দেখ! ইহারা কাষ্ঠখণ্ডকেও কথা বলাইতে পারে। ইহাদের বুদ্ধিকে ধন্য!"

পরে ঐ ব্যক্তি আমাকে মাপের যন্ত্রটী আনিয়া দিল। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, এত দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলা আপনাদের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল?"

আমি তাহাকে যথাসাধ্য বুঝাইলাম। কিন্তু সে রহস্যের ভিতর প্রবেশ করা তাহার সাধ্যাতীত। সে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই কাষ্ঠ খণ্ডে একটা দড়ি বাঁধিয়া তাহা কিছু দিন গলায় পরিয়া রহিল। পরে তাহাকে দেখা যাইত, চতুর্দ্দিকে বহুলোকদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডের অদ্ভুত বাক্‌শক্তির বিষয় বর্ণনা করিতেছে এবং সকলে অবাক্ হইয়া তাহা শুনিতেছে।"

—•—

স্বর্ণলতা।

কলিকাতার নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রামে শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের বাস। বালক বয়স হইতে শশিশেখর গম্ভীর প্রকৃতি, শান্ত রকমের ছিলেন। পল্লীগ্রামের অন্য অন্য বালকদের ন্যায় শশিশেখর কখনও গাছে উঠিয়া পাখীর বাসা হইতে তাহাদের ছানা বা ডিম্ব চুরি করিয়া আনে নাই। অন্য ছেলেদের মত সে কখনও লুকাইয়া পরের গাছ হইতে ফল পাড়ে নাই, কিম্বা কবাটী খেলে নাই, বা নদীর ধারে ছুটাছুটি করে নাই। পাঠশালায় গিয়া সে কখন গুরুমহাশয়ের সঙ্গে দুষ্টামি বা চালাকি করে নাই। অনেক সময় এ জন্য তাহাকে বিনা দোষে প্রহার খাইতে হইত। হয়ত অন্যের দোষে শাস্তি পাইতে

হইত। সে ধীর ভাবে এ সব সহ্য করিত। বরঞ্চ অন্য ছেলেরা পাখীর ছানা চুরি করিয়া আনিলে সে বুঝাইত যে, উহা অন্যায় কার্য্য, ইহাতে বড় পাখীগুলির কত দুঃখ হইবে। পরের গাছের ফল পাড়িতে দেখিলে সে সমবয়স্কদিগকে নিষেধ করিত। বলিত, "না বলিয়া অন্যের জিনিসে হাত দেওয়া উচিত নহে।" সমবয়স্কগণ তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত, শশিশেখরকে ঠাট্টা করিত। এই সকল নানা কারণে গ্রামবাসিগণ শশিশেখরকে তামাসাচ্ছলে কেহ সাধু, কেহ মোহন্ত, কেহ সন্ন্যাসী পরমহংস বলিয়া আমোদ করিত। এবং ঐ সকল নামের মধ্যে তাহার "শেখর মোহন্ত" নামটাই প্রচলিত হইয়া গেল। বালক শশী একাকী গঙ্গা নদীর ধারে বসিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত শোভা দেখিতে ভাল বাসিত। উদ্যানে ফুটন্ত ফুলের শোভা দেখিয়া, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত। আকাশে চন্দ্র উঠিলে অনন্যমনে তাহাই দেখিত। মাতা কিছু নূতন ফল খাইতে দিলে সে চকিতের ন্যায় তাকাইয়া থাকিত। মাতা দুঃখ করিতেন, বলিতেন, "বাছার আমার কি হইল, খাওয়া দাওয়া নাই, সদাই অন্যমনস্ক।" প্রতিবাসিনীরা আসিয়া শশিশেখরের সংশোধনার্থ নানা ব্যবস্থা করিতেন। নানা উপায় বলিতেন। ক্রমে বালক যুবা হইল, কিন্তু তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। সর্ব্বদাই উদাস উদাস ভাব। মাতা ভাবিলেন, পুত্রের বিবাহ দিই, তাহা হইলে হয়ত এ ভাব চলিয়া যাইবে, এবং সংসারে মন বসিবে। শশিশেখরদের বংশ ও ঘর ভাল। কন্যার অভাব হইল না। সুন্দরী পাত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া মাতা পুত্রবধূর মুখ দর্শনে আপনাকে পরম ভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। কিছু দিন গত হইল, শশিশেখর মাতাকে সুখী করিবার জন্য সংসারী হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তের উদাস ভাব কিছুতে যায় না। ক্রমে তাঁহার একটি কন্যা হইল। শিশু কন্যার শ্রী লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, শশিশেখরের মাতা তাহার নাম স্বর্ণলতা রাখিলেন। স্বর্ণলতা পিতামহী ও মাতার আদর যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সম্প্রতি শশিশেখর মাতার অনুরোধে বিদেশে কর্ম্ম করিতে গিয়াছেন। চাকুরি না করিলে কি গৃহসংসার চলে? নাইনীতাল পাহাড়ের নিকট "আল্‌মোড়ায়" তাঁহার কর্ম্ম হইয়াছে, দশ মাস বিদেশে থাকিয়া পূজার ছুটির সময় তিনি এক মাসের জন্য বাটী আসিলেন। মাতার আনন্দের সীমা নাই। পুত্র উপার্জ্জন করিয়া নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তরুণী পত্নীর হৃদয়ভরা সুখ। স্বর্ণলতা দেড় বৎসরের মাত্র, সেও অপরিচিত পিতাকে চিনিতে শিখিয়াছে। প্রথম দিন সে পিতার রুক্ষকেশ এবং শ্মশ্রুশোভিত মুখ দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। শশিশেখরের মাতা দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। এবং স্নেহ

পূর্ণ স্বরে পুত্রের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা শশি, দাড়িগুলো আর রাখিস্‌নে, দেখ খুকি ভয় পাইল। তোর মাথায় এক ফোটা তেল নাই কেন। হ্যাঁ বাবা, আমি থাকিতেই কি তোর অশুদ্ হয়েছে, তাই কামান বারণ?" শশিশেখর একটু অপ্রস্তুত ভাবে জননীর পদধূলি লইয়া নিকটে বসিলেন। স্বর্ণলতা কিছু ক্ষণ পিতামহীর বক্ষে মাথা লুকাইয়া রহিল। পরে সাহস পাইয়া অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পিতাকে দেখিতে লাগিল। শশিশেখর পথে কতগুলি কাশীর খেলনা কিনিয়াছিলেন। সেগুলি কন্যার হস্তে দিলেন। এবার আর স্বর্ণলতার ভয় জ্ঞান না, সে নির্ভয়ে পিতার ক্রোড়ে গেল। কিছু ক্ষণ পরে যখন পিতামহী তাহাকে লইতে গেলেন, অকৃতজ্ঞ বালিকা আর কিছুতে তাঁহার ক্রোড়ে আসিতে চাহিল না। পিতামহীর তাহাতে বড় আনন্দ। শৈশবের বন্ধুত্ব এইরূপ। নূতন দেখিলেই পুরাতন ভুলিয়া যায়, শৈশব হইতে এই ভাব কাহারও আজীবন সঙ্গে থাকে। নূতন পাইলে আর কি পুরাতনের আদর থাকে? শশিশেখর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া গ্রামের সকলে দেখিতে আসিল। শশিশেখরের রুক্ষ কেশ, শ্মশ্রুশোভিত মুখ দেখিয়া সকলে পুরাতন মোহন্ত নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল। এই নাম শুনিলে জননী ক্ষুণ্ণ হইতেন, এবং পত্নীর হৃদয়ে কেমন একটা অজ্ঞাত ভয় উদয় হইত।

ক্রমে ছুটি ফুরাইয়া আসিল শশিশেখর বিদেশ যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেন। মাতা ও পত্নী সকলেরই উ জন্য ব্যস্ত হইলেন। শশিশেখর বা নিয়মিত গিয়া সেখানে সব বন্দোবস্ত করিয়াই কামাদিগকে লইয়া যাইব। অশ্রুপূর্ণলোচনে মাতা পুত্রকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। পত্নী গোপনে অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। স্বর্ণলতা অবাক্ হইয়া পিতার দিকে তাকাইয়া রহিল। শশিশেখরের গমনে মাতা ও পত্নীর নিকট গৃহ অন্ধকার হইল।

দুই মাস অতীত হইল। শশিশেখর নিয়মিত রূপে পত্রাদি দেন। ইহার পর হঠাৎ তাঁহার পত্র বন্ধ হইল। কিছু দিন তাঁহার আর কোন সংবাদ আসে না। মাতা মহাব্যস্ত হইলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। পত্নী রজনীতে চক্ষুর জলে উপাধান আর্দ্র করেন। শশিশেখরের আর সংবাদ নাই। অবশেষে হঠাৎ আল্‌মোড়া হইতে শশিশেখরের এক জন বন্ধু গ্রামে টেলিগ্রাফ করিলেন, "আল্‌মোড়ায় এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া শশিশেখর হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও কিছু বলিয়া পর্য্যন্ত যান নাই। তাঁহার ভৃত্যের নিকট শ্রবণ করা গিয়াছিল যে, তিনি গৈরিকবসন পরিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন।" এই সংবাদ বজ্রের ন্যায় দুঃখিনী জননী এবং পত্নীর নিকট পৌঁছিল। একমাত্র পুত্রের অক-

স্মাৎ নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে মাতা ধরা-শয্যা আশ্রয় করিলেন এবং অনবরত রোদন করিয়া সে বৃদ্ধ অন্ধপ্রায় হইলেন। পত্নী তাহা, ইহাতে সে ত্যাগ করিয়া নীরবে দিবানিশি অশ্রু জলে ভাসিতে লাগিলেন। সুলিতা এক বার মাতা ও পিতামহীর মুখের দিকে তাকায় এবং তাঁহাদের অশ্রুজল-সিক্ত মুখ দেখিয়া মলিনমুখে তাঁহাদের বক্ষে মুখ লুকায়। শশিশেখরের সুখের সংসার শ্মশান প্রায় হইল। প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের চিত্ত সুস্থির হয় না। কেহ বলিল "তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন। সংসারের মায়া, মেয়ের মায়া কি একেবারে কাটাইতে পারিবেন?" কেহ বলিল, হয়ত মিথ্যা খবর। বিদেশ হইতে ও রকম কত খবর আসে।" কেহ বলিল অমন করিয়া চক্ষুর জল ফেলিয়া ছেলের অকল্যাণ করিতে নাই।" যাহার যাহা মনে হইল বলিল। কিন্তু শশিশেখরের পত্নী এবং জননীর হৃদয়ের জ্বালা উপশম হইল না।

ক্রমশ।

সময়ের আদর।

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দের মধ্যে সময়ের আদর বড় অল্প। সময় নষ্ট করা যে অন্যায় তাহা কাহারও মনেই আসে না। কোন রকমে দিন-গুলি কাটিয়া গেলেই হইল। তাহাতে অনেকের ভ্রূক্ষেপই নাই। বাস্তবিক বাঙ্গালি জাতির ভিতরে সময়ের প্রতি দৃষ্টি বড় কম। অন্য অনা জাতির সহিত তুলনা করিলে, তাঁহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি, ইচ্ছা এবং কার্য্যকুশলতা অত্যন্ত অল্প বলিয়া বোধ হয়। সময়ের আদর করিতে না শিখিলে কখনও কোন জাতির শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সভ্য জগতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেই দেখা যায়, যে সকল জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং অগ্রসর তাহারা সময়কে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে। বাঙ্গালিদের ন্যায় আলস্য-নির্জীব নিস্তেজ জীবন দেখিলে তাহারা কত ঘৃণা করে। বিলাত প্রভৃতি স্থানে পথের পথিকগণ এত ব্যস্তভাবে গমনাগমন করে যে, বুঝিতে পারা যায় তাহারা পর্য্যন্ত সময় নষ্ট করিতে কত অনিচ্ছুক। ইংরাজদিগের মধ্যে ঠিক সময়ে কার্য্যকরা একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। যে সময়ে যে স্থানে যাইবার কথা, যে কার্য্য করিবার কথা তাহার একটু এ দিক ও দিক হইলে তাহারা মহা লজ্জিত হয়। বাল্যকাল হইতে তাহারা সময়ের আদর শিক্ষা পায়। আমাদের দেশে তাহার বিপরীত। আমরা সমস্ত দিন অনর্থক কাটাইয়া অনায়াসে রজনীতে সুখে নিদ্রা যাইব। সময়ের অপব্যবহার করিয়া কিছুই ক্লেশ বোধ হয় না। বাস্তবিক সময় অতি মূল্যবান্ পদার্থ।

সময় সমুদ্রের বুদ্বুদের ন্যায় একটী দিন গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না। তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেকে হয়ত অনায়াসে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গল্প করিয়া, তাস পিটিয়া, ঘুমাইয়া, কাটাইয়া দেন। সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি নাই, গৃহসংসারের শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি নাই, জ্ঞানচর্চ্চার দিকে মন নাই। যাঁহারা দরিদ্রঘরের, অগত্যা তাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু ঘরকন্নার কাজ ছাড়া আর যে কোন কাজ জীবনে আছে, সে দিকে তাদের দৃষ্টি নাই। এখন আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের ভিতর জ্ঞান-চর্চ্চা যথেষ্ট হইতেছে। জীবনের দায়িত্ব, কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিও কিঞ্চিৎ পড়িয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ সময়ের প্রতি আদর তেমন নাই। হয়ত কোন দিন সময়ের অসদ্ব্যবহার হয়, কোন দিন বৃথা ক্ষয় হয়। সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। যে বৎসর, যে মাস, যে দিবস, যে ঘণ্টা, যে মুহূর্ত্ত অতীত হইতেছে, তাহা আর ফিরিবে না, চিরকালের মত অনন্ত কাল-সাগরের গর্ভে মিশাইতেছে। সময়-সম্বন্ধে আমাদের কোন দায়িত্ব আছে ইহা কি সর্ব্বদা মনে থাকে? যে সময়ের সদ্ব্য-বহার করে তাহার জীবনের দুই বৎসর কাল, এবং যে সময় বৃথা নষ্ট করে তাহার জীবনের দশ বৎসর কাল সমান। সময়ের উপযুক্ত আদর করিতে জানিলে জীবনের কত কাজ হয়, আপনার জীবন কত উচ্চ করিতে পারা যায়, দেশের জন্য কত ভাল অনুষ্ঠান করা যায়, পরের কত উপকার হয়। সকলেরই উচিত প্রতি-দিনের জন্য কতকগুলি নিয়মিত কার্য্য স্থির করিয়া রাখা। সেই সেই কাজগুলি করিবার সঙ্কল্প করিয়া দিন আরম্ভ করা উচিত। ব্রত নিয়ম গ্রহণকরা আর কিছুই নহে, দিনগুলি ভালরূপে কাটান এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করা। ইংরাজ-দিগকে আমরা আমোদপ্রিয় বিলাসী, যাহাই বলি, তাহাদের মধ্যে যে খুব সময়ের আদর, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সময়ের আদর তাহাদের অনেক উন্নতির মূল। সময়ের আদর অর্থ ইহা নহে যে, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া জীবনকে ভার-বহ করা। কেবল হাসিয়া খেলিয়া জীবন-যাপন ভাল নহে, অথবা কেবল কষ্ট লইয়া পরিশ্রম করিয়া জীবন কাটানও ঠিক নহে। নির্দ্দোষ আমোদে, পাঠে, গৃহের কার্য্যে, পরস্পরের সহিত জীবনের অনেক যোগ আছে। ধনী, দরিদ্র মধ্যবিধ সকল-কেই পরমেশ্বর জীবনের দায়িত্ব কর্ত্তব্য দিয়াছেন। যাঁহার যেমন অবস্থা সেই অনু-সারে জীবনের দিনগুলিকে কার্য্যের জন্য বিভক্ত করিয়া সময়ের ভাল ব্যবহার করিতে সকলেই পারেন। পরিবারের প্রতি, গৃহের প্রতি, সন্তান সন্ততির প্রতি সকলেরই কর্ত্তব্য আছে। সেই সকল ঠিক ভাবে করিতে চেষ্টা করিলে মানুষের জীবনের কার্য্যের কোন অভাব থাকে না। সময় কাটান ভার বলিয়াও বোধ হয় না।

সময়ের আদর করিতে শিক্ষা করা সকলেরই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

গোসানীমারী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গত বারে রাজা নীলাম্বরের পূর্ব্ব জীবনের কথা বলিয়াছি। তিনি কি প্রকারে জীবন যাপন ও রাজ্য পালন করিয়াছেন তাহা বলা আবশ্যক। কিন্তু তাহা বিশেষরূপে অবগত না হওয়াতে এ সংখ্যায় তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম হইলাম। সেই জন্য আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করি। কান্তেশ্বরের বিবরণ বলিয়া একেবারে রাজ্য বিলোপ বলাটা ঠিক নহে। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি তাহাই বলিতে আরম্ভ করি।

আমরা তাঁবুতে রজনী যাপন করিয়া বেলা সাড়ে আট কিম্বা নয়টার সময় বাহির হইলাম। পূর্ব্বে রজনীতে দস্যুর ভয় বলা হইয়াছিল, তাহা নহে, প্রহরীরা বাঘের ভয় করিয়াছিল। শুনা গেল মহারাজার রাজ্যের মধ্যে চুরি ডাকাতি হয় না। যাহা হউক, আমরাও নিরাপদ হইলাম। যে তাঁবুতে আমরা ছিলাম তাহা একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলায়, তাহার উপর একটী পক্ষী ডাকিতেছিল, তাহার কণ্ঠের শব্দ যেন ঠিক ঘোটক শাবকের ন্যায়। আমরা একজন লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, বাজপক্ষী ডাকিতেছে। ইহার পূর্ব্বে আমরা জানিতাম না যে বাজপক্ষীর এরূপ কণ্ঠস্বর হইতে পারে। প্রায় এক ক্রোশ দূরে রাজপাট রাজভবন দেখিতে গেলাম, তথায় বিশেষ দেখিবার এমন কিছু কীর্ত্তি নাই। এক স্থানে কতক গুলা খোদিত প্রস্তরের ভগ্ন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে মাত্র। এই স্থানে রাজা নীলাম্বরের ট্যাকশাল ছিল। তথা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে গেলাম, শুনা গেল সেই স্থানে রাজবাটী ছিল। তাহা প্রকাণ্ড, দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। মধ্যে মধ্যে ইষ্টক খণ্ড স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। আর মধ্যে মধ্যে কণ্টক বৃক্ষের ঝাড় এবং দুই একটা বুনো গাছ দেখা যায়। তথা হইতে রাজার বসিবার রাজপাটে যাইতে হইলে কতকটা উচ্চ ভূমিতে উঠিতে হয়। তথায় গিয়া দেখা গেল, কতক গুলো বড় বড় ছোট ছোট প্রস্তর এক স্থানে যড় করা রহিয়াছে। একটী বট বৃক্ষ তথায় আছে, তাহা প্রায় দেড় শত বৎসরের হইবে। আমাদের এক জন সঙ্গী বলিলেন, তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর ঐ বৃক্ষকে সমান ভাবে দেখিতেছেন। রাজপাঠ দেখিয়া মন কেমন উদাস হইল। ঐ বৃক্ষতলায় অনেক প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে। শুনা গেল পূর্ব্বে কান্তেশ্বরীর মন্দির ঐ স্থানে স্থাপিত ছিল। এখন কেবল মাত্র সেই উচ্চ ভূমিখণ্ড আছে। সে স্থান হইতে চারিদিকের নিম্ন ভূমি

দেখিতে অতি সুন্দর। গোসানীমারী চারিদিক্ গড় দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার ভিতরে রাজবাটীর প্রাচীর। তাহার ভিতরেও কতক গাঁথুনি বাঁধুনি দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, তিনটা প্রাচীর ভেদ করিয়া মুসলমানেরা এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সহজে পারে নাই, অনেক কৌশলে রাজ্য অধিকার করে। না জানি সে কত বড় ক্ষমতাশালী রাজা যার রাজ্যে এত বড় দুর্গ এবং টাঁকশাল! কেহ হাঁটিয়া কেহ হাতীর উপরে চড়িয়া কেহ বা পাল্কীতে রাজপাট দেখিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ দূরে একটা প্রাচীন ইন্দারা দেখা গেল। আমাদের পাল্কীর নিকটে কতকগুলি লজ্জাবতী লতা ছিল। মানুষের করস্পর্শে তাহারা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়। তাহারা যেন হতগৌরব রাজপ্রাসাদ দেখিয়া লজ্জায় অবনতমুখী হইতেছিল। একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর সেখানে আছে, তথায় এক জন বৈরাগী বাস করেন। বৈরাগীকে দেখিয়া আমাদের তত ভক্তির উদ্রেক হইল না। কিন্তু এই ভগ্নাবশিষ্ট রাজশ্রী বৈরাগ্য উদ্দীপনের অনুকূল সহায় বটে। সহজেই এখানে বৈরাগ্যের উদয় হয়। অসারের অসার যে সকলই অসার, এখানে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমার মন যেন কেমন উদাস হইল। সকলে বলিতে লাগিল, এই স্থানে রাজার বসিবার স্থান ছিল, এই খানে অন্দর ছিল। নানা প্রকার পুরাতন রাজকীর্ত্তি এখন কেবল কল্পনায় ভাবিয়া লইতে হয়। সে রাজাই বা কোথায়, আর সে রাজগৃহই বা কোথায়! হায় কান্তনাথ, তুমি এখন কোথায়? তোমার সাধের রাজ্যপাট, সুখ ঐশ্বর্য্য যে সময় বর্ত্তমান ছিল তখন কেন আমরা দেখিতে আসিলাম না! সেই সময় যদি আসিতাম, কত গৌরব মহিমা দেখিতে পাইতাম। হায় মন! তখন আমি কোথায়? আমাদের বংশ পিতা মাতা তখন পৃথিবীতে আসেন নাই। হায় নীলাম্বর, এই দেশে এক সময় তোমার কতই মমতা ও গৌরব প্রকাশ পাইত! এখন কোথায় বা তোমার রাজভবন, আর কোথায় বা তোমার প্রিয়তমা রাজ্ঞী। তোমার সে দাস দাসী ধন সম্পদই বা এখন কোথায়? এই কি রাজবাটীর পরিণাম,—যে স্থানে আনন্দ অন্তরে তোমার কর্ম্মচারী প্রহরী প্রভৃতি অনুচরবর্গ ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করিত? এই কি রাজান্তঃপুর,—যে স্থানে মহিষীরা সুখশয্যায় শয়ান থাকিতেন,—যেখানে একটী লোক বিনা হুকুমে গেলে মাথা কাটা যাইত? এই কি সেই রাজপাট,—যে স্থানে তুমি সিংহাসনে বসিয়া রত্ন মাণিকখচিত মুকুট মাথায় দিয়া স্বজন বন্ধু মন্ত্রী সহচরবেষ্টিত হইয়া কত উৎসাহে রাজকার্য্য করিতে? হায়! তাহার আর কিছুই দেখা যায় না। তাহার চিহ্ন স্বরূপ কেবল প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড মধ্যে মধ্যে

স্তূপাকারে রহিয়াছে। এখানে চাসারা চাস করে না,কোন মনোহর উদ্যান দেখা যায় না, কোন লোকের বসতি নাই, কেবল তৃণপূর্ণ সমভূমি পড়িয়া আছে। ঠিকই হইয়াছে। বুঝিলাম, বাল্যখেলা সাঙ্গ হইলে কেহ আর খেলাঘরে থাকিতে চায় না। যেমন খেলা সাঙ্গ হইলে বালক বালিকারা নিজেই পদাঘাত দ্বারা খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ধূলা ছড়াইয়া চলিয়া যায়, এ পৃথিবীর রাজাদিগের ভগ্ন দুর্গ, ভগ্ন প্রাচীর, রাজগৃহ দেখিলে বালকের পরিত্যক্ত ক্রীড়াগৃহ বলিয়া এখন মনে হয়।

আমরা এই সকল দেখিয়া ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে দেখিতে তথা হইতে আর এক স্থানে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে একটী ভূমিশায়িত ভগ্ন প্রস্তরের স্তম্ভ দেখা গেল। ইহা কি ছিল, কেহই ঠিক করিতে পারিল না, অনুমান করা গেল, রাজার হস্তী বাঁধিবার ইহা স্তম্ভ। আমাদের সঙ্গের হস্তীকে সেই ভগ্ন স্তম্ভটী তুলিতে বলিলাম, সে তাহা পারিল না। আমরাও আর বেশী তাহাকে অনুরোধ করিলাম না। আমাদের পাল্কী হাতী লোক জন দেখিয়া গ্রাম্য পথিকগণ আপনাপন দ্রব্য সামগ্রী লইয়া মহা ব্যস্ত হইল। রাজার লোকেরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, জুলুম করিয়া দ্রব্যাদি লুটিয়া লইতে পারে, এই সংস্কার বশতঃই বোধ হয় তাহারা ভয় পাইতে লাগিল। কিন্তু আমরাও পথের পথিক, সে প্রকার ভয়ের কোন কারণ ছিল না।

অনন্তর শিবিরে আসিয়া স্নান আহারাদির পর অল্প ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন সময়ে আমরা আবার ভগ্ন গড় দেখিতে চলিলাম। কিঞ্চিৎ দূরে দেখিলাম, সিংহমারী নদীর স্রোত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া এক স্থান দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমরা একটী পথ দিয়া প্রাচীরের উপরে উঠিলাম। উপর হইতে নদীর ধারে সহজে যাওয়া যায়। তাহার উপর উঠিয়া আমরা সিংহমারী নদীর মনোহর জলস্রোত দর্শন করিতে লাগিলাম। নদীর পরপারে কমতাপুরী অবস্থিত। এই কমতাপুরীর রাজধানী গোসানীমারী।

একে রাজা নীলাম্বরের রাজ্যের ভগ্নাবস্থা দর্শন, তাহাতে সূর্য্যদেব অস্তাচল গমনে প্রকৃতির মৌন ভাব ধারণ; আবার সম্মুখে দেখি ভবনদীর ন্যায় স্রোতস্বিনী তরঙ্গিণী প্রবাহিত। নদীর পরপারের প্রমুক্ত ক্ষেত্র এবং কমতাপুরীর বৃক্ষ লতা দেখিয়া প্রাণ সহজে গাইতে লাগিল, "ভবপারে অনন্তধামে, মন ছুটে যেতে চায়।" প্রকৃতি আঁধার বসন পরিবার পূর্ব্বে আমরা বাসায় অর্থাৎ পটগৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সে রাত্রিও বৃক্ষতলে যাপন করা গেল। নিদ্রাবেশে মধ্যে মধ্যে পাখীর সুললিত স্বর শুনা যাইতেছিল।

পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া

স্নানের পর কান্তেশ্বরীর মন্দির দর্শন করিতে যাই। তাহার প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি এবং দরজাটী বেশ সুন্দর, এবং দৃঢ়রূপে রচিত। দরজা অধিক বড় নহে, ছোটও নহে, মাঝারি। তাহার উপর নহবৎখানা। চারিদিক প্রাঙ্গণে বেষ্টিত, সম্মুখে নাটমন্দির, তাহার পরেই দেবীর মন্দির। মন্দিরগৃহটী ভূমি হইতে প্রায় আধ তলা উচ্চ। মন্দিরের একধারে অতি সুরম্য ফুলের বাগান। দুই কোণে দুইটী প্রস্তরের দেবমূর্ত্তি, একটী শিব, অপরটী অনুমান করা গেল নারায়ণ। অতিপুরাতন বড় বড় প্রবীণ বৃক্ষ কতকগুলি আছে। উঠানের মধ্যে অশোক ও বট বৃক্ষ দুইটী বাঁধান, তাহা অতি প্রাচীন। তাহার বাঁধানো পুরাতন হওয়াতে ইষ্টক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, বহুকাল মেরামত হয় নাই। এই মন্দিরের পশ্চাতে একটী ইন্দারা। সেখান হইতে পদ ধৌত করিয়া দেবালয় প্রবেশের নিয়ম। তাহার পরে একটী সোপান দিয়া আমরা একটী ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেই ঘরটী মন্দিরের এক পার্শ্বে। তাহার মধ্যে একটী সিঁড়ি আছে। মন্দিরপ্রবেশ করিবার একটী দরজাও তথায় দেখা গেল। কিন্তু যাত্রিরা ঐ দরজা দিয়া যায় না। ঘরটী ধোঁয়াতে মলিন হইয়াছে। ভূমিতে দুইটী উনন রহিয়াছে, সেইখানে ভোগ রান্না হয়। সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া মন্দিরের সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আমরা ছাদের উপর উঠিলাম। তাহার একধারে নাটমন্দির, একধারে কান্তেশ্বরীর মন্দির। মন্দিরটি সুন্দর ছিল, কিন্তু অতি পুরাতন হওয়াতে এবং মেরামত অভাবে বড় মলিন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যস্থলে সিংহাসন। খানিকটা উচ্চ কাষ্ঠের পায়ার উপরে রূপার দুইখানি খড়ম আর একটি রূপার কৌটা দেখা গেল। চৌকীর উপরের চারিধারে কাষ্ঠের সিংহের মূর্ত্তি, তাহার উপরে সিংহাসন, তাহার উপরে কান্তেশ্বরী স্থাপিত। কিন্তু কান্তেশ্বরীর কোন মূর্ত্তি নাই, একটি কৌটার মধ্যে একটি বস্তু আছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না, দেখা নিষেধ। পূজার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা মুখ ফিরাইয়া তাহাকে স্নান করান। আমরা কেবল কতকগুলি ফুল সাজানো আছে দেখিলাম, এবং ঘরের দুই ধারে কতকগুলো ঠাকুরের কি কি মূর্ত্তি আছে, তাহাদের প্রতি আর তত মনোযোগ করিলাম না। তন্মধ্যে সূর্য্যের একটী মূর্ত্তি আছে। এখানকার পূর্ব্বকালের লোকেরা বোধ হয় সূর্য্যের উপাসক ছিল। সূর্য্যমূর্ত্তি মানবের মূর্ত্তির ন্যায় গড়াইয়া তাহার পূজা করিত। এখনও কুচবিহার অঞ্চলে শুনা যায় ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতির মূর্ত্তি গড়াইয়া লোকে পূজা করিয়া থাকে।

কান্তেশ্বরীর বিষয়ে এইরূপ কথা প্রচলিত আছে, যে পুরাকালে দুর্য্যোধনের শ্বশুর ভগদত্ত রাজার প্রতি মহাদেব কোন কারণে সন্তুষ্ট হইয়া এক বিজয় কবচ তাঁহাকে দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন

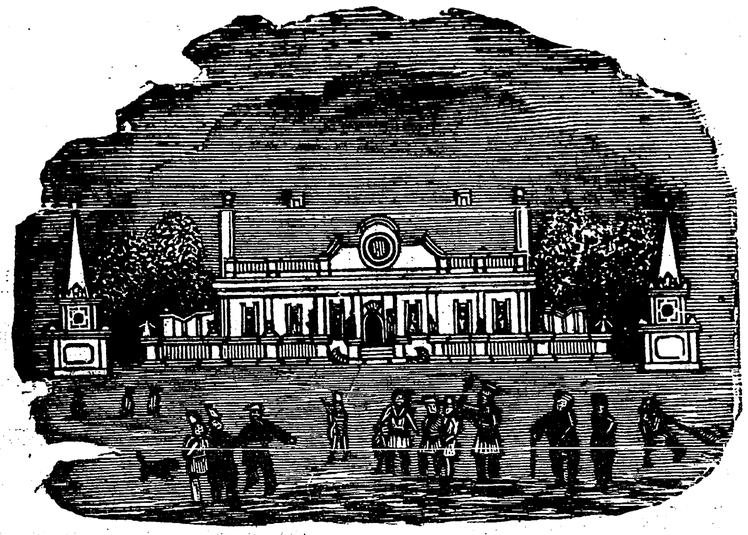
যে, তুমি যে স্থানে যাইবে এই কবচ পরিয়া জয়ী হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এই কবচ পরিয়া না যাওয়াতে তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল। সেই কবচ কুরুক্ষেত্র হইতে কি প্রকারে গোসানীমারীতে আসিয়া পড়ে। রাজা নীলাম্বরের রাজ্য যখন মুসলমান সুলতানেরা আক্রমণ করে, সেই সময়ে ঐ কবচ না কি আপনি গিয়া একটি পুষ্করিণীতে পড়িয়া যায়। তদনন্তর নীলাম্বরের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ষোল বৎসর পরে কুচবিহাররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুচবিহারের চতুর্থ রাজা প্রাণনারায়ণের সময় এই মন্দির পুনরায় গোসানীমারীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কথিত আছে, কোন ধীবরের জালে ঐ কবচ উঠে। রাজা প্রাণনারায়ণের প্রতি এইরূপ স্বপ্ন হয়,—"রাজা, আমি বহু দিন হইতে ঐ পুষ্করিণীতে আছি, তুমি আমাকে লইয়া গিয়া মন্দিরে স্থাপন কর। এক জন ব্রাহ্মণ দ্বারা আমাকে লইয়া যাও।" পরে ধীবর রাজাকে সংবাদ দেওয়াতে রাজা প্রাণনারায়ণ একটি হাতী ও একটি ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন। এবং একটি রেশমের থলি দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ রাজার আদেশ মত কার্য্য করিল। সেই রেশমের থলির দ্বারা কবচটি জল হইতে উঠাইয়া হাতির উপরে রাখিল। হাতী কতক দূর গিয়া যেস্থানে থামিল, সেই স্থানে এই কান্তেশ্বরীর মন্দির হইল। পরে নিয়মিতরূপে তথায় পূজা অর্চ্চনাদি হইতে লাগিল। শেষ পুরোহিত ঠাকুর রাজা প্রাণনারায়ণকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে একটি অতি গোপনীয় বিস্ময়কর কথা বলিব।" রাজা বলিলেন, "কি বিষয় বল।" পুরোহিত বলিলেন, "প্রতি দিন আরতির পরে আমি বাদ্য বাজাইয়া থাকি, আর মা কান্তেশ্বরী নৃত্য করেন। আমায় চক্ষু মুদিয়া থাকিতে হয়।" রাজা বলিলেন, "তবে আমাকে তাহা দেখাইতে হইবে।" পরে রজনীতে যথাসময়ে রাজা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া পুরোহিত বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, আর দেবী তেমনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নৃত্য ভঙ্গ হইলে দেবী বলিলেন, "পুরোহিত, তুই কাহাকে এখানে আনিয়াছিস্ সত্য করিয়া বল্!" পুরোহিত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "হাঁ দেবি! আপনার পুত্র রাজাকে আমি আনিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া দেবী বলিলেন, "কেন তুই আমার পুত্রকে আমার এ উলাঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখাইলি! যা তবে আজ হইতে আমার সন্তানবংশ রাজবংশ এ স্থানে আর কেহ আসিতে পারিবে না। এক ক্রোশ দূর ব্যবধান পর্য্যন্ত—যেখান হইতে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়,—সে পর্য্যন্তও রাজবংশীয় কেহ আসিতে পারিবে না।" এই জন্য কুচবিহারের রাজবংশের কোন লোক এখনো সে স্থানে যান না।

আশ্চর্য্য কীর্ত্তি।

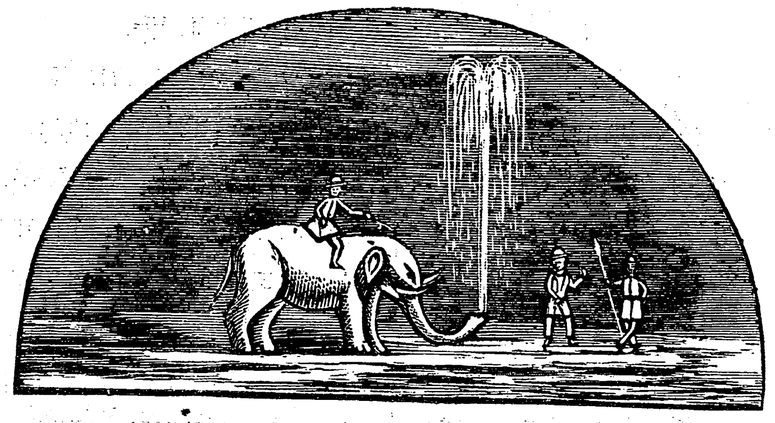
সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরের বরফনির্ম্মিত প্রাসাদ।

১৪৪১ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ সহরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজ্ঞী এন্ এর ইচ্ছায় ঐ সময় তথায় এক প্রকাণ্ড বিচিত্র বরফনির্ম্মিত অট্টালিকা প্রস্তুত হয়। ইহা পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। মহারাজ্ঞী নিজে ঐ প্রাসাদ নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধান এবং উহার সমুদয় ব্যয় বহন করেন। এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণের সমুদয় বিস্তারিত বিবরণ ও এলেক্সিস্ নামক বুদ্ধিমান কারীগরের ভূরি ভূরি প্রশংসা ঐ নগরের তৎকালীন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত আছে।

বরফের প্রাসাদ রুসিয়ার মহারাজ্ঞীর মনোরঞ্জনার্থ গঠিত হয়। সুতরাং ইহাকে রাজ্ঞীর একটি ক্রীড়াসামগ্রী বলিলেও হয়। প্রথমতঃ নেভা নদীর বরফেপরিণত কঠিন বক্ষে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু কিয়দংশ গঠিত হইবার পর নদীবক্ষস্থ বরফরাশি দ্রব হইয়া ভিত্তি ভগ্ন হইয়া যায়। তখন রাজপ্রাসাদের নিকটে অন্য কোন স্থলে ভূমির উপর নির্ম্মাণকার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয়। নির্ম্মাণকার্য্য বেশ পরিষ্কার এবং শাদাসিদে রকমের। নেভা-নদী হইতে বৃহৎ স্বচ্ছ বরফখণ্ড সকল কর্ত্তন করিয়া আনীত হইয়াছিল, এবং উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা ঐ সকল বরফ গৃহনির্ম্মাণোপযোগী নানা আকারে সুগঠিত ও খোদিত হইয়াছিল। যন্ত্রসাহায্যে বরফের চাপ সকল যথাস্থানে উত্তোলিত হইল। অল্প অল্প জল প্রয়োগে বরফ খণ্ডগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইতে লাগিল। কারণ, দুই খণ্ড বরফের মধ্যে জলের সংস্পর্শ হইবা মাত্র তাহা জমিয়া উভয় খণ্ডকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। এই সামান্য উপায়ে উচ্চ গৃহপ্রাচীর নির্ম্মিত হইল। স্বচ্ছ ঈষৎ নীলাভ উজ্জ্বল বরফনির্ম্মিত প্রাসাদ বহুমূল্য মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা অপেক্ষা অধিক শোভমান্ হইয়াছিল। বোধ হইত যেন অতি মূল্যবান দীপ্তিশালী কোন প্রকার প্রস্তর দ্বারা ঐ প্রাসাদ গঠিত হইয়াছে। অট্টালিকার মধ্যস্থলে উচ্চ খিলান, দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ; স্বচ্ছ স্তম্ভোপরি তাহার ছাদ স্থাপিত। ঘরের চারিদিকে বরফনির্ম্মিত গবাক্ষ। ঐ জানেলা গুলিতে কাচের পরিবর্ত্তে স্বচ্ছ বরফখণ্ড সকল সার্সির ন্যায় সংলগ্ন করা হইয়াছিল। জানেলার ফ্রেম গুলি মার্ব্বেল প্রস্তরের অনুকরণে সুন্দর সবুজ বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছিল। রজনীতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে আলোক প্রদান করা হইলে কেবল যে গবাক্ষগুলি আলোকিত হইত তাহা নহে, সমুদয় স্বচ্ছ অট্টালিকা আলোকে প্রতিফলিত হইয়া হীরক অপেক্ষা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিত। প্রাসাদের মধ্য-



স্থলে একটি সুন্দররূপে খোদিত খিলান, তন্নিম্নে কাচনির্ম্মিতবৎ বৃহৎ রুদ্ধ দ্বার, তদুপরি রুসিয়াদেশের বাটীর তুল্য ধূম নির্গত হইবার স্তম্ভসম্বলিত ঢাল ছাদ। প্রাসাদের সম্মুখে কৃত্রিম উদ্যান, তন্মধ্যে বরফনির্ম্মিত কৃত্রিম কমলা লেবুবৃক্ষ সকল কৃত্রিম ফল পত্রে শোভিত এবং তাহার শাখায় শাখায় সুন্দর কৃত্রিম পক্ষী সকল উপবিষ্ট। প্রাসাদের সম্মুখে ছয়টি বরফনির্ম্মিত বৃহৎ কামান ছিল। কামানগুলি প্রকৃত কামানের ন্যায় লৌহের গোলা গুলির দ্বারা ব্যবহৃত হইত। কামানগুলির দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহদাকার বরফনির্ম্মিত মৎস্য ছিল। তাহাদের মুখ হইতে অনবরত উজ্জ্বল আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হইত। ভিতরে কোন যন্ত্রসাহায্যে এই ব্যাপার ঘটিত। তদ্ভিন্ন কৃত্রিম উদ্যানে দুইটি কৃত্রিম পিরামিড় প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের অভ্যন্তর ফাঁপা ছিল, এবং ভিতরে প্রবেশ করা যাইত। রাত্রিকালে দুইটি রঙ্গিন কাগজের চিত্র বিচিত্র প্রকাণ্ড ফানস্ ঐ দুই পিরামিডের উপর সংলগ্ন করা হইত, এবং তাহার ভিতর আলোক প্রদত্ত হইয়া দর্শকগণের নয়ন মুগ্ধ করিত। অট্টালিকার বামদিকে একটি বরফনির্ম্মিত হস্তী সংস্থাপিত ছিল। তাহার উপরে যুদ্ধাস্ত্রহস্তে একটি পারস্য দেশীয় মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। হস্তীর সম্মুখে বর্ষাহস্তে দুই জন তুরস্ক দেশীয় সৈনিকের বরফনির্ম্মিত মূর্ত্তি। হস্তীর ভিতরও ফাঁপা, এবং তাহার মধ্য হইতে কি প্রকার কৌশলে নল সংযোগে শুণ্ড দ্বারা প্রায় ২৪ ফিট উচ্চে অনবরত ফোয়ারার ন্যায় জল উত্থিত হইত। রজনীতে জলের পরিবর্ত্তে হস্তীর শুণ্ড হইতে উজ্জ্বল আগ্নেয় দ্রব পদার্থ নির্গত হইত। দর্শকগণের আমোদার্থ মধ্যে মধ্যে এক জন লোক হস্তীর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রুদ্ধ হস্তীর গর্জ্জনবৎ শব্দ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিত।



প্রাসাদের বাহিরে যেরূপ বন্দোবস্ত ভিতরেও সেই রূপ। দর্শকগণের জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশদ্বার পশ্চাৎ দিকে স্থাপিত ছিল। মধ্যস্থলে সুগঠিত ছাদমুক্ত বারাণ্ডা, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ। একটি শয্যাগৃহ তুল্য তন্মধ্যে খাট, বালিশ, লেপ, পর্দ্দা, প্রকাণ্ড আর্শি, গ্লাস, সুগন্ধ দ্রব্যের শিশি, ওয়াউডারের কৌটা, বড় ঘড়ি, সামাদান, বাতি ইত্যাদি সকল দ্রব্য বরফ দ্বারা সুন্দররূপে নির্ম্মিত এবং যথাস্থানে রক্ষিত ছিল। মধ্যে মধ্যে ঐ বাতিগুলি উপরিস্থিত আগ্নেয় পদার্থ সংযোগে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হইত, এবং ঠিক জ্বলিত বর্ত্তিকার ন্যায় বোধ হইত। প্রকোষ্ঠের এক কোণে কৃত্রিম অগ্নি রক্ষার স্থান ন্যস্ত ছিল, এবং ঐ আগ্নেয় পদার্থে তাহা সময়ে সময়ে প্রজ্বলিত করা হইত। অপর প্রকোষ্ঠটি আহার গৃহের ন্যায় সজ্জিত ছিল। একটী প্রকাণ্ড কৃত্রিম ঘড়ি ভিত্তিতে সংযুক্ত ছিল, এবং সোফা চৌকি টেবিল ইত্যাদি উপযোগী দ্রব্যে গৃহ শোভিত ছিল। দুই কোণে বরফের সুন্দর দুইটি গঠিত মূর্ত্তি রক্ষিত ছিল। সমুদয় অট্টালিকাটি ১১৪ ফীট দীর্ঘ এবং ২১ ফীট উচ্চ ও ১৮ ফীট প্রশস্ত ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, সকলকে অবাধে দর্শন করিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সকলে এই সুন্দর অপূর্ব্ব বিচিত্র এবং মনুষ্যহস্ত-কৌশলের নিদর্শন আশ্চর্য্য কীর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া যাইত।

—•—

দেহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

সুন্দর হইতে সকলেরই মনে মনে সাধ হয়। কেনই বা হইবে না? শরীর ভগবানের শ্রীমন্দির, তাহা পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখা ধর্ম্মের অনুগত। কেহ কেহ যে ধর্ম্মের নামে বৈরাগ্য দেখাইবার জন্য কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেটা ভাল বোধ হয় না। তাহা দেখিলে ছোট

ছোট ছেলে মেয়েগুল ভয়ে কাঁদিয়া উঠে, কুকুরগুল খেউ খেউ রবে কামড়াইতে আসে, গরুগুল সিং নাড়ে, পথের দুরন্ত বালকের দল গায়ে খোঁচা মারে, ধূলা দেয়, হাসে, নানা রঙ্গে ব্যঙ্গ করে। ফলে যাহার মন পবিত্র, সে কখন অপবিত্র শ্রীহীন মলিন শরীর বহন করিতে চাহে না। সে যদি কৌপীনধারীও হয়, তথাপি তাহার কৌপীন বহির্বাস পরিষ্কৃত শুদ্ধ; যদি সে তৈল না মাখে, তবু তাহার কেশপাশ এবং গাত্রচর্ম্ম সুমার্জ্জিত। দাঁতে পীতবর্ণ ছাতা পড়িয়াছে, মুখের গন্ধে কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারে না, অঙ্গের বসন মলিন দুর্গন্ধ, গায়ে ঘাম, চুলে জট, পায়ে পাঁকুই, নাকে চখে কাণে ক্লেদ, এ অবস্থাটা প্রার্থনীয় নহে। কাচাটা কোঁচার দিকে গিয়াছে, গোঁফের চুল মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ভক্ষিত দ্রব্যের শেষাংশ দন্তে ওষ্ঠে লাগিয়া রহিয়াছে, চুল উস্ক খুস্ক,এ সকল হতভাগ্যের লক্ষণ। শরীরকে সুন্দর বেশে সজ্জিত করিয়া রাখা, ইহা স্বভাবের ধর্ম্মও বটে, ঈশ্বরের অনুমোদনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মও বটে।

এই সৌন্দর্য্যানুরাগ স্ত্রীজাতির প্রকৃতিতে বহু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার কামড়ে যে মেয়েটা কাঁদিয়া হাট পাকায়, কাণ ফোঁড়াইবার সময় তাহার মুখে কান্না নাই, চক্ষে জল নাই, কারণ সে গহনা পরিয়া সুন্দর হইবে। এই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীতে আয়োজনই বা কত! বিচিত্র বর্ণের বসন, নানা প্রকার মূল্যবান্ ধাতুর ভূষণ, কত সাবান, কত বেশম, কত সর ময়দা, কতবিধ সুগন্ধী তৈল,অলক্ত সিন্দূর গন্ধদ্রব্য; আয়োজনের আর অন্ত নাই। দরিদ্র অসভ্য শৈলকন্দরবাসিনী রমণী সুসভ্য বিলাস সামগ্রীর অভাবে ভক্ষিত পশুর হাড়ের মালা গলায় দেয়, শামুক ঝিনুকের গহনা প্রস্তুত করে, নাকে বুকে কপালে উল্কী পরে; যার যেমন সাধ্য এবং রুচি তদনুসারে নারীগণ আপনাদিগকে সাজায়। এ বিষয়ে যত্ন আগ্রহ তাহাদের যথেষ্ট। কিন্তু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে কি কেবল এই মাত্রই উপকরণ? না আরও কিছু আছে? জাঁক জমকীয় বাহ্য উপকরণে বাস্তবিক প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই। মনের ভ্রান্তি আসক্তি এবং চক্ষের দোষ বশতঃ লোকে তাহাকে সুন্দর বলে, কিন্তু সেটা ভারি ভুল। ইহা অসভ্যতার পরিচায়ক, অমার্জ্জিত রুচির চিহ্ন। বরং বস্ত্রালঙ্কারের অভাব বা অপ্রাচুর্য্য অনেক স্থলে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির কারণ হয়। কৃত্রিমতা যত কম হইবে, ততই স্বভাবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। ইহার ভিতরেও বিধাতার করুণাকৌশল এবং সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। প্রচুর পরিমাণে যে বসন ভূষণের আয়োজন করিতে পারে না, যে দরিদ্রকুলে জন্মিয়াছে, সে কি কুৎসিত বলিয়া গৃহীত হইবে? ভগবান্ সকল অবস্থার লোকের উপযোগী সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। বনবাসিনী ঋষিকন্যাগণ বনকুসুম পাতা লতা

চিরবসনে যে নৈসর্গিক শোভা ধারণ করিতেন তাহা দর্শনে দুষ্মন্ত নৃপতিও মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, উদ্যানলতা অপেক্ষা বনলতার সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহর। বস্তুতঃ কৃত্রিমতায় যদি স্বাভাবিকতাকে ঢাকিয়া রাখে, কিম্বা তদ্দ্বারা যদি কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া তোলে, তাহা দেখিয়া অন্তরাত্মা চরিতার্থ হয় না। ইহার ভিতরে একটা গভীর অভাব থাকিয়া যায়।

বসন ভূষণের চাকচিক্য,শোভা সৌন্দর্য্য, বর্ণবৈচিত্র,কারুকার্য্য নয়নরঞ্জন বটে,তাহার সাহায্যে নর নারীর শোভা বৃদ্ধি হয় ইহাও সত্য কথা, কিন্তু সে কেবল নয়নরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন নহে। কোন দিব্যাঙ্গী রমণী যদি পরমা সুন্দরী হন, এবং তাহার উপর আবার নানা বিধ মহার্ঘ মণি রত্নে, বিচিত্র পট্টবসনে যদি তাঁহার গৌর অঙ্গকে তিনি আরো সজ্জিত করেন, তাহা হইলে দৃশ্যতঃ তিনি আকাশের পরীর মত কিম্বা চিত্রিত ছবির মত হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার উন্নত নাসা যদি ক্রোধবিস্ফারিত এবং লোহিত ওষ্ঠদ্বয় অহঙ্কারে স্ফীত হয়, তাঁহার মৃণাল সদৃশ বাহুযুগল যদি ধনগরিমায় কিংবা সৌন্দর্য্যাভিমানে দোলায়মান হইতে থাকে, এবং তমোগুণপ্রভাবে তদীয় গ্রীবা যদি বঙ্কিম হয়, নয়নকমল এবং মুখচন্দ্রে যদি মানসবিকার কলঙ্করেখা অঙ্কিত করে, তাহা হইলে সে মূর্ত্তির কি আর সৌন্দর্য্য থাকে? যিনি সুন্দরী তিনি দ্বেষ হিংসা লোভ ক্রোধাদির বশীভূত হইলেও সুন্দরী ইহা কে বলিবে? ফলতঃ ঐ সকল রিপুর আক্রমণে সৌন্দর্য্যসম্পাদক যাবতীয় ব্যয় পরিশ্রম যত্ন চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। বাহ্য বর্ণবৈচিত্রে, কিম্বা অত্যুজ্জ্বল অলঙ্কার পরিচ্ছদে তাহা ঢাকা পড়ে না। কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় কেশকলাপের শোভাই হউক, আর তপ্ত কাঞ্চনের মত গায়ের বর্ণই হউক, চক্ষু নাসিকা দন্তোষ্ঠ প্রভৃতি দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যতই কেন অনিন্দনীয় হউক না, অন্তঃকরণটী ভাল না হইলে উহার কোনটীরই শোভা থাকে না। পক্ষান্তরে যে নারী সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত নহে, বরং কদাকার হতশ্রী কুরূপা বলিয়াই প্রমাণীত হয়; কিন্তু কথাগুলি তাহার বিনম্র মধুর, চক্ষে মুখে ক্রোধ অভিমানের কোন চিহ্ন নাই, অতিথি অভ্যাগত জনের প্রতি যে শ্রদ্ধান্বিতা ভক্তিমতী, আত্মীয় গুরুজনের প্রতি স্নেহশালিনী, পরদুঃখে কাতরা, ধর্ম্ম কর্ম্মে সদনুষ্ঠানে অনুরাগসম্পন্না; ভগবানের বিচিত্র লীলা কথা শ্রবণে যাঁহার নয়নে জলধারা প্রবাহিত হয়, দেবতা সাধু ভক্ত আচার্য্যকে যিনি ভক্তিভরে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণিপাত করেন, নীরবে শান্তচিত্তে যিনি নিন্দা ঘৃণা অপমান নির্য্যাতন সহ্য করেন; এবং যিনি সম্পদে বিনীতা, বিপদে ধৈর্য্যশীলা, তাঁহার সৌন্দর্য্য কেমন মনোহর! কেমন স্বর্গীয়! অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, কেবল বাহ্য উপকরণে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। মানসিক

সদ্‌গুণ সকলের উৎকর্ষ এবং বিকাশ সকল সৌন্দর্য্যের নিদান; তদ্দর্শনে কেবল চক্ষু কর্ণ নহে, কিন্তু হৃদয় মন প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। রাগদ্বেষ হিংসা স্বার্থপরতা অহঙ্কার অভিমানে কত দূর শ্রীভ্রষ্ট করে, সেই সময় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেই ধরা পড়িবে। বঙ্গীয় সুন্দরীগণ ঐ সকল নীচভাব দ্বারা যেন শ্রীহীনা না হন।

"সাপের মাথায় মাণিক।"

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে, যে সর্পের মাথায় এক প্রকার বহুমূল্য মণি থাকে, রাত্রিকালে সর্প যখন আহার অন্বেষণ করিতে বাহির হয়, সেই মণি সে মাথা হইতে তুলিয়া রাখে এবং তাহার প্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়া যায়। এ প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া সকলে অবিশ্বাস করে। কিন্তু সম্প্রতি Harper's Magazine নামক আমেরিকার মাসিক পত্রে প্রফেসর হেন্‌সণ্ট সর্পের মণি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে বিস্মিত হইয়া বিশ্বাস করিতে হয়। "সাপের মাথায় মাণিক" সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। ইহার মূলে সত্য আছে। আমরা পণ্ডিত হেন্‌সণ্টের প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে দিতেছি:—

সিলন বা লঙ্কায় পনরটী বিভিন্ন জাতীয় বিষাক্ত সর্প আছে। কোব্রা বা বিষাক্ত গোখুরা সাপই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেইখানকার সব জায়গাতেই সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলে মাঠে সমুদ্রের তীরে গভীর বনে পাহাড়ে যেখানে যাও, গোখুরা সাপ দেখিতে পাইবে। তথায় ইহাদের সংখ্যা এত অধিক, যে পথে বেড়াইতে বেড়াইতে সকল সময় স্থানে স্থানে ইহারা নয়নগোচর হয়। ইহারা স্থির ও অলস ভাবে পথের পার্শ্বে পড়িয়া থাকে, লোক দেখিলেও পলাইতে চেষ্টা করে না। এইরূপ নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে এবং যখন শীকার মুখের খুব নিকটে আসে, তখনই তাহাকে দংশন করে। সিংহলে শত শত মনুষ্য এই সর্পের বিষাক্ত দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু সেখানে ইয়ুরোপীয় অতি অল্প লোকেরই সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। তাহার কারণ এই যে, গোখুরার বিষদন্ত তত তীক্ষ্ণ নহে। এবং সাহেবদের পাদুকা বেষ্টিত চরণ এবং স্থূল অঙ্গবস্ত্র ভেদ করিয়া সপদন্ত শরীর স্পর্শ করিতে পারে না। দেশের সাধারণ লোকেরা সর্ব্বদা অনাবৃত পদে পথে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, সুতরাং সহজেই সর্পদংশনে প্রাণ হারায়। প্রায় ষোল বৎসর হইল সিংহলের দক্ষিণে একবার আমি বেড়াইতে যাই এবং ওয়ার্কস্ সাহেবের বাড়ীতে অতিথি হই। ইনি প্ল্যানটার ও জর্ম্মণ দেশবাসী। তথায় ইহাঁর দারচিনি ও নারিকেলের চাস ছিল। সিংহলের দক্ষিণে জঙ্গলে এবং সমুদ্রতীরে সর্পসংখ্যা অধিক। ওয়র্কস সাহেবের কৃষিভূমিতে আধ মাইল চলিতে না চলিতে হয়ত পাঁচ ছয়টা গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তিনি প্রতি দিন প্রায় দশ পনরটা সর্প মারিতেন, তথাপি তাঁহার অধিকৃত ক্ষেত্রের সর্পসংখ্যা কমে নাই। তাহার কারণ এই যে, নিকটস্থ বনে সহস্র সহস্র সর্পের বাসা ছিল।

ইহার পূর্ব্বে একবার মধ্য ভারতবর্ষ ভ্রমণ কালে আমি সেখানকার কাফি প্ল্যানটারদের মুখে সর্পের মাণিকের গল্প শুনি, এবং মিথ্যা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিই। কিন্তু যখন অনেক বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখে ঐ গল্প শুনিতে লাগিলাম, তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম বটে, কিন্তু তাহার মূলে যে কোন সত্য ছিল, মনে করি নাই। সুতরাং এক দিন ওয়ার্কস সাহেবের মুখেও ঐ গল্প শুনিয়া আমি ভারি আমোদিত এবং কিছু বিস্মিত হইলাম। ওয়ার্কস সাহেব বলিলেন, সর্পের মাথায় মণিসম্বন্ধে দেশীয় কোন প্রবাদ শুনিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বচক্ষে ঐ দেশে সর্পের মাথার মণি দেখিয়াছেন। আমি ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি একটু বিরক্তও হইলেন। ইহার পর ওয়ার্কসের পত্নী এবং কন্যাদের নিকটও ঐ সকল শুনিলাম। তাঁহারা সকলেই ওয়ার্কসের কথিত ঘটনা সত্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তখনও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, হয়ত ইহাঁরা কোন রূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়া তাহার যথার্থ তত্ত্ব জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। আমি ওয়ার্কসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সর্পের অধিকৃত এরূপ প্রস্তর কতগুলি দেখিয়াছেন? ওয়ার্কস বলিলেন, "চল্লিশের কম নহে।" তিনি কখনও ঐ প্রস্তর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন কি না আমি জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "একটি মাত্র। কিছু দিন হইল আমার পুত্র কোন বণিকের অনুরোধে তাহাকে উহা দান করে। ঐ প্রস্তর গোলাকার এবং কতকটা স্বচ্ছ রকমের। ইহার আকার একটি মটরের তুল্য এবং অন্ধকারে তাহা হইতে মৃদু অথচ বেশ সুস্পষ্ট প্রভা নির্গত হয়। ঐ প্রভাবিশিষ্ট প্রস্তর সর্পেরা রাত্রে মুখে করিয়া বেড়ায় এবং কোন কোন সময় তাহা ভূমিতে রাখিয়া কিছু দূরে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া থাকে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সর্প এই মূল্যবান্ প্রস্তর কোথায় পায়? এবং রাত্রিকালে কেন্‌ইবা মুখে লইয়া বেড়ায়? ভূমিতে রাখিয়া তাহা চৌকিই বা দেয় কেন?"

ওয়ার্কস বলিলেন, "এখানকার নদীতে অনেক মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যায়। সর্পেরা বোধ হয়, তাহাই আহরণ করে। কেন যে ইহারা ঐ প্রস্তর মুখে লইয়া বেড়ায় আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি যে দেখিয়াছি, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে উহাদের

প্রস্তর কাড়িয়া লওয়া বড় সহজ নহে। কারণ, রাত্রি ভিন্ন তাহার সুবিধা নাই। প্রভার জন্য প্রস্তর দেখা যায় বটে, কিন্তু সর্প যে কোথায় থাকে, অন্ধকারে কিছু বুঝা যায় না। তাহারা একটু শব্দ পাইলেই মণি লইয়া পলায়ন করে। আমার দেশীয় কুলিরা বলে, মণিহারা হইলে ফণী আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।"

এই শেষ প্রবাদ বাক্য শুনিয়া আমি হাসিলাম। ভাবিলাম, প্রকৃত রূপকথাই বটে। যাহা হউক, এ গল্পের ভিতর যে টুকু সত্য আছে, আমি অনুসন্ধান করিয়া তাহা লইতে সঙ্কল্প করিলাম। এবং এই মানসে ওয়ার্কস সাহেবের কুলিদিগকে বলিলাম, ঐ জাতীয় সর্প আমাকে যে দেখাইতে পারিবে তাহাকে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব। ইহার পর তিন চারি দিন আমি কেবল সর্প বধ করিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করিয়াও মৃত সর্পগুলির মুখে একটি "মণিও" দেখিতে পাইলাম না। পঞ্চম দিবসে ওয়ার্কস এবং আমি সন্ধ্যার পর বারাণ্ডায় বসিয়া আরাম করিতেছি, এমন সময় ওয়ার্কসের এক জন কুলি ব্যস্তভাবে আসিয়া সংবাদ দিল, "মাণিকওয়ালা সর্পের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।" সে সময় ওয়ার্কসের পুত্রেরা কেহ গৃহে ছিল না, বৃদ্ধ ওয়ার্কসও সঙ্গে যাইতে পারেন না। সুতরাং আমি একাই চলিলাম। অত্যন্ত ঔৎসুক্য বশতঃ আমি কোর্ট হ্যাট বন্দুক সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেলাম। পরে সেই কুলি আমাকে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রায় দেড় মাইল দূরে লইয়া গেল। শেষ জঙ্গলের ভিতর একটি ছোট নির্ঝরের নিকট আমরা গিয়া পৌঁছিলাম। নির্ঝরের কাছে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ ছিল। কুলি ঐ বৃক্ষের আন্দাজ পঞ্চাশ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল, এবং হস্তসঙ্কেতে আমাকে বৃক্ষের মূলের দিক দেখাইয়া দিল। এবং ইঙ্গিতে জানাইল যে, সেস্থানে ঐ সর্প আছে। আমি প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলাম না। পরে আস্তে আস্তে সতর্কতার সহিত আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বিস্মিত মনে দেখিলাম, বৃক্ষের নীচে ঘাসের ভিতর কোন বস্তু হইতে ঈষৎ সবুজ বর্ণের প্রভা বাহির হইতেছে। প্রথমে আমি ভাবিলাম জোনাকি পোকার আলো। কিন্তু জোনাকি পোকার আলো এরূপ স্থির নহে, তাহা একবার নিবিয়া যায়, এক বার জ্বলে। এই আলোক একই ভাবে বিকীর্ণ হইতেছে। আমি আরো দেখিলাম, বহু সংখ্যক জোনাকি পোকা ঐ রশ্মির চারি পার্শ্বে উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিছু ক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, ঐ বৃক্ষের নীচে একটি গোখুরা সাপ ফণা ধরিয়া ঐ প্রভাবিশিষ্ট বস্তুর সম্মুখে মস্তক দুলাইতেছে। সঙ্গে বন্দুক নাই, কিরূপে মণি সংগ্রহ করিব বুঝিতে পারিলাম না। আমার এত আগ্রহ হইয়াছিল যে আমি হয়ত

কোন অসমসাহসিক কাণ্ড করিয়া ফেলিতাম। কুলি বোধ হয় আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। সে হটাৎ আসিয়া আমার হস্ত ধরিয়া পশ্চাদ্দিকে টানিতে লাগিল, এবং ব্যগ্র ভাবে অনুনয় করিয়া সে রাত্রে আমাকে মণিলাভের চেষ্টা হইতে বিরত করিতে লাগিল। বলিল, নিশ্চয় তাহা হইলে প্রাণ হারাইবেন। সে আরো প্রতিজ্ঞা করিল, দুই দিনের ভিতর নিশ্চয়ই ঐ প্রস্তর আমাকে আনিয়া দিবে। আমি তাহার কথায় ফিরিয়া আসিলাম। পথে সে আমাকে বলিল যে, যদি সাপ কোনরূপ ভয় না পায়, এক স্থানে প্রতি রাত্রেই আসিয়া থাকে। প্রস্তর আনিয়া দিলে আমি কুলিকে আরও পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব অঙ্গীকার করিলাম।

ঐ ঘটনার দুই দিন পরে কুলি আমাকে সর্পের "মাণিক" আনিয়া দিল। প্রস্তরটি ঈষৎ পীতবর্ণের এবং স্বচ্ছরকমের, ইহা আয়তনে একটি বড় মটরের মত। কিন্তু একটু বাদামি ধরণের। অন্ধকারে উহা হইতে এক প্রকার সবুজ বর্ণের সুন্দর রশ্মি বাহির হইত। বিশেষতঃ পূর্ব্বে উত্তপ্ত করিলে উহার রশ্মি আরো উজ্জ্বল হইত।

কুলি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে উক্ত তেঁতুল বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়াছিল। অন্ধকার হইবামাত্র সর্প পূর্ব্ববৎ আসিয়া যথাস্থানে সেই প্রস্তর রাখিল। সেই সময় কুলি উপর হইতে এক থলি ছাই ঐ উজ্জ্বল প্রস্তরের উপর ফেলিয়া দিল। তাহাতে প্রস্তর একেবারে ঢাকিয়া গেল। সর্প ভয় পাইয়া খানিক ক্ষণ এদিক ওদিক প্রস্তর অন্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। শেষ হতাশ হইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে পলায়ন করিল। কুলি সে দিন সমস্ত রাত্রি ঐ বৃক্ষের শাখায় কাটাইয়াছিল। পরে সূর্য্য উদয় হইবার পর বৃক্ষ হইতে নামিয়া সাবধানে প্রস্তর অন্বেষণ করিয়া লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়।

এইরূপে আমি সর্পের মণি পাইয়াছিলাম। ইহার পর ঐ দেশ হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে আমি আরও তিন চারিটি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

সর্পের এই প্রস্তর সম্বন্ধে আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি:—সর্পজাতির মধ্যে গোখুরা সাপই কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে। পিপীলিকা ফড়িঙ্গ জোনাকিপোকা ইত্যাদি সকল প্রকার পতঙ্গ তাহাদের আহার্য্য। তন্মধ্যে দেখা যায়, জোনাকিপোকা তাহাদের অধিক প্রিয়। হয়ত রাত্রে ঐ পোকা ধরিবার অধিক সুবিধা বলিয়াই অধিক ধরে। রাত্রিকালে দেখা গিয়াছে গোখুরা সাপ ছুটিয়া ছুটিয়া জোনাকি ধরিয়া বেড়ায়। পুং জাতীয় পোকা গুলিই উড়িতে পারে, স্ত্রীজাতির শরীর আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তাহারা উড়িতে পারে না। তাহারা ঘাসের উপর বসিয়া থাকে এবং এক প্রকার সবুজ রশ্মি তাহাদের দেহ হইতে নির্গত হয়, সেই আলোক পুংজাতীয় জোনাকির অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল। ইহাও দেখা গিয়াছে, যেখানে

স্ত্রীজাতীয় জোনাকি থাকে, বহু সংখ্যক পুংজাতীয় পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া ঐ স্থানে একত্রিত হয়।

সর্পের নিকট যে প্রস্তর থাকে, তাহাও ঐ প্রকার বর্ণের আভা বিকীর্ণ করে। নদীতীরে যেখানে ঐ জাতীয় প্রস্তর থাকে, পুংজাতীয় জোনাকিগণ তাহাদের স্ত্রীজাতীয় পতঙ্গ জ্ঞানে দলবদ্ধ হইয়া তাহার নিকট আকৃষ্ট হয়। হয়ত পুরাতন কাল হইতে গোখুরা জাতীয় সর্পও জোনাকি পোকা মনে করিয়া ঐ প্রস্তরের নিকট আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে দেখিল যে, অন্য জোনাকিগণও সহজে এবং অধিক সংখ্যায় ঐ প্রস্তরের নিকট একত্রিত হয়। এইরূপে ঐ প্রকার প্রস্তরের নিকট তাহাদের শীকার সহজেই হস্তগত হইত দেখিয়া হয়ত একে একে অনেক সর্প ঐ প্রস্তরের নিকটে যাইত; এবং হয়ত পরস্পরের মধ্যে ঐ প্রস্তরের নিকটবর্ত্তী স্থানলাভের জন্য বিবাদ হইত। যে সর্প জয়ী হইত, সে হয়ত ঐ প্রস্তর মুখে লইয়া পলায়ন করিত। এইরূপে ঐ প্রস্তর তাহারই অধিকৃত বস্তু হইত। এবং আহার অন্বেষে স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ তাহারা জোনাকিদিগকে ছলপূর্ব্বক হস্তগত করিবার জন্য রজনীতে ঐ প্রস্তরের সাহায্য লইতে শিক্ষা করিয়াছিল। অর্থাৎ রাত্রিকালে ঘাসের উপর ঐ প্রভাবিশিষ্ট প্রস্তর রাখিয়া দিতে লাগিল, এবং ভ্রান্ত জোনাকিগণ দলে দলে সেই প্রস্তরের নিকটবর্ত্তী হইলে সহজেই সর্পের আহার সংগ্রহ হইত। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে, ক্রমে এই সর্পজাতির সংস্কার হইয়াছে, তাহারা ঐ প্রস্তর পাইলে তাহা মুখে করিয়া লইয়া বেড়ায়। নিকৃষ্ট জীবদিগের সংস্কারশক্তি বংশানুক্রমে অত্যন্ত প্রবল হয় সকলেই জানেন। অতি ক্ষুদ্র অন্ধ বিড়াল শিশুও কুকুরের শব্দ শুনিলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সেইরূপে বংশানুক্রমে সর্পের ঐ প্রকার স্বাভাবিক সংস্কার জন্মিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

প্রফেসার হেন্‌সণ্টের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় আমাদের দেশে যে পুরাতন প্রবাদ প্রচলিত আছে,—সর্পের মাথায় মূল্যবান্ মাণিক জ্বলিত, তাহা হয়ত সম্পূর্ণ অমূলক নহে। হয়ত কোন মূল্যবান প্রভাবিশিষ্ট প্রস্তর লইয়া সর্পগণ রজনীতে বিচরণ করিত। তাহা দেখিয়া সাধারণ লোকেরা "সর্পের মাথায় মাণিক" কল্পনা করিয়াছে।

—•—

অদ্ভুত দৃশ্য।

সমস্ত দিনের গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। মনটা যেন কি করি, কোথা যাই, এই রকমের হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, আর বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছি। এক একবার ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস বহিয়া শরীর মনকে স্নিগ্ধ করিতেছে। এক জন বন্ধু আসিয়া নিকটে বসিলেন; এ কথা সে কথার পর

বলিলেন, "চল, একটু এ দিক ও দিক বেড়াইয়া আসি।" মনে করিলাম মন্দ কি?—বলিলাম, চলুন, যাওয়া যাক" বন্ধুটী আমা অপেক্ষা বয়সে বড়।

সন্ধ্যার সময় সহরের রাস্তাগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। পথগুলি বেশ বড় বড় ও প্রশস্ত; দুই ধারে গাছের সারি; তাহার মাঝে মাঝে গ্যাস জ্বলিতেছে; আলোর উপর গাছের ছায়া পড়িয়া আলোকে আঁধারে মিশিয়াছে, দেখিতে এক নূতন রকম, মন্দ নয়; মানুষ চিনিয়াও চেনা যায় না—দেখিয়াও দেখা যায় না। এ সময় লোকের ভিড় আর ঠেলাঠেলিও কম, বেড়াইবার পক্ষে বড় উপযোগী। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামে প্রকৃতির শোভা, স্বভাবের সৌন্দর্য্য যেমন প্রাণকে আকর্ষণ করে, এ শোভা এ সৌন্দর্য্য তেমন নয়, কিন্তু তথাপি ভাল লাগে।

বেড়াইতে বেড়াইতে দুইজনে নানা প্রকার কথা হইতেছে। ঠিক করিলাম, ওয়েলিংটন যাইতে হইবে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার জলের কলের সম্মুখে। স্থানটী অতি রমণীয়, প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত, সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মত। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! উপরে লোকে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, কিন্তু ইহার নীচে কলিকাতাবাসীদিগের নিত্য ব্যবহারের জন্য সদা সর্ব্বদা প্রচুর নির্ম্মল জল সঞ্চিত থাকে। এই স্থানের আর একটী গৌরব আছে। এখানে প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রচারক সাহেবেরা বাঙ্গালা গান করিয়া থাকেন। শিশুর আধ আধ কথা যেমন, সাহেবের মুখে বাঙ্গালা তেমনিই মিষ্ট; এজন্য খুব জনতা হয়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া ময়দানে—গড়ের মাঠে যাওয়া স্থির হইল। কিছু দূর আসিয়া দেখি, একটা বাড়ীর সম্মুখে খুব আলোর বাহার, বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে কি লেখা, জন কতক লোক তাহা পড়িতেছে; কয়েক জন সাহেব বিবিকেও সেখানে দেখিলাম। মনে কৌতূহল হইল। বিজ্ঞাপনটী ইংরাজী ভাষায় লেখা, পড়িলাম। সেখানে ভানুমতীর বিদ্যা, ইন্দ্রজাল দেখান হইতেছে। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য, এমন অদ্ভুত ব্যাপার, কেহ কখন দেখে নাই—দেখায় নাই। জন্মান্তরে, রূপান্তরে মানুষের কি অবস্থা হয়, এখানে তাহাই দেখান হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃশ্য। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে ইহাতে অন্যান্য প্রদর্শনের ন্যায় প্রবঞ্চনা নাই, ফাঁকি নাই। দর্শকের চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত মানুষের রূপান্তর ঘটিবে! টিকিটের দামও খুব কম, প্রথম শ্রেণী আট আনা, দ্বিতীয় শ্রেণী চারি আনা। দুই জনে স্থির করিলাম এ তামাসা দেখিতে হইবে। আমার উৎসাহ কিছু বেশী বলিয়া বোধ হইল।

ঘরটী বড় নীচু ও সঙ্কীর্ণ, চারিদিক

লাল কাপড় দিয়া আঁটা। সম্মুখের দেওয়ালে একটী জানালার মত, সেইখান হইতে দৃশ্য দেখান হইবে। তাহারই সম্মুখে প্রথম শ্রেণী, তাহাতে বসিবার স্থান আছে, অনেকগুলি সাহেব বিবি সেখানে উপস্থিত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। জানালার দিকে তাকাইয়া দেখি সেখানে একটী স্ত্রীলোকের মস্তক রহিয়াছে, তার চোখে পলক পড়িতেছে, বুঝিলাম সেটী জীবন্ত লোকের মাথা। কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে, সেই স্ত্রী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। আর তাহার সে হাসি নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে কমনীয়তা নাই—যেন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখ! এ আবার কি! আরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। দেখিলাম মহাব্যাধিগ্রস্ত গলিত কুষ্ঠাক্রান্ত এক মুখ সম্মুখে! একটু একটু করিয়া তার মাংস খসিতে লাগিল, নাক কাণ বিলুপ্ত হইল, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হইল, কেবল অন্ধকার। কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! তার পর একি আবার! শ্মশান! কঙ্কাল মস্তক সম্মুখে। দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সেই সুন্দর রমণীমূর্ত্তি এখন কঙ্কালে পরিণত। জগতের অনিত্যতা এইরূপই বটে। আরও পরিবর্ত্তন। দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্যরূপে সেই কঙ্কালমস্তক একটী সুন্দর মনোহর পুষ্পবৃক্ষে পরিণত হইল। ঠিক কে যেন জানালার ধারে টবে গাছ বসাইয়া রাখিয়াছে! মানুষের মাথা বৃক্ষ হইল। আবার পরিবর্ত্তন। কেমন অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে সেই ছোট গাছটীর শাখা প্রশাখা একটী পিঞ্জরের রূপ ধারণ করিল। কোথায় বা টব, কোথায় বা গাছ! মরি, মরি, খাঁচার ভিতরে আবার একটী ক্যানারি পাখী! দীপালোকে পাখীটী কেমন চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক লাফাইতেছে, আর এক একবার শব্দ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার! পুনরায় পরিবর্ত্তন। কোথায় বা খাঁচা, কোথায় বা পাখী! চক্ষের সম্মুখেই রহিয়াছে, অথচ তাহাদের বিশেষত্ব লুপ্ত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে সেই পাখীশুদ্ধ খাঁচা আবার সেই সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিল। কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত! আজ যাহা দেখিলাম তাহা কখন ভুলিব না। বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ বটে। কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়। সকলেরই সুবিধা মত ইহা অন্ততঃ একবার দেখা উচিত। কেহ মন্ত্র তন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে না, কোন আড়ম্বর নাই; নীরবে, নিঃশব্দে কেমন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল, মন মোহিত হইল! বুঝিলাম আজিকার ভ্রমণ সার্থক।

স্বর্ণরেণু।

মানুষ যখন ক্লেশ দুঃখ শান্তভাবে বহন করে, তখনই পরীক্ষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

জীবন সুখও নহে, দুঃখও নহে, কিন্তু একটি গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

যে গৃহে সততা আছে, সেই গৃহই সুখের। যে গৃহে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আছে। সেই গৃহই সুখের। যে গৃহে সন্তোষ আছে। সেই গৃহই সুরেখ। যে গৃহে স্নেহ আছে। সেই গৃহই সুখের। যে গৃহে ঈশ্বরে নির্ভর আছে, সেই গৃহই সুখের।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৪র্থ সংখ্যা।] শ্রাবণ, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি।

সম্প্রতি চিকাগো নগরের কোন পুলিস কোর্টে একটী ঘটনা হয়, তাহাতে একটী বালকের আশ্চর্য্য মাতৃভক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন। এক জন স্ত্রীলোক মদ্য পান করিয়া রাস্তায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল; পুলিস তাহাকে রাস্তা হইতে তুলিয়া পুলিস কোর্টে আনয়ন করে। পর দিন প্রাতে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ঐ স্ত্রীলোকটীর একটী ৭ বৎসরের বালক ও একটী ছোট বালিকা জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া তথায় গিয়া দাঁড়াইল। বালকটীর বয়স যদিও খুব অল্প, তথাপি দুঃখের অবস্থার জন্য পরিশ্রম ও কষ্টে তাহার শরীরে বাল্যসুলভ লাবণ্য অল্পই ছিল। বিচারপতি সাহেব স্ত্রীলোকটীর বিষয় শুনিয়া ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "ইহার ৭ ডলার ও ৬০ সেণ্ট (প্রায় ১৬ টাকা) জরিমানা করা গেল।" সে কথা শুনিয়া সেই ক্ষুদ্র বালকটী তৎক্ষণাৎ তাহার ভগিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "এস, আমরা ঐ টাকার জোগাড় করি, নতুবা মাকে জেলে যাইতে হইবে।" তৎপরে সে মেজেষ্টারকে বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমরা টাকা আনিয়া দিতেছি।"

অনন্তর বালকটী প্রত্যেক লোকের নিকট গিয়া বলিতে লাগিল, 'আমায় কিছু টাকা দিন, নতুবা আমার মাকে জেলে যাইতে হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত শীঘ্র পারি উপার্জ্জন করিয়া টাকা শোধ দিব।" এইরূপে অত্যন্ত চেষ্টা দ্বারা কিছু টাকা সে সংগ্রহ করিয়া মেজেষ্টর সাহেবের ঘরে গেল, এবং ডেস্কের উপর সেই টাকা কয়টী রাখিয়া বলিল, "মহাশয়, এই দুইটী ডলার পাইয়াছি। কত চেষ্টা করিলাম, কোনমতে আর কিছুই পাইলাম না। আমি ছেলে মানুষ, বড়দের মতন বেশী খাটিতে পারি না, কিন্তু আপনি যদি মার বদলে আমায় জেলে যাইতে দেন, তাহা হইলে আমি মার যত দিন জেলে থাকিবার হুকুম হইয়াছে, তাহার চেয়েও বেশী দিন থাকিতে সম্মত আছি।" বালকের এই কথা শুনিয়া, যাহারা কাছে দাঁড়াইয়াছিল তাহারা সকলেই কাঁদিয়া ফেলিল এবং চক্ষের জল মুছিতে লাগিল। এক জন পুলিস কর্ম্মচারী তাহাকে বলিলেন,

"তোমার মাকে জেলে যাইতে হইবে না, আমি জরিমানার সব টাকা দিব।" বিচারপতি সাহেবও তখনই বলিলেন, "না, তোমাদের জরিমানা আর দিতে হইবে না।" তখন তাহার মাতা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে "আর কখনও ঐরূপ কার্য্য আমি করিব না। যাহাতে ভাল জীবন লাভ করিতে পারি, এবং এই রূপ মাতৃভক্ত বালকের উপযুক্ত মাতা হইতে পারি তজ্জন্য আমি প্রাণপণে যত্নবতী হইব।"

পৃথিবীতে যত গুলি মহৎ লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় বাল্যকাল হইতে মাতৃভক্তি খুব প্রবল দেখা যায়। নেপোলিয়ান গভীর সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সহিত মাকে ভক্তি করিতেন। তাঁহার সকল ভাই বোনেদের অপেক্ষা তাঁহার মাতৃভক্তি প্রবল ছিল। তিনি বার বার বলিতেন, "আমাদের পরিবারের সকলেই মার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী, কখনই সে ঋণ শোধ দেওয়া যায় না; তিনিই আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির মূল, এবং তাঁহারই নৈতিক শিক্ষার গুণে আমরা এত ক্ষমতাপন্ন ও উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছি।"

মাতার প্রগাঢ় স্নেহ, যত্ন, উপকার পাইয়া এবং সন্তানের জন্য তাঁহার সুবহু কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার দেখিয়া নেপোলিয়ানের মাতার প্রতি এত দূর শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়াছিল, যে তিনি সচরাচর বলিতেন, "আমার মতে, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ চরিত্র তাহার মাতার উপর নির্ভর করে। যিনি সুমাতা তাঁহার শিক্ষার গুণে সন্তানও সচ্চরিত্র হয়। আর কুমাতার সন্তান শিক্ষার দোষে মন্দ চরিত্র হইয়া যায়।"

নেপোলিয়ানের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা তাঁহাদের সকলকে লইয়া পল্লীগ্রামের বাড়ীতে বাস করিতেন। নেপোলিয়ান উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াই জননীর সুখের জন্য বাড়ী, গাড়ি ঘোড়া, প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং যাহাতে মাতা সুখ ঐশ্বর্য্যে শেষ জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। যখন তিনি ফ্রান্সের সম্রাট হইলেন তখন উদ্যোগী হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীশিক্ষার জন্য এই বলিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন যে, "ফ্রান্সের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে সুমাতার আবশ্যক সুমাতা না হইলে সুসন্তান হওয়া দুঃসাধ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ না করিলে ভবিষ্যতে কিরূপে স্ত্রী লোকেরা সুমাতা হইবেন? তাঁহারা বাল্যকালে ভাল শিক্ষা না পাইলে কিরূপে ভবিষ্যতে আপনার সন্তানকে ভাল শিক্ষা দিবেন অতএব তাঁহাদিগের জন্য বিদ্যালয় নিতান্ত আবশ্যক।"

অরোরা বোরিআলিজ।

এই প্রভাময় গগনবিহারী পদার্থ একটি অতি আশ্চর্য্য এবং সুন্দর দৃশ্য। আইসল্যণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে—যেখানকার লোকদিগকে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস শীত ভোগ করিতে হয়, এবং ছয় মাস কেহ সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না, সেই সকল স্থানে এই আলোকময় পদার্থ সৃষ্টির অন্ধকার ভেদ করিয়া আকাশে উদয় হয়, এবং ঈশ্বরের বিশেষ করুণার নিদর্শন প্রকাশ করে। যখন দুরন্ত শীত আসিয়া সমগ্র দেশ গ্রাস করে, তখন বরফে চারিদিক আবৃত হয়, বৃক্ষ ফলপত্রশূন্য হয়, ক্ষেত্র তৃণশূন্য হয়, চারিদিক মহা শৈত্যে আচ্ছন্নপ্রায় হয়,আকাশ অন্ধকার হয়। সেই সময় ঐ নূতন প্রকার মনোহর আলোকচ্ছটা সেই ঘন অন্ধকারময় শৈত্যের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়া, বিজন বনে শিকারীকে আশা দেয়, সমুদ্রবক্ষে বিচরণকারীকে পথ প্রদর্শন করে, পথ ঘাট গৃহ সকলই সমুজ্জ্বল করিয়া দেয়। এই আরোরার সৌন্দর্য্য, কবিত্বপূর্ণ মাধুর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কবিগণ কত সুললিত কবিতা রচনা করিয়াছেন। অরোরা বোরিআলিজের সম্পূর্ণ চিত্র বর্ণনা করা কঠিন। ইহা একটি মেঘতুল্য পদার্থ এবং খিলানের ন্যায় আকাশের উত্তর ও সময়ে সময়ে পূর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ঐ মেঘ খণ্ডের উর্দ্ধ সীমা উজ্জ্বল এবং চঞ্চল আলোকময়, নিম্নদেশ প্রায় অন্ধকার এবং ঘন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভাকার আলোকপ্রবাহ উর্দ্ধ ভাগ হইতে আকাশের মধ্যভাগে বিক্ষিপ্ত হয়। সময়ে সময়ে সমস্ত আকাশ ঐ আলোকপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া যায়। উত্তরদিকেই আলোক অধিক উজ্জ্বল। আলোক রেখাগুলি চঞ্চল এবং গতিশালী। যখন অনেকগুলি আলোকপ্রবাহ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়, বোধ হয় যেন আলোকের তরঙ্গ পরে পরে প্রবাহিত হইতেছে। সে দৃশ্য অতি সুন্দর। ঝটিকার সময় ঐ আলোকপ্রবাহের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। মনে হয় যেন আকাশসমুদ্রে আলোকতরঙ্গ সকল নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই পদার্থের অপরূপ শোভা দর্শনে বিস্মিত হইয়া অনেক অজ্ঞানান্ধ অধিবাসিগণ ঐ সকল গতিবিশিষ্ট আলোকপ্রবাহ গুলিকে তাহাদের পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের মৃত আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। আলোকের বর্ণও বিচিত্র প্রকারের। কোন প্রবাহের বর্ণ শ্বেত, কোনটির রক্তাভ, কোনটি ঘোর রক্ত বর্ণ। কখনও বা রামধনু তুল্য লালবর্ণ মিশ্রিত। যখন আকাশের মধ্যভাগে অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত আলোকপ্রবাহ মিলিত হয়, তখন একটি ভিন্ন গ্রহ তুল্য বোধ হয় এবং তাহাদের উজ্জ্বলতা আরো বৃদ্ধি হয়। তখন তাহা হইতে নীলাভ, হরিৎ বা বেগুনি বর্ণের আলোক নির্গত হয়। এই দৃশ্য কখন কখন কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়, কখন কখন কয়েক

ঘটা থাকে, কখনও সমস্ত রাত্রি থাকে; কখনওবা উপর্য্যুপরি অনেক রাত্রি অবধি দেখা যায়। যদি আরোরা বোরিআলিজ না থাকিত, তাহা হইলে শীতপ্রধানদেশের লোকেরা ছয় মাসের শীতে ও অন্ধকারে কত ক্লেশেই না জীবন যাপন করিত!

নিমচাঁদের পত্নী।

একদা স্বর্গে দরবার হইতেছে। মর্ত্ত্যধাম হইতে আগত মৃত নরগণের আত্মার বিচার আরম্ভ হইল। পৃথিবীতে পাপের প্রাবল্য দেখিয়া স্বর্গের বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরলোকে এত পাপের প্রাধান্য কেন?" এক জন উত্তর করিল, "পৃথিবীতে যত পাপ অনুষ্ঠান হয় অধিকাংশ স্ত্রীর জন্য।" স্বর্গের বিচারপতি ইহা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য এক জন স্বর্গের দূতকে মনুষ্যজন্ম ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

দূত স্বর্গের বিচারপতির আজ্ঞাক্রমে নরবেশে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া নিমচাঁদনামে পরিচিত হইল। নিমচাঁদ বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলে এক জন অতি ধনবানের একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল। ধনবানের অতুল ঐশ্বর্য্য সকলই নিমচাঁদের হইল। কিছু দিন নিমচাঁদ সুখে কাটাইল। তাহার পত্নী ধনীর কন্যা ধনীর স্ত্রী। সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীত ভোজ তামাসায় তাঁহাদের গৃহ পূর্ণ। সর্ব্বদাই তাঁহাদের বহুমূল্য পরিচ্ছদ অলঙ্কার প্রয়োজন হয়। মূল্যবান অশ্বশকট বহু সংখ্যক দাস দাসী ভিন্ন তাঁহাদের চলে না। এইরূপে অপরিমিত ব্যয় করিয়া ক্রমে নিমচাঁদের অতুল সম্পত্তি ক্ষয় হইতে লাগিল। তথাপি স্ত্রীর অনুরোধে ব্যয় কমাইতে পারেন না। স্ত্রী সুখস্বচ্ছন্দতা ভিন্ন থাকিতে অক্ষম। ক্রমে সকল অর্থ নিঃশেষিত হইয়া আসিল, তথাপি স্ত্রী ব্যয় করিতে ক্ষান্ত হন না। শেষ নিমচাঁদের ঋণ হইতে লাগিল। সে ঋণ আর তিনি শোধ করিতে পারেন না। যাহাদিগের নিকট তিনি ঋণগ্রস্ত, তাহারা আসিয়া ত্যক্ত করিতে লাগিল। উৎপাত করিতে লাগিল। এবং প্রাপ্য অর্থ না পাইয়া নিমচাঁদকে কারাগারে দিতে উদ্যত হইল। তথাপি স্ত্রী ব্যয় করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। নিমচাঁদ তখন নিরুপায় হইয়া স্ত্রী এবং উত্তমর্ণদের ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

উত্তমর্ণগণ তাহা টের পাইয়া নিমচাঁদের অনুসরণ করিল। নিমচাঁদ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক কৃষকের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'ভাই, তুমি যদি আমাকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পার, আমি চিরদিন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব, এবং ভবিষ্যতে তোমার অনেক উপকার করিব। "কৃষক সম্মত হইয়া তাঁহাকে কোন গুপ্ত স্থানে

লুকাইয়া রাখিল। উত্তমর্ণগণ কাজেই তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেল। নিমচাঁদ কৃষকের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাহাকে আপনবৃত্তান্ত সমুদয় জানাইয়া বলিলেন, "আমি প্রেতাত্মা, সম্প্রতি অমুক ধনীর কন্যাকে আশ্রয় করিব। কেহ তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি যাইবামাত্র আমি তাহাকে ত্যাগ করিব। তাহা-হইলে তুমি অনেক পুরস্কার পাইবে।"

এই বলিয়া নিমচাঁদ কোন ধনবান লোকের কন্যাকে আশ্রয় করিল। কন্যাকে ভূতে পাইয়াছে দেখিয়া পিতা মাতা চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য হইল না। তখন তাঁহারা প্রচার করিয়া দিলেন, যে কেহ তাঁহাদের কন্যাকে আরোগ্য করিতে পারিবে সে অনেক পুরস্কার পাইবে। কৃষকের কর্ণে ঐ সংবাদ প্রবেশ করিল। সে ধনীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া বলিল, তাঁহাদের কন্যাকে প্রেতমুক্ত করিয়া দিবে। এক নির্জ্জন ঘরে কন্যার নিকট গিয়া কৃষক বলিল, "নিমচাঁদ, আমি আসিয়াছি।" এই বলিবামাত্র নিমচাঁদ কন্যার দেহ ত্যাগ করিল, এবং কন্যাও ব্যাধিমুক্ত হইল। পরে ধনবান ব্যক্তি কৃষককে অনেক পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

নিমচাঁদ যাইবার পূর্ব্বে কৃষককে বলিয়া গেল, "এবারে আমি অমুক রাজার কন্যাকে আশ্রয় করিব। তুমি পূর্ব্বের মত সেখানে যাইও। তোমাকে দেখিয়াই আমি রাজকন্যাকে ত্যাগ করিয়া যাইব, এবং ঐ উপায়ে তুমি অনেক পুরস্কার পাইবে।"

এবারেও কৃষক রাজকুমারীকে রোগমুক্ত করিয়া অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। নিমচাঁদ যাইবার পূর্ব্বে কৃষককে বলিয়া গেল, "দেখ, তুমি অনেক অর্থ পাইয়াছ। এখন সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিবে। আর তোমার অর্থের প্রয়োজন নাই। এবারে আমি অমুক বাদসাহের কন্যাকে আশ্রয় করিতে চলিলাম। কিন্তু সাবধান, তুমি তাহাকে আরোগ্য করিতে যাইও না। যদি যাও, তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণবধ করিব।" কৃষক সম্মত হইল।

এ দিকে বাদসাহের কন্যাকে প্রেতাত্মা আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে চিকিৎসক আসিতে লাগিল, কিন্তু কেহ আরোগ্য করিতে পারিল না। রাজা এবং ধনবানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়া উক্ত কৃষকের যশ দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা শুনিয়া বাদসাহ কৃষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রাণভয়ে কৃষক বলিল, "আমি এ রোগের চিকিৎসা করিতে পারিব না।" কিন্তু বাদসাহ ওজর শুনিলেন না। হুকুম হইল রাজকন্যাকে আরোগ্য না করিলে কৃষকের প্রাণদণ্ড হইবে। কৃষকের উভয়সঙ্কট উপস্থিত হইল। এ দিকেও প্রাণ সংশয়, ও দিকেও প্রাণ সংশয়। অনেক ভাবিয়া সে এক উপায় স্থির করিল। বলিল, "আচ্ছা আমি

বাদসার কন্যার চিকিৎসা করিব। নির্জ্জন ঘরে চিকিৎসা হইবে। চিকিৎসা কালে সে ঘরের চারিদিকে মহা-শব্দে বাজনা বাদ্য হইবে। এবং কেহ সেখানে যাইবে না। তাহাই হইল। বাদ্যধ্বনির গোলের ভিতর কৃষক বাদ-সাহের কন্যার নিকট উপস্থিত হইল। নিমচাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুই আবার আসিয়াছিস্! তোকে না আমি আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম? এখনি তোর প্রাণ বিনাশ করিব।" চতুর কৃষক উত্তর করিল, "নিমচাঁদ, অত বাদ্য কেন বাজিতেছে জান?" নিমচাঁদ বলিল, "কেন?" কৃষক বলিল, "নিমচাঁদ, তোমার স্ত্রী আসি-তেছেন।" স্ত্রী আসিতেছেন শুনিয়া নিম-চাঁদ মহা ভয়ে তৎক্ষণাৎ বাদসাকন্যার দেহ ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এবং এক লম্ফে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া একেবারে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং করযোড়ে স্বর্গের বিচারপ-তিকে নিবেদন করিল, "প্রভু, যথার্থ কথা, স্ত্রীর জন্যই নরলোকে এত পাপের প্রাবল্য।" স্ত্রীর ভয়ে আমি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরি ॥১॥

সর্ব্বজীব নিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১।

পুণ্যব্রতো গৃহীযত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥২॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান।২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৩॥

সতীত্ব আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার।৩।

অরিষড়্বর্গ দমনং দীনোপগত রক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৪॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বসে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয়;
যথা আসি সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময়।৪।

পিতা মাতা গুরুঃপত্নী জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
মৈত্রেতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৫॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে;
জ্ঞাতি বন্ধুগণ যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময়।৫।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেস্থনঃ

তির্য্যক্ষেতা প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৬॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্ল বদন,
প্রফুল্ল বদন যথা কুলনারীগণ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্ল বদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ।৬।

শ্রদ্ধান্নং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্ব্বজন্তবঃ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৭॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য পরিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।৭।

অহো তৃপ্তোঽস্মি জীবানমিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৮॥

'আহা!—হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন।৮।

অদ্বৈত ভক্তি সূত্রেণ যত্র গৃহেজনাঃ।
সর্ব্বেঽভিন্নমনঃ প্রাণ স্তত্রৈব রনতে হরিঃ॥৯॥

পতি পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান।৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১০॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায়;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১০।

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১১॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১১।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্ম্মেণ জীবিকা।
দেবাতিথি গুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১২॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায়;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ-ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১২।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধেনবো নিত্য দুগ্ধদাঃ।
সুপুষ্পফলবা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ।১৩।

যতনে লালিত হ'য়ে যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ।১৩।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদগৃহে সর্ব্বতঃ শুচৌ।
বিশুদ্ধান্যন্নপানাদি তত্রৈব রমতে হরিঃ।১৪।

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই।১৪।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্ণুনিবেদিতম্।

পরিবারৈর্বৃতো ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ১৫॥

অন্নপান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা। [নব্যভারত]

উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষা এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ।

উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষার অর্থ বর্ত্তমান কালে অনেকেই মনে করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত এম, এ, বি, এ, পরীক্ষা গুলিতে উত্তীর্ণ হওয়া। স্ত্রীলোকেরা এখন যে ঐ সকল পরীক্ষায় মন্তোষজনকরূপে কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহাতে আপাততঃ প্রমাণ হয় যেন বুদ্ধি বিদ্যায় স্ত্রীলোকেরা মনে করিলেই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন। কিন্তু ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভিন্ন কি উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায় না? এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক পুরুষদের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া ভাল মনে করেন না। আমরা সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা খুব উচ্চ দরের শিক্ষালাভ করিতে পারেন, অথচ প্রবেশিকা, এম্, এ পাস না করিতেও পারেন। পুরুষদের ন্যায় বড় বড় উপাধি গ্রহণ করা স্ত্রীলোকদের অধিক প্রয়োজন, না এমন শিক্ষালাভ করা উচিত, যাহা ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী হইবে? জ্ঞান শিক্ষা খুব ভালরকম হউক, কিন্তু ঠিক পুরুষদের আদর্শ ধরিয়া তাহা হইবার ফল কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার এক আপত্তি এই দেখা গিয়াছে যে, অতিরিক্ত শারীরিক মানসিক পরিশ্রম দ্বারা অনেক সময় স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। পরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিবার জন্য কত ক্লেশ পাইতে হয়। সকলেরই যে এরূপ হয়, আমরা তাহা বলিতেছি না। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমরা জানি অনেকে স্বাস্থ্যভঙ্গভয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও "উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা" ত্যাগ করিয়াছেন। এই জন্য যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং স্বীকার করিতেছেন,সাধারণতঃ নারীগণের পক্ষে তাহা তত দূর ফলদায়ক হয় নাই। স্বাস্থ্য ভঙ্গ ভিন্ন আরও আপত্তি আছে। সামাজিক বিষয় দিয়া দেখিতে গেলে বিবাহাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সুকঠিন হইয়া পড়ে। ইহার অনেকানেক প্রমাণ চক্ষুর সমক্ষে রহিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়স হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পরীক্ষাদিবার জন্য মনোযোগী হয়েন, এবং তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়া লয়েন। তাহা ভিন্ন সংসারক্ষেত্রে নারীজীবনের অন্য উদ্দেশ্য যে আছে, সেটা এক প্রকার ভুলিয়াই যান।

বাঞ্ছনীয় নহে। অনেকে বিবাহকে ঘৃণা পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ জীবনে কিরূপে গৃহকে সুখের করিতে পারিব; সমাজ, গুরুজন, স্বামী সন্তান আত্মীয় পরিজনের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য কিরূপে সাধন করিতে পারিব, নিজের জীবনকে সুখী এবং কার্য্যক্ষম কিরূপে করিতে পারিব, এই সকল কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া নারীগণের অধিক প্রয়োজন, না জ্যামিতি ত্রিকোণ মিতির কঠিন আবৃত্তি সকল মুখস্থ দ্বারা জীবনের উৎকৃষ্টাংশ যাপন করা অধিক প্রয়োজন? কেহ যেন মনে না করেন, আমরা প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার বিরোধী। নারীগণ প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা পাইয়া দিন দিন উন্নত ও মহৎ হউন, সমাজে উচ্চ আসন গ্রহণ করুন, পুরুষদের শ্রদ্ধার পাত্রী হউন, ইহা সকলেরই একান্ত অভিলষণীয়। কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করি, পুরুষ এবং নারীর শিক্ষা স্বতন্ত্র প্রকারের হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক ভূবিদ্যা শিল্প বিদ্যা সঙ্গীত বিদ্যা বাদ্য সমুদয়েই নারীরা পারদর্শী হউন। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক পুরুষদিগের ন্যায় কেন হইবে? তাহাতে কি নারীর গৌরব বৃদ্ধি হইবে? পুরুষের ন্যায় সমান শিক্ষা পাইয়া নারীরা তাঁহাদের শ্রদ্ধার পাত্রী হইবেন, না সমাজে গৃহে পরিবারে তাঁহাদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে,তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা সমাজমধ্যে তাঁহাদের উপযোগী যথার্থ উচ্চ আসন গ্রহণ করিবেন? [যে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ দেশের স্ত্রীগণের জন্য পুরুষদের তুল্য উচ্চ শিক্ষাবিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন তখন ইহার প্রতিবাদস্বরূপ স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন। উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াও তিনি নারীদিগকে পুরুষের তুল্য শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার, সংবাদপত্র প্রচার, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়ে তিনি যত দূর উদ্যোগী ছিলেন তাহা কেবল ভারতে কেন, সমস্ত সভ্যজগতের নিকট পরিজ্ঞাত আছে। তিনি স্ত্রী লোকের উপযোগী উচ্চ শিক্ষা প্রচার উদ্দেশ্যে তাঁহার সংস্থাপিত ভূতপূর্ব্ব স্ত্রীনর্ম্মাল স্কুলকে পরিবর্ত্তিত আকারে ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে স্থাপিত করেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের উদ্দেশ্য অতি প্রশস্ত এবং সম্পূর্ণরূপে নারী প্রকৃতির উপযোগী। দুর্ভাগ্য ক্রমে কলেজ স্থাপন হইবার দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংস্থাপক মহাত্মা ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি বর্ত্তমান থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার অসাধারণ উদ্যমে এই কলেজকে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিতেন। যে অল্প কয়েক দিন তিনি

উহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। এ স্থলে এ কথা বলা অসংলগ্ন হইবে না যে, তাঁহার সংস্থাপিত নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত ছাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই এখন সুশিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যে পরিচিত। এক জন এখনও বেথুন কলেজে লেডী সুপারিণ্টেডেণ্টের সহকারিণী এবং কয়েকটী ক্লাসের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। অপর কয়েকটীও শিক্ষিতসমাজের নিকট অপরিচিতা নহেন।

সংস্থাপক মহাত্মার অকালে স্বর্গারোহণজন্য ভিক্টোরিয়া কলেজের কার্য্য ভালরূপে চলিতে পারে নাই। মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলার পর গত কয় বৎসর হইতে কুচবিহারের মহারাণী ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এবং কুচবিহারের মহারাজাও ইহার যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং তাঁহারা উভয়ে ইহার উন্নতির জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। মধ্যে বড় লাট বাহাদুরের পত্নী কলেজ পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। মাননীয়া লেডী ডফারিণ দুইবার এখানে আগমন পূর্ব্বক ছাত্রীগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। লর্ড ডফারিণও কলেজ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে রন্ধনকার্য্য শিক্ষা দেখিয়া তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। সংস্থাপক মহাত্মার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে ছাত্রীগণ উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার গৃহকার্য্যেও সুশিক্ষিতা হয়। এ জন্য তিনি কলেজে বিশেষরূপে রন্ধন এবং সূচী ইত্যাদি কার্য্যশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া কলেজ গ্রীষ্ম অবকাশের পর ২০ নং বীডনষ্ট্রীটে একটি প্রশস্ত ভবনে স্থানান্তর করা হইয়াছে। তথায় নূতন বৎসরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি আছে, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন তাহার সম্পাদক। বঙ্গীয় নারীসমাজে বিশেষরূপে পরিচিতা মিস্ পিগট ইহার তত্ত্বাবধানে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং করিতেছেন। কলেজ সম্বন্ধে সংস্থাপক মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য ও প্রণালী সকল যাহাতে সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত হয় তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষরূপে মনোযোগী হইয়াছেন। কলেজ একটি প্রশস্ত দ্বিতল গৃহে স্থাপিত হইয়াছে। উপরের তলে একটি বোর্ডিং বা ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হইবার প্রস্তাব আছে। নিম্নতলে কলেজ। কলেজের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় একটি বালিকা স্কুল সংযুক্ত আছে। মিসেস্ ষ্ট্যান্‌লী নাম্নী এক জন নূতন সুযোগ্য ইয়ুরোপীয় মহিলা তত্ত্বাবধায়িকার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে আর তিন্ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। কলেজে ইংরাজি বাঙ্গলা, শিল্প, বাদ্য, চিত্রবিদ্যা,

সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি সপ্তাহে পাঁচ দিবস শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজবিভাগে দুইটী শ্রেণী আছে,—সিনিয়র এবং জুনিয়র। এই দুই শ্রেণীতে ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ১লা আগষ্ট হইতে একটি নূতন ক্লাস খোলা হইবে। তাহাতে নিয়মিত ছাত্রী ভিন্ন অন্য ভদ্র মহিলাগণ প্রতি সপ্তাহে এক দিন ও দুই-দিন আসিয়া শিল্প, বাদ্য, চিত্রবিদ্যা, নানা রূপ সূচি কার্য্য ইত্যাদি শিক্ষা করিতে পারিবেন। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা সপ্তাহে এক দিন রন্ধনকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। বোর্ডিং দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। এক শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের জন্য, অপর শ্রেণী বয়স্থা ভদ্র মহিলাদের জন্য। যাঁহারা সময়ে সময়ে কিছু দিনের জন্য বোর্ডিং এ থাকিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ের কোন কোন শ্রেণীতে যোগ দিতে পারিবেন। কলেজের বেতন ১৲ এক টাকা। যাঁহাদের জন্য স্কুলের গাড়ি যাইবে তাঁহাদের ২৲ দুই টাকা। তদ্ভিন্ন বাদ্য ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বেতন। প্রতি সপ্তাহে এক দিন বাদ্য ও চিত্রশিক্ষা লইলে মাসে এক টাকা, সপ্তাহে দুই দিন লইলে মাসে দুই টাকা হিসাবে বেতন দিতে হইবে। যে সকল ছাত্রী আপনাদের গাড়িতে বিদ্যালয়ে যাইবেন তাহাদের পাঠের বেতন এক টাকা। কলেজ সম্বন্ধে অন্য শিক্ষায় দুই টাকা। বিস্তারিত নিয়ম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়। বয়স্থাগণের জন্য শীঘ্রই বক্তৃতার ক্লাস খোলা হইবে। সে জন্য সুযোগ্য বক্তাগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। সুবিখ্যাত ফাদার লাফোঁ এই কলেজের এক জন পুরাতন বক্তা। সংস্থাপক মহাত্মার সহিত ইহাঁর এই কলেজ ও স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মতের বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল এবং আছে। গত কয় বৎসর ফাদার লাফোঁ, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রফেসর টম্‌সন সাহেব, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, ডাক্তার মিসেস্ ফোগো, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির্ এবং সংস্থাপক মহাত্মা নিজে ইহার বক্তা ছিলেন। এই ক্লাসে ছাত্রী এবং শ্রোতাগণ সাপ্তাহিক বক্তৃতা দ্বারাই শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। বালিকা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ এখন কলেজের জুনিয়ার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। এই কলেজ পুনর্গঠিত হইল। আমরা আশা করি দেশহিতৈষী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী মহোদয়গণ যথাসাধ্য ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও কুশলের জন্য যত্ন করিবেন।

কপিলমাতা দেবহূতি।

সরস্বতী নদীতটে বিন্দুসরোবর তীর্থে কর্দ্দম ঋষি তপস্যা করিতেন। তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রজাবৃদ্ধির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থী হন এবং তাঁহার আদেশে আদিরাজ মনুর দুহিতা দেবহূতির পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর মনুদুহিতা ঋষিবর কর্দ্দমের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সেবা করিতে করিতে তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইল। কর্দ্দম বিবাহকালে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে স্ত্রীর গর্ভাধান হইলে তিনি আর গৃহাশ্রমে থাকিবেন না, পরিব্রাজক হইয়া দেশ পর্য্যটনার্থ দেশান্তরে চলিয়া যাইবেন।

ঋষি যখন দেখিলেন দেবহূতি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্তা এবং সেবাপরায়ণা হইয়া আপনার দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তদীয় যোগবলে সেখানে তখন নানা রত্নে সজ্জিত এক বিচিত্র বিমান অবতীর্ণ হইল। বিদ্যাধরীগণ যত্ন সহকারে দেবহূতির সেবা শুশ্রূষা করিল, বিন্দু সরোবরের জলে স্নান করাইয়া তাঁহাকে মহার্ঘ বসন ভূষণে সাজাইল এবং আহারার্থ বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য এবং আসবাদি পানীয় প্রদান করিল।

এই দেবহূতির গর্ভে কপিল দেব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবত শাস্ত্রে কপিলকে ভগবানের অবতার বলিয়া থাকে। সাঙ্খ্য শাস্ত্র প্রচারের জন্য স্বয়ং ভগবান পুত্ররূপে দেবহূতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কপিল স্বীয় জননীকে যোগ ভক্তি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন।

নির্গুণ ভক্তি অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তি, যাহাতে সাধকের অন্য কোন ফল কামনা থাকে না, তৎসম্বন্ধে তিনি দেবহূতিকে বলিতেছেন, "মা, নির্গুণ ভক্তিযোগ কি রূপ তাহাও বলি শুন। আমার গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী যে আমি, আমার প্রতি কামনাশূন্য যে ঐকান্তিক মনের গতি হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। যেমন গঙ্গার জল সাগরে মিশিয়া একাকার হয় তদ্রূপ। যে সকল ব্যক্তি এই রূপ হয়, তাহাদের কোন কামনাই থাকে না। এমন কি, তাহারা মুক্তি বাঞ্ছাও করে না। ফল প্রত্যাশা না করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আমার প্রতিমাদি দর্শন স্পর্শন পূজন, স্তবকরণ বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তা, ধৈর্য্য বৈরাগ্য, মহৎ লোককে মান দান, দীনের প্রতি দয়া, আপনার সমান ব্যক্তিতে মিত্রতা, বাহ্য এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের দমন, অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ, আমার নাম কীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সাধুসঙ্গ, নিরহঙ্কার এই সকল গুণ দ্বারা সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হয়। যেমন গন্ধ সহজেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে, তদ্রূপ উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি বিনা যত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

সকল প্রাণীর প্রতি আত্মবৎ সমদৃষ্টি দ্বারা এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি জন্মে কিন্তু আমি সকল ঘটে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি, অথচ কোন কোন মনুষ্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমা পূজা করিয়া থাকে। আমি সকল পদার্থে বর্ত্তমান, সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূর্খতা বশতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে তাহার কেবল ভস্মে হোম করা হয়। যে পরদেহে আমার দ্বেষ করে, সে অভিমানী ভেদদর্শী এবং অন্য প্রাণীর বৈরী, সুতরাং সে মনে শান্তি পায় না। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ সামগ্রী দ্বারা আমার প্রতি আমাকে পূজা করে, আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। হে দেবি, আমার এই কথায় এমন মনে করিও না যে প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করা বিফল। পুরুষ যত দিন আমাকে নিজের হৃদয়ে এবং সর্ব্ব ঘটে দেখিতে না পায়, তত দিন পর্য্যন্ত প্রতিমা পূজা করিবে। কিন্তু যে মূঢ় আপনার এবং অপরের মধ্যে অত্যল্পও প্রভেদ দর্শন করে, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির উপর মৃত্যু স্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। এ কারণ পুরুষের কর্ত্তব্য, আমি যে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত, ইহা জানিয়া দান মান ও সকলের প্রতি মিত্রতা এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিতে আমার অর্চ্চনা করে। অতএব অন্তর্য্যামী ঈশ্বর সকল বস্তুতে প্রবিষ্ট আছেন এই জানিয়া মনের দ্বারা বহুমান পুরঃসর সকল ভূতকে প্রণাম করিবে।"

কপিল ঈশ্বরের অবতার, তাই তিনি "আমি ঈশ্বর" এই ভাবে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও এই ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন।

দেবহূতি পুত্রের নিকট এইরূপে যোগ ভক্তি বৈরাগ্য বিষয়ে নানা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সমাধি আরম্ভ করিলেন। প্রতি দিন তিন বার স্নানাবগাহন হেতু তাঁহার মস্তকের কেশ কুটিল, গায়ের বর্ণ পিঙ্গল হইল, এবং কঠোর তপস্যাজন্য চিরবসনধারী সেই দেহ সাতিশয় কৃশ হইতে লাগিল।

প্রজাপতি ঋষি কর্দ্দম যোগবলে আপনার আশ্রমকে মহা সম্পদশালী করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বর্ণপরিচ্ছদ, স্বর্ণপীঠ, রত্নপ্রদীপ, এবং গৃহভিত্তি মরকত খচিত ছিল। বহু ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সেই আশ্রম দেবহূতি অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার ক্ষোভ মাত্র হইল না, কেবল পুত্রবিরহে বদন কিঞ্চিৎ মলিন হইল। পতির পরিব্রাজকাশ্রমে প্রবেশ, এবং কপিলের অদর্শনে মৃত-বৎসা গাভীর ন্যায় তিনি কাতর হইলেন। কিন্তু সেই পুত্রের ধ্যানপ্রভাবে তাঁহার সমস্ত বাসনা বিনষ্ট হইয়া গেল।

অনন্তর কপিলের উপদেশানুরূপ ভক্তি যোগ বৈরাগ্য সাধন, ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা ইত্যাদি সদনুষ্ঠান দ্বারা তিনি ক্রমে ভগবত ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। ইহাতে

তাঁহার জীবভাব অর্থাৎ "আমিত্ব" তিরোহিত হইল, বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি যে দেহধারিণী তাহাও আর মনে রহিল না। কেবল অভ্যাসগুণে আপনাপনি দেহের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। পরিচারিকাগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় যত্ন করিত, এবং কোন মনঃপীড়া না থাকাতে সে শরীর আর কৃশও হইল না। তখন তিনি ধূমযুক্ত পাবকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যা এবং যোগযুক্ত অঙ্গ কদাপি বিগতবসন হইলেও তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না; কারণ, ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার মতি প্রবিষ্টা হইয়া গিয়াছিল।

পরিশেষে দেবহূতি সেই নিত্য মুক্ত পরমাত্মা ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যে স্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে স্থান সিদ্ধিপদ নামে ভুবনবিখ্যাত পুণ্যক্ষেত্র হইয়া আছে।

এই আখ্যায়িকা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সর্ব্বভূতে ভগবানের যে দর্শন তাহাই প্রকৃত দর্শন। তিনি এখানে আছেন, ওখানে নাই, এরূপ ভেদবুদ্ধি মহা অনিষ্টের কারণ। অতএব সকল পদার্থ ও প্রাণীর ভিতর ভগবান সচ্চিদানন্দ বিরাজ করিতেছেন এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ইহাতে ভক্তি জন্মিলে মুক্তিও তুচ্ছ হইয়া যায়।

শাক্য-চরিত।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ। কুমার এবং সারথি।

কুমার।

বলগো সারথি, বল শীঘ্রগতি,
কেবা ওই প্রাণী চলিয়া যায়;
লাঠিহাতে করি, চলে ধীরি ধীরি,
পলিত হয়েছে চরম গায়।
নাহিক দশন, বিকৃত বদন,
দেহ অবনত কাঁপিছে কায়;
হিমানীর মত, কেশরাশি যত,
নয়নে নাহিক দেখিতে পায়।

সারথি।

নৃপতি-নন্দন, বৃদ্ধ এই জন,
শরীরে নাহিক বলের লেশ;
যৌবনের আশা, সুখভোগ তৃষা,
সকলি উহার হয়েছে শেষ।

কুমার।

বলগো সারথি, কোন্ পাপফলে—
কিম্বা দেবশাপে, মায়াবীর ছলে—
হয়েছে এরূপ; জানিতে স্বরূপ,
আকুল হতেছে আমার প্রাণ

সারথি।

নহে দেবশাপ, মায়াবীর ছল,
নহে আত্মকৃত পাপ পুণ্য ফল,
কালের বিধানে— কঠোর শাসনে
সকলেরি এই হবে পরিণাম

কুমার।

একি কথা শুনি সারথি তোমার!
হইব কি আমি সদৃশ উহার?
রূপের প্রতিমা, রমণী গরিমা
গোপা কি হইবে উহার মত?

সারথি।

কালচক্র, প্রভু, ঘুরে অনিবার,
না মানে দরিদ্র—নৃপতিকুমার;
কালের বিধানে, কঠোর শাসনে,
যৌবন বার্দ্ধক্যে হইবে নত।

কুমার।

হা ধিক্! রাজত্বে, বিপুল বৈভবে,
হা ধিক্! যৌবনে, জনম গৌরবে।
সকলি অসার, কিছু দিন পর
বার্দ্ধক্যসলিলে বিলোপ হবে।
কুসুম পল্লব সুষমা রহিত,
মানব হইবে শীর্ণ তরুমত;
নিরাশা পবন, করি স্বন্ স্বন্
বিষাদসঙ্গীত গাহিয়া যাবে।

উদ্বাহ ব্রতসাধন।

উদ্বাহব্রত অনেকেই গ্রহণ করে, তাহার বাহ্যিক এবং সামাজিক নিয়ম পালনও করে অনেকে, কিন্তু ইহা সাধন করে অতি অল্প লোকে, সিদ্ধি লাভেরত কথাই নাই। এই ব্রত যে কত গুরুতর, এবং ইহা যে কত উচ্চ এবং পবিত্র তাহা না জানিয়া অনেকে ইহাতে ব্রতী হয়, সুতরাং সাধন করিবার আবশ্যকতা ও তাহারা স্বীকার অথবা অনুভব করে না। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে ভাবে সচরাচর কার্য্য চলে, তাহা দেখিলে মনে হয়, উদ্বাহ ব্রতের কোন উচ্চ অভি-

প্রায় নাই; যদি কিছু থাকে তবে তাহা আদর্শরূপে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে ঋষিবাক্যে নিবদ্ধ আছে, তাহা সাধন করিতে কেহ বাধ্য নহে। ইহার অন্তর্গত উচ্চ নীতি এবং ধর্ম্ম আকাশের উচ্চ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, সেখানে কেহ পৌঁছিতে পারে না। এইরূপ অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তিবশতঃ নরনারীকে সাধারণতঃ পার্থিব প্রয়োজন মাত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু যাহা পার্থিব, ক্ষণস্থায়ী এবং যাহা নীচ স্বার্থ এবং অসার বাসনা চরিতার্থের বিষয় তাহা হইতে কালে নিরাশা অশান্তি অতৃপ্তি অকৃতার্থতা উৎপন্ন হইবেই হইবে। এই জন্য পৃথিবীতে এত মর্ম্মপীড়া, শোক সন্তাপ, দাম্পত্যকলহ আমরা দেখিতে পাই। এই জন্য শত শত পরিবার দুঃখের আলয়, এবং এই জন্যই পরিণামে অগণ্য অসংখ্য নরনারী হতাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে জীবন শেষ করে।

বিবাহের সামাজিক নিয়ম প্রতিপালিত হইলেই যুবক যুবতী নিশ্চিন্ত হইলেন। তদনন্তর সাংসারিক কর্ত্তব্য, পার্থিব প্রয়োজনীয় বিধি সকল যথা সময়ে যথা পরিমাণে প্রতিপালিত হইলেই স্বামী স্ত্রীর সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেল। স্থূল বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে, ইহাতে যদি নরনারী বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে ঘরকন্না করিতে সক্ষম হয়, তবে আর একটা কল্পিত উচ্চ আদর্শ তাহাদিগকে দেখাইয়া

বিরক্ত করার প্রয়োজন কি? যাহার যে বিষয়ে অভাব বোধ নাই, তাহার বর্ত্তমান সুখ শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া তাহা উদ্দীপন করিয়া দেওয়া অতিশয় নিষ্ঠুরতার কার্য্য। এক জন বেশ আমোদ আহ্লাদে সুখে ঘর কন্না করিতেছে, আর এক জন আসিয়া বলিলেন, "তোমরা বড় কৃপাপাত্র দুঃখী দম্পতি। তোমরা পশুবৎ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছ। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ বোধ নাই, অথচ বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রম পাতিয়াছ।" ইহা শুনিয়া সুখী পরিবার হাসিয়া উত্তর দিবে, "হে পণ্ডিত, কি তুমি বক্তৃতা করিতেছ? ভবিষ্যতের ভয় দেখাইয়া আমাদের এই বর্ত্তমান শান্তির ব্যাঘাত করিবার জন্য কে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে? আমরা অতি আরামে আছি, অধিক তত্ত্বজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই। অল্প জ্ঞানেই সুখ।"

বাস্তবিক যদি এইরূপ অল্প জ্ঞান সুখকর হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞ মহাজনেরা উচ্চ জ্ঞানের কথা পাড়িতেন না। কিছু দিন ঘরকন্না করিয়া শেষে লোকে কেন বিষণ্ণ মুখ দেখায়? কেনই বা আমোদ আহ্লাদ হাস্য পরিহাস নৃত্য গীতের স্থানে নৈরাশ্যের অন্ধকার লক্ষিত হয়? নবানুরাগজনিত প্রীতির উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে কেন দম্পতিযুগল পরস্পরের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকে এবং তখন নির্জ্জনবাস, কিম্বা বিদেশভ্রমণের পক্ষপাতী হয়? এই সকল উপসর্গ যাহাতে না ঘটে, পরিণামে অশুভ ফল উৎপন্ন না হয়, তাহারই জন্য জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন, "ব্রত যদি গ্রহণ করিয়াছ, তবে তাহা সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য প্রয়াসী হও।"

কিন্তু তাহা কেইবা বলিবে, আর কেইবা শুনিবে। "এত কঠোর সাধনসাপেক্ষ যদি উদ্বাহব্রত হয়, তবে আর ঘরকন্নায় কাজ নাই, বনে যাওয়াই ভাল। দিবা নিশি খাটিয়া ভাবিয়া শরীর শুষ্ক হইয়া গেল, স্ত্রীর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য পরের দাসত্ব করিতেছি, কত অপমান সহিতেছি, প্রাণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত রাখি না, আবার কি না বল যে সাধন কর? স্ত্রীর অনুরোধে ঈশ্বর পরকাল ভাবিবারও সময় পাই না, আবার সাধন? ইহার বেশী আর আমা হইতে হইয়া উঠিবে না।" স্বামী যদি এই কথা বলেন, স্ত্রীও বলিবেন, "আমিই কি খাটিতে কসুর করি? খাটিয়া খাটিয়া গতর মাটী করিলাম। অনাহারে অনিদ্রায় স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আছি। তিনি কত রাত্রে আসিবেন, সেজন্য খাবার কোলে করিয়া বসিয়া থাকি, ছেলে মানুষ করি, রাত্রি জাগি, ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি এবং ঘরের জিনিষ পত্র গোছাই, আহারের আয়োজন করি; সকলকে দিয়া যা থাকে তাই খাই, সকলকে শোয়াইয়া একপার্শ্বে পড়িয়া থাকি; স্বামীকে ঘরকন্নার বিষয় যাহাতে না ভাবিতে হয় তাহার জন্য প্রাণপণ করি, আবার

ইহা অপেক্ষা মানুষ কি করিতে পারে।"

উভয়েরই কথা অকাট্য। এত করিয়াও যদি দাম্পত্যব্রত সাধিত না হয়, তবে ইহার উপর আর কথা চলে না। কিন্তু উপদেষ্টা যদি সুচিকিৎসক হন, তিনি রোগের মূল বাহির করিয়া দেখাইবেন। তিনি বলিবেন, "তোমাদের অনেক ধৈর্য্য ত্যাগস্বীকার সাধনের হিসাবে নহে। তাহা যদি হইবে, তবে এত মতভেদ রুচিভেদ কেন? বিচ্ছিন্ন ভাবই বা কেন? তোমরা আপন মনে নিজ অভ্যাসের গুণে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক, পরস্পরের ভাবে যোগ দিয়া কার্য্য কর না। কার্য্যের উদ্দেশ্যও ভুলিয়া গিয়াছ। তাই মনে সুখ হয় না। সমহৃদয়তা নাই, মিছা পরিশ্রমে কি হইতে পারে? উভয়ের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা এক হওয়া চাই। যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন উদ্বাহব্রত সাধনই হইতেছে না, সিদ্ধিলাভত তাহার পরের কথা। পিতা মাতা অভিভাবক কিম্বা নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় যুবক যুবতী বিবাহবন্ধনে সম্বদ্ধ হয়, সমাজ এবং দেশের রাজা তাহাতে সায় দেয়, পরে নরনারী উভয়ে মিলিয়া গৃহকার্য্যে এবং পরস্পরের প্রীতি সম্পাদনের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করে, শেষ আর অগ্রসর হয় না। না হইয়া বলে, "সংসারে সুখ নাই। এত করিলাম, তবু মন পাইলাম না।" কিন্তু "মন" পাইলে না যে বলিতেছ, সে জিনিষটা কি? মনের মিল যদি চাও, তবে ভগবানের চরণতলে দুই জনে ভক্তির সহিত উপবিষ্ট হও, এবং তাঁহাকে বল, "ঠাকুর, বাহিরের বিবাহত হইল, তাহার যে সকল কর্ত্তব্য তাহাও পালন করিয়াছি, এখন মনের মিল না হইলে যে শান্তি পাই না। পার্থিব ভাবের মিলন অস্থায়ী, সুতরাং চির দিন তাহা সরস থাকে না। এখন আত্মায় আত্মায় প্রেম পুণ্য দয়া ধর্ম্মে উভয়কে মিলাইয়া দাও, যে মিলন অনন্ত কাল সরস ভাবে অবস্থিতি করে।"

সদ্‌গুণ সদিচ্ছা সদ্ভাব সৎসঙ্কল্পের যে মিলন তাহাই নিত্যকাল স্থায়ী। তদ্ভিন্ন পৃথিবীর স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ পৃথিবীতেই শেষ, পরলোক পর্য্যন্ত তাহা যাইবে না। দেহের সম্বন্ধ মায়ার সম্বন্ধ, দেহভঙ্গে তাহা ফুরাইয়া যায়। অতএব উদ্বাহব্রত সাধনের আরম্ভ সংসারে, ফল আত্মায়, সিদ্ধি ভগবচ্চরণে। স্বামী স্ত্রী যদি উভয় উভয়কে সন্তুষ্ট রাখিয়া সুখী হইতে চাহেন, তবে তাহা কেবল ভূতের মত পরিশ্রম করিলেও হইবে না, আপনাপন স্বার্থ সুখের দিকে দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না, পরস্পরের মনের মিল চাই। দুই জনের রুচি ভাব সংকল্প জ্ঞান ইচ্ছা যদি বিবাহ করে, তবে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। সমস্ত বিষয়ে উভয় উভয়ের সহচর মিত্র সহায় বন্ধু হইলে বিবাহের পূর্ণতা এবং পুরস্কার হইবে। অতএব বাহিরের সাহায্যে নরনারী

অন্তরে প্রবেশ করিয়া আধ্যাত্মিক উদ্বাহবন্ধনে চির সম্বদ্ধ হউন।

স্বর্ণলতা।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। সুখে হউক দুঃখে হউক, সকলেরই দিন ক'টে। যাহার অদৃষ্টে বড় দুঃখ, তাহারও দিন যায়। যে আরামের শয্যায় শয়ন করিয়া সুখের স্বপ্ন দেখে, তাহারও দিন কাটে। দিন কাহার না যায়? শশিশেখরের মাতা ও পত্নীরও দিন কাটিতে লাগিল। মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, তথাপি শশিশেখরের সংবাদ আসিল না। মাতা ও পত্নী বহু দিন ধরিয়া প্রিয়জনের প্রত্যাগমন আশায় বুক বাঁধিয়া রহিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অতীত হইল, তথাপি কোন সংবাদ না পাইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বর্ণলতা এই নৈরাশ্যেরসাগরে তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হইল। স্বর্ণলতার ফুল্লকুসুমবৎ সুন্দর মুখ খানি দেখিয়া মাতা এবং পিতামহী অনেক পরিমাণে ক্লেশ বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের যত্নে স্বর্ণলতা দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিল এবং ক্রমে কৈশোরে উপনীত হইল। অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপ তুল্য তাহার মধুময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। স্বর্ণলতা দশমবর্ষ অতিক্রম না করিতে করিতে তাহার রূপের যশে নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। শশিশেখরের মাতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নয়নের পুতলী পৌত্রীর বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। মনে করিলেন, "কোন ভাগ্যবন্তের ঘরে গড়িলে পিতৃহীনা অনাথা বালিকা দারিদ্র্যের হস্ত হইতে এড়াইবে, এবং সুখে থাকিবে। আমরা সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে নাইবা পাইলাম, বাছা আমারত রাজরাণীর ন্যায় সুখে ঘরকন্না করিবে?"

নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কোনটি পিতামহীর মনের মত হয় না। এক দিন তিনি সন্ধ্যাবেলা উঠানে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছেন, দালানে স্বর্ণলতার মাতা বসিয়া স্বর্ণকে খাওয়াইতেছেন, নিকটে স্বর্ণের প্রিয় একটি বিড়ালশিশু বসিয়া আছে, "শশির মা, বাড়ী আছ গা?" বলিয়া এক জন অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পরনে তসর কাপড়, কণ্ঠে তুলসীর মালা, সুদীর্ঘ নাসিকায় চন্দনের তিলক। ইনিই গ্রামের ঘটকী ঠাকুরাণী। শশিশেখরের মাতা ঘট্‌কী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া শশব্যস্তে মালাজপ বন্ধ করিলেন। দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও তারা, ঘটকঠাক্‌রুণকে বস্‌তে পিঁড়ি দে। বোস মা. বোস!" এই বলিয়া তাহাকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন। স্বর্ণলতার মাতা মাথার

কাপড় ভাল করিয়া সম্মুখে টানিয়া দিলেন। ঘট্‌কী যদিও স্ত্রীলোক, তথাপি পল্লীগ্রামের গৃহস্থবধূরা শ্বশুর শাশুড়ী বর্ত্তমানে প্রায় অধিক বয়স্কাদের সহিত বড় একটা কথা কয় না। স্বর্ণের আহার শেষ হইলে হাঁ করিয়া সে ঘট্‌ক ঠাকুরাণীর সুদীর্ঘ রুক্ষ মূর্ত্তির শোভা দেখিতে লাগিল। স্বর্ণর মাতা উঠিয়া শাশুড়ীর নিকট গিয়া বসিলেন। তারা আসিয়া স্বর্ণর হাত মুখ ধৌত করিয়া দিল। স্বর্ণ বিড়ালশিশু কোলে করিয়া পিতামহীর ক্রোড়ের নিকট আসিয়া বসিল। ঘট্‌কী স্বর্ণকে দেখিয়া বলিল, "শশীর মা, এবার বাছা যে সম্বন্ধ এনেছি, মেয়ে রাজরাণীর মত সুখে থাকিবে। ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, ইংরাজি লেখাপড়া জানে, বয়স অল্প, ভাগ্যমন্ত ঘরের ছেলে, সংসারে কোন অভাব নাই, বাপ মা আছে, তার বড় বোনটি আবার জমিদারদের ঘরে পড়েছে, একটি ভাই, বিয়ে হলে সেও খুব দেবে থোবে, পাঁচ জনে সাধ আহ্লাদ কর্‌বে, স্বর্ণলতা যেমন মেয়ে তেম্‌নি ঘরে পড়্‌বে। আহা মেয়ে নয় যেন লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ।"

শশিশেখরের মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর মা, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন সুখে থাকে। কপালে সুখ থাকে হবে। নইলে কারু হাত নাই। তবে দেখে শুনে দিতে হয়। তাই পাঁচটা দেখ্‌ছি। তা ঐ সম্বন্ধ কোথাকার? যেন একটু কাছে হয়। বাছার মুখ খানি মাঝে মাঝে যেন দেখ্‌তে পাই।" ঘটক ঠাকুরাণী হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তা বাছা, এ ঘর সবদিকে খুবই ভাল, দিলে তোমাদেরই মেয়ে সুখে থাক্‌বে। তাদের বাড়ী হুগলিতে, কিন্তু এখন কল্‌কাতায় মস্ত বাগান বাড়ী করেছে, সেখানেই থাকে। একটু দূর, তা তাতে ক্ষতি কি? মেয়ে আস্‌বে যাবে, তোমরাও বা গিয়ে দুবার একবার দেখে আস্‌বে। দেখ, এমন ঘর আর হবে না। কি বল?" স্বর্ণলতার পিতামহী বলিলেন "তা যেখানেই হোক্‌, বাছার সুখেই আমাদের সুখ। তা বলি, ছেলেটির স্বভাবচরিত্র কেমন?"

ঘ। সে আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে না। বড় মানুষের ঘরের ছেলে লেখাপড়া জানে, সুবোধ। তবে পাকা কথা হয়ে রইল, আমি এখন আসি? তারাও ছেলের বিয়ে দিতে ভারি ব্যস্ত হয়েছে। সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্চে। ছেলে নাকি আবার আপনি মেয়ে দেখে বিয়ে কর্‌বে। এই বলিয়া সে স্বর্ণের চিবুকে হাত দিয়া বলিল, "তা এমন রূপসী আর পাবে না। আমি চল্‌লাম, পরশু খবর দেব, ভাল দিন দেখে তারা শিগ্‌গির দেখে যাবে।"

ঘটক ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে শশিশেখরের মাতা বলিলেন, "এস্‌ মা এস।" স্বর্ণলতার মা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঘটক ঠাকুরাণী কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। পিতামহী বলিলেন, "স্বর্ণ, প্রণাম কর্‌ বাছা।" "থাক্‌ থাক্‌, অমনি বেঁচে থাক, ভাল ঘরে

বিয়ে হোক, জন্মায়স্ত্রী হয়ে থাক্” এই কথা বলিয়া ঘটকী ঠাকুরাণী দুই হাত দুলাইতে দুলাইতে প্রস্থান করিলেন। শশিশেখরের মাতা এবং পত্নী স্বর্ণকে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

স্বর্ণলতার বিবাহের সব ঠিক হইয়া গেল। কলিকাতায় তাহার বিবাহ দিবেন, পিতামহী এরূপ স্থির করিলেন। বর মাতুলের সহিত আসিয়া স্বয়ং মোহোর দিয়া কন্যা দেখিয়া গেলেন। পাড়ার পাঁচ জন বলিল, “খাসা ছেলে।” বিবাহ আর তিন মাস পরে আষাঢ়ের শেষে হইবে, এইরূপ ধার্য্য হইল। শীঘ্র বিবাহ হইবে, স্বর্ণের ঠাকুরমা এবং মাতা তাহাকে আর পাঠশালায় যাইতে দেন না, পাড়ায় পাড়ায় খেলা করিয়া বেড়াইতে বারণ করেন। কিন্তু স্বর্ণ তাহা বোঝে না। সে ছুটিয়া অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতে যায়। বই হাতে করিয়া দৌড়িয়া পাড়ার পাঠশালায় যায়। পল্লীগ্রামের মুক্তস্বভাবা বালিকা ঘরে বন্ধ হইয়া থাকিতে চায় না। পিতামহী নাচার হইয়া ভাবিলেন, শ্বশুরবাড়ী গেলে লজ্জা শিখিবে। দেখিতে দেখিতে তিনমাস গেল। মধ্যে শ্বশুর বাড়ী হইতে খুব ঘটা করিয়া যুড়নী তত্ত্ব আসিল। অবশেষে শুভ দিনে শুভ লগ্নে স্বর্ণের বিবাহ হইয়া গেল। পিতামহীর মনে হর্ষ বিষাদ যুগপৎ উদয় হইল। মাতা গোপনে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। স্বর্ণের পিতা কোথায়? তিনি জীবিত কি মৃত কেহ জানে না। ক্রমশঃ

প্রভাময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৬)

সসম্ভ্রমে উঠি, বন্দিয়া চরণ,
জিজ্ঞাসিলা প্রভা—“বল কে মা তুমি?
মায়ের মতন, স্নেহসিক্ত মন;
এ ঘোর অরণ্য, হিংস্র-রঙ্গ-ভূমি,
জনমে না ভয় ?—ভ্রম একাকিনী,
কে মা দেবী তুমি, বীরা তপস্বিনী ?”

[২৭]

“যেই দিন হতে জননী আমার
বৈকুণ্ঠবাসিনী, স্নেহ কোন্ ধন
জানি নাই আমি, হায়! পুনর্ব্বার,
ওই সুকোমল কর-সঞ্চালন,
জ্বালিল সে স্মৃতি—শোক হুতাশন,
আর কি জগতে পাইব মা ধন ?”

(২৮)

“ছি! ছি! এই পাপ ঘৃণিত জীবনে,
হেন স্বার্থপর সংসার অসার,
গ্রথিত যাহার মরমে মরমে—
অবিশ্বাস, দুঃখ, প্রবঞ্চনা আর,
বাঞ্ছি জননীরে পাইতে আবার ?
ধিক্ পাপ—চিন্তা—কল্পণা আমার।”

(২৯)

বলিতে বলিতে ঝরিল নয়ন,
নীরবিলা সতী, আকুল পরাণ,
মুছাইয়া জল সঙ্গিনী তখন,

করিলেন বহু সান্ত্বনা প্রদান।
নিবারিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা অতঃপর,
চলে দুই নারী লঙ্ঘিয়া প্রান্তর।

(৩০)

চলিতে চলিতে করে আলাপন,
দুই জনে, যথা বন্ধু পুরাতন;
অপরূপ রূপে উজলে কানন,
বিজলি রেখায় গগন যেমন।
“আশা” আর “প্রভা”—দু’য়ের মিলন,
অপূর্ব্ব রহস্য বার্দ্ধক্যে যৌবন।
যৌবনের তেজ, বার্দ্ধক্যের জ্ঞান,
মিলায় যে জন সেই বুদ্ধিমান।

(৩১)

একে একে প্রভা দুঃখের কাহিনী
করিলেন সব ‘আশার’ গোচর;
“বহু কাল হ’তে নিদারুণ স্বামী
নিরুদ্দেশ,—সহ দুষ্ট সহচর,
সুরাপানে মত্ত দিবস যামিনী
থাকিতেন হায়!—না শুনিলা বাণী,
চরণ ধরিয়া কতই মিনতি
করিনু কাতরে আমি পাপ মতি!”

(৩২)

“বুকের সম্বল একটী সন্তান,
হায়রে ‘প্রসুনে’!—সেও একাকিনী
ফেলিয়া আমারে হ’ল অন্তর্দ্ধান।
কত মা শুনিবে দুঃখের কাহিনী?’
প্রবোধিয়া আশা সুধায় বচন,
“ভুলে যাও বাছা! এ সব ঘটন”।

(৩৩)

“সুখ, দুঃখ, জন্ম মৃত্যু এই সব,
সংসারের বস্তু—সামান্য ব্যাপার,
মানবের চিত্ত করে অনুভব,
কিন্তু জ্ঞানী যেই না হয় তাহার
ভাবান্তর তাহে, সকল (ই) সমান;
মায়াচক্ষে সুধু হয় ভেদ জ্ঞান॥”

[৩৪]

“পরমাত্মা মাঝে স্থিত এ জগৎ,
জীবাত্মা তাহাতে করে বিচরণ,
কোথা জন্ম, কোথা মৃত্যু ?—সপ্নবৎ
সুখ, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ কারণ।
অনাদি, অনন্ত জীবনের স্রোতঃ,
সুমন্দ গতিতে বহিছে নিয়ত।”

(৩৫)

“মায়া মূঢ় মন, ত্যজিয়া যখন
বিষয় কল্পনা,—পাপের বন্ধন,
দেখে ব্রহ্মরূপ মরি অনুপম,
অন্তরে বাহিরে বেড়িয়া ভুবন,
ছায়া তুল্য সব অসার তখন
হয় জ্ঞান তার সংসার ভবন।”

(৩৬)

“সুখ দুঃখ নাহি জানি কার নাম,
জানি এক হাসি তরঙ্গের মত
হৃদয়ের তলে খেলে অবিরাম।
তাতে প্রাণমীন সন্তরে নিয়ত।
হৃদয় হইতে জীবনের নদী
ভক্তিপথ ধরি ধায় নিরবধি।”

(৩৭)

চিত্রার্পিত তুল্য দাঁড়াইয়া প্রভা
শুনিলেন দেবী আশার বচন,
চমকে আঁধারে যথা ক্ষণপ্রভা
চমকিল তাঁয় হৃদয়ে তখন;

তেমতি অপূর্ব্ব এক নব ভাব,
ঘুচিল মনের সকল অভাব।

(৩৮)

বেলা অবসান, ত্যজিয়া গগন,
বিচিত্র শোভন শৈলশৃঙ্গ মাঝে,
ধীরে ধীরে ওই ডুবিছে তপন,
ভাসে মেঘমালা অন্তরীক্ষ মাঝে;
শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত বহুবর্ণধর
নিমেষে নিমেষে কত রূপান্তর।

(৩৯)

উত্তরিলা হেন সময়ে দু'জন,
আশার কুটীরে,—রমণীয় স্থান,
জল স্থল, কুঞ্জ, শৈল, উপবন,
শোভে যথা তথা নেত্র অভিরাম।
অসংখ্য পাদপ ফলভরে নত,
কান্তারে কান্তারে কুসুম অযুত॥

ক্রমশঃ

স্বর্ণরেণু।

নিঃস্বার্থ না হইলে অপরকে সুখী করা যায় না।

প্রশংসা বা নিন্দার দিকে যত কম দৃষ্টি করা যায় ততই নিজের পক্ষে মঙ্গল।

লক্ষপতি হউন, বা দীন দুঃখী হউন, এক সময়ে এক হস্ত পরিমিত ভূমি সকলেরই জন্য আছে।

দুঃখ কখন চিরকাল থাকে না। সুখও চিরস্থায়ী নহে। এক জন বাদশাহ হস্তস্থ অঙ্গুরীতে এই বচন খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, "এয়্‌সা দিন নেহি রহেগা।" তিনি সুখের অবস্থায় ঐ বচনটি সর্ব্বদাই পাঠ করিতেন, আবার দুঃখে পড়িলেও ঐ বচন পাঠ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন।

যদি নিজের দোষে ক্লেশ পাইয়া থাক, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও। যদি অন্যের দোষে কষ্টে পড়িয়া থাক, তবে তাহাও সহ্য কর, কারণ, তুমি তাহার জন্য অনুযোগের ভাগী নহ। যদি কেহ অন্যায় রূপে তোমার চরিত্র আক্রমণ করে, ধৈর্য্যের সহিত তাহা সহ্য কর, সময়ে তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইবে। যদি তোমার বহু শত্রু থাকে, স্থির ভাবে তাহাদের শত্রুতা সহ্য কর। যদি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গ থাকে, তবে ঈশ্বরকে ধন্য বাদ দাও, এবং তাহাদের জন্য জীবনের গুরুভার বহন কর।

সংবাদ।

শ্রীমতী কুমুদিনী খাস্তগির বি, এ, বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা।

বড় লাটের পত্নী লেডী ল্যাণ্ডস্‌ডাউন কয়েক মাসের জন্য স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পারস্য ভাষাশিক্ষক বাবু বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে এক গাছি বেড়াইবার লাঠি উপহার দিয়া গিয়াছেন।

এবার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছত্রিশটী যুবতী বি, এ, এবং চারিটী এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত মিস্ ফসেট্ নাম্নী একটী যুবতী র‍্যাঙ্গেলার হইয়াছেন। এম, এ, পাসকারিণী একটী নারী স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন। তিনি প্রাচীন ভাষায় বিশেষ বুৎপন্না হইয়াছিলেন।

যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এ দেশে জজ মেজেষ্টার কালেক্টর কমিসনর হওয়া যায় অর্থাৎ সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় এবার আমাদের দেশের তিনটী বাঙ্গালী যুবক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। একটী বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষের পুত্র, একটী ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের, আর একটী বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শেষোক্তটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। এদ্ব্যতীত বাঁকীপুরের একটী মুসলমান যুবক এবং বোম্বাইয়ের একটী যুবা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বোম্বাই নগরে পণ্ডিতা রমা বাই হিন্দু বিধবাদিগের জন্য "সারদাশ্রম" নামে যে একটী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, সম্প্রতি সেই বিদ্যালয়ে আমেরিকাবাসিনী একটী কুমারী শিক্ষাকার্য্যের সহায়তা জন্য যোগ দিয়াছেন। শ্রীমতী রমা বাই যদিও এখন খ্রিষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু সে দেশের শিক্ষিত হিন্দুদিগের নিকট তিনি যথেষ্ট সম্মান আদর পাইয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, তাঁহার আচার ব্যবহার রীতি নীতি অতি সাত্ত্বিক, স্বভাব অতি বিনম্র।

আমেরিকা দেশে কোন এক যুবা সমুদ্রতটে স্বীয় গাত্রবসন এবং ঘড়ি ইত্যাদি এমন ভাবে ফেলিয়া দূর দেশে আত্মগোপন করে, যে তাহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়গণ এবং স্ত্রী মনে করিল, সে জলে স্নান করিতে নামিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে। তথায় একটী মৃত দেহও বিকৃত আকারে পূতিগন্ধময় হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই মৃতদেহকে স্ত্রী স্বামীর দেহ মনে করিয়া যথাযোগ্য শোক তাপ করিলেন, তাহাকে মৃত্তিকা নিহিত করিলেন, পরে যথা সময়ে শ্রাদ্ধ শান্তি করিয়া শুদ্ধ হইলেন। স্ত্রীর দুইটী সন্তান। অতঃপর তাহার স্বামীর গচ্ছিত কিছু টাকা এক স্থানে ছিল, স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে তাহাও সে পাইল। এইরূপে কিছু দিন যায়, পরে শোক অপনীত হইলে সেই বিধবা অন্য এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে বিবাহ করিল, কাল ক্রমে তাহারও ঔরসে পাঁচটী সন্তান জন্মিল। বিধবা দ্বিতীয় বিবাহের স্বামী এবং পুত্রদিগকে লইয়া সুখে কাল হরণ করে। বেশ একটী তাহার সুখের পরিবার হইল। এই অবস্থায় প্রায় বিশ বৎসর অতিবাহিত হইলে হঠাৎ এক দিন সেই পূর্ব্বের স্বামী আসিয়া দেখা দিল। স্ত্রীলোকটী দেখিয়া অবাক্! প্রেতাত্মা বলিয়া

উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমন্ত মানুষ। স্ত্রী তাহাকে নিঃসন্দেহ চিত্তে চিনিতে পারিল। হায়! তাহার সুখের ঘরকন্নায় কোথা হইতে এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। স্বামী বলিল, আমি-কোন কারণ বশতঃ এত দিন অষ্ট্রেলিয়া দেশে লুকাইয়া ছিলাম। স্ত্রীটী এখন কার হইবে, তদ্বিষয়ে মোকদ্দমা চলিতেছে। বিধাতার কুটিল চক্রের এই এক জটিল ঘটনা। কিরূপে ইহার মীমাংসা হইবে পাঠিকাগণ তাহা এখন বিচার করুন। দীর্ঘকাল অজ্ঞাত বাস-জন্য এবং জীয়ন্তে মৃত্যু ঘোষণাজন্য তাহাকে দণ্ড দিতে হয় দাও, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী হইতে তাহাকে কিরূপে বঞ্চিত করিবে? যদি তাহা না কর, তবে শেষের স্বামী এবং পুত্র কন্যা গুলিরইবা দশায় কি হইবে? অতি কঠিন সমস্যা। স্ত্রীলোকটী এবং স্বামী-দ্বয় এখন সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন করুন, ছেলে মেয়েগুলি বোর্ডিং স্কুলে গিয়া পড়া শুনা করুক, তদ্ভিন্ন আরত কিছু উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু বিলাতি সভ্যতার বিচারে অর্থ দ্বারা সকল কুটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়।

কুমারী ম্যানিং কোন কাগজে প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল হিন্দু বালিকা দশ বার বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে, এবং যাহা কিছু শিখে তাহাও ভুলিয়া শেষ অকর্ম্মণ্যা হইয়া যায়, তাহাদিগকে মাসিক দুই তিন টাকা হিসাবে ছাত্রবৃত্তি দিলে বিবাহের পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহারা বিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে। দুই কি তিনটী টাকার জন্য কুলের কুলবধূকে যে কেহ বিদ্যাবতী করিতে চাহিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। অনেক ভাল ভাল বুদ্ধিমতী বালিকা অল্প বয়সে বিবাহিতা হইয়া জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হয় কেবল তাহা নহে, যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহারা প্রাচীনা দিদিমায়ের শ্রেণীভুক্ত হয়। উক্ত বিবি এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত আছেন।

জাতীয় সমিতি অর্থাৎ কন্‌গ্রেস্ সভার উদ্যোগে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে গিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা এ দেশীয় শিক্ষিতা মহিলাদিগকে তিনি বুঝাইয়া দিবেন, এ জন্য নারীদিগের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। আগামী সভার অধিবেশনে যে সকল মহিলা বিদেশ হইতে কলিকাতায় আসিবেন তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইবে। কন্‌গ্রেস সভার বার্ষিক অধিবেশন একটা দেখিবার বিষয় বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে এ বিষয়ে আন্দোলন কিম্বা চর্চ্চা কতদূর উপকারী হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নিজের রাজ্য ছাড়িয়া পুরুষের রাজ্যে তাঁহারা এখন পদার্পণ না করিলেই ভাল হয়। কারণ, নারীজগতের বিশেষ অভাব গুলি অগ্রে মোচন হওয়া প্রার্থনীয়।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৫ম সংখ্যা।] ভাদ্র, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

বঙ্গীয় নারীসমাজ

গত বিশ পঁচিশ বৎসর হইতে যাঁহারা এ দেশের নারীসমাজের আকৃতি প্রকৃতি এবং উন্নতি পরিবর্ত্তনের অলক্ষিত গতি অনুধাবন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় ভবিষ্যতের ছায়া দেখিয়া অবশ্য মনে মনে আহ্লাদ অনুভব করিবেন। পুরুষ সমাজের ন্যায় নারীসমাজেও যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। যাঁহারা জ্ঞান এবং মর্য্যাদা সম্ভ্রম লাভে এত কাল বঞ্চিত ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে জ্ঞান সভ্যতার সোপানে আরোহণপূর্ব্বক বিধাতাপ্রদত্ত স্ব স্ব অধিকার বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। ইহাঁদের অধিকারের কত দূর সীমা, কোন্ স্থানে বসিলে পুরুষদিগের সহিত প্রতিঘাত হইবে না, তাহা এখন কেহ জানে না। এখন কেবল গতি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। নারীসমাজ আপনার প্রকৃতিগত ন্যায্য অধিকার লইবে, ছাড়িবে না, বিধাতা নারীশক্তি রূপে তাহার ভিতরে আপনাকে প্রকটিত করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে কে বিবাদ করিবে? কিন্তু বিবাদের সময় সম্মুখে আসিতেছে। দাসত্ব প্রথা চিরকাল থাকিবার নয়, সেই জন্য আমেরিকা-রাজ্যে এত সংগ্রাম রক্তপাত হইয়া গেল। নারীর যথার্থ অধিকার কি, তাহা লইয়া এখন আন্দোলন হইতে থাকুক, কিন্তু যথার্থ মীমাংসা যত দিন না হইতেছে, তত দিন সংগ্রাম চলিবে। সংগ্রামের অবস্থায় কতকটা অরাজকতা ঘটে, একের অধিকার অন্যে বলপূর্ব্বক লয়, অধিকারচ্যুত ব্যক্তি অনধিকার চর্চ্চা করে, ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এমন কি, সে অবস্থায় কোন কোন অসংযত চিত্ত, অগঠিত চরিত্র নারী পুরুষের জাতিগত পার্থক্য পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইবে। আন্দোলন, সংগঠন বা নূতন সৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বে এ সকল অবশ্যাম্ভাবী। ঠিক পথ ধরিতে না পারিয়া স্ত্রীরা নানা প্রকার বিচিত্র মূর্ত্তিও ধরিবেন।

কিন্তু যুগান্তরের চিহ্ন এই সকল নূতন কিম্ভূত কিমাকার ভাব স্বভাব দেখিয়া আমাদিগের ভীত বা কম্পিত হইবার প্রয়োজন নাই। কলির পূর্ণতা অনুমান করিয়া বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় গায়ত্রী জপ করিবারও আবশ্যকতা নাই। শেষ সব ঠিক

হইয়া যাইবে। কলির পরেও সত্যযুগ আসিবার কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে। আমরা কেবল ধৈর্য্যসহকারে নারীসমাজের গতি অবলোকন করিব। তাহা হইলে ভগবান্ কি ভাবে কি প্রণালীতে ইহার ভিতর নড়িয়া চড়িয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইব। তিনি নানা প্রকার অস্থির গোলমালের ভিতর দিয়া নিজের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুনারীগণের আহার ব্যবহার রীতি প্রকৃতি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা অশিক্ষিতা কুসংস্কারপরায়ণা ছিলেন, তাঁহাদের কন্যা এবং দৌহিত্রীগণ এখন বিদুষী সুসভ্য মহিলা। শেষোক্তদিগের আহার পরিচ্ছদ, ব্যবহার নীতি ক্রমে বিচিত্র রূপ ধারণ করিতেছে। শেষ কোন্‌টা দাঁড়াবে, তাহা কেহ এখন বলিতে পারে না। ইহার ভিতর নানা প্রকার রুচিবৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ যবনিকার অন্তরালে বসিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত মুখে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কথা কহেন, কপালে সিন্দূর পায়ে আল্‌তা পরেন, অঙ্গে অঙ্গরাখা আছে, কিন্তু পায়ে জুতা মোজা নাই। ইহাঁদের মধ্যে লেখা পড়ার কিছু কিছু চর্চ্চা দেখা যায়। কেহ কেহ হয়তো বাল্যাবস্থায় বিদ্যালয়ে পড়িয়াছেন। ইহাঁদিগকে কতকটা হিন্দু আচার ব্যবহারও গুরুজনের ভয়ে রাখিতে হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তত নাই। তাহার পরের শ্রেণীভুক্ত যাঁহারা তাঁদের অর্দ্ধাবগুণ্ঠন, বাক্য প্রস্ফুট, পায়ে মোজা জুতা, তৎসঙ্গে কোন কোন স্থলে আলতা এবং মল্‌ও দৃষ্ট হয়; কপালে সিন্দূরও শোভা পায়। লেখা পড়া বেশী জানা শুনা নাই, কিন্তু সাহস ভরসা কিছু আছে। সভা সমিতিতে বরফের কুল্পি,চা বিস্কুট, ইত্যাদি চলে। ইহাঁরা পুরুষ সমাজের অনতি দূরে অবস্থিত। তৃতীয় শ্রেণীতে ইহা অপেক্ষা স্বাধীনতা বেশী। মোটা মুটি বলিতে গেলে তাঁহারা প্রায় মেমেদের কাছাকাছি। এ দলে বিদ্যা বুদ্ধির আলোচনা যথেষ্ট আছে। প্রথম কলিকা, দ্বিতীয় অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত, তৃতীয় পূর্ণবিকসিতাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইহার ভিতর কোন্ শ্রেণী আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ হইবেন তাহা এখন কিছু কাল ভাবিয়া দেখা যাউক। অবশ্য তিন উপাদানেই সে আদর্শ নির্ম্মিত হইবে। যাঁহারা অনাবৃত মস্তকে খোলা গাড়ীতে জুতা মোজা পায়ে ভ্রমণ করেন. কিম্বা মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়েন, আত্মীয় পুরুষ এবং ভদ্র বন্ধুগণের সহিত প্রকাশ্য ভাবে আলাপ এবং সঞ্চরণ করেন, বিদ্যা সভ্যতার যাঁরা বিশেষ পক্ষপাতিনী, তাঁহাদের হৃদয়ে নারীর কোমলতা স্নেহ মমতা পিতৃমাতৃভক্তি, পতিপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য ভ্রাতৃভাব এবং লজ্জাশীলতা নাই তাহা কে বলিবে? বাহ্য ব্যবহারে কেবল রুচির তারতম্য দৃষ্ট হয়। এক জন অর্দ্ধ ঘোমটা ভালবাসেন, আর এক জন পুরুষের ব্যবহৃত ক্যাপ কিম্বা পাগড়ী কিম্বা বুটিদার

কুলদার ক্রেপ অথবা নেটের চাদর মাথায় দেন। কেহ সভা সমিতির নিমন্ত্রণে জুতা পায় দেন, কেহ বা সর্ব্বদাই জুতা ব্যবহার করেন। কেহ বম্বাই সাড়ী ঘোর পেঁচ করিয়া পরেন, কেহ এমনি শাদা সিধা রকমে পরেন, এবং পা খালি রাখিয়া গায়ে জামা দেন। এ সব রুচিবৈচিত্র্য। ইহাঁরা কেহ গুরুজনের ভয়ে বাহিরে কতকটা হিন্দুয়ানী রাখেন, কেহ বা স্বামী এবং বন্ধুর সহিত গির্জ্জা কিম্বা ব্রহ্মমন্দিরে যান। ধর্ম্মবিষয়ে কুসংস্কারও নাই, বিশ্বাস ভক্তিও বড় একটা দেখা যায় না।

হিন্দু অবরোধের বহির্ভাগে আসিয়া কেহ একটু পশ্চাতে, কেহ একটু দূরে ইহাঁরা এই অবস্থায় গোলমাল করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল ভদ্রমহিলা কুলের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন ঠিক বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে কিরূপে অগ্রসর হইবে তাহাই এখন বিবেচ্য। কালমাহাত্ম্যে এ সব হইয়াছে, জোর জবরদস্তিতে কেবল নহে। এখন ইহাঁরা স্বভাবের সরল পথ অতিক্রম না করিয়া চির উন্নতির পথে যাহাতে চলিতে পারেন সেই বিষয় ভাবিবার আছে। আমরাও কিছু কাল ভাবি; পাঠিকাগণও ভাবুন। ভাবিতে ভাবিতে পথ খুলিয়া যাইবে। তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে, যিনি সকল তত্ত্বের নিদান তিনি সুপথ বলিয়া দিবেন।

শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ।

বিশ্বস্রষ্টাদিগের কৃত এক মহাযজ্ঞে অনেকানেক ঋষি মুনি দেবগণ নিমন্ত্রিত হন। সকলে সভা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দক্ষরাজ সূর্য্যের ন্যায় তেজোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সভাস্থ সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল, কেবল তদীয় জামাতা শিব ঠাকুর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দক্ষ একে মহা প্রতাপশালী রাজা, তাহাতে শ্বশুর, তিনি ক্রোধকুটিল কটাক্ষে জামাতার প্রতি চাহিয়া মনে করিতে লাগিলেন, "ইনি আমাকে আদর করিলেন না।" ইহা ভাবিয়া অনাদর অসহিষ্ণু হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো! ব্রহ্মর্ষিগণ, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি মাৎসর্য্য বা অজ্ঞানতার পরতন্ত্র হইয়া বলিব না, কিন্তু যথার্থ বলিব। হে সভ্যগণ, এই নিলজ্জ পাষণ্ড হইতে লোকপালদিগের যশঃ বিনষ্ট হইল। এই মূঢ় ব্রাহ্মণ এবং অগ্নির সম্মুখে সাবিত্রী তুল্য আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে এ এক প্রকার আমার শিষ্য; কিন্তু ইহার আচরণটা একবার দেখিলে! এই মর্কটলোচন ব্যক্তি আমার মৃগনয়না কন্যার পাণিগ্রহণ করে, ইহাতে আমার প্রতি ইহার সম্মান করা উচিত ছিল, কিন্তু বাক্য

দ্বারাও আমার সম্মান করিল না। আঃ আমার কি দুর্দৈব! এ ব্যক্তি লুপ্তক্রিয়, অশুচি, অভিমানী এবং মর্য্যাদাভেদী; ইহাকে জামাতা করিতে আমার কখনই ইচ্ছা ছিল না। অথচ শূদ্রকে বেদশিক্ষা দিবার ন্যায় আমি ইহাকে কন্যাদান করিয়াছি। ইহার কর্ম্ম কি তা জানেন? এ ব্যক্তি বিবস্ত্র এবং বিকীর্ণকেশ হইয়া পাগলের ন্যায় ভূত প্রেতসঙ্গে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করে। অমঙ্গলকর চিতা-ভস্ম দ্বারা ইহার স্নান হয়, গলায় প্রেতের মালা, শবাস্থি ইহার অলঙ্কার; ইহার নাম মাত্র শিব, বস্তুতঃ এ নিজে অশিব। সর্ব্বদা মাদক সেবনে মত্ত, মাদকসেবীরা ইহার প্রিয় পাত্র। এ অশুচি এবং দুষ্ট চিত্ত। হায় কি খেদের বিষয়! এমন লোককে আমি সাধ্বী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলাম!"

শিব আশুতোষ, তিনি দক্ষের কোন অনিষ্ট করেন নাই, কেবল স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তথাপি দক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিরস্কার করিয়া শেষ জলস্পর্শপূর্ব্বক এই বলিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, যে "এই দেবাধম অমরবৃন্দের সঙ্গে যেন যজ্ঞভাগ না পায়।" সভাস্থ সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিল, তথাপি তিনি কাহারো কথা না মানিয়া জামাতাকে অপমান করিয়া কোপভরে নিজনিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

এতদ্দর্শনে শিবানুচর নন্দী রোষকষায়িত লোচনে দক্ষ এবং তৎপক্ষীয় ব্রাহ্মণবর্গের প্রতি অভিসম্পাত করিল। সে বলিল, "নির্দ্দোষ নিরীহ ভগবান্ ভবকে যে অমান্য করিবে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। তাহারা গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া বৃথা সুখের জন্য কর্ম্মকাণ্ড করুক। আর এই দক্ষ, যে দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে, এবং আত্মতত্ত্ববিস্মৃত, সে পশু তুল্য; ছাগমুখ তুল্য ইহার মুখ হউক! কারণ, এ অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলে, অতএব এ বস্তুতঃই ছাগল।"

নন্দীর অভিশাপবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভৃগু মহাশয় মহাক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে, কিম্বা যাহারা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা এই সংসারে জন্ম মরণাদি অনুভব করুক। এবং পাষণ্ডী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হউক। এবং যেখানে তাড়ি ও মদ আদরণীয়, তথায় গিয়া তাহারা শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক। হে শিবানুচরগণ, যেহেতু তোমরা বেদ ও ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে, অতএব তোমাদিগকে আমি পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম।"

উভয় পক্ষের শাপ মন্যু বিদ্বেষ অভিমান দেখিয়া অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া শিব কতক্ষণ পরে বিমনা হইয়া অনুচরগণসঙ্গে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর শ্বশুর জামাতার মধ্যে বহুকাল বিদ্বেষ বিবাদ চলিয়াছিল। একদা দক্ষরাজ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া গর্ব্বের সহিত এক

বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে যাবতীয় ঋষি মুনি দেবতাগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হন, কেবল শিবকে নিমন্ত্রণ করা হইল না। মহা সমারোহের যজ্ঞকাণ্ড। নানা স্থান হইতে দেবতা এবং উপদেবতাগণ বনিতা সহ কেহ চারি ঘোড়া কেহ আটঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া, বিচিত্র বসন ভূষণে সাজিয়া হাসিতে হাসিতে মহাদেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া দক্ষালয়ে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সতীরও তথায় যাইবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। তিনি ভবকে বলিলেন, "বিভো! যদি আপনার ইচ্ছা হয়, চলুন আমরাও পিতৃযজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করি। ঐ দেখুন সকলে যাইতেছেন! আমার বোধ হয় যজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই। হে প্রিয়, আমার ভগিনীগণ তথায় আসিয়া থাকিবেন, আমিও আপনার সহিত যাইতে ইচ্ছা করি। আমার পিতা মাতা এই যজ্ঞে কত অলঙ্কার দ্রব্যাদি দান করিবেন, আমার বড় ইচ্ছা যে আমি তাহা গ্রহণ করি। তথায় গেলে ভগ্নীপতি সহ ভগ্নীদিগকে, স্নেহার্দ্র চিত্ত মাতা এবং মাতৃষসাদিগকে দেখিতে পাইব। প্রভো! তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে আমার অন্তঃকরণ বড় উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে। পিতৃযজ্ঞের উড্ডীয়মান ধ্বজা পতাকা দেখিলে মনে বড় আহ্লাদ জন্মিবে। যদিও আপনার তাহাতে দর্শনযোগ্য কোন আশ্চর্য্য দৃশ্য নাই, কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ, ঔৎসুক্যই আমাদের স্বভাব, অতএব জন্মভূমি দেখিবার জন্য আমি অতিশয় কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছি। আপনার সুহৃদ্বিয়োগ জন্য কোন দুঃখ নাই। আহা ঐ দেখুন দেখুন, অন্যান্য স্ত্রীগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া স্ব স্ব স্বামীর সহিত দলে দলে কেমন গমন করিতেছেন! আমাকেও যাইবার অনুমতি দান করুন। পিতৃগৃহে উৎসব দেখিবার জন্য কন্যার মন কি চঞ্চল হয় না? অবশ্যই হয়। যদি বল, নিমন্ত্রণ হয় নাই। কিন্তু পতি, গুরু এবং পিতার গৃহে বিনা নিমন্ত্রণেও যাইতে পারা যায়। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গমনে আজ্ঞা প্রদান করুন।"

সদানন্দ মহাদেব প্রেয়সীর প্রার্থনা শুনিয়া প্রথমে হাস্য করিলেন, পরে তাঁহার পিতার কৃত অপমান বাক্য স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, বন্ধুগণ যদি মায়ামুগ্ধ না হন, তাহা হইলে বিনা আহ্বানে তাঁহাদের গৃহে যাওয়া যায়। তোমার পিতা বিদ্যাদি গুণে শ্রেষ্ঠ সত্য। কিন্তু তপস্যা, বিত্ত, বপু, বয়স, কুল এ সকল সাধুদিগেরই গুণ, অসৎ পুরুষদিগের পক্ষে দোষ স্বরূপ। ফলতঃ তাহারা অভিমানে অন্ধ হইয়া মহতের তেজ দেখিতে পায় না। অতএব এরূপ ব্যক্তিদিগকে বন্ধু মনে করিয়া তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাত করা উচিত নহে। কেন না, তাহারা অস্থির মতি, বাটীতে কেহ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি তাহারা সরোষে

কুটিল ভাবে দৃষ্টিপাত করে। হে দেবি, শত্রু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হওয়া অপেক্ষা আত্মীয় জনের বাক্য-বাণ অধিক মর্ম্মভেদী। বাণবিদ্ধ হইয়াও পরে ধৈর্য্যের সহিত শয়ন করা যায়, কিন্তু আত্মীয়ের বাক্য একবারেই অসহ্য। হে সতি, তুমি তোমার পিতার সকল কন্যার অপেক্ষা প্রিয়তমা তাহা স্বীকার করি, কিন্তু আমার সম্বন্ধ বশতঃ তথায় গিয়া তুমি মান প্রাপ্ত হইবে না। প্রিয়ে, আমি তোমার পিতার কোন অপকার করি নাই। নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিলে তাঁহার হৃদয় অতিশয় সন্তাপিত হয়, সেজন্য তিনি দুঃখিত আছেন, পরন্তু পুণ্য এবং সৎকীর্ত্তি দ্বারা কখন ঐ সকল ব্যক্তির স্থান লাভ করিতে পারেন না; সুতরাং অসুরেরা যেমন দেবদ্বেষী, তেমনি তিনি আমার কেবল দ্বেষ করিয়া বেড়ান। প্রিয়ে, বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞস্থলে আমি তাঁহার প্রতি বিনয় সম্মান প্রদর্শন করি নাই এমন মনে করিও না। লোকে পরস্পরের প্রতি যেমন অভিবাদন প্রত্যুদ্গমন করিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ ব্যবহার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানেতে অন্তঃকরণ স্থির রাখিয়া তাহা করেন, দেহাভিমানী পুরুষের প্রতি করেন না। অর্থাৎ আমি মনের দ্বারা তাঁহার প্রতি অভ্যুত্থানাদি সকলি করিয়াছিলাম, অবজ্ঞা করি নাই। প্রিয়ে, আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমত নহে, প্রতি নিয়তই ভগবানের চিন্তা করিয়া থাকি। দক্ষ যদিও তোমার জন্মদাতা পিতা, কিন্তু তিনি আমার প্রতি বিদ্বেষী, অতএব তাঁহার এবং তাঁহার পক্ষের লোকদিগের মুখাবলোকন করা তোমার উচিত হয় না। হে সতি, এ কি সামান্য সন্তাপের বিষয় যে, বিনাপরাধে সভামধ্যে বিবিধ দুর্ব্বাক্যে তিনি আমাকে তিরস্কার করিলেন! আমার কথা না শুনিয়া যদি তুমি যাও, তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন সন্নিধানে পরাভব প্রায় তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।"

এই কথা বলিয়া মহাদেব ভাবিতে লাগিলেন, "অনুমতি দিই, বা না দিই, উভয় দিকেই প্রিয়তমার মৃত্যু সম্ভাবনা।" পরে ভবানী সুহৃদ্গণ দর্শনবাসনায় একবার ঘরের বাহির হন, আবার স্বামীর ভয়ে গৃহে প্রবেশ করেন। শেষ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুঃখের সহিত ক্রমে ক্রোধের যোগ হইল, তখন তিনি সন্তাপিত চিত্তে কম্পিত কলেবরে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন। বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্ত্রীস্বভাব সুলভ তরলতার বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন। যখন একাকিনী ঘরের বাহির হইলেন, তখন ভৃত্যবর্গ তাঁহার পাছে পাছে কাপড় গহনা বৃষবাহন লইয়া ছুটিল। পরে পথিমধ্যে তাঁহাকে সাজাইয়া বৃষের উপর

চড়াইয়া শাঁক বাঁশি দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে দক্ষালয়ে চলিল।

যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সতী দেখিলেন, চারিদিকে মহা সমারোহ কাণ্ড কারখানা। কেহ পশু বলিদান করিতেছে, কেহ বেদ পড়িতেছে, দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সকলে বসিয়া আছেন। দক্ষ সতীকে দেখিয়া কিছু মাত্র আদর করিলেন না, সুতরাং তাঁহার ভগিনী এবং মাতা ব্যতীত দক্ষভয়ে আর কেহই আদর করিল না। কিন্তু মাতা, মাতৃষসা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রু দ্বারা নিরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া আহ্লাদপূর্ব্বক সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সতী পিতা কর্ত্তৃক যখন উপেক্ষিতা হইলেন, তখন মাতা ও মাতৃষসা এবং ভগ্নীদের দত্ত আদর যত্নও আর গ্রহণ করিলেন না। পরে যখন দেখিলেন, শিবের জন্য যজ্ঞভাগ নাই, তখন তিনি মহা কোপান্বিতা হইলেন। এমনি সে কোপাগ্নি, বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহা ত্রিভুবন দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। তদ্দর্শনে সঙ্গের ভূত অনুচরগণ দক্ষবিনাশে উদ্যত হইল। সতী তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। দক্ষ প্রজাপতিও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া মহা গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে সক্রোধ বচনে শিবের নিন্দা করিতে লাগিল।

সতী বলিলেন, "পিতঃ! লোক মধ্যে যাহার তুল্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয় কেহ নাই, যিনি সকল প্রাণির সুহৃদ, তোমা ব্যতীত আর কে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে? অহে দ্বিজ, তোমার মত লোকেরা প্রায় নিন্দক হয়, পরের গুণ সহিতে পারে না, তাহাদের গুণ না লইয়া, কেবল দোষই গ্রহণ করে। আর যাহারা দোষ গুণ যেমন দেখে তাই গ্রহণ করে, তাহারা মাঝা মাঝি। আর যাঁহারা দোষ লয়েন না, কেবল গুণই গ্রহণ করেন, তাঁহারা মহত্তর সাধু। দোষ দেখা দূরে থাকুক, সামান্য একটু গুণকেই যাঁহারা বহু মনে করেন, তাঁহারা মহত্তম। কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই সকল মহত্তম ব্যক্তির পাপ কল্পনা করেন? যাঁহার নামে বিশ্ব পবিত্র হয়, আপনি তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়ান! যাহা হউক, নিরঙ্কুশ মানব যেখানে স্বামীর নিন্দা করে, যদি তাহা নিবারণের উপায় না থাকে, কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ করিবে। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে সেই নিন্দাকারীর জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া দিবে, পরে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করিবেক। এই রূপ করাই ধর্ম্ম। অতএব তুমি মহাদেবের নিন্দক, তোমা হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আর আমি ধারণ করিব না। পিতঃ! নিন্দিত অন্ন অজ্ঞাতে যদি ভক্ষিত হয়, তাহা উদ্গার করিয়া ফেলিলেই শুদ্ধি হয়, অতএব তোমা হইতে উৎপন্ন এই যে দেহ, উহার ত্যাগ ভিন্ন আর অন্য শুদ্ধি নাই।"

"পিতঃ! মহাদেবকে শ্মশানবাসী দরিদ্র বলিয়া তুমি নিন্দা করিয়াছ, কিন্তু আমাদের যে যোগবলের ঐশ্বর্য্য আছে তাহা তুমি

কখন চক্ষে দেখ নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য্যত কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে, আমাদের ঐশ্বর্য্য ইচ্ছামাত্র উৎপন্ন হয়। অতএব রুদ্র দরিদ্র, আমি বড় মানুষ, এমত গর্ব্ব করিও না। অথবা তোমার সহিত আর অধিক কথা কহি কেন? তুমি ভগবান্ রুদ্রের নিকট অপরাধী। তুমি অতি কুজন, তোমার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে লজ্জা বোধ হয়। মহতের অপ্রিয়কারী হইতে যে জন্ম, তহাতে ধিক! মহাদেব পরিহাসচ্ছলে দাক্ষায়ণী বলিয়া যখন আমাকে সম্বোধন করেন, তখন আমার মনে বড় দুঃখ হয়। এক্ষণে তোমা হইতে উৎপন্ন এই দেহকে আমি বিসর্জ্জন করি।"

এই বলিয়া সতী সেই যজ্ঞস্থলে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক উত্তরমুখী হইয়া অবনীতলে উপবিষ্টা হইলেন, পীতবর্ণ পট্টবসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগপথে প্রবেশ করিলেন। পরে ঐকান্তিক ভাবে পতিদেবতাকে ভাবিতে ভাবিতে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া প্রদীপ্ত যোগানলে দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন স্বর্গে এবং পৃথিবীতে মহা হাহাকার ধ্বনি উঠিল। সকলে নানা মতে খেদ করিতে লাগিল।

শাক্য চরিত।

(গত প্রকাশিতের পর)

কুমার।

একি একি হেরি, বল ত্বরা করি
ধূলি ধূসরিত কে ঐ নর;—
থর থর থর, কাঁপে কলেবর,
রয়েছে পতিত ধরণী পর!
এ কি রে আবার হেরি,
বিকট হুঙ্কার করি,
ঘন ঘন হানে বক্ষোপরি;
আঘাতি খর নখরে
ছিঁড়ে পুনঃ ওষ্ঠাধরে
বহে যায় রুধিরলহরী;—
কালিম বদন রক্তিম নয়ন,
দন্তে দন্তে পুনঃ করিছে ঘর্ষণ;
অবরুদ্ধশ্বাস ভুজঙ্গম সম—
না পারে উঠিতে পড়িয়া যায়।
আকুল পরাণে চাহে চারিধার,
মরম ভেদিয়া উঠে শোক স্বর,
নীহারের মত স্বেদ বিন্দু শত
আপ্লুত করেছে বিশীর্ণ কায়।

সারথি।

জরাগ্রস্ত প্রভু, হয় এই জন;
হয়েছে শিথিল শরীরবন্ধন,
বিষম বিকারে করেছে সংহার
দেহের মাধুরী নয়নজ্যোতি!
নাহি কম কান্তি, নাহি বল আর,
অস্থি চর্ম্ম শেষ হয়েছে উহার,
বিষম অশনি প্রহারে যেমনি
হয় দগ্ধদেহ কাননপতি!
বিষম গরলে করেছে বিকল
ফেনরাশি মুখে উঠে,
ব্যাধির অনল প্রতি পল পল
ধমনী মাঝারে ছুটে—
অস্থি মজ্জা যত করি জর্জ্জরিত
দেহ নাশ শেষে করে;—

যথা বহ্নি রাশি বনমাঝে পশি
নাশে তুঙ্গ তরুবরে।

কুমার।

আকুল অধীর মন,
বল বল কি কারণ,
এসেছে ব্যাধি ভীষণ
অবনী মাঝারে;
কোন্ কার্য্য সাধিবারে
গ্রাসিয়াছে অভাগারে,
কেন বা দহিছে নরে
যাতনা অঙ্গারে?

সারথি।

হরিদ্ বরণ নয়নরঞ্জন,
শস্যক্ষেত্রে হায় জনমে যেমন
সুষমাহরণ কণ্টকভীষণ,—
দিতে দুঃখরাশি কৃষক জনে;
তেমতি কুমার এ দেহ মাঝার
জন্মে ব্যাধি জরা অতি ভয়ঙ্কর;
আত্মকর্ম্মফলে কিম্বা গ্রহবলে
দহিতে অভাগা মানব গণে।

কুমার।

শুনিয়া তোমার বাণী,
আকুল হতেছে প্রাণী,
গ্রাসিবে কি ঘোর ব্যাধি রাজেন্দ্র কুমারে?
আমি কি উহারি মত,
হইব সুষমা হত,
দহিব কি অহরহঃ হুতাশ অঙ্গারে?
সুখ শান্তি প্রেম আশা
শৌর্য্য তেজ যশতৃষা
চিরতরে একবারে ত্যজিবে আমারে?
নিদারুণ ব্যাধিজ্বালা
করে যাহে ঝালা পালা,
কভু কি কভু কি তাহা হবে না নির্ব্বাণ?
বিমল শান্তির নীরে
অভাগা কখন ফিবে
জুড়াবে না, জুড়াবে না তাপিত পরাণ?

সারথি।

দরিদ্র পরণশালা,
ধনীর সে সৌধমালা,
নৃপতির মণিময় প্রাসাদ শোভন,
সর্ব্বত্র পেতেছে ব্যাধি ভীষণ আসন;
যাও তুঙ্গ গিরিশিরে,
অথবা জলধি নীরে,
হেরিবে ব্যাধির সেই কঠোর শাসন!
করাল শকুনি প্রায়,
বিপুল পক্ষের ছায়
ঢাকিয়াছে যেন এই অসীম অবনী;
কালিমা মূরতি তার
পড়িবে নয়নে যার
জীবন শ্মশান তার হইবে তখনি।
নিবে যাবে শশী রবি,
নিবিবে তারকা ছবি,
প্রাণের মধুর জ্যোতি সকলি নিবিবে;
শুধু শোকপারাবার,
দীর্ঘ শ্বাস হাহাকার,
করুণ ক্রন্দন ধ্বনি গগন পূরিবে।
নিদারুণ অগ্নিরাশি
মজ্জার মরমে পশি
জ্বালাইবে অহ নিশি যেন চিতানলে,
জীবন থাকিতে প্রভু,
নির্ব্বাণ নহিবে কভু,
নির্ব্বাপিত হবে শুধু মরণের জলে!

অদ্ভুত বালুকাস্তম্ভ।

মরুভূমিমধ্যে মরীচিকা, ওসিস্ ইত্যাদি যত প্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা যায়, তন্মধ্যে ভ্রমণকারী ব্রুস সাহেবের বর্ণিত ঘটনা অপেক্ষা কোনটি তেমন বিস্ময়কর নহে। কোন সময়ে মরুভূমিরাজ্যে ভ্রমণকালে ব্রুস সাহেব তাঁহার সহচরগণের সহিত একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। পশ্চিমে এবং উত্তরে অনন্ত বালুকারাশি। হঠাৎ দৃষ্ট হইল, যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গতিবিশিষ্ট সুদীর্ঘ পদার্থ সকল মহাবেগে মরুভূমিবক্ষে বিচরণ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল, সেই সকল পদার্থ আর কিছু নহে, কেবল বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ বালুকাস্তম্ভ। তাহাদের পরিধি ছয় সাত হাত, এবং চূড়া এত উচ্চ যে, আকাশের মেঘ স্পর্শ করিয়াছে। সময়ে সময়ে প্রবল বায়ুবেগে তাহাদের চূড়া ভগ্ন হইয়া যায় এবং বালুকারাশি বৃষ্টিতুল্য চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন থামের মধ্যস্থল ভগ্ন হইয়া যায়, তখন ঠিক যেন কামানের গুলির আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মনে হয়। পরে বালুকাস্তূপ বেগে ভূতলে পড়ে। এই সকল বালুকাস্তম্ভের গতি অতি বিচিত্র। দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ব্রুস্ সাহেব এবং তাঁহার সঙ্গিগণ যে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন বালুকাস্তম্ভ গুলি প্রচণ্ড বেগে সেই অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এত নিকটবর্ত্তী হইল যে উত্তপ্ত বালুকাকণা সকল বিকীর্ণ হইয়া তাঁহাদের অঙ্গে পড়িতে লাগিল। তাঁহারা তখন মনে করিলেন, এই বারেই বুঝি প্রাণবিনাশ হইবে। শেষ প্রাণের আশা প্রায় ত্যাগ করিলেন। এমন সময় দৈবযোগে হঠাৎ বায়ুর গতি দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ফিরিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে বালুকাস্তম্ভ গুলির গতিরও পরিবর্ত্তন হইল। নতুবা কয়েক মিনিটের মধ্যেই উষ্ণ বালুকারাশির ভারে তাঁহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া জীবননাশ হইত। ব্রুস্ বলেন, সেই সময় তাঁহার মন বিস্ময় ও ভয়ে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিবারও ক্ষমতা এবং উপায় ছিল না। কারণ, সেই সকল স্তম্ভের গতি এত দ্রুত যে, অতি দ্রুতগামী অশ্বও তাহার সমান বেগে চলিতে পারে না।

আর এক দিন ব্রুস সাহেব ভ্রমণ কালে ঐ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তৎকালে অনেক গুলি স্তম্ভ একসঙ্গে মরুভূমিতে বিচরণ করিতেছিল। দূর হইতে যেন সে সকল শাখা পত্রবিহীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষপূর্ণ অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাহাদের উপর সূর্য্যালোক পতিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিময় স্তম্ভের ন্যায় দেখাইতেছিল। ব্রুস্ এই অপরূপ ও ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দর্শনে অবাক্ হইয়া রহিলেন। তৎকালের জন্য তাঁহার মন হইতে প্রাণের ভয় ও অন্যান্য ভাব সকলই অন্তর্হিত হইল, কেবল বিস্ময়ে হৃদয় মন পরি পূর্ণ হইয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভ সকল যেন ঘূর্ণাবায়ুতে গতিবিশিষ্ট হইয়া একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে, একবার পশ্চিমে একবার পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্য দিয়া, পার্শ্ব দিয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কখনও বা স্থির, কখন দ্রুত গতি; কখন মন্দ গতি। ঠিক যেন নূতন প্রকারে নৃত্যে তাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে। ব্রুসের সঙ্গিগণ এই দৃশ্য দর্শনে সকলেই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। এক জন গ্রীক ছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল যে, "শেষ বিপদের দিন সমাগত।" মুসলমান সঙ্গীরা মহাভয়ে বলিয়া উঠিল, "নরকরাজ্যের অগ্নি আসিতেছে!" তাঁহার অন্যান্য দেশীয় অনুচরগণও ভয়ে কোলাহল করিয়া উঠিল।

এই সকল বিচিত্র বালুকাস্তম্ভের বিষয় শুনিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বকালে মরুভূমিসন্নিহিত দেশ সকলের সৌন্দর্য্য শ্রী হয়ত অনেক পরিমাণে এই ভয়ানক বালুকাস্তম্ভ দ্বারাই বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়াছিল। হয়ত নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকার মধ্যে হঠাৎ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গতিবিশিষ্ট বালুকাস্তম্ভ সকল আসিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে জীব জন্তু মনুষ্য অট্টালিকা নির্ঝর উদ্যান সকলই ধ্বংস করিয়া যাইত। ঐ সকল বালুকাস্তম্ভ মরুভূমিতে প্রবাহিত লু নামক ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক বায়ুর আগমনবার্ত্তা প্রচারের দূত স্বরূপ। সেই বায়ু প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে বালুকাস্তম্ভ সকল চালিত হইতে আরম্ভ হয়। উপযুক্ত রাজার উপযুক্ত দূত।

বাল্যজীবনের প্রকৃত ঘটনা।

প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষিণী কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল্ যখন বালিকা ছিলেন, তখন হইতে সকল লোকের এবং পশুগণের প্রতি তাঁহার দয়া দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইত। ভীত স্বভাব কাঠবিড়ালী গুলি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পোষ মানিত। যখন কেহ পীড়িত হইত, বালিকা বয়সে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের সেবা করিতেন। এবং নিজের খাদ্য দ্রব্য হইতে ভাল ভাল দ্রব্য লইয়া তাহাদিগকে দিতে ভাল বাসিতেন।

তাঁহার স্বগ্রামের নিকট রজার্ নামক এক জন বৃদ্ধ মেষপালক বাস করিত। তাহার ক্যাপ নামক একটি প্রিয় বিশ্বস্ত কুকুর ছিল। কুকুরটি ঐ বৃদ্ধের এক মাত্র সঙ্গী। সে তাহার মেষদলের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে অনেক সাহয্য করিত। এক দিন ফ্লরেন্স কোন বন্ধুর সহিত অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে দেখিলেন, বৃদ্ধ বিমর্ষ ভাবে তাহার মেষদলকে আহার দিতেছে, কিন্তু অন্য সময়ের মত ক্যাপ সেখানে ছিল না। তিনি অশ্ব থামাইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন, "ক্যাপ কোথায়?" বৃদ্ধ

দুঃখিত ভাবে বলিল, "ক্যাপ আর কিছু করিতে পারিবে না। আজ আমায় বাড়ী গিয়াই তাহাকে ফাঁসি দিতে হইবে।" ফ্লরেন্স আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন, সে কি করিয়াছে?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "সে বেচারা কিছুই করে নাই। এক জন দুষ্ট স্কুলের ছাত্র ইট ছুড়িয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সে আর আমার কোন কাজ করিতে পারিবে না। আর আমার এমন সঙ্গতিও নাই যে তাহাকে খাওয়াইব। আহা গরিব ক্যাপ! সে মানুষের মত চালাক ছিল।" এই বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিল। ফ্লরেন্স পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি নিশ্চয় জান, পা একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে?"

বৃদ্ধ। আজ্ঞে একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে আদবে চলিতে পারিতেছে না।"

পরে ফ্লরেন্স এবং তাঁহার বন্ধু সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার বন্ধু বলিলেন, "আমার বোধ হয়, কুকুরের পা ভাঙ্গে নাই। চল আমরা দেখিয়া আসি। একটা বড় কুকুরের পা সামান্য আঘাতে কি ভাঙ্গিতে পারে?"

ফ্লরেন্স ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আহা যদি কুকুরের পা সারাইয়া দিতে পার, রজারের মন কত খুসি হইবে।" পরে তাঁহারা উভয়ে বৃদ্ধের কুটীরে গিয়া দেখিলেন, ক্যাপ ভূমিতে পড়িয়া আছে। সে অপরিচিত লোক দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু বালিকা যখন "আহা বেচারা ক্যাপ!" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ক্যাপ লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে আস্তে আস্তে টেবিলের নীচে হইতে আসিয়া ফ্লরেন্সের পদতলে শুইয়া পড়িল। ফ্লরেন্স তাহার মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার সঙ্গী তাহার ভগ্ন পা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কুকুর খুব বেদনা অনুভব করিতেছে, তথাপি বন্ধু জানিয়া কৃতজ্ঞ ভাবে তাঁহার হস্ত লেহন করিতে লাগিল। পরীক্ষার পর ফ্লরেন্সের বন্ধু বলিলেন, "ইহার পায়ের অস্থি ভাঙ্গে নাই, কিছু দিন চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেই বেদনা ভাল হইয়া যাইবে।" ফ্লরেন্স বলিলেন, "আমি শুনিয়া বড় খুসি হইলাম। কিন্তু কুকুরের পায়ের যন্ত্রণাটা কিসে কমিবে?" তাঁহার বন্ধু বলিলেন, "গরম জলে তাপ দিলে বেদনার অনেকটা উপশম হইবে।"

বালিকা ফ্লরেন্স বলিলেন, "তবে আমিই ইহার পায়ে তাপ দিব।" এই বলিয়া তিনি অগ্নি জ্বালিলেন, এবং উষ্ণ জল প্রস্তুত করিয়া একটা পুরাতন ফ্লানেলের জামা দ্বারা কুকুরের পায়ে বেশ করিয়া তাপ দিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে এই উপায়ে কুকুরের অনেকটা আরাম বোধ হইল।

গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় বৃদ্ধের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ফ্লরেন্স তাহাকে বলিলেন, "রজার, ক্যাপকে ফাঁসি দিতে হইবে না। তাহার পা

ভাঙ্গে নাই।" এ কথা শুনিয়া তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। পর দিবসেও ফ্লরেন্স বৃদ্ধের কুটীরে গিয়া কুকুরের পায়ে তাপ দিয়া তাহার যন্ত্রণার অনেক লাঘব করিলেন। ইহার দুই তিন দিন পরে যেখানে রজার মেষ চরাইতেছিল, ফ্লরেন্স অশ্বারোহণে সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন ক্যাপও পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধের সাহায্য করিতেছে। বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কৃতজ্ঞ কুকুর আহ্লাদে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিল, "দেখুন আপনার স্বর শুনিয়া ক্যাপের কত আনন্দ। যদি অত দয়া না করিতেন আমি সেই দিনই এমন ভাল কুকুরটীকে মারিয়া ফেলিতাম।"

অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। যে নারী পরজীবনে স্বহস্তে আহত সৈন্যদিগকে সেবা করিয়া এবং অন্যান্য অনেক মহৎ কার্য্য করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন, পরসেবাই যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহার বাল্যজীবনেও দয়া ও পরসেবার এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হাসি কান্না।

(১)

কে গো ও বালিকা কুসুমকলিকা,
বসন ভূষণে ভূষিত কায়;
রুনু ঝুনু রবে কাঁদাইয়া সবে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যায়?

(২)

দুনয়নে জল ঝরে অবিরল,
কম্পিত অধর বিরহ জ্বরে;
কপোল বহিয়া অঞ্জন গলিয়া
পড়ে অবিরত মুখের পরে।

(৩)

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে, স্নেহবাষ্প ভরে
গাইছে দুখের কাহিনী কত;
হৃদয় অধীর, অবশ শরীর
যেন ছিন্নমূল লতার মত।

(৪)

জননীর গলে ধরিয়া সবলে,
কোমল মৃণাল যুগল করে;
আকুল পরাণে মলিন বয়ানে,
লুটায়ে পড়িছে ধরণীপরে।

(৫)

আহ্লাদের হাসি, লাবণ্যের রাশি,
দেখিতে দেখিতে লুকাল হায়!
নিবিড় আঁধারে ঘেরি চারি ধারে,
পূর্ণিমার চাঁদে গ্রাসিতে ধায়।

(৬)

কেন ও ললনা, কাঁদিছ বল না,
কিসের ভাবনা কিসের ভয়?
সুখের বাসরে, কাঁদ কার তরে,
হাসি মুখ কেন বিষাদময়?

(৭)

ভিতরে আহ্লাদ, বাহিরে বিষাদ,
হাসি কান্না দুই করিছে খেলা;

যেন অস্ত কালে, মেঘের আড়ালে,
রবি হেসে যায় সাঁজের বেলা।

(৮)

বুঝিনু এখন, মানব জীবন
আঁধারে আলোকে মিশিয়া রয়;
প্রেমের পশ্চাতে, মিলনের সাথে,
বিচ্ছেদ তরঙ্গতটিনী বয়।

(৯)

আনন্দের মেলা, প্রণয়ের খেলা,
তাহার ভিতরে এ কি হে ভাই;
সুখের উৎসব, ক্রন্দনের রব,
একাধারে কেন দেখিতে পাই!

(১০)

কাপড়ে বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া
কেন ও বিদেশী লইয়া যায়;
আদরের ধনে পাঠায়ে যতনে
কেন বা জননী রাখিতে চায়?

(১১)

বিধির বিধান, পরাণের টান,
সহজে কি কেহ ভুলিতে পারে?
বিদায় করিয়া, মরিছে কাঁদিয়া,
ভাসাইয়া হিয়া নয়নধারে।

(১২)

কাটি পুরাতন, মায়ার বাঁধন,
চলিছে দুহিতা শ্বশুরঘরে;
আপনার পর, হল অতঃপর,
বেঁধে নিয়ে গেল আসিয়া পরে।

(১৩)

এইরূপে সব, আত্মীয় বান্ধব,
হাসিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যায়;
মোহের ছলনে ভুলে নরগণে
যাহারে পাবে না তাহারে চায়।

(১৪)

বৃথা পরিতাপ, রোদন বিলাপ,
অলিক সকলি ভবের খেলা;
মিছা হাস্যামোদে মিলন বিরোধে,
দেখিতে দেখিতে গেল রে বেলা।

(১৫)

কাটি মায়াবন্ধ, পার্থিব সম্বন্ধ,
আনন্দে ভজ রে শ্রীহরি ধনে;
অনন্ত বন্ধনে, মরমে মরমে,
বাঁধা আছে প্রাণ যাহার সনে।

আলোক এবং অন্ধকার।

অন্ধকার ও আলোকের সহিত আমা-
দের কি সম্বন্ধ? নয়নের সঙ্গে তাহার
কি যোগ? শারীরিক কার্য্যপ্রণালীর
ব্যাপার অতি চমৎকার। যাঁহারা শরীর-
তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন ও শিক্ষা করিয়াছেন,
তাঁহারা মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব
আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। দর্শন
ও শ্রবণের বিষয় যাহা আমরা কিঞ্চিৎ
শিক্ষা করিয়াছি, তাহা ভালরূপে
লিখিতে সক্ষম নহি; তথাপি কিঞ্চিৎ
লিখিতে ইচ্ছা হয়। আলোক নয়নের
জীবন স্বরূপ। আলোকের সঙ্গে চক্ষের
কি যোগ তাহা মানুষ মাত্রেই অবগত
আছেন। সূর্য্যোদয় হইলে আর রজ-
নীর অন্ধকার থাকে না। ঘোর অন্ধকার
রাত্রিতে আলোকের সাহায্য না হইলে

আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। বাতি
কিম্বা প্রদীপ কি অন্য প্রকার আলোক
বিনা আমাদের কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়
না। চক্ষুর মধ্যস্থানে কাচের ন্যায়
স্বচ্ছ ও গোলাকার এক প্রকার পদার্থ
আছে, যাহাকে আমরা বলি মণি।
আলোকের সাহায্যে যে কোন পদা-
র্থের প্রতিবিম্ব তাহার উপর পড়িলে
মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়।
মস্তিষ্ক ও চক্ষু কর্ণের সঙ্গে যে স্নায়ুর
যোগ আছে তাহার সাহায্যে দর্শন
শ্রবণ এবং আমাদের সকল প্রকার কার্য্য
চলে। এই যে আমাদের প্রকাণ্ড দেহ,
ইহার শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে,
রক্ত সঞ্চালন ও নিশ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া
কি প্রকারে সম্পন্ন হইতেছে আমরা
ইহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে সক্ষম নহি।
এখন আমরা জ্ঞান চক্ষুর বিষয় লইয়া
কিছু আলোচনা করিতেছি।

এই জড় দেহ হইতে আধ্যাত্মিক
রাজ্যের শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়।
আমরা রাত্রিকালে আলোর সাহায্য
বিনা যেমন কিছু দেখিতে পাই না,
কোন কার্য্য করিতে পারি না, তেমনি
জ্ঞানালোক ব্যতীত মনোরাজ্যের কোন
কার্য্য চলে না। এই যে বিচিত্র সৌন্দ-
র্য্যের আধার সুবিশাল বিশ্বরাজ্য,
জ্ঞানরূপ আলোক না থাকিলে ইহার
যথার্থ দর্শন শ্রবণ হয় না। জ্ঞান না
জন্মিলে বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়
না। বিজ্ঞান না শিখিলে প্রকৃতির অভ্য-
ন্তরবর্ত্তী বিধাতার জ্ঞান কৌশল মঙ্গ-
লাভিপ্রায় কিছুই বুঝা যায় না। সুত-
রাং মন জ্ঞানানন্দ অনুভব করিতে সক্ষম
হয় না। জড় জগৎ ও সৌরজগৎ মাধ্যা-
কর্ষণ শক্তিযোগে নিগূঢ় নিয়মে কেমন
উভয়ে কার্য্য করিতেছে! সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ
তারা সকল কেমন নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিয়া
বেড়াইতেছে! কেহ পথভ্রষ্ট হয় না,
কাহারো সঙ্গে কাহারো আঘাত লাগে
না। বিজ্ঞানালোক ভিন্ন কে আমাদিগকে
এ সকল দেখাইবে? অজ্ঞানীর নিকট
সমস্তই একেবারে অন্ধকার। আমরা যাহা
কিছু দেখিতে পাই, সহজজ্ঞানে পৃথিবীর
সর্ব্বসাধারণ লোকেই তাহা দেখিতে
পায়। কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত
হইবার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা নিতান্ত আব-
শ্যক। আমরা প্রথমে দেহ হইতে
আরম্ভ করিয়া মনের কার্য্য শিক্ষা করিতে
পারি; আবার প্রকৃতির ভিতর দিয়া
আধ্যাত্মিক ব্যাপারে প্রবেশ করিতে
পারি। এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে আমরা ছাত্র
ছাত্রীরূপে শিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

তত্ত্ব জানিবার জন্য দুইটি বিষয়
শিক্ষা আবশ্যক। কতকগুলি লোক
আছে তাহারা কেবল বিদ্যা অধ্যয়ন
করে। ঠিক যেন পক্ষীর ন্যায় কেবল
মুখস্থ করিয়া যায়, ভাব বুঝে না। তাহা-
দের হৃদয়ের ভাব অগভীর, মস্তিষ্কের
তেজ বল অতি অল্প, সেই জন্য তাহারা
প্রকৃতির গূঢ় অর্থ অবধারণপূর্ব্বক আনন্দ
সম্ভোগ করিতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা-

সন্তান, তাহারাও জননীকে দেববৎ পূজা করিত। তবু কেন সে মরিল?

কোন অনুসন্ধান হইল না। পরে আত্মীয়গণ তাহার মৃতদেহ যথা নিয়মে মৃত্তিকাসাৎ করিলেন। নয় দিনের পর লোকেরা তাহাকে ভুলিয়া গেল।

তদনন্তর তিন মাস পরে তাহার স্বামী এক দিন স্ত্রীর সোণার লকেট খুলিয়া দেখিলেন, হস্তীদন্তে চিত্রিত স্ত্রীর যৌবনের এক ক্ষুদ্র ছবি তাহাতে আছে, তাহার সঙ্গে এক খণ্ড কাগজও দেখিতে পাইলেন। তাহাতে এমিলির সুন্দর হস্তের নিম্নলিখিত এই লিপি ছিল :—

"আমি যে কাজ করিয়াছি, পৃথিবীর লোকেরা যদি কখন তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে হাসিবে। তাহাদিগকে হাসিতে দাও, আমার কর্ণ তখন বধির হইবে। প্রিয়দর্শন এবং যৌবনই স্ত্রীলোকের জীবন। প্রিয় বন্ধু, আমার আত্মশ্লাঘা ক্ষমা করিবে। একাল পর্য্যন্ত আমি গৌরব এবং সুখের সহিত জীবন কাটাইয়াছি। নিদাঘসমুদ্রে আমি গোলাপ পত্রের ন্যায় ছিলাম। অদ্য আমি দেখিলাম মাথার গুটিকতক চুল শাদা হইয়াছে। তুমি কি ইহা কিছুই নয় মনে কর? হায় ঈশ্বর! ইহা আমার হৃদয়ের উপর যেন বরফ। আমার প্রকৃত জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আমি বৃদ্ধা হইতে চলিলাম। না, তা কেন? আমি বৃদ্ধা হইয়াছি। সংক্রামক রোগের বাতাসের ন্যায় এই চিন্তা মনে মুদ্রিত হইল। কোন পুরুষ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, স্ত্রীলোকে পারিবে। ইহা আমার অসহ্য। জীর্ণ শীর্ণ ভূত পেত্নীর ন্যায় কঙ্কাল সার না হইয়া বরং অদ্য আমার মৃত্যুই প্রার্থনীয়। আমি পাঁচ ফোটা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিয়া চিরযৌবনী হইয়া থাকিব। এজন্য বিষের প্রয়োজন নাই। ইহা দেহের উপর কোন চিহ্ন অঙ্কিত করিবে না। ইটালী দেশে আমি এই মামগ্রী পাইয়াছি। স্ত্রীলোকের মত তুমি বলিবে, সৌন্দর্য্যবিনাশ ভয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া সে পলাইয়া গেল। সন্তানদিগকে ভালবাসিও, আর আমার জন্য প্রার্থনা করিও।"

শ্রীমতী এমিলি।

কৃত্রিম ব্যবহার।

আধুনিক সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ কৃত্রিমতা। কৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা সকলকে বেশ সন্তুষ্ট রাখা যায়, তাহাতে মন বাড়ে, পাঁচ জনে সুখ্যাতি করে, সহজে কাজ উদ্ধার হয়, ইহার অনেক গুণ। কপটতা বড় উপকারী এবং মিষ্ট সামগ্রী, কিন্তু ইহার পরিণাম অতি বিষময়। ইহাতে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত শেষ কৃত্রিম হইয়া যায়। আপনাকে আপনি প্রবঞ্চনা করিতে ইচ্ছা হয়, এবং তাই লোকে করিয়া থাকে। তোমার কোন্ কথাটী সত্য, কোন্ হাসিটুকু কেবল মুখের, তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না।

বাহিরে শান্তি এবং ভদ্রতা রক্ষা পাইবে, অথচ তুমি যে কি তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না। যে কথা বা অঙ্গীকার বা আশাবাক্য অতিশয় মধুর তাই তুমি বলিবে, শুনিয়া প্রাণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু ফলে যখন দেখা যায়, তাহা শ্রুতিমধুর বচন মাত্র, তখন সে লোকের প্রতি মনে মনে ঘৃণার উদয় হয়।

এরূপ সুকৌশলপূর্ণ কৃত্রিম আচরণে মনুষ্যের চরিত্র সম্বন্ধে কাহারো হৃদয়ে যে একটী বেশ সুন্দর সংস্কার জন্মিবে তাহা ঘটে না। শেষ মনে হয় সবই ফাঁকি। কেবল মুখের কথা, মুখের হাসি, ভিতর একবারে সাফ পরিষ্কার নির্লিপ্ত; সে অঞ্চল দিয়া কথার অর্থ গমন করে নাই। কিন্তু এত কৃত্রিম ভদ্রতার প্রয়োজন কি? কথায় আকাশে তুলিয়া দিয়া শেষ নিরাশার গভীর সাগরে ডুবান কি ভাল? যদি বল তবে কি কেবল স্পষ্টবাদী হইয়া কঠোর বাক্যে লোকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া বেড়াইব? তাও করা উচিত নয়, এবং মিষ্ট কথায় মন ভুলাইয়া চাটু বচনে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টাও বিফল। তাহাতে সৌহৃদ্য বাড়েও না, এবং যেখানে মূলে সৌহৃদ্য নাই সেখানে তাহা দ্বারা উহা জন্মেও না। প্রকৃত সৌহৃদ্য আত্মীয়তার ভাষা অল্প, ব্যবহার আড়ম্বরবিহীন, কিন্তু তাহা খাটি অকৃত্রিম সুগভীর। একটী কথার ভিতরে এক প্রকাণ্ড ভাবের ভাণ্ডার থাকে। অল্প একটু দয়ার বাহ্যচিহ্নের মধ্যে গভীর হৃদয়সিন্ধু প্রেমতরঙ্গে আলোড়িত হয়। এখানে বিশ্বাসের উপরই সমস্ত নির্ভর। অনেক কথা কিম্বা অনেক কাজ দ্বারা তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। ঘনতর আত্মীয়তার মহান্ কার্য্য ইঙ্গিতে সুসম্পন্ন হয়। এরূপ ব্যবহার যাহাদের মধ্যে আছে তাহাদের হৃদয় বিশ্বাস এবং প্রেমে পরিপূর্ণ। দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় গতিবিধি কুটুম কুটুম্বিতা বাহিরে অধিক না থাকিলেও ভিতরটা অকৃত্রিম প্রীতিতে পরিপূর্ণ।

যদি বল সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে গেলে একটু মুখমিষ্ট কৃত্রিম ভাব চাই, নতুবা কাজ চলে না। কেন? তাহারই বা প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি খাঁটি লোক হয় তাহার প্রত্যেক বাক্য এবং ব্যবহারে চরিত্র প্রকাশ পায়। এই জন্য তাহার অল্প কথাই, একটু অকৃত্রিম হাস্য এবং নয়নভঙ্গীই যথেষ্ট মনে হয়। গম্ভীরাত্মা সাধু লোকদিগের এইরূপ স্বভাব। তাঁহাদের মৃদু সংক্ষিপ্ত বচনে, এবং মুখভঙ্গীতে, অকপট চেষ্টা উদ্যোগ এবং মহৎ চরিত্রের সুঘ্রাণ বাহির হয়। এইটী জানা উচিত যে, যেখানে অকৃত্রিম স্নেহ আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, তাহা সব সময় কার্য্যে প্রকাশ হউক, বা না হউক, সে জিনিষ নষ্ট হইবে না। বলপূর্ব্বক বা কৌশলপূর্ব্বক তাহা কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, আবার মিথ্যা আড়ম্বর বাহ্য ব্যাকুলতা ভয় উদ্বেগ ঔৎসুক্য ইত্যাদি দ্বারা তাহা বর্দ্ধিতও হয় না। ব্যবহার যত স্বাভাবিক হয়

ততই মিষ্ট। তাহা বাহ্যাড়ম্বরবিহীন হইলেও গভীর এবং অতীব মধুর। এক জন মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি মুখে কি বাহিরে বেশী কিছু দেখাইতেন না, অথচ তাহাতেই লোকে তাঁহার উপর এত বিশ্বাস করিত যে মরিতে বলিলেও মরিতে প্রস্তুত হইত। যাঁহারা অনেক দেখান, অনেক বলেন, হাতে স্বর্গ আনিয়া দেন, তাঁহাদের ভিতরকার পদার্থ অতি অল্প। কারণ, তাঁহারা কৃত্রিম জীব। বিশ্বাস জন্মানই বাহ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য। সেই বিশ্বাসের অভাব কথায় পূরণ হয় না।

শক্তির খেলা।

সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির কত প্রকার খেলা আমরা সর্ব্বক্ষণ এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই। স্থান বিশেষে, বস্তু বিশেষে সাধারণ অসাধারণ জড় জীবে ভূলোক দ্যুলোকে শক্তিরই কেবল খেলা দেখিতে পাই। সকল প্রকার আশ্চর্য্যের বিষয়-মধ্যে সকল মানুষই এই শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। ভূলোকের নদ নদী প্রভৃতি ও দ্যুলোকের চন্দ্র সূর্য্যের গতির মধ্যে এক অনন্ত শক্তির ক্রিয়া নয়নগোচর হয়। কাহার শক্তি কত পরিমাণে অধিক ও কাহার শক্তি কত পরিমাণে কম ইহা ভাবিয়া আমরা স্থির করিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির অন্তর্গত ভৌতিক বল অধিক। বায়ু যদি নিজমূর্ত্তি ধরেন, তবে আর রক্ষা নাই। যে বায়ু দ্বারা প্রাণী মাত্রই জীবন-ধারণ করে, শুধু প্রাণী কেন, বৃক্ষ লতা প্রভৃতিও জীবন ধারণ করে, সেই বায়ু যখন মূর্ত্তিমতী শক্তিশালিনী হন তখন কে কোথায় থাকে? মানুষত দুর্ব্বল, বড় বড় বৃক্ষ ঘর বাড়ী হয় হস্তী তাহাতে সবই চূর্ণ হইয়া যায়। জলের শক্তিও ভয়ানক। নদ নদী খাল প্রভৃতির কতই পরাক্রম! সমুদ্রেরত কথাই নাই। আমরা ভাবি, বড় বড় পশুর বল অধিক; একটা হস্তী যদি ক্ষেপিয়া উঠে, শত শত মানুষ তাহার বলে পারে না, কিন্তু কল কৌশলে একটী বালক তাহাকে চালায়। বর্ষাকালে নদীর কি বিক্রম! যাঁহারা নদীর দেশে বাস করেন ও যাতায়াত করেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন আজ কাল জলের কি বল। তাহার উপর যদি আবার বায়ু কিঞ্চিৎ সহানুভূতি করেন, তাহা হইলে পথিক মানবের আর রক্ষা নাই। পদ্মানদীর ভীষণ মূর্ত্তি এবং অন্যান্য নদীর বল বিক্রম দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। যে সকল নদী আমরা সে দিন হাঁটিয়া পার হইতে দেখিলাম, এক্ষণে তাহার শক্তি ও বৃদ্ধি দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে। নৌকা ষ্টীমারে চড়িয়াও ভয় দূর হয় না।

পশু মাত্রেরই শক্তি অধিক। ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ গণ্ডার বনমানুষ গরিলা প্রভৃতির যথেষ্ট শক্তি। কিন্তু বুদ্ধি শক্তির সাহায্য বিনা সে শক্তি দ্বারা মানুষের কোন উপকার হয় না। মানুষের বল অত্যন্ত কম, এমন কি,কত পাখী আছে যাহারা মানুষকে পৃষ্ঠে লইয়া যাইতে পারে। ছোট একটী বিড়াল মানুষকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু সেই মানুষ কিসের জন্য এত শ্রেষ্ঠ হইলেন? কেবল বুদ্ধিশক্তির জোরে। ইহারই সাহায্যে তিনি সকলের উপরে রাজত্ব করেন। এই বুদ্ধি যে কেবল মানুষেরই আছে, পশুর নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। বানরজাতি ও গৃহপালিত কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জন্তুদিগের বল বুদ্ধি দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য হই। হস্তী ঘোড়া উষ্ট্র মেষ গরু ছাগল প্রভৃতির কার্য্য, বিবরের গৃহনির্ম্মাণ, বাবুই পাখির বাসা ও মৌমাছির চাক দেখিলে তাহাদের যে কত বুদ্ধি ও বিবেচনা কৌশল আছে তাহা বুঝা যায়। মানুষ কত শিক্ষা করে, তবে সে কারীগর হয়। কিন্তু ইহারা না শিখিয়া পণ্ডিত। মানুষের শক্ত কম, কিন্তু বুদ্ধিবল অতি প্রবল। কীট পতঙ্গ পক্ষী খেচর ভূচর সমস্ত প্রাণী অনন্তের বিচিত্র শক্তি প্রচার করিতেছে। সকলের ভিতরে এক মহাশক্তি—অখণ্ড অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। জীব জন্তু মানব এবং জড় উদ্ভিদ সেই শক্তিতে জীবিত এবং প্রতিষ্ঠিত। শক্তির মহা সাগরে জলবিম্বের ন্যায় আমরা উঠিতেছি, ভাসিতেছি, আবার তাহার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি। যাহারা দিব্যচক্ষে এই মহাশক্তি,অদ্ভুত শক্তির খেলা দেখে, এবং ইহার বিষয় ভাবে এবং নিজজীবনে ইহার কার্য্য অনুভব করে, তাহারা ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হয়। ঐশী শক্তিতে নিরন্তর জীবিত থাকিয়া তাহারা মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। অতএব সকলে জ্ঞানযোগে সর্ব্বদা শক্তির পূজা কর। শক্তিতেই মুক্তি। জ্ঞানশক্তি, ভাবশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এই তিনের মিলনে স্বর্গভোগ হয়।

প্রেমবন্দনা।

কঠোর মরুময় সংসারে হে প্রেম, তোমার তুল্য পদার্থ আর কি আছে? নারীহৃদয়ের ভূষণ তুমি। মাতার হৃদয়ে তুমি মাতৃত্ব। সতীর সতীত্ব তুমি। ভ্রাতা ভগিনীর পবিত্র স্নেহের মূলে তুমি। পিতার বাৎসল্যে তুমি। তনয় তনয়ার ভক্তির উচ্ছ্বাসেও তুমি।

প্রেম, তুমি দীর্ঘকাল স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, অচঞ্চল, অচল। তোমার মহিমা কবিগণ যুগে যুগে কীর্ত্তন করেন।

হে প্রেম, অনন্ত ধৈর্য্য সহ্য তোমাতে বর্ত্তমান। শত অপরাধে তুমি রুষ্ট হও না। সহস্র বার তুমি ক্ষমা কর।

তোমার বিরাম নাই, শেষ নাই, তোমাতে শুষ্কতা নাই, নীরস ভাব নাই। ধরাধামে অতুল অক্ষয় তুমি।

হে প্রেম, তুমি চিরপুরাতন, অথচ নিত্য নূতন। পুরাতন হইলে তোমার মিষ্টতা বৃদ্ধি হয়, আবার নূতনেও তুমি চির

সুমিষ্ট। তুমি চিরকালই আছ, অথচ চিরকালই নবীন।

হে প্রেম, যাহার জীবনে তুমি নাই, তাহার জীবন নীরস শুষ্ক। যাহার জীবনে তুমি নাই, তাহার জীবন বৃথা।

হে প্রেম, তুমি পবিত্র, তুমি শুভ্র, তুমি সুন্দর। তোমার প্রকাশে কুৎসিতও সুন্দর হয়, গুণহীনকেও মহৎ গুণের আকর বলিয়া বোধ হয়।

তুমি দোষ গুণের বিচার করিতে জান না। অতি নির্গুণকেও ঘৃণা করিতে জান না। তোমার নিকট কালাকাল দেশাদেশের প্রভেদ নাই।

হে প্রেম, তোমাতে অবিশ্বাস থাকিতে পারে না, কপটতা থাকিতে পারে না, পরিবর্ত্তন থাকিতে পারে না।

প্রেম, নীচকে তুমি উচ্চ কর, কঠোর চিত্তকে কোমল কর, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক কর, মনুষ্যকে দেবতা কর, পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য কর। প্রেম, তুমি ভাষাতীত, কালাতীত, দেশাতীত।

হে প্রেম, স্বর্গের জননীর হৃদয়ের এক বিন্দু সুধা তুমি, জগৎকে মধুময় করিয়াছ তুমি,সুন্দর করিয়াছ,পবিত্র করিয়াছ। তুমি ধন্য তোমাকে আমি নমস্কার করি।

সংবাদ।

আমেরিকা দেশের সকলই অদ্ভুত ব্যাপার। শুনা যায়, ১৪ হাজার ফীট উচ্চ একটী পাহাড় একবারে সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে। গর্ভস্থ অগ্নির তাপে ক্রমে উহার ঐ দশা ঘটিয়াছে।

চীন দেশের লোকেরা কন্যাকে লেখা পড়া শিক্ষা দেয় না। তাহারা বলে, বিবাহের পর সে যখন পর হইয়া যাইবে, তখন আমরা কেন তাহার জন্য বৃথা ব্যয় করিব? যদি ইচ্ছা হয়, ইহার পর যাহাদের বধূ তাহারা শিক্ষা দিবে। ইহাদের ভিতর এমন নীচ প্রথা প্রচলিত আছে, যে বিবাহের পর কন্যার শ্বশুরের নিকট হইতে অবিবাহিত কালের ভরণ পোষণের মূল্য ধরিয়া লয়।

কলিকাতা মেটকাপহল নামক পুস্তকাগারের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ খালি হওয়ায় কয়েকটী ইংরাজ সভ্য তৎপদে বি, এ, উপাধিধারিণী কোন কোন শ্রীমতীকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতির প্রতিবাদে তাহা রহিত হইয়াছে। একেইত বাবুদের এখন চাকরী জোটে না, তার উপর যদি মেয়েরা ইহাতে ভাগ বসান, তা হইলে ঘরে ঘরে বিবাদ লাগিবে।

মুক্তি ফৌজের একটী বি, এ, পাসকরা রমণী সিমলা পর্ব্বতে গিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত টুপি এবং গাউন পরিয়া বক্তৃতা দেন। বিদ্যা প্রদর্শনটা ভাল নয়।

কোন এক চুতুরা ফিরঙ্গী বৃদ্ধা নারীর আশ্চর্য্য সাহস এবং দুষ্টতার কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। আমাদের জনৈক বন্ধু উক্ত বৃদ্ধাকে বাটী ভাড়া দেন। শেষ

তিনি ভাড়ার টাকাও পান না, বাড়ীও সে ছাড়ে না। নালিস করিলে বলে আমার কিছু নাই, কি বেচিয়া লইবে? উঠিয়া যাইতে বলিলে বলে, যে আমার এগ্রিমেণ্ট আছে, কোথা যাব? মাসে এক শত দশ টাকা ভাড়া। ছয় মাস কিছুই দিল না। হাইকোর্টে নালিস করা হইল, কিন্তু সে আবার অনেক সময়ের কাজ, তত দিন অপেক্ষা করিলে আরো ছয় মাস ভাড়া জমিয়া যাইবে। গত ছয় মাসে প্রায় সাড়ে ছয় শত টাকা ভাড়া লোকসান, তাহার উপর ছোট আদালত এবং হাইকোর্টে মোকর্দ্দমার খরচ তিন চারি শত টাকা,তবু সে বাড়ী ছাড়িতে চাহে না। বাড়ীটী হাতছাড়া হইয়া রহিল। পরিশেষে আরো দুই শত টাকা নগদ ঘর হইতে তাহাকে প্রণামী দিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই নারী বাড়ীতে অন্য ভাড়াটিয়া বসাইয়া আরও কিছু উপার্জ্জনও করিয়াছিল। কলিকাতা সহরে এত আইন আদালত সিপাই পুলিস, ইহার মধ্যে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় এই জুয়াচুরি।

আমেরিকার এডিসন্ নামক জনেক প্রসিদ্ধ কারীগর শিল্পী এমন সকল ডলি অর্থাৎ পুঁতুল প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা কথা কহিতে পারে। টেলিফোঁ যোগে কথা কয়। পুঁতুলের মুখে কথা শুনিয়া লোকে বড় আমোদিত হইয়াছে। ইনি এমন এক যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন যাহা দ্বারা বহু দূরের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ চলিবে।

রঞ্জিত সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহ কয়েক বৎসর একটু পাগলামি করিয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করেন। এমন কি রাজবিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মহারাজ্ঞীর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন এবং তিনিও ক্ষমা করিয়াছেন।

লণ্ডন নগরে লর্ড রীপন্, নর্থব্রুক্, ডফারিন্ প্রভৃতি এ দেশের ভূতপূর্ব্ব কয় জন বড় লাট, এবং আরও অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত নরনারী এ দেশের বিবাহপদ্ধতি সংশোধন জন্য এক সভা করিয়াছেন। বিধবা বিবাহের কোন বাধা না থাকে, অজ্ঞাত বাল্যবিবাহের স্ত্রীদিগের স্বামীত্যাগের স্বাধীনতা থাকে এমন বিধি তাঁহারা প্রচার করিতে চাহেন।

সুসনা উইলসন্ নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সুরাপানে বিহ্বল হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহাকে পুলিসে লইয়া যাওয়া হয়। এটী তাহার জীবনের প্রথম ঘটনা নয়। এক শত বিশ বার এই অপরাধে সে দণ্ডিত হইয়াছিল। এবার সে এক মাস কারাবাসের কথা শুনিয়া বলিল, "এই মাত্র? দ্বিগুণ করিয়া দাও।" পাঁচ জন পুলিস প্রহরী তাহাকে বলপূর্ব্বক কাছারিতে ধরিয়া রাখে, তথাপি সে সকলকে অতি অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া ভূতছাড়া করিয়াছিল। সুরাপায়ী নারী রাক্ষস সদৃশ।

শুনা যাইতেছে কোন কোন বঙ্গীয়

মহিলা বিলাতে যাবেন এবং সেখানে গিয়া তদ্দেশীয় মহিলাদিগকে রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলনে সাহায্য করিতে বলিবেন। কলিকাতাতেও জাতীয় সমিতির উন্নতির জন্য একটী বাজার বসান হইবে, মহিলাগণ তাহার উদ্যোগ করিবেন। সামান্য অল্প কয়টী শিক্ষিতা মহিলা মাত্র এ দেশে জন্মিয়াছেন, ইহাঁদিগকে লইয়া বাবুরা যে কি করিবেন তাহার আর সীমা নিরূপণ করিতে পারিছেন না। আমরা বলি, আগে ইহাঁরা বাঁচুন, তার পর যা হয় হবে। হাজার বৎসরে ইংরাজসমাজ যে সকল কাজ করিয়াছে, বাঙ্গালী বাবুরা তাহা পঁচিশ বৎসর পার হইতে না হইতে করিয়া তুলিতে চাহেন। তা কি সম্ভব?

এবার হিন্দু মতে হিন্দু ভাবে যাহাতে বিলাত যাওয়া যায় তজ্জন্য কোন কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জাতি রক্ষার জন্য এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? বিলাত এখন কলিযুগের পরম তীর্থ। তীর্থ দর্শনে কোন পাপ নাই। আজ কালের দিনে জাত কিছুতেই যায় না। বিলাতের ফেরত সাহেব হিন্দুরা এবং এ দেশের শিক্ষিত অর্দ্ধ সাহেব হিন্দুরা মনে করিলে সবই করিতে পারেন। তাঁহাদেরই হাতে এখন হিন্দুয়ানী।

বিধবাবিবাহ এখন ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইতে লাগিল। পঞ্জাবের আর্য্যসভার সভ্যগণ ক্রমে দুই একটী করিয়া বিধবা বিবাহ দিতেছেন। বোম্বে মান্দ্রাজে এ জন্য সভা হইতেছে, চাঁদা উঠিতেছে। এই সময় প্রাচীন আর্য্য বিধবাদের বৈরাগ্য হরিভক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠা যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র রায় গত ১৩ ভাদ্র তারিখে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি লাহোরে অনেক কাল ছিলেন। এক জন বিদ্বান্ দেশহিতৈষী লোক। চারি পাঁচটী ভাষা জানিতেন। অনেক সদ্‌গুণ তাঁহার ছিল। তিনি বিধবাদিগের এক জন বন্ধু ছিলেন।

স্বর্ণরেণু।

বৈরাগ্য দ্বারা সকল ক্ষতি পূর্ণ হয়।

অহঙ্কার ন্যায় অন্যায় সত্য অসত্য অগ্রাহ্য করে। প্রতিপদে প্রতিক্ষণে তাহার নূতন নূতন রূপ, তথাপি সে লজ্জিত নহে।

ছোট বড় কেহই লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। নিজ নিজ অবস্থানুসারে প্রত্যেকেরই এ পরীক্ষা আছে।

মানুষ এক হাত গলায়, এক হাত পায়ে দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। যাই উচ্চ পদে উঠে অমনি গলায় হাত দেয়। যাই একটু বিপদে পড়ে অমনি পায়ে ধরে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৬ষ্ঠ সংখ্যা।] আশ্বিন, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

বিবাহের অপব্যবহার।

মানবসমাজে যে সকল পবিত্র নিয়ম এবং গুরুতর সামাজিক বিধি আছে, তন্মধ্যে বিবাহবিধি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র। কিন্তু পৃথিবীতে উচ্চতর পবিত্র বিষয়সকলের আবার অপব্যবহারও অধিক, এবং তাহার ফলও বড় অনিষ্টকর এবং অশান্তিজনক। যে বন্ধনে মানবপরিবার সম্বদ্ধ, তাহার উপর আঘাত পড়িলে যে সমস্ত সমাজদেহ বিকম্পিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি। এই আঘাত অত্যাচার সর্ব্বত্রই আছে। অসভ্য সুসভ্য অতিসভ্যসমাজেও আছে। এতদ্ব্য বন্ধনের উপর সর্ব্বদেশেই বড় অযত্নে দেখা যায়। বাল্যকালেই হউক, বা [illegible] সংবালই হউক, অথবা বৃদ্ধকালে মুমূর্ষু অবস্থাতেই হউক, ভগবান্ যাহাদিগকে ধর্ম্ম এবং নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অপেক্ষাকৃত মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহারাই কেবল নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যায়। তদ্ভিন্ন যেখানে একটু আধুনিক সভ্যতার রুচি, বিলাসের বাসনা, স্বাধীন চিন্তা বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, নরনারীর জ্ঞানচক্ষু ঈষদ্বিকসিত হইয়াছে, সেখানে অশান্তির আর সীমা নাই। অসভ্য সমাজে এই অশান্তি নিবারণের সহজ উপায় আছে, কারণ তাহার মধ্যে সহজেই ছাড়া ছাড়ি চলে। মনুষ্য যে পরিমাণে অসভ্য, সেই পরিমাণে তাহার অভাব কম, মনে অভিমানও অল্প। এই জন্য অসভ্য লোকেরা দাম্পত্যকলহ বিনাব্যয়ে, অতি সহজ উপায়ে নিবারণ করিতে পারে। অতিসভ্য ইয়োরোপ আমেরিকায় বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয় পরীক্ষার জন্য যেমন আয়োজন উদ্যোগ, বিবাহের দুই পাঁচ বৎসর পরে সেই প্রণয়বন্ধন কাটিবার নিমিত্তও আবার প্রকাশ্য বিচারালয়ে গিয়া তেমনি প্রাণগত চেষ্টা। আহা বহু আয়াসে পাঁচ সাত বৎসর ক্রমাগত যে প্রণয় স্থাপনের জন্য এত যত্ন করা হইল, বিবাহের পরেও দশ বিশ বৎসর যে প্রণয় ফল ফুল প্রসব করিল, বিচারপতির এক কথায় তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়! যাই হউক, অতিসভ্য সমাজেও দাম্পত্যকলহ নিবারণের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। যদিও তাহাতে ব্যয় বাহুল্য, এবং অপমান কলঙ্ক লোকগঞ্জণা যথেষ্ট,

কিন্তু চিরঅশান্তি গৃহবিচ্ছেদ নিবারণের উপায় আছে। পরিবারমধ্যে অবিশ্বাস হিংসা বিবাদরোগ না পুষিয়া তাহারা সমূলে তাহাকে উৎপাটন করে।

এখন কথা এই, এত সুখের বিবাহে কেন এত নিদারুণ মর্ম্মপীড়া? কারণ তত দুর্ব্বোধ্য এবং গভীর নহে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, কেনই বা কলহ বিচ্ছেদ অশান্তি হইবে না? বিবাহ যত দিন মায়াজগতে, ইন্দ্রিয়গ্রামে, পঞ্চ তন্মাত্রের ভিতরে আবদ্ধ থাকে, তত দিন বিচ্ছেদ বিবাদ ইহার অবশ্যাম্ভাবী ফল। পার্থিব যাবতীয় বন্ধন কালে শিথিল এবং ছিন্ন হইয়া যায়, বিবাহও যদি সেই পার্থিব সম্বন্ধ হইল, তবে তাহার পরিণাম বিলম্বে বা অবিলম্বে এইরূপই ঘটিবে। বিবাহের পবিত্র বিধি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা বড় দায়িত্বের বিষয়। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখিতেছি, যৌবনের সহিত যৌবনের, সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্যের, কুলমর্য্যাদা এবং সম্ভ্রমের সহিত কুলমর্য্যাদা সম্ভ্রমের, মায়ার সহিত মায়ার বিবাহ হইতেছে; এক জনের অর্থ বিত্ত, আর এক জনের আনুগত্য বাধ্যতা; এক জনের গুণ ক্ষমতা পার্থিব আকর্ষণ, আর এক জনের দুর্ব্বলতা অক্ষমতা নিরাশ্রয়তা; এই সমস্ত যখন বিবাহের বন্ধনী রজ্জু, তখন তাহা কালে ছিন্ন না হইবে কেন? স্বার্থ ফুরাইলে যদি ভাই ভগ্নী আত্মীয় নিকট কুটুম্ব, এমন কি পিতা মাতা পর্য্যন্ত যদি পর হইতে পারে, তবে ধন যৌবন সৌন্দর্য্য ক্ষমতার অবসানে স্ত্রী পুরুষ যে পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে তাহাত নিতান্ত স্বাভাবিক। যাহার উপলক্ষে বন্ধন তাহার অন্তর্দ্ধানে সে সম্বন্ধ কাহার উপরে থাকিবে? স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রথম প্রথম না হউক, কিছু দিন পরেও ক্রমে ক্রমে যদি উচ্চতর দৃঢ় ভূমিতে গিয়া তাহা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে। অমরত্বের সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ ঘটিলে তাহা নিত্যকাল স্থায়ী ও উন্নত হয়, আর মরণশীল অনিত্য সম্বন্ধ কালে ধ্বংস হইয়া যায়, ইহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। বিবাহের পার্থিব আনুকূল্য এবং ঘনিষ্ট সুমিষ্ট ব্যবহারে ক্রমে যদি নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মায় আত্মায় বিবাহ-সম্বন্ধ অঙ্কুরিত না হইল, তবে [illegible] নহে। জীবনে আর কি থাকিবে? বিবা[illegible] এ শব্দটী এবং সামাজিক সম্ভ্রম [illegible] লাঞ্ছনা [illegible] কের ভদ্রতা মান সম্ভ্রম সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যিনি কেন যত অত্যাচার করুন না, "বিবাহ হইয়াছে," এই এক কথায় তিনি রক্ষা পাইবেন। কিন্তু সামাজিক বিধি বা রাজবিধি-সঙ্গত বিবাহ বলিলেই আরত দাম্পত্য প্রেম জন্মে না। রাজা ও সমাজ যেমন ইহাতে বিধি দেয়, তেমনি তাহা সহজে

এক কথায় খণ্ডনও করিতে পারে। উভয়ই কেবল অর্থের খেলা।

আমাদের হিন্দু জাতি এখন এই সকল বৈবাহিক অত্যাচার হইতে কিরূপে বাঁচিবে তজ্জন্য মহা আন্দোলন চলিতেছে। বিবাহভঙ্গের অভিযোগ বিচারালয়ে এ দেশে প্রায় বড় উঠে না সত্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার বিষ বিস্তৃত হইয়া অনেক স্থলে পারিবারিক শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এত কাল লজ্জাশীলা হিন্দুনারী, লোকভয়ে ভীত পুরুষেরা এ সকল ঘরের কথা বাহির করিত না, কোন রকমে ভয়ে মৈত্রতায় চাপিয়া রাখিত। রোগ অল্প হইলে কিছু দিন তাহা চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু বৃদ্ধির অবস্থায় চাপিতে গেলে সমস্ত সমাজদেহ পচিয়া উঠে। জ্ঞান সভ্যতা স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির তীব্র আলোকে এই সমস্ত দোষ এখন বাহির হইয়া পড়িতেছে। রুক্মা বাই প্রভৃতি কোন কোন নারী এ বিষয়ে ভুক্ত ভোগী। এতদ্ব্যতীত কত কত স্ত্রী পুরুষ এই জন্য গোপনে ক্লেশ ভোগ করিতেছেন কে তাহার সংবাদ রাখে? সৌভাগ্য এই যে, লোকাপমানে ভীত লজ্জাশীল হিন্দুজাতি নিতান্ত উৎপীড়িত না হইলে আর এ সব কথা বাহির করে না। তাহারা বহুকাল হইতে বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ করিয়া আসিয়াছে, বাল্য এবং যুবতী বিধবাদিগকে লোকভয় ধর্ম্মভয়ের শাসনে বন্দীভূত করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত তজ্জন্য কেহ তাদৃশ অশান্তি অসুবিধা ভোগ করে নাই। কিন্তু আজ কালের শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত দল সে পাপের ফল ভোগ করিতেছে। এখনো কত শত হিন্দুর ঘরে হয়তো দুই তিনটী সপত্নী এক স্বামীর সহিত নিরাপদে ঘরকন্না করিতেছেন, মূর্খ কুলীন স্বামীকে লইয়া কত গুণবতী রূপবতী ধনাঢ্যের কন্যা নির্ব্বিকার চিত্তে সংসারে আছেন। কিন্তু এখন ক্রমে এ পথে ব্যাঘাত আসিয়া জুটিল। সপত্নী এখন অসহ্য। বাল্যবিবাহের অজ্ঞান মূর্খ নির্ধন স্বামীকে রুক্মা বাইয়ের মত নারী আর এখন লইতে চাহে না। জাতি কুলের আর তত গৌরব নাই। বিদেশীয় জ্ঞান সভ্যতা, বিধবাবিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষায় নারীজাতির চক্ষু খুলিয়া দিতেছে, ধমক ধামকে আর এখন কাজ হয় না। অধিকন্তু বোম্বের মালাবারী সাহেব বিলাতে গিয়া কুইনের ছেলে মেয়ে, এবং ভারতের কতিপয় পুরাতন বড় লাট সাহেবদিগকে লইয়া তথায় মহা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, "টাইমস্" নামক প্রসিদ্ধ জগৎব্যাপী সংবাদ পত্রে তাহার বিষয় লিখিয়াছেন, রুক্মা বাই ব্রিষ্টলে গিয়া বালিকা বধূ এবং বাল্য বিধবাদের উপর হিন্দুদের অত্যাচারের কথা বলিতেছেন। ফুলমণির অপঘাত মৃত্যু এই আগুনের আহুতি স্বরূপ হইয়াছে। চারিদিকে গণ্ডগোল উঠিয়াছে।

যখন বিবাহের অপব্যবহার যথেষ্ট আছে, তখন কেবল মুখে আস্ফালন করিলে চলিবে না। হয় তাহার অপব্য-

বহার হইতে দিও না, না হয় তাহার একটা ঔষধ সৃষ্টি কর। অপব্যবহার যখন হইবেই, তখন ঔষধ চাই। ঔষধ সৃষ্টি করিলে রোগের উৎপত্তি হইবে বলিয়া ভয় করাও ভ্রম। কেন না, দুরারোগ্য রোগ ইতিপূর্ব্বেই জন্মিয়াছে, অথচ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। সমাজ দ্বারা ঘরে ঘরে চিকিৎসা হওয়াই প্রথমে প্রার্থনীয়। তজ্জন্য রাজকীয় সাহায্য যত টুকু লওয়া সঙ্গত তাহাও লওয়া উচিত। যদি রাজপুরুষদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে ইচ্ছা না কর, নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে তাহার উপায় বিধান কর। ফলে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত উদাসীন থাকিলে আর চলিতেছে না। যখন সমাজকে ঠেলিয়া পশ্চাতের দিকে লইয়া যাইতে পারিবে না, তখন এ জন্য উপায় চিন্তা করা উচিত। ভাল উপায় না ধরিলে কাজেই মন্দ উপায় আসিয়া পড়িবে। যে সকল বিধি বিধান হইতে লোকসমাজের অশান্তি বৃদ্ধি হয় তাহার প্রতিবিধান না হইলে চলে না। সামাজিক বিধি সকল দেশ কাল পাত্র অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। স্ব ইচ্ছায় না করিলেই প্রকৃতি আপনার ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত শেষে অত্যন্ত প্রতিশোধ লইবে। শরীরে ব্যাধি যেমন অনিবার্য্য, তজ্জন্য ঔষধ চিকিৎসক, এবং চুরি ডাকাতি নিবারণের জন্য যেমন শান্তিরক্ষকের প্রয়োজন, পারিবারিক শান্তি, দাম্পত্য প্রণয় রক্ষা, এবং তৎসক্রান্ত দুরাচার অত্যাচার স্বার্থপরতা নির্দ্দয়তার উচ্ছেদজন্য সমাজসংস্কার এবং রাজদণ্ড প্রয়োজন। আদর্শ বিবাহের উচ্চ পবিত্রতার কথা বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিলে আপনাদিগকেই প্রবঞ্চনা করা হইবে। যাহা চক্ষু কর্ণের গোচরীভূত প্রত্যক্ষ ঘটনা, লজ্জা ভয়ে তাহা অস্বীকার করা মহা অকল্যাণের হেতু। নীতি ধর্ম্ম শান্তি কুশল রক্ষার জন্যই বিবাহ প্রথা, অতএব সেই ধর্ম্ম নীতি সামাজিক ও পারিবারিক শান্তির অনুরোধেই বিবাহ বিষয়ক দুর্দ্দমনীয় মহানিষ্টকর অপব্যবহার অনীতি অত্যাচার সকল যে কোন উপায়ে হউক বিনাশ করিতেই হইবে।

বৃদ্ধের বচন।

আমাদের দেশে ধর্ম্মের বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে এবং সংসারাসক্তি প্রবল হইতেছে। পূজা আহ্নিক পুরুষের মধ্যে প্রায় নাই, এবং যদি বা কখন কখন নয়নগোচর হইয়া থাকে, অনেক স্থলেই তাহা সরল বিশ্বাসের সহিত সম্পাদিত হয় না। নারীগণের মধ্যেও ব্রত পূজা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। পরকালের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, বৈরাগ্যের প্রতি মন, মিথ্যা কথাকে ভয়, রিপুগণকে শাসন, এ সমস্ত এক্ষণে অতি বিরল। পুরুষেরা ধর্ম্ম বিষয়ে শিথিল হইয়াছেন, নারীগণও যদি

তাঁহাদের পথ অনুসরণ করেন, তবে আমাদের গৃহ সকলের অবস্থা যে অতিশয় শোকাবহ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নারীগণ, তোমরা সে পুরুষদিগকে কেন অধিক বিশ্বাস করিবে যাঁহারা ভগবান্‌কে অধিক বিশ্বাস করিতে চাহেন না? পুরুষেরা উচ্চ প্রাসাদে, রুচির রমণীয় গৃহসজ্জাসমূহে পরিবেষ্টিত থাকিতে অভিলাষী হইয়াছেন, উৎকৃষ্ট ঘোটকে মনোহর নবীন যান যোজনা করিয়া তদুপরি অধিরোহণ করত পবনবেগে গমন করিতে বিষম উৎসুক হইয়াছেন, বিবিধ ভদ্র ও মূল্যবান্ বসনে অঙ্গরক্ষা ও তাহার শোভা সম্পাদনে প্রকাণ্ড উন্মনা হইয়াছেন, মোহন রূপধারী অপূর্ব্ব নানা উপভোগ্য ও পুষ্টিকর আহারীয় আস্বাদনে ও সেবনে অনুরাগী হইয়াছেন; এ সমুদায়ের প্রতি আমি তত আপত্তি করিতাম না যদি তাঁহারা ভগবান্ ও তাঁহার আদেশ পালনে সেরূপ চিত্ত অর্পণ করিতেন। তাঁহারা সাংসারিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন। ভারতের গৃহস্থদের কি শেষে এই দশা? যাঁহারা আর্য্যবংশ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা গীতা ও ভাগবতকে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া শেষে কেবলমাত্র কতিপয় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠাসন, উৎকৃষ্ট জন্তু আদির উপরে আপনাদের জীবন মন সমর্পণ করিবেন? আমি তাই বলিতেছি, হে ভগিনীগণ, তোমরা ইহাঁদের পথে চলিও না। ভগবান্ তোমাদিগকে ভক্তিমতী করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর, ভক্তির সহিত ধর্ম্ম আচরণ কর, তোমাদের স্বামী পুত্র ও কন্যার ভার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া অভয় এবং নিশ্চিন্ত হও। রিপু সকলকে শাসন কর, সতী সাধ্বী হইয়া আলয়কে শুদ্ধ ও সুখের আলয় কর। আমাদের দেশের পুরুষগণ রাজনীতি লইয়া অনেকে ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মনীতি তাঁহাদের অবহেলার বিষয় হইয়াছে। তোমরা ধর্ম্মনীতিতে একান্ত মনোযোগিণী হও, তোমরা চিরদিন ভক্তিমতী নারী থাক, ধর্ম্ম তোমাদের অলঙ্কার হউক; তোমরা কোনমতে কঠোর সংসারাসক্ত পুরুষের ন্যায় হইতে চেষ্টা করিও না। তোমরা খুব ভাল জ্ঞান উপার্জ্জন কর, নারীর উপযুক্ত বিদ্যাভূষণে ভূষিত হও। কিন্তু যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে গেলে তোমাদের ভক্তিধনের প্রতি মন টলিয়া যাইবে, যাহাতে তোমাদিগকে সুমাতা, সুভার্য্যা, সুকন্যা এবং সুভগিনী করিবে না, তোমাদের শরীর পর্য্যন্ত পতন হইবে, তাহা কেন তোমাদের লোভের বিষয় হইবে? তোমাদের কোমল মস্তিষ্ককে এখন রাজনীতির চর্চ্চাও করিতে দিও না। তোমরা লক্ষ্মী সরস্বতী, তোমরা কেন কার্ত্তিক গণেশ হইবে? যুদ্ধ করিতে হয় কার্ত্তিক করুন, তোমরা তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ কর। বিষম পাণ্ডিত্য দেখাইতে হয় গণেশ দেখাউন, তোমরা সে

পাণ্ডিত্যের আরাধনা করিও না। ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া রাজনীতির আন্দোলন করা কোন রূপেই তোমাদের শোভা পায় না। তাহাতে কিছু হবেও না। বাবুরা যদি করিতে চাহেন, করুন, কিন্তু তোমরা গুণে লক্ষ্মী ও জ্ঞানে সরস্বতী হও। কি ছার রাজনীতি, তাহাতে তোমাদের মন কেন যাইবে? যাহাতে এ দেশ ইহাতে ঘোর সাংসারিকতা চলিয়া যায় তোমরা তাহার উপায় কর। পুরুষদের সাংসারিকতাকে কোন মতে আর প্রশ্রয় দিও না। তোমরা আলক্ষ্মী সাংসারিকতাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেও। সাবধান, বাবুরা যেন সাংসারিতাকে বড় না করেন, এবং মেয়েদিগকে পুরুষ না করেন। হে ঈশ্বরের কোমলহৃদয়া সন্তানগণ, তোমরা ভক্তিকে বড় কর এবং আপন আপন আলয়কে পবিত্রতা, ধর্ম্ম ও সুখের ধাম করিয়া আর্য্যনারীর প্রকৃত গৌরব তোমরা রক্ষা ও বৃদ্ধি কর।

হিমাচল।

১

আহা কি মহান্ সৃষ্টি!
সম্মুখে ধাঁধিয়া দৃষ্টি
অনন্ত, বিশাল, তুঙ্গ ব্যাপিয়া গগন;
মহান মহান তর
আস্ফালি অম্বর পর
তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাচল উদার দর্শন!

২

অত্যুচ্চ শিখররাজি
নীহার ভূষণে সাজি
কি প্রশান্ত স্থির ভাবে আছে দাঁড়াইয়া!
অসাড় হয়েছে কায়
হৃদে রক্ত নাহি ধায়
জীবাত্মা জীবন যেন গিয়াছে ছাড়িয়া!

৩

হেরি দিগ্ দিগন্তরে,
ভাসিছে নয়ন পরে
শুধু শ্বেত হিমরাশি নিলীম অম্বরে;
যেন উচ্চ শৃঙ্গবর,
ফেনমাখা কলেবর,
উত্তাল তরঙ্গ যথা সুনীল সাগরে!

৪

আহা কি পবিত্র স্থান,
নিরখি তাপিত প্রাণ
জুড়াইল, আসি এই পর্ব্বত উপরি;
যে দিকে নয়ন ধায়,
শুধুই দেখিতে পায়
প্রবাহিত উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যলহরী!

৫

তরুণ তপন ধীরে
উঠিতেছে নভঃ শিরে
কনক কিরণজাল ঢালিছে ধরায়;
শিখর শিখর পর
পতিত সুবর্ণ কর,
অপরূপ ইন্দ্রধনু ভাতিছে তথায়।

৬

রজত মেখলা অঙ্গে,
হাসিয়া হাসিয়া রঙ্গে

ধাইতেছে ধরাতলে পর্ব্বতনন্দিনী;
ময়ূর ময়ূরী সব
করি উচ্চ কেকা রব
নাচিছে সিকতাভূমে ষড়জবাদিনী।

৭

সাজায়ে লাবণ্য ডালা
করি উপত্যকা আলা
ফুটেছে কুসুমরাশি গিরিভূমিময়;
ঝর্ঝরে নির্ঝর গণ
খুলিয়া পরাণ মন
গাহিছে কি যেন গান! মোহিত হৃদয়।

৮

অতুল সৌন্দর্য্য মাঝে
আহা! এ কি মূর্ত্তি রাজে,
জ্যোতির্ম্ময়ী শোভাময়ী বিশ্ববিনোদিনী;
রূপের তরল প্রভা
অতুল সৌন্দর্য্য বিভা
বিস্ফুরিত চারিদিকে লাঞ্ছিতদামিনী!

৯

অবশ হইল কায়,
বহে না নিশ্বাস বায়,
স্থানুর সমান আমি পড়িনু বসিয়া;
যে দিকে ফিরাই আঁখি
শুধু সে প্রতিমা দেখি
শুধুই লাবণ্যরাশি পড়ে উথলিয়া!

১০

এ কিরে বিষম মায়া,
কাল্পনিক উপছায়া,
না, না, না, না ওই হেরি সে চারু মূরতী;
ওই যে অরুণরাগে
নিরাকার মূর্ত্তি জাগে,
চেয়ে আছে তার পানে সমস্ত প্রকৃতি।

১১

আবার আবার হেরি
সে ছবি নয়নোপরি
আবার দিনান্তে কেন গেলরে মিলায়ে?
আকুল অধীর প্রাণে
চাহি চারিভিত পানে,
এই যে সে প্রেমমূর্ত্তি সমুখে দাঁড়ায়ে!

১২

এই যে পর্ব্বতশৃঙ্গে,
এই যে পাদপঅঙ্গে,
[illegible]মোপরি সেই চারু জ্যোতি!
"আমার জীবনস্বামী
এই যে হৃদয়ে তুমি"
মহেশ! তোমার পদে করিগো প্রণতি।

১৩

নেত্রে হতে অবিরল
বিগলিত অশ্রুজল
কি ভাবে সহসা মোরে করিল আবৃত;
আপনা আপনি যেন
উৎস হতে বারি যেন
সহসা হৃদয় হতে বাণী উৎসারিত।

১৪

জয় জয় মহেশ্বর,
জয় জয় বিশ্বম্ভর,
জয় জয় নিরঞ্জন মঙ্গল আলয় হে;
জয় জয় জ্যোতির্ম্ময় করুণানিলয় হে।

১৫

মহান মহিমা তব
পূর্ণিত করেছে ভব
জয় জয় পরব্রহ্ম অগম্য অপার হে;
জয় জয় আদিনাথ জগত আধার হে।

১৬

মহান অনন্ত তুমি
অনাদি ভুবনস্বামী
স্থাবর জঙ্গম ঘোষে মহিমা তোমার হে;
ক্ষুদ্র নর ঘোষে দেব মহিমা তোমার হে।

১৭

লইয়া তোমার ভাতি
তপন বরিষে জ্যোতি,
নিখিল ভুবন পিতঃ তোমার আলয় হে;
ত্রিতাপহরণ তুমি মঙ্গল অ. বড় হে।

১৮

বিশাল রজত কায়
যোগমগ্ন ঋষি প্রায়
হিমাচল ধ্যায়ে দেব মহিমা তোমার হে;
কত কাল হতে ধ্যায়ে মহিমা তোমার হে।

১৯

ত্রিদিব অম্বর ভব
ঘোষিছে মহিমা তব,
জয় জয় মহাদেব মহিমা তোমার হে;
জয় জয় বিশ্বনাথ মহিমা তোমার হে।

স্ত্রীশিক্ষার সুফল।

বঙ্গীয় কুলকন্যাদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য যে সময়ে "বামাবোধিনী" পত্রিকা কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্মযুবকের দ্বারা প্রথমে এ দেশে প্রচারিত হয়, তখনকার স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে এক্ষণকার শিক্ষোন্নতির কি গভীর প্রভেদই আমরা দেখিতেছি! সে সময়ের বামাবোধিনীর ভাষা এবং বিষয় আর এখনকার ভাষা এবং বিষয় উভয়ের তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি এ বিষয়ে কত দূর উন্নতি হইয়াছে। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। তখন হয়তো পুরুষদিগের সাহায্যে ঐ সকল রচনা পাঠিকাগণকে বুঝিতে হইত। এখন আর সে কাল নাই। এখন আমাদের এই পত্রিকা শত শত মহিলা পাঠ করিয়া স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য দুই খানি মাসিক পত্রিকা চলিতেছে ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। বঙ্গসমাজের শত শত ভদ্র পরিবারের রমণীগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন, ইহাতে কি তাঁহাদের স্বামী পুত্র আত্মীয় বান্ধবেরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না? কিন্তু তথাপি এখনও এ বিষয়ে নারী এবং পুরুষসমাজে,—শিক্ষিত দলের ভিতরেও অনেক কুসংস্কার বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন কুসংস্কারের সঙ্গে নববিধ কুসংস্কারেরও যোগ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে যাঁহারা মনে করিতেন, ইহাতে অমঙ্গল হয়, লেখা পড়া শিখিলে ধর্ম্ম থাকে না, স্বামী বাঁচে না, লজ্জা কমিয়া যায়, তাঁহাদের সে সংস্কার অনেক চলিয়া গিয়াছে; কারণ, তাঁহারা এখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, লেখা পড়া শিখিলে সে সকল অমঙ্গল ঘটে না। কিন্তু অধিকাংশ লোক এখনও স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দেয় না, তাহার আবশ্যকতাও মনে করে না। এই ভাবে যে, স্ত্রীলোকের লেখা পড়ায় প্রয়োজন কি? ভাল ঘরে বিবাহ হইলেই তাহারা সুখী হইবে। মূর্খতা অজ্ঞানতা অসভ্যতা যে অসুখের এক প্রধান কারণ, তাহা এ পর্য্যন্ত অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বাল্যকালে যে সকল বালিকা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া এক্ষণে মাতা গৃহিণী ঠাকুরমা দিদিমা হইয়াছেন, তাঁদের এ বিষয়ে ঔদাসীন্য আলস্য নিষ্কলতা দেখিয়া ঐ সকল ব্যক্তির সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলেন, কৈ, লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদের কি হইয়াছে? শেখা না শেখা সমান। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। যদিও এক্ষণকার অনেকানেক ঠাকুরাণীরা সন্তানাদির ভাবনায়, সংসারের ভারে, রোগের জ্বালায় লেখা পড়া এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন; এখন লেখা পড়ার কথা বলিলে তাঁদের রাগ হয়, গায়ে যেন জ্বর আসে। বিরক্ত হইয়া উত্তর দেন, "মরিবার অবসর নাই, আবার লেখা পড়া করবে! ভাল লাগে না!" এ অবস্থা অবশ্য দুঃখের অবস্থা। জ্ঞানচর্চ্চা করিলে নানা দুঃখ ভাবনার মধ্যে তাঁহারা একটু শান্তি পাইতে পারেন। সে যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ তাঁহারা শিখিয়াছিলেন বলিয়া এখন

চিঠি পত্র লিখিতে পড়িতে পারেন, ধোপা গয়লা এবং বাজারের হিসাব রাখিতে পারেন, ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মকথা বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের সেই যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানানুরাগ কন্যা পুত্রদিগের ভিতরেও কিছু কিছু কার্য্য করিতেছে। তবে আর ফল হয় নাই কিরূপে বলিব? তাঁহারা পড়েন বলিয়াই আমরা পরিচারিকা প্রচারে উৎসাহী হইতেছি। পাঠিকাগণ অন্তঃপুরে বসিয়া অবসর কালে আরো জ্ঞানচর্চ্চা করেন, লেখেন পড়েন, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

কতকগুলি লোকের মত এই যে, উক্ত রূপ লেখা পড়া শিক্ষায় কোন ফল হয় না, সুতরাং তজ্জন্য চেষ্টা বিফল। আর কতকগুলি বলেন, বেশী জ্ঞান শিক্ষায় স্ত্রীপ্রকৃতি বিকৃত হয়, নারীধর্ম্ম রক্ষা পায় না, অতএব তাহা অশান্তি এবং অমঙ্গলের কারণ। বেশী জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলে কেবল চেয়ারে বসিয়া বিবিয়ানা করিতে ইচ্ছা হয়, ঘরকন্নার কাজ ভাল লাগে না, বিবাহে পর্য্যন্ত রুচি থাকে না, পুরুষের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে সমকক্ষতার প্রবৃত্তি জন্মে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাকে বিবাহ পাঁচ জনের সম্বন্ধে এ কথা ইহাতে বুঝা যাইতে পারে! কিন্তু তাহা হইলে কালে স্ত্রী পুরুষের অনেক উপনীত হওয়া [illegible] তর শিক্ষালাভ করিলে, বিজ্ঞান সাহিত্য পড়িয়া গ্রন্থ লিখিলেব বা বক্তৃতা দিলেই যে স্ত্রীজাতি পুরুষাকার ধারণ করিবে ইহা বলিতে পার

না। শিক্ষিতা বিদুষী মহিলা আবার যখন বিনয় সেইজন্যে দয়া দাক্ষিণ্যে, গুরুজনের সেবায়, সন্তান পালনে, পরদুঃখমোচনে ব্রতী হন, তখন তিনি জনসমাজকে মোহিত করিয়া দেন। স্ত্রীলোক উচ্চ-শিক্ষা পাইয়াও যে দয়াবতী কোমল প্রকৃতি হইতে পারেন, তাহা দেখাইবার জন্য মিসেস্ ফসেট নাম্নী একটী বিবি কতকগুলি বিখ্যাত ইয়োরোপীয় মহিলার জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন। "কতক-গুলি বিখ্যাত নারী" এই পুস্তকের নাম। ইহাতে ভগিনী ডোরা, কুমারী কার-পেণ্টার, আমাদের মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়া, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল, এলি-জাফেৎ ফ্রাই প্রভৃতি অনেকের জীবন-কাহিনী বিবৃত আছে। ইহা পড়িলে বুঝা যায়, যথার্থ জ্ঞান শিক্ষায় স্ত্রীপ্রকৃতির মাতৃভাব কোমলতাকে বিনাশ করিতে পারে না, বরং তাহাকে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ফলোপধায়ী করে। উচ্চ শিক্ষাই হউক, আর অল্প শিক্ষাই হউক, তাহা যদি সুশিক্ষা হয়, তদ্দ্বারা মনুষ্য পরিবার নিশ্চ-য়ই কৃতার্থতা লাভ করিবে। জ্ঞানের কোন দোষ নাই, শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। শিক্ষাপ্রণালীর দোষে [illegible] উভয়েরই স্বাভাবি[illegible]ত এবং বিনষ্ট[illegible]

শিক্ষার সুফল।

[illegible]থার্থ জ্ঞান শিক্ষা যাহ[illegible]তত্ত্ব-জ্ঞান এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে, তাহার জন্য নরনারী মনোযোগী হউন।

দেবযানী।

ঋষিবর শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর জীবনকাহিনী শুনিলে পূর্ব্বকালের সামা-জিক রীতি নীতি বিবাহ প্রণালীর আভাস কতকটা বুঝা যায়। শুক্র ঋষি অসুররাজের পুরোহিত ছিলেন, যজমানের গৃহে কন্যার সহিত অধিবাস করিতেন। কচ নামে তাঁহার এক জন অনুগত যুবক শিষ্য ছিল। গুরুর আজ্ঞা ক্রমে কচ দেবযানীর সহচর হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য পুষ্প ফলাদি আহরণ করিয়া আনি-তেন, গীত গাইতেন, নাচিতেন। এক নির্জ্জন পুরীমধ্যে এইরূপে যুবক ও যুবতী উভয়ে কিছু কাল অতিবাহিত করেন। ক্রমে কচের প্রতি দেবযানীর প্রণয়াসক্তি জন্মিল। তিনি কোন দিন স্থানান্তরে গেলে ঋষিকন্যা পিতার নিকট বড় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। কচ তখন ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় গুরুগৃহে থাকেন, সুতরাং দেবযানীর প্রণয়লালসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইলেন না। বিশেষতঃ গুরুকন্যাকে বিবাহ করা অধর্ম্ম। এই জন্য তিনি সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। ইহাতে দেবযানী ক্রোধান্বিতা হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন, তিনিও প্রতিশাপ প্রদান করেন।

এক সময় দানবরাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা সখীগণ এবং গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত পুরসমীপস্থ উপবনে বিহার করিতে করিতে এক জলাশয়ের তটে উপস্থিত

হন। তথায় স্ব স্ব পরিধেয় বসন স্থাপন-পূর্ব্বক বিবস্ত্র হইয়া সকলে জলক্রীড়ায় নিযুক্ত আছেন, ইত্যবসরে দৈবাৎ সেই পথে ভগবতীর সহিত মহাদেব আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া কন্যাগণ লজ্জাবশতঃ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বস্ত্র পরি-ধান করিল। ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অনবধানে দেবযানীর বস্ত্র শর্ম্মিষ্ঠা পরিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া গুরুপুত্রী কুপিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো! এই দাসী-টার অন্যায় কর্ম্ম তোমরা নিরীক্ষণ কর। কুক্কুরী যেমন যজ্ঞীয় হবি ভোজন করে, তাহার ন্যায় এই দুষ্টা আমার পরিধেয় বসন গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্রাহ্মণজাতি ব্রহ্মমুখ হইতে উৎপন্ন, বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বয়ং বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ যাঁহাদিগের উপা-সনা করেন, সেই ব্রাহ্মণজাতি সহজেই মান্য, তাহাতে আমরা আবার মহাপ্রভা-বশালী ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই দাসীর পিতা যে অসুর, সে আমা-দের শিষ্য; এই অসতীর আস্ফর্দ্ধা দেখ! শূদ্রজাতির বেদ পাঠের ন্যায় এ আমার বসন পরিধান করিল।"

গুরুকন্যা দেবযানীর এই তিরস্কার বচনে শর্ম্মিষ্ঠা রুষ্টা হইয়া তেজস্বিনী তুর-ঙ্গীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাসের সহিত অধর দংশনপূর্ব্বক রোষভরে বলিতে লাগিল, "অরে ভিক্ষুকী, তুই আপনার আচরণ না জানিয়া যে বড়ই কটু কথা কহিতে লাগিলি! কাকের ন্যায় তোরা কি আমা-দের বাটীর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিস্ না?" ইহা বলিয়াও তাহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না। সে দেবযানীর অঙ্গের বসন কাড়িয়া লইয়া নগ্ন করিয়া তাঁহাকে এক অন্ধ-কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। পরে সখী-গণ সহ সে পুরমধ্যে প্রস্থান করিল।

সেই সময়ে হঠাৎ যযাতি রাজা মৃগয়া করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। জল অন্বেষণার্থ ঐ কূপের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, শুক্রাচার্য্যের কন্যা বিবস্ত্রা হইয়া কূপমধ্যে পতিত রহিয়া-ছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজার দয়া হইল; তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় উত্তরীয় বসন দেবযানীকে পরিতে দিলেন এবং হস্তধারণপূর্ব্বক উপরে তুলিলেন।

কূপ হইতে উঠিয়া প্রেমনির্ভর বচনে দেবযানী রাজাকে বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি আমার হস্ত ধরি-লেন, প্রার্থনা করি, যেন এ হস্ত অন্য আর কেহ ধারণ না করে। হে বীর, যদিও প্রতিলোম পরিণয় (অসবর্ণ বিবাহ) নিষিদ্ধ, তথাচ যখন আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন, তখন আমা-দিগের এই সম্বন্ধ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। বিশেষতঃ হে মহারাজ, আমার প্রতি কচের অভিশাপ আছে, কোন ব্রাহ্মণে আমাকে বিবাহ করিবে না?"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে বিবাহসম্বন্ধে সে কালে স্ত্রী পুরুষের অনেকটা স্বাধীনতা ছিল, এবং তাহারা অসবর্ণ বিবাহও অনুমোদন করিত।

এরূপ বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তজ্জন্য

অনভিপ্রেত হইলেও দৈবের নির্ব্বন্ধ জানিয়া রাজা তৎপ্রতি আসক্তি বশতঃ বিবাহে অঙ্গীকার করিলেন।

পরে রাজা চলিয়া গেলে দেবযানী অভিমানভরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সে দিনের অপমানের সমস্ত কথা পিতৃ সন্নিধানে বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শুক্রের অন্তঃকরণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল। পরে তিনি পৌরহিত্য বৃত্তির কুৎসা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে কন্যার হাত ধরিয়া দানবপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

দানবরাজ বৃষপর্ব্বা সে কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি পথিমধ্যে ঋষির পদতলে গিয়া পড়িলেন, বহু অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবযানী বলিল, "তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তাহার সখীগণ সহ দাসী হইয়া আমার সঙ্গে আমার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া থাকিবে।" দানবরাজ অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। ঋষিবর প্রসন্ন হইয়া তখন ফিরিয়া আসিলেন।

বিবাহের পর দেবযানী যযাতি রাজার সহিত সুখে বিহার করেন, শর্ম্মিষ্ঠা সখীগণ সহ দাসীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বিবাহকালে কথা ছিল, রাজা শর্ম্মিষ্ঠাকে স্ত্রীরূপে কখন গ্রহণ করিবেন না। কিছু কালান্তে শর্ম্মিষ্ঠা যখন দেখিল, দেবযানী স্বামীসহবাসে পরম সুখে কাল হরণ করিতেছে, সন্তানবতী হইয়াছে, তখন সে রাজার নিকট স্ত্রীরূপে গৃহীত হইবার জন্য প্রার্থনা করিল। রাজা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দুই তিনটী পুত্র সন্তান জন্মিল।

স্বামীর এইরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া দেবযানী পিতৃগৃহে চলিয়া যান। যযাতি অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, স্ত্রীর পায়ে পর্য্যন্ত পড়িলেন, অথাপি তাহাকে তিনি ফিরাইতে পারিলেন না। পরে কন্যার মুখে শুক্র ঋষি যখন শুনিলেন, যযাতি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "রে মন্দ, শ্রীভ্রষ্টকারী জরা তোর দেহে শীঘ্র প্রবেশ করুক!"

যৌবনে জরাগ্রস্ত হইয়া যযাতি শেষ মহা বিপদে পড়েন। ভোগ বিলাসের বাসনা তাঁহার মনে তখন অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই জন্য পুত্রগণের যৌবনের সঙ্গে আপনার জরা বিনিময়ের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কেহ তাহাতে সম্মত হইল না, শেষ কনিষ্ঠ পুত্র আপনার যৌবন পিতাকে দিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করিল। পরে এই যযাতি বহু কাল সুখ ভোগ করিয়া পরিশেষে শ্রান্ত এবং হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, "ভোগ বাসনা কিছুতেই চরিতার্থ হয় না; ঘৃতাহুতি দানে অনল যেমন জ্বলিয়া উঠে, এবং ক্রমে বাড়িতে থাকে, ভোগ্য বস্তুর সম্ভোগে তেমনি কামনানল বৃদ্ধিই হয়, কদাপি কমে না।"

যখন রাজার মনে এইরূপে বৈরাগ্য জন্মিল, তখন স্ত্রীর নিকট নানামতে খেদ এবং অনুতাপ করিয়া শেষ তিনি তপস্যায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

স্বামীর ঈদৃশ দশা দেখিয়া দেবযানীও সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সকল সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি স্বীয় কলেবর বিসর্জ্জন দিলেন। "ভগবন্! আপনি বিধাতা, বাসুদেব, সর্ব্বভূতের নিবাসভূমি, পরম শান্তি, অতি বৃহৎ, আপনাকে নমস্কার করি।" এই প্রকার সর্ব্বদা তিনি মনন করিতেন। ইহাতেই তিনি পরিণামে মুক্তি লাভ করেন।

পরকাল সম্বন্ধে মহাজনবাক্য।

প্লেটো বলেন, "নিজের কিম্বা অন্যের দ্বারা মানবাত্মা যে কিছু ভাল বা মন্দ সংস্কার গ্রহণ করুক, যখন সে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হয় তখন দিব্যলোকে গমন করে। আবার মন্দের সহিত সংযোগ হইলে সে সে লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। কারণ, স্বর্গস্থ দেবগণের ইহাই ন্যায়সঙ্গত বিধি। হে যুবক, তুমি মনে মনে কল্পনা করিতেছ যে দেবতারা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি জানিও, যদি তুমি মন্দ হও, মন্দ আত্মার দলে গিয়া মিশিবে, আর যদি ভাল হও, উৎকৃষ্টদিগের সহিত মিলিত হইবে। এবং প্রতিবার জনমে এবং মরণে এইরূপ দণ্ড ভোগ করিবে।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার হইতে কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। যদি বল, আমি অতি ক্ষুদ্র সামান্য, মাটীতে মিশাইয়া পড়িয়া থাকিব, কিম্বা আমি অতি মহৎ, স্বর্গে উড়িয়া পলাইব, তাহা মনে করিও না। তুমি তেমন ক্ষুদ্রও নও, তেমন মহৎও নও। কর্ম্মানুসারে তোমাকে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে।

ইহকালে এবং চিরকাল অমরাত্মার প্রতি যত্নবান্ থাকিও, তৎপ্রতি অবহেলা করিলে ভয়ানক বিপদ ঘটিবে। মরিলে যদি নিষ্কৃতি পাইত, তাহা হইলে দুষ্টদিগের পক্ষে বড় লাভের বিষয় ছিল; কারণ, তদ্দ্বারা শরীর, পাপ এবং আত্মার সমস্ত বন্ধন হইতে এককালে সে মুক্ত হইত। যেহেতু আত্মা অমর, অতএব উচ্চতর জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন ব্যতীত তাহার আর অন্য উপায়ান্তর নাই। সৎশিক্ষা কেবল লোকান্তরে যাইবার সম্বল, তাহা সঙ্গে থাকিলে তথায় গিয়া সাহায্য পাইবে; অন্যথা পরলোক প্রবেশের প্রথম পদ বিক্ষেপেই বাধা ঘটিবে। যে মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে, নরহত্যাদি দোষে কলঙ্কিত হইয়াছে, পরকালে তাহাকে কোন আত্মা পথ বলিয়া দিবে না। বরং তাহারা তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু পবিত্র নির্দ্দোষ আত্মাদিগের উপযুক্ত স্থানে দেবসহবাসে স্থিতি হইবে।

এতএব সর্ব্বপ্রকার সুখ এবং শরীরের অলঙ্কার হইতে বিদায় গ্রহণ কর, তাহারা সঙ্গের সম্বল নহে; অধিকন্তু তাহাদের

সংস্পর্শে অমঙ্গল ঘটিবে। মিতাচার সত্য স্বাধীনতা ন্যায়পরতা ভূষণে সজ্জিত হইয়া লোকান্তরে যাত্রা কর। যদি এই-রূপে প্রস্তুত হইয়া সেই অদৃশ্য পরলোক-ধামে যাও, তাহা হইলে ভয় এবং দুর্ব্বা-সনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দেবগণ-সঙ্গে সুখে বাস করিবে।"

জীবন মরণ।

মনুষ্যজীবন অতি দুর্লভ ইহা সক-লেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু কি প্রকারে জীবন সুখী হইবে, কিসে জীবন এ জগতে জীবিত থাকিবে, কোন্ স্থানে কোন্ দেশে থাকিলে জীবন নিরাপদে থাকিবে, এই চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত। যত দিন মানুষ শৈশবাবস্থায় থাকে তত দিন তাহার জীবনের ভার পিতা মাতা বহন করেন, কিন্তু জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিজের উপর তাহার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। জীবন কেবল থাকিলেই হইল না, কি প্রকারে থাকিলে তাহা সুখী হইতে পারে, পৃথিবীর কাছে আদরণীয় হয়, কেমন করিয়া ব্যবহার করিলে নিজে সুখী হইয়া পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারা যায়, নরনারী সক-লেরই তদ্বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। একটি জীবন ভাল হইলে সে আবার কত শত লোকের জীবনভার বহিতে পারে।

বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মানবজীবন কেবল নিজের, পরে বিবাহ হইলে দুই জন, তাহার পর ক্রমে সন্তানাদি ও গুরুজনের গুরু-ভার তাহাকে বহিতে হয়। এক দিন যাঁহারা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিতে হয়। পুরুষ জাতির জীবন এই প্রকার। নারী জাতির আবার আর এক প্রকার। বাল্য কাল শেষ হইতে না হইতে সে আর এক গৃহে গমন করে। তখন শ্বশুর শাশুড়ী পিতা মাতা না হইয়াও পিতা মাতার ন্যায় তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা শুশ্রূষার আস্পদ হন। বরং পিতা মাতাকে ভালরূপে সেবা ভক্তি না করিলে তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে বধূমাতার পক্ষে বড়ই বিপদ। তখন একটি জীবন দ্বারা তাহাকে কত লোককেই না সন্তুষ্ট করিতে হয়! স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া চির-দিন ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে হয়। কতরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। কেবল সেবা শুশ্রূষা নয়, কিন্তু স্বভাব চরিত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবহার সব বিষয়ে ষোল আনা পাকা হওয়া চাই। স্বামীর জীবনেরও কর্ত্তব্য স্ত্রীকে সুখী ও আনন্দিত করা, কিন্তু স্ত্রীর মত তাঁহার দায়িত্ব নহে। স্ত্রীজীবন বস্তুতঃ একটি বিশেষ পরীক্ষার বিষয়।

জীবন দান অতি উৎকৃষ্ট দান, ইহা হইতে দান আর হইতে পারে না। কিন্তু জীবন যে আধারে বাস করে, সেই দেহ লইয়াই সকলে ব্যস্ত সমস্ত। দেহ কি

প্রকারে ভাল থাকে, কি আহার করিলে, কি পান করিলে, কি প্রকার পরিশ্রম ও ব্যায়াম করিলে শরীর সুস্থ এবং বলিষ্ঠ হয় এই কেবল ভাবনা। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মানুষ কত শাস্ত্র, কত জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছে। শরীরের সঙ্গে আবার মনের যোগ। শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না। আবার মন ভাল না থাকিলেও শরীর ভাল থাকে না। কিন্তু হায়, এই সুখের পৃথিবী, সুখের শরীর মন মানুষ ছাড়িয়া শেষ কোথায় যায়! মানব মনের কি আশ্চর্য্য ভাব! যে মৃত্যু স্মরণে ভয়ে প্রাণ কাঁপে, মানুষ কত সময় দুঃখে, ও পরীক্ষায় পড়িয়া সেই মৃত্যুর কামনা করে। জীবন সকলেরই অতি প্রিয় সামগ্রী, কিন্তু কোন ঘটনা বা দুঃসহ পরীক্ষা আসিলে যখন আর সে সুখদায়ক হয় না, তখন মরণই প্রিয় হয়। অধিক বয়স হইলে আর পৃথিবী ভাল লাগে না। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নিজে বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না, চাহিলেও কেহ তাহাদিগকে থাকিতে বলেও না। এত-দ্ভিন্ন আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অতুল সুখের অধিপতি, পূর্ণ যৌবনা-বস্থাতেও সময়ে সময়ে বলিয়া থাকে, "আর পৃথিবীতে থাকায় কি প্রয়োজন?" পক্ষান্তরে আবার এমনও দেখা যায় যে, অনেক লোক কষ্টেতেও বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তথাপি বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় নিয়ম কেহ কোন কালে অতিক্রম করিতে পারে না। যাওয়া আসা জন্ম মৃত্যু ভগবানের হাতে, কেবল জীবন চালাইবার ভার মানু-ষের হাতে তিনি কতকটা দিয়াছেন। একটি জীবনও মানুষের হাতে সম্পূর্ণরূপে নয়। কেহ একটি জীবন পৃথিবীতে আনিতেও পারে না, রক্ষা করিতেও পারে না।

ধন্য সেই জীবন, যে জীবন দ্বারা জগতের নরনারীর উপকার হয়। বৃক্ষ লতা মৃগ পক্ষীরাও জীবন ধারণ করে, কিন্তু যে জীবন বংশের তিলক স্বরূপ হয়, যে জীবন পরিবারের আনন্দদায়ক ও সুখ-বর্দ্ধক হয়, যে জীবন প্রতিবাসীর হিতার্থী হয়, যে জীবন পুষ্পের সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের ন্যায় মনুষ্যজাতিকে মোহিত করে, সেই জীবনই সার্থক। এমন জীবন অমূল্য ধন, কিন্তু তাহা অতি বিরল। সাধুর জীবন এবং মরণ উভয়ই সংসারের হিতকর। অসাধুর জীবন মৃত্যুর তুল্য। অতএব যদি জীবন ভাল হয়, তবে মরণেও সুখ আছে। তদ্ভিন্ন জীবনই মরণ।

স্বর্ণলতা।

স্বর্ণলতার বিবাহ হইয়া গেল। পিতা-মহী এবং মাতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইলেন। গ্রামের সকলেই পিতৃহীনা বালিকার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। বালিকা স্বর্ণলতা এক প্রকার অজ্ঞাত সুখ দুঃখের স্রোতের ভিতরে অজানিত অপরিচিত সংসারে গিয়া প্রবেশ করিলেন। বাদ্যের

রোল, লোকের ভিড় ইত্যাদির মধ্য দিয়া নববধূ ষ্টেশন হইতে সজ্জিত যানে শ্বশুর-গৃহে নীত হইলেন। সেখানে বিস্তর আত্মীয় কুটুম্ব পুরুষ স্ত্রী সমবেত হইয়াছেন। নূতন বধূ দেখিতে সকলেরই আগ্রহ। স্বর্ণলতা ক্ষীণাঙ্গী, বয়স অপেক্ষা সে ক্ষুদ্রাকৃতি। পিত্রালয়ের একটি দাসী তার সঙ্গে ছিল। শাশুড়ী আসিয়া স্বর্ণলতাকে ক্রোড়ে করিয়া প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যস্থলে অলক্তরঞ্জিত দুগ্ধ পাত্রে দণ্ডায়মান করাইলেন, বর আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। বিধি মতে শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি সহকারে স্ত্রীলোকগণের কলরবের মধ্যে বর বধূর বরণ হইল। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কোন রমণী বলিলেন, 'বড় ছোট মেয়ে।" কেহ পার্শ্ববর্ত্তিণীর অঙ্গ টিপিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "বড় রোগা।" কেহ বলিলেন চোক একটু কটা।" কেহ বলিলেন "হাত পার গড়ন বড় সরু ইত্যাদি। বরের কাণেও ঐ সকল কথা অস্পষ্ট ভাবে প্রবেশ করিল। শাশুড়ীর এক বিধবা ভগিণী নিকটে ছিলেন, তিনি নাক মুখ তুলিয়া বলিলেন "ও দিদি, ঘটকী মাগী কিগো! এক রত্তি ডেলা মেয়েটাকে তোমার ক্ষীরোদের যুগ্যি বলে কি সম্বন্ধ করেছে?" ক্ষীরোদের বড় ভগিণী নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "না না বেশ বৌ; হলই বা ছোট, দু বছর বই বড় হবে, তার জন্য এত কেন?" বধূর এখন বড় হইতে পাঁচ বছর যাবে। সকলের সাত পাঁচ কথায় শাশুড়ীর মনটাও বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি মুখ ভার করিয়া বৌকে ঘরে তুলিলেন। ক্ষীরোদও মুখ ভার করিয়া বাহির বাটীতে গেলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক, তাহাতে অনিচ্ছা সত্ত্বে বিবাহে মত দিয়াছেন, নববিবাহিত পাত্রীর সম্বন্ধে নানা মতামত শুনিয়া তাঁহার মনের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি হইল। বালিকা স্বর্ণলতার নূতন জীবনের প্রথম দিন এই রূপে আরম্ভ হয়।

পর দিবস ফুলশয্যা। কন্যার পিত্রালয় হইতে যথাসাধ্য দ্রব্যাদি আসিল। দরিদ্র গৃহের দ্রব্য ধনীর ঘরে পছন্দ হইবে কেন? পাড়া প্রতিবাসিনী কুটুম্ব স্ত্রীলোকগণ সকলেই সে সকল সামগ্রী লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ক্ষীরোদের দিদিমা ঠাকুরমা সম্পর্কীয় কেহ কেহ ক্ষীরোদকে ডাকিয়া তাঁহার নূতন শ্বশুরবাটীর দ্রব্য সম্বন্ধে তামাসা করিতে লাগিলেন। ক্ষীরোদ একে বিবাহ করিয়া মনে মনে বিরক্ত, তাহাতে বালিকা পত্নী সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়াছেন, আবার এই ঘটনায় আরো অসন্তুষ্ট হইয়া সে দিবস আর তিনি বাটীর ভিতর আসিলেন না। ফুলশয্যার সময় বহিয়া যায়, বর আর অন্তঃপুরে আসেন না। মাতা ডাকিয়া পাঠান, ভগিণীরা ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু ক্ষীরোদ আসিলেন না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

অগত্যা নববধূ সে রাত্রি তাঁহার ননন্দাদিগের নিকট শয়ন করিলেন। শাশুড়ী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "ওমা, এ কি অলক্ষণে বৌ! আমার অমন ছেলের কেন এমন ঘরে বিয়ে দিলাম! ছেলের পছন্দ হোল না, কুটুম্বও ভাল না।" আত্মীয়া কুটুম্বিনীগণ সকলেই গৃহিণীর কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "বড় অলক্ষণে বৌ।"

স্বর্ণলতার কর্ণে সকলের কথা গেল। বালিকা সমস্ত রাত্রি চক্ষের জলে উপাধান আর্দ্র করিলেন। তাঁহার পিতৃগৃহের দাসী যথাসাধ্য সান্ত্বনা দান করিতে লাগিল। এক প্রকার অজ্ঞাত বিষাদে বালিকার প্রফুল্ল হৃদয় ম্লান হইয়া পড়িল। মাতার স্নেহ ও পিতামহীর আদরের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। এইরূপে আট দিন অতীত হইলে তিনি পিতৃগৃহে পুনরায় একাকী গমন করিলেন। ক্ষীরোদ কুমার শ্বশুরগৃহে যাইতে অসম্মত হইলেন।

ক্রমশঃ

প্রতিধ্বনি।

পুরাকালে লোকে প্রতিধ্বনিকে কুসংস্কারের চক্ষে দেখিত। তাহারা শব্দের গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, সুতরাং সহজেই এ বিষয়ে ভ্রমে পড়িত। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সে সকল ভ্রম অপনয়ন করিয়াছেন। প্রতিধ্বনি তিন প্রকারের আছে। এক শ্রেণীর প্রতিধ্বনি অস্পষ্ট, শব্দের সম্পূর্ণ ভাব তাহাতে প্রতিধ্বনিত হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সমুদয় বাক্য বা শব্দ স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনিত হয়। তৃতীয় প্রকারের প্রতিধ্বনিতে এক শব্দ বা বাক্য বহু বার পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া মনকে বিস্মিত করে। প্রবল বায়ুতে শব্দতরঙ্গ চালিত হইয়া যখন কোন কঠিন বৃহৎ ও ঘন পদার্থে প্রতিঘাত হয়, তখনই প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়। প্রতিঘাতক বস্তু যত অচ্ছেদ্য হয় ততই প্রতিধ্বনি অধিক হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রতিধ্বনির অধিক প্রাদুর্ভাব। বৃহৎ উচ্চ অট্টালিকার প্রাচীর, ছাদ, পর্ব্বত ও পর্ব্বতগুহা নিবিড় কানন, এই সকল স্থানেই প্রতিধ্বনির উৎপত্তি হয়। ব্রসেল নগরের কোন স্থানে এক শব্দের প্রতিধ্বনি পনর বার শ্রুত হইত। ইটালির অন্তর্গত মিলান নগরে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এক প্রাসাদ অনেক দিন হইতে পরিত্যক্ত ও ভগ্ন অবস্থায় ছিল। কেবল তাহার এক প্রান্তে এক জন দরিদ্র কৃষক বাস করিত। প্রাসাদের কোন বিশেষ স্থানে একবার পিস্তলের আওয়াজ করাতে প্রায় ছাপান্ন বার সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। প্রথম কুড়িটি ধ্বনি বেশ পরিষ্কাররূপে হইয়াছিল, তৎপরের শব্দগুলি অস্পষ্ট ভাবে এবং শীঘ্র শীঘ্র ধ্বনিত হয়। মধ্যে মধ্যে দুইটা শব্দ এক সঙ্গে শুনা যাইতেছিল। যেন প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছিল।

পার্ব্বত্য প্রদেশে, হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থানে, এবং পুরাতন ও পরিত্যক্ত অস-

মান প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও সমুদ্রতীরে প্রতিধ্বনি উৎপত্তির উপযুক্ত স্থান। উত্তমাশা অন্তরীপে হনিরক্ নামক পর্ব্বতে বেশ সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শ্রুত হওয়া যায়। নরওয়ে প্রদেশে এবং ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়ার অনেক পার্ব্বত্য স্থলে প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। জিনেভা হ্রদের নিকট এক শব্দ দ্বাদশ বার প্রতিধ্বনিত হয়। এডিন-বরা সহরে কোন স্থানে কামান ছুড়িলে তাহা স্পষ্টরূপে বহুবার প্রতিধ্বনিত হয়। আয়র্লণ্ড প্রদেশে মক্রস এবিতে বংশী-ধ্বনি করিলে বোধ হয় যেন তাহার উত্তরে শত শত বংশী ধ্বনিত হইতেছে। আরল্-অব কর্ণার নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন ভজনালয়ে প্রতিধ্বনির শব্দ এত উচ্চ যে, দ্বার রুদ্ধের শব্দ হইলে যেন বজ্রধ্বনি তুল্য শব্দে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। এবং বাদ্য যন্ত্রের একটী সুর বাজাইলে মহা ঝঙ্কারে শত বাদ্যের শব্দ উত্থিত হয়। নির্জ্জন সমুদ্রতীরে তরঙ্গের মহা-শব্দ মৃদু মধুর শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া শ্রোতার কর্ণ তৃপ্ত করে। নির্জ্জন গিরি-কন্দরে কিংবা সুবিশাল সাগরতীরে, বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকাতলে প্রতিধ্বনির আশ্চর্য্য খেলা দেখিয়া মন বিস্ময়ে মগ্ন হয়। পুরাকালীন কল্পনাপ্রিয় গ্রীক জাতি যে এই প্রতিধ্বনিকে দেব-তার আসনে স্থান দিয়াছিলেন তাহা কিছুই অসম্ভব নহে।

দেবালয় সেবা।

পুষ্প পত্রে দেবালয়,
সাজাইতে সাধ হয়,
তাই মোরা করি আয়োজন;
দেবালয় পুণ্যধাম,
পূর্ণ হয় মনস্কাম,
কুসুম সবার প্রিয় ধন।
পুষ্পপাত্র লয়ে করে,
পূত মনে ভক্তিভরে,
এস যাই দেবের ভবন;
নববিধানের নীতি,—
পুষ্পাঞ্জলি নাহি রীতি,—
নিয়মের নিষিদ্ধ বচন।
নতুবা দিতাম আমি,
পুষ্পাঞ্জলি ওহে স্বামী;
ভক্তিপুষ্প সকলের সার;
কোথা পাব তাহা আমি,
বল দেব অন্তর্য্যামী,
নাহি প্রীতি ভকতি আমার।
নাহিক ভকতি পুষ্প,
আমার হৃদয় শুষ্ক,
ফুলমালা দিই উপহার;
প্রাতে গাত্রোত্থান করি,
পুষ্পডালা হাতে ধরি
সাজাই মন্দির দেবতার।
কুসুম কলিকা প্রায়,
বালিকা সকলে যায়
নিত্য তথা জননীর সনে;
নানা বর্ণ ফুল যত,
লয়ে সবে মনোমত

আঁকে ছবি বেদীর সদনে।
মনোহর দৃশ্য শোভা,
যেন পুণ্যজ্যোতি প্রভা
স্বর্গ হতে পড়ে ভূমিতলে;
বিমল বালিকা মন,
সরল শুদ্ধ জীবন,
কমল ভাসিছে যেন জলে।
আহা যথা পুরা কালে,
মিলে সব ঋষি দলে
ভজিতেন হরি নিরঞ্জন;
ঋষি কন্যা যত তাঁরা
পুণ্যাশ্রমে ফুটে তারা
করিতেন পূজারায়োজন।
ঈশ্বরের প্রিয় কন্যা,
সুরূপা পরমা ধন্যা
অবতীর্ণ হন ধরামাঝে;
করিতে শোভা বর্দ্ধন,
তাঁহাদের আগমন;
সাজান মন্দির পুষ্পসাজে।
আমাদের এ হৃদয়,
কর দেব দয়াময়,
চরণকমলে বিভূষিত;
মিলালে নববিধানে,
দুই কাল এক স্থানে,
দেখি প্রাণ হইল মোহিত।
মহর্ষি দেবর্ষি যত
সবাকার এক মত
মূলে এক হরি বর্ত্তমান;
তাঁহাদের অনুগত,
বালিকা মহিলা যত,
এক পথে সবে ধাবমান।

কোমল কুসুমকান্তি,
বিচিত্র বরণ ভাতি,
দরশনে কত সুখ হয়;
যেন স্বর্গরত্ন খসি,
ঠাকুরের ঘরে পশি,
উল্লসিত করিছে হৃদয়।
আ মরি কি অপরূপ!
যেন শুভ্র তারারূপ,
সেফালির শুভ্র রূপরাশি;
তোমার মিষ্ট আঘ্রাণ,
আছে তাহে বর্ত্তমান,
তাই ফুল এত ভাল বাসি।
আসিলে ঠাকুর ঘরে,
ফুল সাজাবার তরে,
কত ভাব উঠে মনে মনে;
নব ভাব নব রূপ,
নববিধানস্বরূপ,
কত শান্তি দেয় নারীগণে।
গোলাপ চম্পক জাঁতি,
করবি জুঁই মালতি,
দশবাই সেফালি কাঞ্চন;
নয়নরঞ্জনকারী,
ফুলের রূপ মাধুরী,
দরশনে জুড়ায় নয়ন।
ফুটন্ত কুসুমরাজী,
পূর্ণ করি হৃদিসাঝি
বিচিত্র সৌন্দর্য্য তার দেখি;
ছোট ছোট পুষ্প তুলি,
তাহার পাপ্‌ড়ি খুলি,
শ্রীহরির নামমালা লেখি।

চির দিন যেন হরি,
এ আনন্দ ভোগ করি
তব ঘর সাজাইতে পারি ;
অনুগ্রহ কর সবে,
যেন সুখী হই ভবে,
তুমি ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী।

গাঁথিয়া কুসুমহার
দিনু পদে উপহার,
কর এবে সবে আশীর্ব্বাদ ;
গলায় আঁচল দিয়া,
শ্রীচরণে লুটাইয়া
বার বার করি প্রণিপাত।

'তত্রৈব রমতে হরিঃ' । *

ক্ষুদ্রে মহতি তুল্যৈব মমতা যত্র গেহিনঃ।
নৈবাত্মীয়পরজ্ঞানং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৬ ॥
গৃহী যথা বড় ছোট না করি বিচার,
সকলেরে সমভাবে ভাবে আপনার ;
আপনার পর জ্ঞান যে ভবনে নাই,
শ্রীহরি বিহার তথা করেন সদাই। ১৬।
শাকান্নং ধর্ম্মতো লব্ধং ভোজয়ন্ স্বজনাতিথীন্।
শেষং যত্র গৃহী ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৭ ॥
ধর্ম্মপথে শাক অন্ন করি আয়োজন,
ভোজন করায় অগ্রে অতিথি স্বজন ;
যে গৃহে শেষান্ন গৃহী করয়ে ভোজন,
বিরাজেন সেই গৃহে দেব নারায়ণ। ১৭।
ধেনুর্ধান্যং পুষ্করিণী যত্রাহবন্ধ্যাশ্চ পাদপাঃ।
আতিথ্যং দম্পতীপ্রেম তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৮ ॥

* এই প্রবন্ধের ১ম হইতে ১৫টি শ্লোক ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, (নব্যভারত ৮ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—১২৯৭, দেখ) এ জন্য সমগ্র প্রবন্ধটি ইহাতে না দিয়া উহার অবশিষ্টাংশ ইহাতে প্রদত্ত হইল। নব্যভারতে ইহার যে অংশ বাহির হইয়াছে, তাহাতে বিস্তর ভুল আছে, তাহা আমার প্রুব না দেখায় ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটা ভুল যথা ;—৬নং শ্লোকে—'তির্য্যক্ষেতাহপি' না হইয়া 'তির্য্যঞ্চোহপি' হইবে। ৯নং শ্লোক—'অদ্বৈতভক্তিসূত্রেণ'—এই পদের পর 'বদ্ধা' এই পদটি ছাড় হইয়াছে। ১৩নং শ্লোকে—'সুপুষ্পফলবা' না হইয়া 'সুপুষ্পফলদা' হইবে'।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

ধান্য যথা সুসঞ্চিত, বৃক্ষ ফলবান্,
স্বচ্ছ জলাশয়, ধেনু দুগ্ধ করে দান ;
যে গৃহে দম্পতীপ্রেম, অতিথি-সৎকার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার। ১৮।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগৎসন্তর্পণঃ সদা।
প্রবর্ত্ততে যত্র যজ্ঞস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার,
তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার ;
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ভবনে তাহার,
সদাই পরমানন্দে করেন বিহার। ১৯।
বসুন্ধরেব গৃহিণী যত্র সর্ব্বংসহা গৃহে।
সুখে দুঃখে নির্বিকারা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২০ ॥
সুখে দুঃখে নির্বিকার গৃহিণী যথায়,
সকলি সহিয়া থাকে ধরণীর প্রায় ;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই আশ্রমের সার,
গোলোকবিহারী তথা করেন বিহার। ২০।
গৃহিণা স্মর্য্যতে যত্র সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।
সমাহিতেন শুচিনা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২১ ॥
যে গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে শুচি হয়,
হরিপদে সমাহিত যাহার হৃদয় ;
সর্ব্বকার্য্যে করে যেই শ্রীহরি স্মরণ,
তারি গৃহে বিরাজেন প্রভু নারায়ণ। ২১।
পুণ্যে তপোবনে বাপি চণ্ডালভবনেহথবা।
যত্রৈবাবাহ্যতে ভক্ত্যা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২২ ॥
পূজনীয় মহর্ষির পুণ্য তপোবনে,
অথবা ঘৃণিত অতি চণ্ডাল-ভবনে ;
যে যেখানে ভক্তিভাবে করে আবাহন,
বিরাজেন সেইখানে বৈকুণ্ঠরমণ। ২২।
ক্ষুধার্ত্তোহন্নং তৃষার্ত্তোহম্বু শোকার্ত্তো যত্র সান্ত্বনাম্।
ভীতোহভয়ংচ লভতে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২৩ ॥

ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্ত্ত যথা লভে অন্ন পান,
শোকার্ত্তের হয় যথা শোকের নির্বাণ ;
যে গৃহে ভয়ার্ত্ত জীব লভয়ে অভয়,
নিত্য বিরাজেন তথা হরি দয়াময়। ২৩।
শিরো নৈব করোত্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্নুচ্চৈরপি ক্রিয়াঃ।
গৃহী যত্র সদা নম্রস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২৪॥
যে গৃহে গৃহস্থ কাজ করে উঁচু উঁচু,
তথাপি সবার কাছে মাথা করে নিচু ;
নাহি জানে অভিমান, সদা নম্র অতি,
বিরাজেন সেই গৃহে কমলার পতি। ২৪।

সতী নারীরা ভক্তের এই উপহার গ্রহণ করুন ;—

সতীষু নারীষু চ সর্ব্বভূত—
প্রকামসন্তর্পণদীক্ষিতাসু।
পূর্ণান্নপূর্ণাস্বিব লক্ষয়েঽহম্
মূর্ত্তিং হরে! সত্ত্বময়ীং তবৈব॥

যাঁহারা পতিব্রতা, সর্ব্বজীবের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধনে দীক্ষিতা, গৃহস্থাশ্রমে পূর্ণ অন্নপূর্ণা-রূপে বিরাজমানা, সেই সকল রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, হরি হে! জ্ঞান হয়, আমি তোমারি সত্ত্বগুণময়ী মাতৃকা-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি। শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

স্বর্ণরেণু।

অগ্নি বিনা স্বর্ণ বিশুদ্ধ হয় না। দুঃখ বিনা জীবন প্রস্তুত হয় না।

—•—

জগতের সকল সুখের উৎস প্রেম, আবার অনেক দুঃখের কারণ প্রেম।

সহানুভূতি এবং একতা ভিন্ন কোন ভালবাসার বন্ধন স্থায়ী হয় না।

সকল ঋণ পরিশোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহ জীবনে পিতা মাতার ঋণ কখন শোধ হইতে পারে না।

সকল ভূষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূষণ সতীত্ব। সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পবিত্রতা ও সুনীতি।

যাহার মনে পাপবোধশক্তি প্রবল সে এক কালে পুণ্যবান হইবেই হইবে ; আর যাহার আপনদোষের প্রতি দৃষ্টি নাই তাহার পক্ষে ভাল হওয়া অতি কঠিন।

হিংসার মত কঠিন রোগ আর নাই। হিংসা তর্ক যুক্তি মানে না, উচিত অনুচিত বুঝে না, সে আপনার আগুনে আপনি জ্বলিয়া মরে। কেহ তাহার সঙ্গে সহানুভূতি করে না, সুতরাং সে গোপনে পুড়িয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়।

মানুষ আপনাকেও চেনে না, অন্যকেও চিনিতে পারে না। যদি সে নিরপেক্ষ ভাবে আপনাকে চিনিতে সমক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্যের উপর আর বেশী মতামত চালাইতে সাহস করে না। আপনিই সে অনেক প্রশ্নের উত্তর।

সংবাদ।

ফরাসি রাজ্যে বিবাহের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে, বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। হাজারের মধ্যে সাত জনের বিবাহ হয়। দারিদ্র্য কষ্টভয়ে অনেক স্ত্রী পুরুষ বিবাহে সাহস করে না।

আমেরিকা নিউইয়োর্ক নগরে একটী স্ত্রীলোক কোন এক জন প্রধান রাজপুরুষকে গুলি করিয়াছিলেন। আক্রান্ত ব্যক্তির হস্তে এক খানি পুস্তক ছিল তাহা দ্বারা তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ

কতকগুলি টাকা চাঁদা অনেক দিন পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহার সংবাদ কেহ জানিত না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট একাউনটেণ্ট আফিস হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, উক্ত মহত্মার নামে ত্রিশ হাজার টাকা জমা আছে। বেথুন স্কুলের উন্নতির জন্য এই টাকা ব্যয় হইবে। ওটিকতক ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিলে ভাল হয়।

দুই শত হিন্দু স্ত্রী মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। অনাথা বিধবাদিগের পক্ষে ইহা একটী বড় সুবিধার বিষয়।

হিন্দুবিবাহপদ্ধতি সংশোধনের জন্য এবার স্বদেশ বিদেশের অনেক বড় বড় স্ত্রী পুরুষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ে এক আবেদন পত্র পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ড ও ভারতে স্বাক্ষর সংগৃহীত হইতেছে। এই আবেদন পত্রে বালিকা বধূ এবং বিধবাদের দুঃখ দুর্গতি বিশেষরূপে জানান হইবে। মহারাণী যাহাতে এ বিষয়ে দয়া করেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত কোন এক গ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের ছয়টী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। ষষ্ঠি বৎসর বয়স্ক কোন বৃদ্ধ কুলীনের সহিত এইরূপ কথা হয় যে, তিন শত টাকা দিলে সে ছয়টা মেয়েকে একাই বিবাহ করিবে। ছয়টী কন্যার মধ্যে প্রথমটী ২২।২৩ বৎসরের, সর্ব্ব কনিষ্ঠা ৩।৪ বৎসরের। কুলীন ব্রাহ্মণ ঠাকুর অগ্রে টাকা লইয়া শেষে আর বিবাহ করিতে

চাহেন না। শ্বশুর তাহার নামে নালিশ করিল। কিন্তু মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইতে না হইতে তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। পরে কন্যাগণের পক্ষ হইতে ছয় শত টাকা দিয়া উক্ত বৃদ্ধ কুলীনের সহিত উহাদের বিবাহের কথা স্থির হইল। ইতিমধ্যে কন্যাগণের ভ্রাতা কোন অকুলীনকে ভগ্নী সম্প্রদান করিয়াছে, তজ্জন্য তাহার উপর সামাজিক উৎপড়ীন আরম্ভ হইয়াছে। বিবাহের নামে এইরূপ কত অত্যাচার এখনও হয়।

ব্যাঙ্গালোরে একটী হিন্দু রমণী মাইনর স্কুলে পড়িত, তাহার পর সে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তাহার স্বামী ইহাতে নারাজ ছিল। সে নিজেও একজন পরীক্ষার্থী ছাত্র। ঈর্ষাবশতঃ হউক, কিম্বা মান সম্ভ্রমের অনুরোধে সে ব্যক্তি স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক পরীক্ষার স্থান হইতে ধরিয়া আনে। এক্ষণে সেই স্ত্রী মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শিখিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

বৈদ্যবাটীর একটী মুসলমানের একাদশ বর্ষীয় বয়স্কা কন্যা একটী পঞ্চম বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে গহনার লোভে জলে ডুবাইয়া মারে, বিচারে তাহার প্রতি দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি হইয়াছে। অলঙ্কারলালসা অতি ভয়ানক রোগ। ইহাতে বেশী লোভ হইলে মানুষ কোন্ পাপ না করিতে পারে।

এ বৎসর বন্যার জলে নদীয়া মুর্শিদাবাদ, যশহর জেলার অনেক স্থান ডুবিয়া গিয়াছে। ঢাকা অঞ্চলে এত জল বাড়িয়াছে যে,প্রাচীনেরা তেমন জলবৃদ্ধি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। সে দেশের লোকেরা এখন মাচায় বাস করে। এক সন্ধ্যার অধিক তাহাদের অন্ন জোটে না। ধান্য ক্ষেত্র সব ডুবিয়া গিয়াছে। অন্নকষ্ট সমূহ। জলমগ্ন দেশ সকলের দুঃখী প্রজাদিগের সাহায্যার্থ অনেক দয়ালু ব্যক্তি অর্থ দান এবং পরিশ্রম করিতেছেন। পাঠিকাগণ, এই সময় দয়া-ধর্ম্ম করিয়া লউন।

/গত ৭ ই আশ্বীনে যশহর খুলনিয়া সম্মিলনী সভার পারিতোষিক দিবার জন্য আলবার্টহলে একটী সভা হইয়াছিল। এই সভা বালিকা এবং অন্তঃপুরবাসিনীদিগের জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইরূপ সম্মিলনী সভা আরো কয়টী আছে। যুবক ছাত্রবৃন্দ এ জন্য বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।/

বোম্বাই অঞ্চলে ব্রোচ নামক স্থানে সারিন বাই নাম্নী পঁচিশ বৎসর বয়স্কা কোন যুবতী বিবাহভঙ্গের জন্য আদালতে নালিস করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বলেন, যখন তাঁহার বয়স ছয় কি সাত মাস, তখন বিবাহ হইয়াছে। তার পর তিনি পিত্রালয়ে ছিলেন, স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই, অতএব অজ্ঞাকৃত এ বিবাহ ইহা বিধিসঙ্গত হইতে পারে না। এইরূপ আর দুই পাঁচটা মোকদ্দমা এ সময় উঠিলে বিবাহের আইন পরিবর্ত্তনের গুরুতর আবশ্যকতা সকলে অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৭ম সংখ্যা।] কার্ত্তিক, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

শ্রীমতী জেনারেল বুথ্।

"মুক্তিফৌজ" নামে একটী আধুনিক খ্রীষ্টান্ সম্প্রদায় আছে বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। এই সম্প্রদায়ের নরনারীরা বড় উৎসাহী আত্মত্যাগী। ইহাঁরা পুরাতন খ্রিষ্টীয়ানদিগকেও পুনরায় নবভাবে খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এ ধর্ম্মের প্রচারক ও প্রচারিকাগণ খালি পায়ে, গেরুয়া কাপড় পরিয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া, কেহবা টিকি রাখিয়া পথে পথে খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাইয়া হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। মদের দোকানে যেখানে সেখানে গিয়া মন্দ স্ত্রী পুরুষকে ধরিয়া উপদেশ দেন। ইয়োরোপের হাজার হাজার লোক এই দলে যোগ দিয়াছে। গরিবানা চালে ইহাঁরা চলেন, যখন যে দেশে যান সেই দেশের প্রথানুসারে পানাহার করেন, এই জন্য অভিমানী ইংরাজেরা ইহাঁদিগকে ঘৃণা করে, ধরিয়া জেলে পাঠাইয়া দেয়, অসভ্য অভদ্র ছোট লোক বলিয়া উপহাস করে।

এই দলের সংস্থাপক এবং প্রধান নেতা যিনি তাঁহার নাম জেনারেল বুথ্। যুদ্ধের নিয়মে ইহাঁদের সকল কাজ হয়, অর্থাৎ পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ইহাঁরা সৈন্যদলরূপে পৃথিবীর সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের ক্যাপ্টেন্ কর্ণেল জেনারেল ইত্যাদি সব উপাধি। অল্পকাল মধ্যে মুক্তিফৌজের দল অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি দলপতি জেনারেল বুথের পত্নী পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী পাঠে পাঠিকাগণ উৎসাহী হইবেন সন্দেহ নাই। মুক্তিফৌজের দল ইহাঁকে জননীর ন্যায় মনে করিতেন।

বুথ কোন মেথাডিষ্ট খ্রিষ্টানের একমাত্র কন্যা। বাল্যকালেই তাঁহার চরিত্রের বল এবং বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। পাঠ্যাবস্থায় সময়ে সময়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁহার হস্তে অপর ছাত্রীগণের ভার অর্পণ করিতেন। বুথ যদিও বিদ্যা বুদ্ধিতে তাহাদের উপরে ছিলেন, কিন্তু পাছে কাহারো মনক্ষুণ্ণ হয় এজন্য আপনাকে তিনি বড় বলিয়া কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না, বরং তাহাদিগকে আপনা অপেক্ষা বাড়াইতেন। নিজের পুত্র কন্যাগণ কেহ কাহাকে হিংসা না করে, কেহ স্বার্থপর না হয়, এইজন্য উপরিউক্ত

নিঃস্বার্থ ত্যাগস্বীকারের ভাবটী পরজীবনে তিনি তাহাদিগের মনে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দেন।

অল্প বয়সেই বুথের জ্ঞানতৃষ্ণা বলবতী হয়। যখন তিনি বালিকা, তখনই বড় বড় ধর্ম্মসংস্কারক সাধু-মহাত্মাদের জীবনচরিত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ত্রয়দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে মদ্য পানের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেন। মদ্যপাননিবারিণী সভার তখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা। সুরাপানের বিরোধী হইয়া যখন তিনি শত্রুপক্ষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে জেনারেল বুথ সাহেব তাঁহাকে স্ত্রীরূপে মনোনীত করেন। বিবাহের পর দশ-বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী স্ত্রী উভয়ে মেথাডিষ্ট সমাজে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ ব্যাকুলতা বিশ্বাস বৈরাগ্য দর্শনে শত শত লোক পরিত্রাণের জন্য লালায়িত হইত। মিসেস্ বুথকে তখন লোকে কেবল স্বামীর এক জন পরামর্শদাত্রী সহকারিণী মহাউদ্যমশালিনী কর্ম্মকত্রী রূপেই জানিত, কিন্তু তিনি যে আবার সুবক্তা, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। প্রকাশ্য রূপে কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে তিনিও বড় কুণ্ঠিত হইতেন। পরিশেষে কর্ত্তব্যের পেষণে সে লজ্জা সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তাঁহার বক্তৃতা উপদেশ এমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল, যে যে সকল ব্যক্তি স্ত্রীবক্তার বিরোধী তাহারাও স্বীকার করিল, বুথের এ বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা আছে। এই সময় হইতে ত্রিশ বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি নিজের কার্য্যের জন্য আর বড় অবসর পাইতেন না, অবিশ্রান্ত কেবল সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য বড় বড় নগরের বড় বড় সব হল লোকে পূরিয়া যাইত। তাহা শুনিবার জন্য শিক্ষিত জ্ঞানী এবং ধনীরা সামান্য শ্রেণীর শ্রোতৃদলের ভিড়ের মধ্যে মিশিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিতেন, পাপ অহঙ্কার কপটতার ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন, ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করিতেন না, তথাপি শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় স্থির হইয়া তাহা শুনিত, কেহ এক পাও নড়িত না। দীর্ঘ উপদেশ, দেড় ঘণ্টা স্থায়ী বক্তৃতা, তথাপি কেহ শ্রান্ত হইত না, বরং শেষ হইলে সকলে দুঃখ প্রকাশ করিত। লণ্ডন, গ্ল্যাসগো, বেলফাষ্ট, ব্রাইটন প্রভৃতি নগরের বড় বড় প্রশস্ত বাড়ীতেও লোক ধরিত না, শত শত লোক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

বুথের বক্তৃতা উপদেশ যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ এবং ভাবোদ্দীপক ছিল। বিশুদ্ধ পরিষ্কার জ্ঞান যুক্তি দ্বারা অগ্রে সকলকে বুঝাইয়া পরে তাহাদের হৃদয়কে বিগলিত করিবার জন্য তিনি করুণভাবে অত্যন্ত কান্না কাটি করিতেন। ব্যাকুলতা কাতরতা মিনতি এ দলের একটী প্রধান লক্ষণ। বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াও তিনি

নিশ্চিন্ত হইতেন না, যাহাতে তাহা কার্য্যে পরণত হয় তজ্জন্য এমনি অনুরোধ করিতেন যে তাহা কেহ ভুলিতে পারিত না। তিনি যে কেবল বক্তা ছিলেন তাহা নহে, এক জন বেশ লেখকও ছিলেন। পৃথিবীর দূর দূর দেশে নানা বিষয়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহা গ্রন্থাকারে পরিণত হইলে লোকে পড়িয়া তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত "প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম" "কাজের ধর্ম্ম" "ঈশ্বরত্ব" ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। কেবল কি তিনি প্রকাশ্যে সাধারণের হিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন? পারিবারিক এবং গুপ্ত জীবনও তাঁহার অতীব আশ্চর্য্য। স্বামীর হাজার হাজার সদনুষ্ঠানের তিনি সহায় হইয়া তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতেন, নিজে সে সকল কাজে খাটিতেন, নির্ভয়ে সাহস সহকারে স্বামীর পক্ষ সমর্থন করিতেন; তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। কিন্তু বাহিরের কাজে এত ব্যস্ত থাকিয়াও কখনো তিনি গৃহকার্য্য, সন্তানাদি পালনে অবহেলা করেন নাই। মাতা এমন আর দেখা যায় না। সন্তানদিগকে এরূপে জ্ঞান এবং প্রেমের সহিত অল্প লোকেই মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে।

বুথের আটটী ছেলে মেয়ে। তন্মধ্যে সাত জন এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে মুক্তিফৌজের প্রধান সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অবশিষ্টটী কিছু দুর্ব্বল রুগ্ন, কিন্তু সেটীও বেশ বিশ্বাসী। বুথ যেরূপ মান্য গণ্য, তাঁহার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কত বড় বড় লোকও আছে, ছেলেরা চাকরী করিলে বড় বড় চাকরী পাইতে পারিত। তদ্বিষয়ে কেহ সাহায্য করিতে চাহিলে বিবি বুথ বলিতেন, "আমার সন্তানেরা জন্মকাল হইতে ঈশ্বরের সেবার জন্য উৎসর্গিত হইয়াছে।"

বুথের বড় ছেলে পিতার প্রধান সহকারী। তিনি সৈন্যদলের সমস্ত অভাব দেখেন শুনেন। বড় মেয়েও একটী গুরুতর কার্য্যে ব্রতী। কেহ আমেরিকা, কেহ জার্ম্মণ ফ্রান্সে, কেহ ভারতে সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ করেন। দ্বিতীয়া কন্যা সিভিলিয়ান টাকার সাহেবের পত্নী। ইহাঁরা উভয়েই বৈরাগীর বেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। অবিবাহিতা দুইটী কন্যা নিজদেশে এই কাজে ব্রতী আছেন। মৃত্যুশয্যায় মিসেস্ বুথ দেখিয়া গেলেন যে তাঁহার সমস্ত ছেলে মেয়ে গুলি তাঁহার পথ অনুসরণপূর্ব্বক ভগবানের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। আহা কি সুখের জীবন! কি সুখের মৃত্যু! সন্তানদিগকে বাল্যকাল হইতে তিনি যেরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তদনুরূপ ফল ফলিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুদিগকে বলিতেন, "আমি দুষ্ট ছেলে পাইতে ইচ্ছা করি না।" কেহ একটু সামান্য দুষ্টামি করিলে বলিতেন, "কি? এমন কাজ আমার ছেলেরা করিতে পারে?" ইহার বেশী ভৎর্সনা তাড়না ছিল না। সন্তানদিগকে এই ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন,—"লেখা পড়া

শিখিয়া তোমরা ঈশ্বরের কাজ করিবেত? তা যদি না কর, তাহা হইলে সয়তানের সেবার জন্য আমি তোমাদিগকে লেখা পড়া শিখাইব না। ঈশ্বরের কাজের জন্য একটা ভাষা শেখাই যথেষ্ট, এবং যত অল্প শিক্ষা কর ততই উত্তম; অধিক জ্ঞান কেবল মন্দ কাজ করিবার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।"

প্রকাশ্যে যে সকল উপদেশ তিনি দিতেন, বাড়ীতে তাহার অনুরূপ কাজও করিতেন। যাহারা তাঁকে ভালরূপে জানিত, তাহারা তাঁকে অধিকতর ভাল বাসিত। এমন সকল সৎগুণ মহত্ত্ব ছিল, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অহঙ্কার বা নেকামি প্রকাশ পাইত না। বুথের পারিবারিক এবং গুপ্তজীবন এমন আড়ম্বর-শূন্য সাধাসিধে রকম ছিল যে লোকে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। দশ মিনিট কাল তাঁহার সঙ্গে কেহ আলাপ করিলে বুঝিতে পারিত কি এক জন বুদ্ধিমতী বীররমণীর সঙ্গে সে আলাপ করিল। জীবনের অতি কঠিন সমস্যা সকল তিনি অতি সহজে মীমাংসা করিয়া দিতেন। সহজজ্ঞান বড় প্রখর ছিল।

বড় বড় সভায় লোকদিগকে উপদেশ দ্বারা জাগাইয়া মত্ত করিয়া তাহার পরেই আবার সংসারের সামান্য সামান্য কার্য্যে তিনি মনোনিবেশ করিতেন। সাধারণের অগোচরে, গৃহে আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে একটী বড় সুখকর অবস্থা ছিল। যখন যখন তিনি স্ত্রীজাতির অধিকার স্থাপনার্থ অগ্রসর হইতেন, তখন তাঁহার ব্যবহারে পুরুষোচিত কঠোরতা বা স্ত্রীত্ববিহীনতা প্রকাশ পাইত না। বরং তিনি সাধারণের অনুরাগ প্রশংসা বিষয়ে কিছু বেশী লজ্জাশীলা ছিলেন। লোকানুরাগ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হয় নাই, আপনা হইতেই তাহা সমাগত হইয়াছিল। লোকের প্রশংসা পাইবার জন্য তিনি কর্ত্তব্যের পথ হইতে এক চুল তফাতেও যাইতেন না, এবং তজ্জন্য কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে চাহিতেন না। জনসমাজের দুঃখমোচনের জন্য বাধ্য হইয়া কেবল প্রকাশ্যে লোকসমারোহের মধ্যে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইত, কিন্তু সেটা লুক্কায়িত জীবনের শান্তিসম্ভোগের ইচ্ছার বিপরীতে ঘটিত। নিঃস্বার্থভাবে তিনি দুঃখী গরীবের মঙ্গলের জন্য প্রশংসনীয় কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

পীড়ার সময় দুই বৎসরকাল নিজজীবনের কার্য্যবিবরণ সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিতেন। ইহা পুস্তকাকারে দেখিবার জন্য সভ্য ইয়োরোপ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বুথের অনেক সৎকার্য্য আছে, তন্মধ্যে তাঁহার চারিটী কন্যার নেতৃত্বে চারি হাজার স্ত্রীলোক দেশে দেশে বৈরাগিনীর বেশে পথে পথে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা ছাড়া দশ হাজার ভদ্র মহিলা তাঁহার দৃষ্টান্তে সুখ বিলাস কমাইয়া জনসেবার কার্য্যে প্রচুর সাহায্য দান

করেন। দলের বহির্ভাগে গোপনে গোপনে আরও কত কার্য্য হইতেছে তাহা কে বলিবে? জীবদ্দশায় নিজজীবনের কার্য্যে এরূপে কেহ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ধনীর রাজপ্রাসাদ হইতে দীনের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত আজ তাঁহার নাম সকলে সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধার সহিত গান করিতেছে। যে দেশে তিনি কখন যান নাই, যাহাদিগকে কখন দেখেন নাই, তাহাদের ভিতরেও তাঁর দৃষ্টান্তশক্তি বিস্তৃত হইয়াছে। জেনারেল বুথ জীবনে যাহা করিলেন, মৃত্যুতে যে তাহার শত গুণ ফল ফলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এক একটী মানবজীবনে ভগবানের কত লীলাই দেখা যায়। এই রূপ জীবনই অমর হইয়া থাকে, অবশিষ্ট সকলই পঞ্চভূতে বিলীন হয়।

——

কালপুরুষের লীলা।

কালপুরুষ যখন মানুষকে পৃথিবীতে আনেন, তখন তার প্রতি তাঁহার কতই স্নেহ সমাদর! শিশু সন্তানটী যেন বিকসিত গোলাপের ফুলটী। সে লোকের কোলে কোলেই বেড়ায়, এক বারও মাটীতে পা দেয় না। কর্ত্তা গিন্নী ঝি বউ ছোট ছোট বালক বালিকা, চাকর চাকরাণী সকলেই তাহাকে কোলে লইয়া "যাদু ধন" "সোণার চাঁদ" ইত্যাদি সোহাগের বচনে আদর করে, নাচায়, সাজায়, খাইতে দেয়। সোণার চাঁদের আদরের আর সীমা নাই। একবার যদি কাঁদিলেন, কি ব্যারাম হইল, বাড়ীশুদ্ধ লোক অমনি ভাবিয়া অস্থির, পিতা মাতার আহার নিদ্রা বন্ধ। ছেলের কান্না কিসে থামিবে, তাহার রোগ কিসে সারিবে, এই চিন্তায় সকলে আকুল।

ছেলে যত বড় হয়, কালপুরুষের আশীর্ব্বাদে তাহার শরীরটী তত হৃষ্ট পুষ্ট হয়, তাহাতে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। বাড়ীতে কোন দুষ্টামি করিলে কিম্বা পাঠশালে না গেলে, মায়ের হাতে যদিও সে এক আধটা চাপড় খায়, কিন্তু এ বয়সেও আদর যত্ন বড় কম নয়। পিতা মাতা বস্ত্র অলঙ্কারে তাহাকে সাজাইতেছেন, খেলনা এবং উপাদেয় খাদ্য কিনিয়া দিতেছেন। বালক যাহার জন্য আবদার করিবে, পিতা মাতা যেমন করিয়া পারে তাহা আনিয়া দিবে। স্বর্গের চাঁদ হাতে লাগাল পাইলে তাহাও আনিয়া দিতে পারিত। এখন কেবল বৃদ্ধি, উন্নতি, বিকাশ। ভাল খাইতে না পাইলেও তাহার বৃদ্ধি হয়।

তার পর যৌবন। এ সময় কালপুরুষ তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুটাইয়া যেন ফুলের ডালি সাজাইয়া দেন। বুদ্ধি বৃত্তিও তৎসঙ্গে বিকসিত হইতে থাকে। আশা উৎসাহ বাড়ে। স্বাধীন হইয়া তখন যুবক যুবতী আপনি আপনার পথে চলিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে যদিও সেই শৈশবের কোমলতা, এবং বাল্যের মনোহর লাবণ্য থাকে না, কিন্তু যৌবন-

সম্পন্ন হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ শরীরধারী যুবক যুবতী জীবনের মধ্যাহ্ন গগনে উদিত হইয়া সৌন্দর্য্যচ্ছটায় বাড়ী ঘর আলোকিত করে। এইটী সুখের চরমসীমা। আশা উদ্যমে জীবন পরিপূর্ণ। যুবক যুবতীর প্রতি কালপুরুষের আদর যত্ন আরো অধিক। তাহাকে তিনি বলে পরিপুষ্ট, সৌন্দর্য্যে ভূষিত, জ্ঞানে উন্নত, বাসনা অভিলাষে উৎফুল্ল করিয়া বিবাহ দেন, সুখের বাসর ঘরে, কুসুমশয্যায় স্থাপন করেন, পান ভোজনের নিমিত্ত পোলাও কাবাব লুচি সন্দেশ কত কি সামগ্রী আনিয়া দেন। যেমন শরীর, তদুপযুক্ত পান ভোজন পরিচ্ছদের ব্যবস্থা। তদনন্তর তাহার সন্তান জন্মিতেছে, টাকা রোজগার হইতেছে, সুখ ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম বাড়িতেছে। যতই এ সকলের বৃদ্ধি, ততই আশারও স্ফূর্ত্তি।

তার পর যৌবনের মধ্যাহ্ন রবি মধ্যগগন হইতে অস্তাচলের অভিমুখে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কালপুরুষ এতদিন আদর সোহাগ যত্নে প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মুখ পাকিতে লাগিল, দুই একটী দাঁতের গোড়া নড়িল, চুল দুই একটা শাদা হইল, চক্ষে চস্‌মা উঠিল; ভিতরকার শক্তির উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল। ইহার সঙ্গে কিছু কিছু রোগ শোক লোকাপমান নিরাশ বন্ধুবিচ্ছেদ উৎসাহভঙ্গ ইত্যাদি ঘটিল। এ সময় বাহির হইতে জীবনীশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক স্বভাবের কার্য্য কৃত্রিম উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে হয়। কালপুরুষ গোপনে গোপনে তাহার এক একটী ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস করেন, আর সানুষ তাহা মেরামত করিতে থাকে। তবু সে দেহাসক্তি, সংসার-বাসনা ছাড়িতে চাহে না। কালপুরুষ চুল পাকাইতেছেন, মানুষ তাহাকে কলপ দিয়া কাল করিতেছে। তিনি সুন্দরীর মস্তকের সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কুন্তল ক্রমে ফাঁক করিয়া টাক পড়াইয়া দিতেছেন, আর সুন্দরী পরচুল তেল মসলা দ্বারা তাহার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করিতেছে। চক্ষের স্থানে কাচ, অস্থিদন্তের স্থানে পাথরের দাঁত, গৌর বর্ণের স্থানে পাউডার সাবান আসিয়া যৌবন সৌন্দর্য্যকে ধরিয়া রাখিতে চায়। মানুষ তবু বৈরাগী হইয়া ভগবানের দিকে মন ফিরায় না। তিনি যে স্বয়ংই কালপুরুষরূপে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার দেহস্বর ভগ্ন এবং শ্রীহীন করিবার চেষ্টায় আছেন তাহা মনে হয় না। প্রথমে আদর যত্ন লালন পালন, তদনন্তর সুশিক্ষা এবং উপদেশ দান, কিন্তু কিছুতেই মানুষের চৈতন্য হইল না। সে বলপূর্ব্বক শেষ দিন পর্য্যন্ত নানা উপায়ে জরা বার্দ্ধক্যকে তাড়াইতে চেষ্টা করিবে, তথাপি অমর হইয়া অমরধামে যাইবার জন্য বিধাতার ইঙ্গিত শুনিবে না। কিছুতেই যখন তাহার জ্ঞান চৈতন্য হইল না, তখন কালপুরুষ মুদ্গর হস্তে ভয়ঙ্কর যমের বেশ ধরিয়া প্রহার এবং বন্ধন আরম্ভ করিলেন। আদরের ধনকে শেষ গলা টিপি দিয়া মারিতে লাগিলেন। জরারূপ চাপরাশিকে হুকুম দিয়া তাহার অশেষ লাঞ্ছনা আরম্ভ করিলেন। তখন টেকো মাথা একবারে গড়ের মাঠ, বুকে পিঠে কপালে পলস্তারা, হাতে পায়ে ব্যাণ্ডিজ, শেষ বিছানায় পড়িয়া কেবল গড়াগড়ি। তবু মানুষ আশা ছাড়ে না। ডাক্তার কবিরাজকে টাকা দিয়া ডাকিয়া আনে। তাহারা আর কি করিবে? এ দিকে যে যমে ধরিয়াছে! তখন একদিকে যমে টানে, আর এক দিকে ডাক্তার বৈদ্যতে টানে। কালপুরুষ তাহার কি লাঞ্ছনাটাই করেন! শেষ বলপূর্ব্বক অসুরের ন্যায় তাহার দাঁতগুলি সমস্ত তুলিলেন, গায়ের চর্ম্ম জর জর মলিন করিলেন, প্রহারে ধমকে চুলগুল কোথায় উড়িয়া গেল। চক্ষে আর নজর হয় না, কাণে আর শোনা যায় না, পেটে আর জল তলায় না। শেষে আহা মানুষের কি দুর্দ্দশা! যখন এইরূপে সমস্ত চলিয়া গেল, তখন মানুষ মহাবৈরাগী যোগীর সাজ সাজিল। কি করে, নাচার হইয়া সন্ন্যাসী হয়। চক্ষু নিমীলিত, কর্ণ বধির, হস্ত পদ অসাড়, সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন জড়বৎ। ছিন্ন কন্থা ফুলের মালা শ্বেত বস্ত্র পরিয়া কলসি কাচা সম্বল লইয়া খাটে শুইয়া মানুষ শ্মশান ঘাটে চলিল। "ভাই রে কে তুমি এই শ্মশান শয্যায়। সন্ন্যাসীর বেশে, হায় শেষে কে তোমায় দিলে বিদায়।" শেষ কালপুরুষ তাহাকে পোড়াইয়া, ভস্মীভূত করিয়া একটা ফুঁ দিয়া তাহাকে আকাশে উড়াইয়া দিলেন। এক ফুৎকারে জন্ম, আর এক ফুৎকারে মৃত্যু। পঞ্চে পঞ্চ বিলীন হইল।

এত প্রহার মারা ধরা লাঞ্ছনা গঞ্জনার পূর্ব্বে সরকারের খাজানা দাখিল করিয়া দিয়া ফারখত লওয়াই ভাল। কালপুরুষের অনুগত হইয়া যখন তিনি যাহা বলেন, তাহা করিলে শেষে মনে একটা সান্ত্বনা থাকে। সহজে যদি বৈরাগী না হও, কেশে ধরিয়া মারিয়া, দাঁত ভাঙ্গিয়া, চুল উপড়াইয়া শেষে তিনি বৈরাগী করিবেন তবে ছাড়িবেন।

শ্রীমতী সোণামণি দেবী।

একটী মূর্ত্তিমতী প্রাচীনা হিন্দু মহিলার জীবনকাহিনীও অদ্য আমরা পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। ইয়োরোপীয় বিদ্যা সভ্যতা লাভ করিয়া বৈদেশিক অনুকরণে যাঁহারা চরিত্র সঙ্গঠনে উৎসাহী হইয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে দেখিতে পাইবেন, কেবল ধর্ম্মসংস্কারগুণে এবং প্রাচীন প্রথার অনুসরণে এ দেশের হিন্দু মহিলার চরিত্র কেমন পবিত্র এবং কার্য্যক্ষম হয়।

সোণামণি দেবী কলিকাতা নগরে শ্যামপুকুরে কোন এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের ঔরসে অনুমান ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীন বয়সে যখন তিনি জননীর কথা কহিতেন, তখন তাঁহার চক্ষে জল ঝরিত। তাঁহার মাতা যেমন,

তদনুরূপ কন্যাও ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর ধর্ম্মভাব, ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। ছয় সাত বৎসর বয়সে যখন ঠাকুরঘরে প্রণাম করিতে যাইতেন, তখন ফিরিয়া আসিবার সময় কয়েক পদ পিছু হাঁটিয়া আসিতেন। অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। বিবাহের পর শাশুড়ীর একান্ত অনুগত ছিলেন। যে সকল কার্য্যভার সে সময় শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাকে দিতেন, পাছে সে সমস্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হয় এই ভয়ে সোণামণি ঠাকুরের পূজা মানস করিতেন এবং পিত্রালয়ে গিয়া তজ্জন্য পূজা উপহার দিতেন। দেবতার উপর তাঁহার নির্ভর এইরূপ প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছিল।

বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহকার্য্যের বিপুলভার বহন করিতে লাগিলেন। প্রতি দিন দুই বেলা রন্ধন এবং অপরাপর কার্য্য নিরলসে সম্পাদন করিতেন। বিলাসবাসনা, সুখকামনা ছিল না, সামান্যরূপ বস্ত্রালঙ্কারেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। শ্বশুরের আয় অধিক ছিল না, অধিকন্তু কুলীনেপ্রদত্ত কন্যা এবং দৌহিত্রদিগের ভরণ পোষণের ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইত। সোণামণি তজ্জন্য কখন বিরক্তি বিদ্বেষ প্রকাশ বা কোন অভিযোগ করেন নাই। বরং তিনি বলিতেন, আমার অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই, ঐ সকল পোষ্যবর্গের প্রতি যথাকর্ত্তব্য সাধিত হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। যে পর্য্যন্ত রোগশয্যায় শয়ন না করিয়াছিলেন তত দিন তিনি নিয়মিতরূপে রন্ধনকার্য্য স্বহস্তে সমাধা করিয়া আসিয়াছেন। অতি সাবধানে পবিত্র ভাবে ঠাকুরের ভোগ রাঁধিতেন। অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হন। তখন কেবল নিজের জন্য অল্প পরিমাণে কোন ব্যঞ্জন রাঁধিতে ভাল বাসিতেন না। বাড়ীর সকলেই তাহার অংশ পাইত। মৃত্যুর দশ পনর দিন পূর্ব্বেও তিনি প্রত্যহ এইরূপে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আহার পান বিষয়ে অতিশয় পরিমিতাচারিণী ছিলেন। সংসারভার বহনের দায়িত্ব বোধ এতই প্রবল ছিল, যে পাছে কোন দিন ব্যারামে পড়েন, এই ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন। আফিসের কাজ কামাই সম্বন্ধে কর্ম্মচারীর যেমন মনে ভয় হয়, তদ্রূপ তাঁহার ভয় ছিল। পুত্র পৌত্র সকলকে আহার করাইয়া শেষ পূজা আহ্নিকে বসিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সেই পরিবারে আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য স্বতন্ত্ররূপে কোন দ্রব্য রান্না হয় না।

শ্বশুর বর্ত্তমানে এবং তাহার পর পুত্র উপার্জ্জনশীল হইলে বাড়ীর নিত্য ব্যয়ের টাকা তাঁহার হাতেই থাকিত। তিনি বুঝিয়া খরচ করিতে পারিতেন কেবল তাহা নহে, বর্ষের শেষে তাহা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়াও দিতেন। সেই সঞ্চিত অর্থে অতিরিক্ত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। সহজজ্ঞানমূলক বিষয়বুদ্ধি বিলক্ষণ ছিল। কোন আত্মীয়ের মুখে

শুনিয়াছিলেন যে হেয়ার স্কুলে পড়া খুব ভাল হয়, তাই শুনিয়া পুত্রকে নিকটস্থ কোন স্কুল হইতে ছাড়াইয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। শ্যামপুকুরে পিত্রালয়ে তখন তিনি পুত্রের সহিত দুঃখের অবস্থায় বাস করিতেন। ইহাঁর পুত্র আর কেহ নহেন, হাইকোর্টের জজ বহুগুণালঙ্কৃত বিখ্যাত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস বাবু এই জননীর নিকট নীতিশিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, মাতাই আমাকে বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সৎপথে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন।

সোণামণি অতিশয় ধৈর্য্যশীলা শান্তস্বভাবা ভক্তিমতী নারী ছিলেন। দিবা নিশি সংসারের এই সকল পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, কিন্তু কখন ক্রোধ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। মিষ্ট কথায় সদুপদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে বশে রাখিতেন। পাঠ্যাবস্থা হইতে হাইকোর্টের বিচারপতির পদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুদাস বাবু মায়ের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। একদা বাল্যকালে তিনি কতকগুলি ইট এবং ঢেলা লইয়া ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে খেলা করিতেছিলেন, তথায় যাইবার সময় তদীয় মাসী ঠাকুরাণী পদ দ্বারা সেই খেলার দ্রব্য দূরে ফেলিয়া দেন। বালক গুরুদাস তাহাতে রাগ করিয়া মাসীর পায়ে একটী ঢেলা ছুড়িয়া মারেন। এই অপরাধে তিনি স্বীয় জননীর নিকট বহুল তিরস্কার ভৎসনা খাইয়াছিলেন। পুত্রকে নিকটে বসাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া জননী তাঁহাকে শাসন এবং ভৎসনা করেন। শিশু সন্তানের প্রতি এরূপ শিক্ষা শাসন বাড়ীর পুরুষদিগের অনভিমত হইলেও সোণামণি দেবী তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। গুরুদাস বাবু বলেন, সে দিনের শিক্ষা আমি জন্মে কখন ভুলি নাই। সেই হইতে ওরূপ ক্রোধের কার্য্যও আর কখন করি নাই।

প্রথমে তিনি যখন হেয়ার স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়া এল, এ, পরীক্ষার জন্য অধিকতর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হন, তখন জননী বলিতেন, "বেশী পরিশ্রম করিলে কি হইবে? রীতিমত পড়া শুনা করিয়া ঠাকুরের উপর নির্ভর কর, যদি হইবার হয়, তবে তাঁহার কৃপায় কৃতকার্য্য হইবে।" এইরূপ ধর্ম্মানুগত শিক্ষার গুণে পুত্র প্রত্যেক বারের পরীক্ষায় সকলের শীর্ষস্থানীয় হন। সোণামণি শিশু সন্তানদিগকে এমন ভাবে উপদেশ দিতেন, যেন তাহারা তাঁহার কথার অর্থ সব বুঝিতেছে। বস্তুতঃ বুঝিবার তাহাদের অবস্থা নয়, তথাপি পিতামহীর উপদেশ বাক্যগুলি তাহাদের মুস্থ হইয়া যাইত। কোন ছেলে কোন সামগ্রীর জন্য বেশী কান্না কাটি আবদার করিলে তদ্বিষয়ে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। অথচ সকলেই তাঁহার কাছে বেশ নম্র হইয়া চলিত। তিনি কাহাকেও প্রহার করিতেন না, রাগিতেন না, কেবল শাসন

করিয়া এইরূপ শিক্ষা দিতেন। বলিতেন, মারিলে কিংবা রাগিলে উহারা বড় হইয়া আবার ঐরূপ করিতে শিখিবে। কেবল মাঝে মাঝে উপদেশ দিয়া, শাসন করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, তাহাদের ব্যবহার এবং কাজের প্রতিও সর্ব্বদা সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিতেন।

সোণামণি একমাত্র পুত্র গুরুদাসকে বিদেশে চাকরীতে পাঠাইতে বড় নারাজ ছিলেন। অধিক টাকা কড়ি হউক না হউক, সন্তানকে লইয়া নিরাপদে ধর্ম্মপথে থাকিতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। গুরুদাস বাবু যখন বহরমপুর কলেজের শিক্ষকের পদ পাইয়া তথায় যাইতে উদ্যত হন, তখন জননীর তাহাতে বড় ইচ্ছা ছিল না। যাঁহার কাজে তিনি নিযুক্ত হন তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে তদীয় স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। সোণামণি পুত্রকে বলিলেন, এক জন শোক পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে আসিতেছে, আর তুমি গিয়া সেই খানে চাকরী করিবে? এই বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। গুরুদাস বাবু পরে ঐ স্থানে উকীল হইয়া যখন অনেক টাকা রোজগার করিতে লাগিলেন, তখন মাতা বলিলেন, "চল, দেশে ফিরিয়া যাই। বিদেশে আর কাজ নাই। বাড়ী বসিয়া যদি মাসে এক শত টাকা পাও তাই যথেষ্ট।" গুরুদাস বাবুর কলিকাতায় আসিতে তত ইচ্ছা ছিল না। এখন তিনি বলেন, মাতার আদেশে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিয়া ভালই হইয়াছে। সোণামণি যে দিন শুনিলেন, পুত্র হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন, সে দিন বলিলেন, "বড় পদ পাইলে বটে, কিন্তু ইহার দায়িত্ব বেশী। আগে ওকালতি করিবার সময় যাহা সত্য বুঝিতে তাহাই বলিতে, বিচারের ভার হাকিমের হাতে থাকিত; এখন তোমার কথার উপর কত লোকের ধন মান প্রাণ নির্ভর করিবে।"

ন্যায় দয়া পরোপকার এবং প্রতিবাসীর মধ্যে শান্তি স্থাপন বিষয়ে এই ধার্ম্মিকা মহিলার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। বাড়ীর পার্শ্বে খানিক জমি ছিল তাহা কোন প্রতিবাসী লইতে ইচ্ছুক এবং তাহা পাইলে পুত্রেরও বিশেষ সুবিধা হয়। তদ্বিষয়ে পুত্রকে তিনি এই উপদেশ দেন, যে তোমার টাকা আছে, অনায়াসে ঐ জমি তুমি লইতে পার, কিন্তু প্রতিবাসীর তাহাতে মনোবেদনা হইবে, অতএব তোমরা উভয়ে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া ক্রয় কর। পরে প্রতিবাসী যখন প্রসন্ন হইয়া সমস্ত স্থানটী গুরুদাস বাবুকে ক্রয় করিতে বলিলেন, তখন জননী বলিলেন, তোমরা তবে দলিলে সাক্ষী হও। সোণামণি দেবী পাড়ার গরীব দুঃখীদিগকে দয়া করিতেন, তা বাসিতেন। কাহারো সঙ্গে কাহার বিবা অশান্তি হইলে তাহা মিটাইয়া দিতেন দুঃখিনী প্রতিবাসিনীদিগকে ক্রিয়া ক স্বহস্তে আদরপূর্ব্বক পরিবেশন করি

খাওয়াইতেন। এক জন মুটে একবার দোকান হইতে দ্রব্যের বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ীতে আসে। সে বাড়ীতে একটী ফলন্ত লেবুগাছ দেখিয়া বলিল, "মা ঠাকুরুণ, এ লেবুগাছটী কি আপনাদের?" পরে সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে সোণামণির মনে হইল, বুঝি সে লোকটার দুই একটা লেবু পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তখন আর তাহাকে পাওয়া গেল না। শেষ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাকে তিনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ব্যাকুল ভাবে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

ধর্ম্মবিষয়ে ইহাঁর বেশী আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস নির্ভর যথেষ্ট ছিল। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মে শুদ্ধাচারে থাকিতেন, কিন্তু শুচিবাই রোগের কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। সচরাচর বলিতেন, "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।" আর বলিতেন, "বিপদে না হইও কাতর, সম্পদে না হইও ইতর।" আপনার বিদ্যা বুদ্ধ ক্ষমতার উপর নির্ভর না করিয়া কেবল ঠাকুরের উপর নির্ভর করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। ঠাকুর না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। হাইকোর্টের জজের মা যদি এক জন সামান্যা নারী হইত, তাহা হইলে অহঙ্কারে সে মাটীতে পা দিত না। আর দেখ, এই ঐশ্বর্য্যবতী নারীর কেমন বিনম্র ভাব! মানুষকে ভগবানের অংশ জ্ঞানে ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে যাহারা শ্রদ্ধা এবং আদর করিতে শিখে নাই তাহাদের উচ্চ পদ গৌরব ধন মানে ধিক্। সোণামণি বাস্তবিক সোণামণি এবং স্বর্ণগর্ভা ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবও পোষণ করিতেন না। ব্রাহ্মদিগের মুখে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবের দৃষ্টান্তে এখনও বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বউ ঝি সকলে প্রাতে উঠিয়া আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে।

মৃত্যুও বড় সুখের হইয়াছিল। দশ দিন মাত্র ব্যারামে ভোগেন। গঙ্গাতীরে গিয়া গুরুপুত্রকে বার বার বলিতেন, "পার হইতে পারিবতো? আমি তাঁর নাম ভিন্ন আর কিছুই জানি না। অন্য জ্ঞান তিনিত দেন নাই।" মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে একাদশী ছিল। সকলের ভাবনা হইল সে দিন জল না খাইয়া কিরূপে তিনি প্রাণধারণ করিবেন। মাতা বিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "গত চল্লিশ বৎসর কাল যিনি ব্রত রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কি আর একটা দিন রক্ষা করিবেন না?" সে দিন যত লোক ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, সকলকে ডাব সন্দেশ খাওয়াইতে আদেশ করেন। সেই অবস্থায় সংসারের সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া, যাহাকে যাহা দেয় তাহা দিতে বলিয়া শেষে স্থির শান্তভাবে হরিপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ৭৫ বৎসর

বয়সে গত আশ্বিন মাসে তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

এই আড়ম্বরবিহীন জীবনে যাহা কিছু বিবৃত হইল, তাহা পাঠে আমরা বুঝিতে পারিলাম, সোণামণি দেবী এ দেশের গৃহস্থঘরের একটী আদর্শ রমণী। লেখা পড়া না জানিয়াও তিনি একটী ভদ্র-পরিবারকে আপনার নীতি, বৈরাগ্য এবং সদ্‌গুণের ছাঁচে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। গুরুদাস বাবুর ন্যায় সুবিদ্বান্ সুবিজ্ঞ সুধীর উদার বিনয়ী দয়ালু সচ্চরিত্র ব্যক্তি যাঁহার ধর্ম্মপ্রভাব জীবনে অনুভব করিয়া কার্য্যতঃ তাহার ফল প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্রবল সামান্য নহে। সুমাতার অনুরূপ সুসন্তান। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন গুরুদাস বাবুর মাতৃভক্তিও এই কলিযুগে এক অতি বিরল এবং স্বর্গীয় পদার্থ। সোণামণি হিন্দু রমণী ছিলেন, তাঁহার পুত্র কৃতবিদ্য ইংরাজিশিক্ষিত জ্ঞানী হইয়াও জননীর পথ অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইনি কোন ধর্ম্মকে দ্বেষ করেন না, বরং সর্ব্বত্র সার গ্রহণ করেন। জননীর এদণ্ড শিক্ষা এবং সুদৃষ্টান্ত পুত্রের পক্ষে কেমন ফলপ্রদ হয় তাহা এখানে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। এ দেশের ধর্ম্মপরায়ণা প্রাচীনা বিধবা মহিলাদিগের ইষ্টনিষ্ঠা, ধর্ম্মভয়, দীনে দয়া, সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, নিঃস্বার্থ বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, আত্মত্যাগ, মুক্তিপিপাসা, আত্মীয় কুটুম্ব সেবা, গুরুভক্তি, রন্ধন এবং গৃহকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা ও বিনয় লজ্জা সাত্ত্বিকতা যদি বর্ত্তমান নারী-বংশে সংক্রামিত না হয়, ভবিষ্যৎ হিন্দু-সমাজ তাহা হইলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সন্দেহ নাই। এ ক্ষতি আধুনিক জ্ঞান সভ্যতা দ্বারা পূর্ণ হইবার নয়। এই স্বর্গীয়া সোণামণির পারিবারিক ধর্ম্মের সহিত বিবি বুথের উৎসাহ উদ্যম জনসেবা বিদ্যা বুদ্ধি সাহস উদার দেশহিতৈষণা যখন মিলিত হইবে, তখন আদর্শ ভবিষ্যৎ হিন্দু মহিলার জীবন—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন আমরা দেখিতে পাইব।

আহারের বিচিত্র রুচি।

পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা প্রকার আশ্চর্য্য প্রকারের খাদ্যাখাদ্য দ্রব্য প্রচলিত আছে। দেশভেদে রুচিভেদে তাহা নানা রূপ। স্কট্‌ল্যাণ্ড এবং আয়র্লণ্ড প্রদেশের উপকূলের লোকেরা সমুদ্রজাত উদ্ভিদ সকল আহার করে। যদিও ঐ সকল পদার্থ তিক্ত ও বিস্বাদ, কিন্তু অনেক সময় দরিদ্রগণ তাহা ভিন্ন অন্য খাদ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যাহাকে "ব্যাঙের ছাতা" বলা যায়, তাহা অনেক স্থানে সুখাদ্য বলিয়া ভক্ষিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে লোকে সিংহের মাংস আহার করে। জুলু জাতির নিকট পচা বিকৃত মাংস অত্যন্ত সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত। ডাক্তার লিভিংষ্টোন বলিয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিগণের নিকট পশুর

মাংস অপেক্ষা তাহাদের অন্ত্র অর্থাৎ নাড়ী ভুঁড়ী অধিক প্রিয়। জলহস্তীমাংস আফ্রিকাবাসীদের আর একটি প্রিয় খাদ্য। আবিসীনিয়া দেশে গণ্ডার ও হস্তীর মাংস সুখাদ্যরূপে ভক্ষিত হয়। সুমাত্রা দ্বীপেও হস্তীমাংস ব্যবহৃত হয়। যখন পারিস নগর শত্রু পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত ও বেষ্টিত হইয়াছিল তখন অধিবাসীরা প্রচুররূপে হস্তী ও অশ্বমাংস সুখাদ্য জ্ঞানে ভোজন করিত। চীন দেশে ভাল টাটকা ডিম্ব অপেক্ষা পচা ডিম্ব অধিক উপাদেয় সুখাদ্য। তাহারা তেলাপোকা খাইতেও খুব ভালবাসে। ব্রহ্মদেশবাসীরা "নুপ্পি" নামক অতি দুর্গন্ধ পচা সামগ্রী চাটনিরূপে ব্যবহার করে। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে নীচ পারিয়া (চণ্ডাল সদৃশ) জাতি পচা মাংসের জন্য কুকুর শৃগালের সহিত সংগ্রাম করে। জাঞ্জিবার প্রদেশের লোকেরা বানর ও বাদুড়ের মাংস খায়। আরব ও মসেপাটেমিয়াবাসীরা পঙ্গপাল ভক্ষণ করে। য়িহুদিগণের মধ্যেও পঙ্গপাল আহার প্রচলিত ছিল। অনেক সময় পতঙ্গ রন্ধন না করিয়াই লোকে ভক্ষণ করে। কীট পতঙ্গ আহার পৃথিবীর অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার এক জাতীয় লোক গুটি পোকাকে সুখাদ্য বলিয়া আহার করে। গ্রীণল্যাণ্ডবাসীরা সীলের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। অসভ্য লোকেরা কাঁচা মাংস আহার করে। প্রাচীন কালে ইংলণ্ডেও সীলের মাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল। জাপান নবজিলণ্ড এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় তিমি মৎস্য সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে কুমীরের মাংস ও ডিম্ব অতি আগ্রহের সহিত ভুক্ত হয়।

ইংলণ্ড ইত্যাদি সভ্য দেশেও অনেক প্রকার বিচিত্র খাদ্য প্রচলিত দেখা যায়। তাহাদের অনুকরণকারী বাঙ্গালীরা আজ কাল সে সকল আহার করিতেছেন। ভেকের মাংসও তথাকার কোন কোন স্থানে সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত। শম্বুক তথাকার অনেকের প্রিয় আহার।

নরমাংস আহার মনুষ্যগণের পক্ষে অত্যন্ত বিভৎস বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাও প্রচলিত আছে। এখনো দক্ষিণ সাগরের কোন কোন দ্বীপে এবং অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্যআফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতি নরমাংস উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে। শুনা গিয়াছে, স্কট্‌ল্যাণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে এক জন লোক সপরিবারে ছোট ছোট বালক বালিকা চুরি করিয়া তাহাদের মাংস আহার করিত। ঐ অপরাধে অবশেষে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। নরমাংসভোজিগণ ঐ মাংস অতি উপাদেয় বলিয়া প্রশংসা করে। অসভ্য জাতিরা শ্বেতকায় জাতি অপেক্ষা কৃষ্ণকায় জাতির মাংসকে অধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। তাহারা বলে, শ্বেতাঙ্গগণের মাংস লবণাক্ত। দেশভেদে জাতিভেদে এক মানবজাতির মধ্যেই আহার সম্বন্ধে রুচির কত তারতম্য! এবং খাদ্যদ্রব্যের কত বিভিন্নতা!

বাঙ্গালা দেশেও অনেক ঘৃণিত দুর্গন্ধ পচা সামগ্রী অদ্যাপি উপদেয় আহার্য্য বলিয়া প্রচলিত আছে এবং হইতেছে।

অদ্ভুত ধাতু মূর্ত্তি।

ভূমধ্য সাগরে রোড্‌স দ্বীপের আশ্চর্য্য বৃহদাকার ধাতুগঠিত মূর্ত্তির বিষয় বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে পারগণিত। রোডস্ দ্বীপের এক কোণ হইতে অপর কোণে এই সুবৃহৎ মূর্ত্তির চরণদ্বয় স্থাপিত ছিল। ঐ স্থানটী তথাকার প্রধান বন্দর। তথায় উক্ত দ্বীপের দুইটি কোণ নির্গত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে সাগরের জল প্রবাহিত। এই ধাতুমূর্ত্তি এত উচ্চ ও প্রকাণ্ড যে অনায়াসে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব পোত তাহার পদদ্বয়ের নিম্ন দিয়া গমনাগমন করিত। গ্রীকজাতি প্রথমে শত্রুপক্ষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সেই দুই কোণে দুইটী উচ্চ ভিত্ত প্রস্তুত করিয়া তথায় ঐ দ্বীপের প্রধান বন্দর স্থাপিত করে। পরে এই কল্পনা ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাতি সেই ভিত্তির উপর উক্ত বৃহৎ ধাতুমূর্ত্তি গঠন করাইয়া আপনাদের শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। রোডস্ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে লিণ্ডস্ নামক প্রধান নগরবাসী এক জন সুনিপুণ মূর্ত্তিখোদক ঐ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হয়। গ্রীক দেবতাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের দেবতার নাম এপলো। এপলো দেবের সুন্দর মূর্ত্তি ঐ স্থানে গঠিত হইল। ইহা যেমন সুগঠিত, তেমনি আয়তনে বৃহৎ। শিল্পী মূর্ত্তি গঠনে বিলক্ষণ কৌশল প্রকাশ করিয়াছিল। দুই ভিত্তির উপর দুই চরণ স্থাপন করিয়া এপলো দেব তাঁহার উন্নত দেহ আকাশ পথে উত্থিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার দুই চরণের মধ্য দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত। বহু দূর হইতে সমুদ্রবক্ষ-বিচরণকারী নাবিকগণ ঐ বিশাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দিক্ নির্ণয়ে সক্ষম হইত। বহুদূর পর্য্যন্ত এই উন্নত মূর্ত্তির ছায়া সাগরবক্ষে গিয়া পড়িত। দেব-মূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশে তাহার বৃহৎ ধনুক সংলগ্ন; বাম হস্তে প্রকাণ্ড তূণ, দক্ষিণ হস্তে প্রজ্বলিত সুগন্ধি পাত্র। তাহার সুগঠিত ললাটের উপর সুন্দর কুঞ্চিত অলকদাম মুখের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। মস্তকের চারিদিকে তারকাতুল্য দিব্য আভাময় কিরীটি। প্রতিমূর্ত্তিটী সত্তর হাত উচ্চ। উহার দুই চরণের নিম্নদেশ এত উচ্চ যে, অক্লেশে বড় বড় জাহাজ সকল মাস্তুল তুলিয়া সেখান দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত। মূর্ত্তির ভিতরে তাহার শিরোভাগ পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড সোপান শ্রেণী নিবদ্ধ ছিল। তাহার গলদেশ কাচ নির্ম্মিত, তথা হইতে মিসর এবং সিরিয়া উপকূলের জাহাজ সকল দেখা যাইত।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট পিত্তল ধাতু দ্বারা মূর্ত্তিটী গঠিত হয়। উহার গঠনের মজুরি এবং ঐ ধাতুর মূল্যে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আধুনিক সভ্য জাতির মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য অনেক প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রাচীন কালের এক একটি কীর্ত্তির নিকট এখনকার লোকের বুদ্ধি কৌশল পরাজিত হইয়াছে। কি উপায়ে সমুদ্রবক্ষে ঐ আশ্চর্য্য মূর্ত্তি গঠিত এবং স্থাপিত ছিল তাহা আধুনিক শিল্পীগণের বুদ্ধির অগম্য। খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রোডস্ দ্বীপের এই প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয়। তখন বৃটিশ জাতি অসভ্য ও বৃটিশরাজ্য বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই অসাধারণ মূর্ত্তি অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কেহ বলেন ৫৬ বৎসর, কাহারও মতে ৮৮ বৎসর উহা অভগ্ন অবস্থায় ছিল। একবার ভূমিকম্প হইয়া উহার কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া যায়। পরে কিছু দিন পর্য্যন্ত উহার সংস্কারের জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই, প্রায় নয় শত বৎসর ভগ্নাবস্থায় ছিল। পরে নগরবাসিগণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহার পুনর্গঠনের চেষ্টা করে, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে রোমানদের হস্তে ঐ দেশ পতিত হয়, তাহারা ঐ ধাতুমূর্ত্তি ভগ্ন এবং উত্তোলন করিয়া তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক জন য়িহুদী বণিকের নিকট বিক্রয় করে। কথিত আছে, ধাতুমূর্ত্তির ভগ্নাংশ সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতে নয় শত উষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। গ্রীকদের বিশ্বাস যে, এই দেবমূর্ত্তির বিনাশের পরই তাহাদের দেশের পতন হইল এবং তাহা রোমানদিগের হস্তে পতিত হইল। তদনন্তর আর রোডসের অধিক শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। রোমানগণের পর মিসরীয়গণের হস্তে ঐ দ্বীপ কিছু দিনের জন্য পতিত হয়। রোড্‌সের মত এমন প্রাচীন কীর্ত্তি আর কিছু নাই। উহা ভূমধ্যসাগরীয় একটি সামান্য বাণিজ্য ব্যবসায়ের বন্দর মাত্র। পৃথিবীর সকল কীর্ত্তিরই এই রূপ পরিণাম। সব যেন রঙ্গভূমির লীলা খেলা।

অবলার বল।

এ দেশের নারীজাতির একটী নাম অবলা। অন্যান্য সভ্যাসভ্য দেশের নারীদিগকে এরূপ অবলা বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের শরীরে বল এবং মনে সাহস এত অধিক, যে তাহাতে পুরুষেরাও ভয় পায়। এমন কি, আমাদের বাঙ্গালী বাবুরা হিন্দুস্থানী এবং পাঞ্জাবী স্ত্রীদিগের বাহুবল পরাক্রম যদি দেখেন এবং তাহাদের হুঙ্কার গর্জ্জন শুনেন, তাহা হইলে হয়তো পঞ্চাশ হাত দূরে তাঁহারা পলাইয়া যান। তাহাদের স্বজাতীয় বিশেষ বল ভরসা সাহসত আছেই, তদ্ব্যতীত দৈহিক সামর্থ্যও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বঙ্গীয় নারী মানসিক এবং শারীরিক দুই বিষয়েই নিতান্ত অবলা। সামান্য একটা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ভয়ে তাঁহারা চক্ষে আঁধার দেখেন, সহজেই

আত্মহারা হন। একটা কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের বুদ্ধি একবারে লোপ হইয়া যায়, মহাভয়ে হৃদয় কাঁপিতে থাকে। বহু কাল ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিয়া থাকিয়া ভীরুতা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক সচরাচর হাটে বাজারে গঙ্গাস্থানে তীর্থস্থানে গমন করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী, কেবল অন্তঃপুরবদ্ধা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণই ফুলের আঘাতে মূর্চ্ছা যান। মাতাল চোর কিম্বা পাগলের কথা শুনিলেত তাঁদের দাঁতে দাঁতে লাগে। বল ক্ষমতা জ্ঞান বুদ্ধি থাকিতেও ইহাঁরা নিতান্ত নিরাশ্রয় অসহায়। অতি-ভীরুতা জন্য কল্পিত আশঙ্কায় অনেক সময় ইহাঁরা হয়তো কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। একটু সামান্য ভয়ের কথা শুনিলে তাহাকে দশ গুণ বাড়াইয়া তুলেন। শেষ নিজের মানসকল্পিত পিশাচমূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে কাঁদিয়া ফেলেন। ভয়েতে বল ক্ষয় হয়।

কিন্তু বাস্তবিকই কি বঙ্গীয় নারী অবলা? শরীর তাঁহাদের দুর্ব্বল কোমল ক্ষীণ; মনও কি তদ্রূপ? অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় কতই না তাঁহাদের মনে লজ্জা ভয় হয়! ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়া রেলগাড়ীতে চড়িতে, কিম্বা নৌকা বা জাহাজে উঠিতে তাঁহারা কি রকম যেন হইয়া পড়েন। কয়েকটী কারণে বঙ্গনারীকে অত্যন্ত ভীরু অবলা করিয়া রাখিয়াছে। (১) পরিচ্ছদ। (২) অবরোধপ্রণালী। (৩) পুরুষদিগের অভদ্র ব্যবহার। এক জন সামান্য ফিরিঙ্গীর মেয়ে যদি একাকী রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়, কাহারো সাধ্য হয় না যে তাহাকে কোন অপমান বা উপহাসের কথা বলে। কিন্তু দেশীয় ভদ্র স্ত্রীদিগকে একটু বাহির হইতে দেখিলেই সেই দিকে সকলে ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিবে, গান গাইবে, হাসিবে, ঠাট্টা আমোদ করিবে। এক শ্রেণীর সভ্যবেশধারী ভদ্রবংশীয় অসভ্য অভদ্র লোক আছে যাহারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র লজ্জিত নহে, বরং এরূপ কুব্যবহারকে গৌরবের বিষয় মনে করে। লজ্জানিবারণ ভালরূপ পরিচ্ছদ না থাকায় একটু আধটু ঘাটে পথে বাহির হইবার সময় স্ত্রীলোকদিগকে যেন নিতান্ত একবারে হতবুদ্ধি সঙ্কুচিত এবং ভীত হইয়া পড়িতে হয়। মনের ঈদৃশ দুর্ব্বল অবস্থায় যে কিঞ্চিৎ ভদ্র পরিচ্ছদ তাঁহাদের থাকে, তাহাও সৌন্দর্য্য এবং সম্ভ্রমের সহিত অঙ্গ রক্ষা করিতে পারে না। এই দুই কারণে ঘরের বাহির হইতে অনেকের ভালও লাগে না। নানা কারণে বাহির হওয়াটা যেন তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যাস বশতঃ নারীগণ ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরিশেষে নিতান্ত অবলা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদেশে কোথাও লইয়া যাইতে হইলে পুরুষদিগকে মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া

পড়িতে হয়। বাঙ্গালীর মেয়ে পথে বাহির হইলে এককালে যেন জবু থবু। ইহার মধ্যে আবার একটু অবাধ্যতা স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতাও প্রকাশ পায়। একেত লজ্জা ভয়ে সর্ব্বদা ভীত সঙ্কুচিত, তার উপর কৌতূহল প্রবৃত্তি বেশী, দেশ কাল পাত্র জ্ঞান অতি অল্প, পান ভোজন স্নান ইত্যাদি বিষয়ে পথে যে সময়ে যাহা করা উচিত, তাহা অভ্যাস এবং রুচির একটু বিপরীত হইলে বিরক্তির আর সীমা থাকে না। সর্ব্বোপরি অবাধ্যতা। এইজন্য সঙ্গের অভিভাবক পুরুষমহাশয়রা সময়ে সময়ে বড় বিপদে পড়েন। স্ত্রীলোকদিগকে সামলাইয়া নিরাপদে গম্যস্থানে পৌঁছিয়া দেওয়া তাঁদের পক্ষে বড়ই কঠিন কার্য্য বোধ হয়। এ দিকেত অবলা ভয়বিহ্বলা, কিন্তু আত্মীয়দিগের বিশেষতঃ স্বামীর নিকট সময় বিশেষে এমনই অবাধ্যতা এবং স্বাধীনতা তাঁহারা প্রকাশ করেন, যে সহজে তাঁহাদের মনের বেগ ফেরান যায় না। বাহিরের একটা লোক দেখিলে ভয়ে জড় সড় হন, অথচ আপনার জনের নিকট ক্রোধবিস্ফারিত কুটিল কটাক্ষে এমনি মুখঝামটা দেন, যে তাহা দেখিলে আর তখন তাঁহাদিগকে অবলা বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ ও স্ত্রীজাতি অবলা নহে। তাঁহাদের প্রকৃতিগত কোমলতা মাধুর্য্য স্নেহ এবং লজ্জাশীলতার মৃদু প্রভাবে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব গলিয়া যায়। শরীর সম্বন্ধে তাঁহারা দুর্ব্বল কোমলাঙ্গী বলিয়া পুরুষসমাজ তাঁহাদিগের রক্ষার্থ চারি দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটু অত্যাচার দেখিলে ভদ্রতা নীতির ভীষণ শক্তি তাহা নিবারণের জন্য সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইবে। অসহায়া অবলা রমণীকে দুষ্টের হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য বীরশোণিত সহজেই উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাহিরের এই সকল সাহায্য ব্যতীত নারীপ্রকৃতির ভিতরেও এমন এক অজেয় মহাশক্তি আছে যাহার নিকট বড় বড় বিদ্বান্ ধনী রাজা সম্রাট বীর যোদ্ধা পুরুষের মস্তক অবনত হয়। যাঁহার নাম অবলা, তাঁহার নামই কি আবার শক্তি নহে? শক্তিনাম ধারণ করিয়াও হায়! নারী কেন পরাধীনা, অবলা, অসহায় হইবে। নারীসমাজের স্নেহবল, সতীত্বের বল, নৈতিক পরাক্রম দয়া ও ধর্ম্মশক্তি একত্রিত হইলে কি না হইতে পারে? যে দেশের রমণীকুল অশিক্ষিতা কুসংস্কারপরায়ণা হইয়াও জ্ঞানী কৃতবিদ্য সমাজকে শাসনে রাখিয়াছেন, তাঁহারা সৎশিক্ষা লাভ করিয়া নিজ নিজ বিশ্বাসের স্বাধীনতা ব্যবহার করিলে যে এ দেশের শত শত কুরীতি অধর্ম্ম বিনাশ করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা মনে করেন, পুরুষসমাজ যতই কেন উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র যথেচ্ছাচারী হউন না, আমরা তাঁহাদিগের অধীন হইয়া মন যোগাইয়া বশে রাখিব, তাঁহারা বাস্তবিকই অবলা, কিন্তু সরলা নহেন। নারীর উপযুক্ত

কার্য্য তাঁহারা করেন না। "আমরা অবলা নারী, সুতরাং পুরুষেরা যখন যাহা করিতে বলিবেন তাহাই আমরা করিব, তদ্ভিন্ন আমাদের আর উপায় কি আছে?" এরূপ মনে করিয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা জীয়ন্তে মরা। কে বলে স্ত্রীজাতি অবলা? নিজ অধিকার মধ্যে তাঁহারা সিংহিনী, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমার পরপারে গেলেই তাঁহাদের আর কোন পদার্থ থাকে না। কেহ যদি পুরুষোচিত বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা শক্তি সাহস পরাক্রমে সমুন্নত হন, তথাপি তিনি অপদার্থ, অর্থাৎ তিনি না স্ত্রী, না পুরুষ দুয়ের বাহির। লজ্জাবতী মৃদু স্বভাবা মহিলার এক বিন্দু অশ্রুজলে পর্ব্বত ভাসিয়া যায়। তাঁহার একটী অনুরোধে যাহা হয়, শত শত সংগ্রামে তাহা হয় না। তাঁহার সহাস্য আননের মধুময় বচনের প্রভাব অগণ্য যোদ্ধার রণনৈপুণ্যকে পরাস্ত করে। অতএব নারীর মৃদুতা কোমলতা কিম্বা বলহীনতাই মহাবল। এই নারী-শক্তি যে দেশের পুরুষসমাজের সহায় সে দেশের সকল প্রকার অকল্যাণ অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু বঙ্গসমাজ এখন ঘরে ঘরে সংগ্রাম করিতেছে পুরুষের সঙ্গে এখানে নারীর মহাবিবাদ নারীরা সহায় না হইয়া বরং পুরুষের বিপক্ষে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। এই জন্য পুরুষদিগকে দ্বিগুণ কর্ত্তব্যভার বহন করিতে হইতেছে। অবলাগন সরলা হউন, সত্য পথে উন্নতির পথে তাঁহারা মূর্ত্তিমতী শক্তিদেবীরূপে অগ্রে অগ্রে গমন করুন। ভগবান যাহাদের রক্ষক তাহাদের এত ভয় কেন? লজ্জার সহিত সাহস, কোমলতার শক্তি মিলিত হউক!

ওঁ

শ্রীজয়োঽভ্যুদয়োঽস্তু।

বিজয়া দশমী।

এই শুভ দিনের মহোৎসবকে বিজয়া-মহোৎসব বলে। রামচন্দ্র এই মহোৎসব ধরাতলে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যেমন মহারাজ ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া মর্ত্ত্যলোক পবিত্র করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার বংশধর রামচন্দ্র আদ্যা শক্তি জগদম্বাকে আবাহন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পবিত্র করিয়াছেন। কথিত আছে,—হনুমানের প্রমুখাৎ সীতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাম যখন রাবণবধের জন্য বিজয়-যাত্রা করেন, তখন তিনি সর্ব্বমঙ্গলা বিজয়া দেবীর বোধন করিয়াছিলেন। যাঁহার সর্ব্বঘটেই অধিষ্ঠান, সেই সর্ব্বময়ীকে তিনি আত্ম-ঘটে বোধন করিয়া, তদীয় চরণে নিজ বাহ্য চক্ষু ছিন্ন করিয়া বলিদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মহাপূজা সাঙ্গ করিয়া সমস্ত বানরগণের সহিত এই বিজয়ামহোৎসব করিয়াছিলেন। বিশাল দক্ষিণসাগরের কূলে প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষের মূলে অসংখ্য বানর

সেই বিশ্বপ্রেমিক রামচন্দ্রের প্রেমালিঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া জয়নাদে দশ দিক্ ধ্বনিত করিয়াছিল। তদবধি এই মহোৎসব বিজয়ামহোৎসব নামে চলিয়া আসিতেছে। এই দিনে ভগবতী বিজয়াদেবী যেন অলক্ষ্য ভাবে বলিতে থাকেন,—"দেব! দানব! মানব!—সকলেই প্রাণে প্রাণে মিলিত হও; নর! বানর! রাক্ষস! সমস্বরে সকলেই জননীর জয়ঘোষণা কর; তোমরা সকলেই একমায়ের সন্তান; তোমরা এক হও, অবশ্যই শক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিবে।" সর্ব্বমঙ্গলার এই দৈববাণী ভক্তমাত্রেই শ্রবণ করিয়া থাকেন।

এই দিনে জাতিবৈর, জ্ঞাতিবৈর, রোগ, শোক ও অশান্তির কথা বিস্মৃত হইয়া 'রামরাজ্য' 'রামরাজ্য' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে হয়, * এবং স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন,—ভেদ বিস্মৃত হইয়া প্রেমালিঙ্গনে মত্ত হইতে হয়। এমন শুভ দিন কি আর আছে?

---

* "নির্জ্জিতা রাক্ষসা দৈত্যা
বৈরিণো ধরণীতলে।
রামরাজ্যং রামরাজ্যং
রামরাজ্যমিতি ব্রুবন্॥

আজি ধরণীতলে রাক্ষস দৈত্য প্রভৃতি জীববৈরীরা পরাজিত হইয়াছে, 'রামরাজ্য—রামরাজ্য—রামরাজ্য' এই বলিয়া লোকে উৎসব করিত। রামরাজ্যের মহিমা রামায়ণ, মহাভারত ও নানা পুরাণে

বিজয়ানমস্কারঃ। *

দশবিদ্যাং দশভুজাং
দশাবতাররূপিণীম্।
বিজয়াং দশমীং বন্দে
স্থিতাং ব্যাপ্য দিশো দশ॥ ১॥

তুমি দশমহাবিদ্যা, দশভুজা ও দশাবতাররূপিণী, তুমি দশমীরূপে দশদিক্ ব্যাপিয়া আছ, হে বিজয়ে! তোমাকে নমস্কার। ১।

সবিস্তার বর্ণিত আছে। ফলতঃ, রামচন্দ্র এমনি আশ্চর্য্য প্রজাপালন করিয়াছিলেন যে, 'রামরাজ্য' বলিলে, সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত সর্ব্বসুখময় এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরাজ্য বুঝায়। যে রাজ্যে অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মারীভয় নাই; যে রাজ্যে দস্যু তস্কর, অগ্নিভয়, জলভয়, বায়ু-ভয় নাই; যে রাজ্যে হিংসা, দ্বেষ, অশান্তি ও [illegible]ষ নাই; যে রাজ্যে অনাচার, অ[illegible]ও ব্যভিচার নাই; যথায় রোগ, শোক, [illegible]রিতাপ, বন্ধন ও ব্যসন নাই; যথায় সকলি সুখ, সকলি সৌভাগ্য, সকলি মৈত্রী, সকলি ভক্তি ও সকলি শান্তি, 'রামরাজ্য' বলিলে আমাদের মনে সেইরূপ এক অপূর্ব্ব আনন্দধামের মূর্ত্তি উপস্থিত হয়।

* হাইকোর্টের বিচারপতি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে এই 'বিজয়ানমস্কার' প্রদত্ত হইয়াছিল।

যোজয়ন্তীং সমপ্রেম্না
দেবদানবমানবান্।
ত্রৈলোক্যং জয়ঘোষেণ
পূরয়ন্তীং নমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

তুমি দেব দানব ও মানবকে সমপ্রেমে সংযুক্ত করিতেছ, এবং জয়ঘোষে ত্রৈলোক্য আপূরিত করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। ২।

প্রেমালিঙ্গনশস্ত্রেণ
ছিত্ত্বা বৈরমহাসুরম্।
লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃ স্বঃ
সংরক্ষন্তীং নমাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

তুমি প্রেমালিঙ্গনরূপ শস্ত্রে বৈররূপ মহাসুরকে ছিন্ন করিয়া 'ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ' এই ত্রিলোকীকে রক্ষা করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। ৩।

লীয়ন্তে সর্ব্বদুঃখানি
চীয়ন্তে সর্ব্বসম্পদঃ।
তত্র সংপূজ্য[illegible]
বিজয়ে সর্ব্বমঙ্গলে বিজ[illegible]

হে সর্ব্বমঙ্গলে বিজয়ে! যেখানে তোমার পূজা হয়, তথায় সর্ব্বদুঃখ [illegible] ও সর্ব্ব সম্পদ উচ্ছলিত হয়। ৪।

স্ত্রীপুংসৌ দ্বিজচণ্ডালৌ
বালকস্থবিরাবপি।
ঈশ্বরাকিঞ্চনৌ মাত-
রভিন্নাবুদয়ে তব ॥ ৫ ॥

জননি! তোমার আবির্ভাবে স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, সকলেই অভিন্ন হয়। ৫।

অভয়ে বিজয়ে দেবি!
'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ'।
মাভৈরিতি রবৈর্নিত্যং
ত্বং ঘোষয়সি ভূতলে ॥ ৬ ॥

হে অভয়ে দেবি বিজয়ে! 'যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' ইহাই তুমি 'মাভৈঃ'—রবে ভুবনে ঘোষণা করিতেছ। ৬।

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডা-
ন্যাবধ্যন্তে ত্বয়া সদা।
অদ্বৈতপ্রেমসূত্রেণ
ব্রহ্মাণীং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

হে ব্রহ্মাণি! তুমি অদ্বৈত প্রেমসূত্রে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে নিরন্তর আবদ্ধ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। ৭।

রামরাজ্যং যথা মাত-
রুদয়ে বিজয়ে তব।
বীতশোকঃ সদানন্দো
জীবলোকঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥

মা বিজয়ে! তোমার আবির্ভাবে এই জীবলোক বীতশোক ও সদানন্দ হইয়া রামরাজ্য হয়। ৮।

ওঁ
"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে
শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি
নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥"

ইতি শ্রীতারাকুমারকবিরত্নকৃতম্
বিজয়াষ্টকং সমাপ্তম্।

ভাইফোঁটা।

(১)
কি মধুর ভালবাসা
উঠেছে হৃদয়ে তব,
ভগিনী আমার;
বৎসরের পরে তাই
ভাইফোঁটা দিবে বলি
আসিলে আবার।

(২)
স্নেহের অঙ্গুলী আহা
শীতল চন্দনে মাখা
কিবা সুখকর;
পরশে জুড়াল আজ
তাপিত ললাট মম
ব্যথিত অন্তর।

(৩)
এই ঘোর সংসারশ্মশানে,
জ্বলে হিয়া দুঃখের অনলে;
কাহারে না দেখি আর,
আপনার বলিবার,
কেবা শান্তি দিবে দগ্ধ প্রাণে;—
আঁখিনীর মুছায়ে অঞ্চলে।

(৪)
স্নেহের পরশে আজ ভগিনী তোমার,
কত কথা পড়িতেছে মনে;
জাগিল শৈশবস্মৃতি,
পুরাতন স্নেহ প্রীতি,
করিল চন্দনবিন্দু তড়িত সঞ্চার;
উথলিল শোকসিন্ধু আনন্দের সনে।

(৫)
এমন মধুর ভালবাসা
আছে যদি হৃদয়ে হৃদয়ে;
তবে কেন প্রাণ জ্বলে
বিচ্ছেদের হলাহলে,
কেন বা পূরে না সুখআশা?
কেন তবে থাকি লোকালয়ে?

(৬)
স্নেহের প্রতিমা তোরা বঙ্গীয় ভগিনী,
নীরস হৃদয় শান্তিহীন ভ্রাতৃগণে
দেও আজ সমাদরে
ভাইফোঁটা ঘরে ঘরে;
দুঃখের সংসারে হও সুখপ্রদায়িনী;—
প্রেমের কুসুম ভব গহন কাননে।

(৭)
প্রাচীন এ মিষ্ট রীতি
পালনে উপজে প্রীতি,
সকলেই সুখী হয় প্রেমের মিলনে;
নিরাকার ভগবান্,
হন যেন মূর্ত্তিমান,—
যেখানে সরল প্রেমে মেশে দুই জনে।

(৮)
আহা কি সুন্দর ঐ স্নেহের আধার রে
ভগিনী মূরতী;
ভ্রাতৃপ্রেমে বিগলিত, সরল কোমল চিত,
চন্দন কুসুমমালা লয়ে দুটি হাতে রে
আসে মৃদু গতি।

(৯)
প্রাণের সোদর ভাই,
তার তুল্য কেহ নাই,

পরাণের টানে তাই
দেয় উপহার রে
আদর যতনে ;
এ দৃশ্য কি মনোহর,
শান্তিপ্রদ সুখকর,
কেন বিবাহের পর
ভগ্নী পর হয় রে,
তবে কি কারণে ?

(১০)

আহা যার ভগ্নী নাই সংসার ভিতরে,
বঞ্চিত সে এ মধুর স্নেহে ;
সেই দুঃখী দীনজনে, দেও প্রিয় ভগ্নীগণে
উদার হৃদয়ে ভাইফোঁটা সমাদরে ;
ভেদবুদ্ধি রেখ না এ দেহে।

(১১)

এক দিনে ফুরাবে কি সব !
এই ভ্রাতৃপ্রেমমহোৎসব ?
তা কেন ? সে ভাল নয়,
হয়ে চিরপ্রেমময়
নিত্য প্রেমে বাঁধি সবাকারে,—
সুখে থাক প্রেমপরিবারে।

(১২)

শুধু কেন ভাইফোঁটা রবে চির দিন,
ভগ্নীর আদর কেন না করিবে ভাই ?
অনন্ত উদার প্রেমে হইয়া বিলীন,
এই ভাবে প্রেম দান করুক সবাই।

(১৩)

ভগ্নীর কপালে ফোঁটা দাও ভগ্নীগণ,
দেও ভাই, ভগিনীর ললাটে সিঁন্দুর ;
স্নেহ আলিঙ্গনে সবে করিয়া বন্ধন
হৃদয় খুলিয়া প্রেম বিতর মধুর।

(১৪)

জননী আনন্দময়ী বিশ্বপ্রসবিনী,
আমরা সকলে তাঁর সন্তান সন্ততি ;
ভাই বোনে গাই তাঁর প্রেমের কাহিনী,
পরস্পরে করি প্রেম আদর প্রণতি।

সংবাদ।

আমেরিকার অন্তর্গত সল্টলেক্ সিটী নামক একটী স্থান আছে,তথায় এত কাল বহুবিবাহ চলিত ছিল। এই বহুবিবাহকারীরা খ্রিষ্টীয়ান। ইহাদিগকে মর্ম্মন বলিয়া থাকে। এ দলের যিনি প্রধান অধিপতি বা পুরোহিত তাঁহার ১৬।১৭টী পত্নী, নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহাদের বাড়ী আছে। প্রথম বিবাহিতা পত্নী অন্য সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। মর্ম্মণেরা আগে বলিত বহুবিবাহ না হইলে স্বর্গে মান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্প্রতি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য উহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, এত সভ্যতা এবং খ্রিষ্টীয় নীতি শাস্ত্রের শাসনের ভিতরেও বহুবিবাহ এ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। স্ত্রী স্বর্গকামনায় স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া পুনঃ পুনঃ স্বামীকে স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া দিত। উক্ত সল্টলেক সিটী পূর্ব্বে অরণ্য মাঠ ছিল, মর্ম্মনেরা তাহাকে এক সুন্দর সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত করিয়াছে।

আজ কাল জাপান দেশেও সভ্যতার বড় উন্নতি ! জাপানীরা আমেরিকার

লোকদিগকে কোন কোন বিষয়ে হারাইয়া দিয়াছে। টকি নগরে গত ছয় মাসে ৫২৬টি বিবাহ হয়, এবং ২২০টী বিবাহভঙ্গের নালিস হয়।

কোন কাগজে দেখা গেল, পণ্ডিতা রমা বাই আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া আনিয়াছেন।

এক খানি পোষ্ট কার্ড কলিকাতা হইতে জুন মাসে চীন দেশে প্রেরিত হয়, তথা হইতে স্যানফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক, পরে ইয়োরোপ ঘুরিয়া পাঁচ মাসের পর পুনরায় কলিকাতার ডেড্-লেটার আফিসে দেখা দিয়াছে।

ফ্রান্সদেশে এক নূতন রাজবিধি বাহির হইয়াছে। যে ব্যক্তির সাতটী কিম্বা তদতিরিক্ত সন্তান সে রাজকোষ হইতে দরকার হইলে অর্থ সাহায্য পাইবে। উক্ত রাজ্যের এক রাজপুরুষ অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের উপর ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন কোন বিবিও অবিবাহিত পুরুষের উপর ট্যাক্স বসাইতে চাহেন। সেই টাকা কুমারিরা পাইবে।

এক বৎসরের মধ্যে কেবল ক্যাণ্টন নামক প্রদেশ হইতে আট লক্ষ টাকা মূল্যের চুল আমদানি হইয়াছে। এই সকল সংগৃহীত কেশ দ্বারা কেশহীন নারীগণের সৌন্দর্য্য রক্ষা পায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ যে, এই সমস্ত কেশরাশির অধিকাংশ জেলের কয়েদী এবং হতভাগ্য মনুষ্যগণের মস্তক হইতে উৎপন্ন। ইয়োরোপের পল্লীগ্রামস্থ চাসাদের মেয়েরা খুব বড় বড় করিয়া চুল রাখে, তাহার পর পাঁচ সাত দশ টাকা মূল্যে তাহা বেচিয়া ফেলে। এ জন্য ব্যবসায়ী লোক সকল গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে। লেচ্ রেসম এবং অল্প মূল্যের অলঙ্কার দিয়া তাহারা কৃষকপত্নীদিগের মাথার চুল কিনিয়া লয়। অনেকানেক বড় মানুষের ঘরের রমণীরা চুলের কাঙ্গালিনী। তাঁহারা অনেকে এই চুলে কবরিবন্ধন করেন। চীনের মুলুক হইতে এইরূপ চুল অনেক আমদানি হইয়া থাকে। পরচুল ব্যবহার করিলে অনেক রোগের উৎপত্তি হয় এই আশঙ্কায় কিছু কাল ইহার ব্যবহার বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন আর সে ভয় বড় কেহ করে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে সময় আমেরিকার অন্তর্গত ওয়াসিংটন নগরে রাজকীয় সমিতি অর্থাৎ কনগ্রেস সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় তৎকালে একটী ভদ্র মহিলা উক্ত নগরের কোন হোটেলে বাসা লইতে যান। উহাতে স্থান তখন বেশী ছিল না, অন্য লোক দ্বারা হোটেল পূরিয়া গিয়াছিল। এক জন কেরাণী সেই মহিলার দুরবস্থা দর্শনে বলিল, ছয় তলার একটী ঘর খালি আছে আপনি তাহাতে আপাততঃ কিছু দিন বাস করুন, শীঘ্রই আপনার জন্য ভাল

ব্যবস্থা করিয়া দিব। ঘরটী বড় ভাল ছিল না, এবং তাহা সামান্যরূপে সজ্জিত। ভদ্র মহিলা কোন রূপ কায় ক্লেশে তাহাতে রহিলেন। আহারান্তে সকালে সকালে তথায় নিদ্রা গেলেন। প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন আছেন, এমন সময় কে যেন তাঁহার মুখে হস্ত স্পর্শ করিয়া অতি করুণ স্বরে "মা, মা!" বলিয়া ডাকিল। নিদ্রিতা রমণী তৎক্ষণাৎ চমকিয়া উঠিলেন। শেষ স্বপ্ন মনে করিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। আবার সেই রূপ মুখের উপর করস্পর্শ এবং মা মা শব্দ হইল। তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, বাতি জ্বালিলেন, পরে চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পরিচারিকাকে তিনি সব কথা জানাইলেন। সে চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আমি বার বার নিষেধ করিলাম, এ ঘরে যেন তোমাকে না দেওয়া হয়, তবু দিয়াছে! সে লোকটী তোমার আসিবার এক ঘণ্টা মাত্র আগে এই ঘর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।" মহিলা বলিলেন, "কে সে লোক? কার কথা তুমি বলিতেছ?" পরিচারিকা উত্তর করিল, "কেন? সেই যুবা পুরুষটী, যে পনর দিন কাল এই ঘরে জ্বর বিকারে পড়িয়াছিল, শেষ মরিয়া গিয়াছে! সে সর্ব্বদা কেবল হাত বাড়াইয়া কি যেন হাঁতড়াইত, আর হৃদয়বিদারক শব্দে মা গো মা! বলিয়া কাঁদিত।" ইহা একটি অভিনব ভূতের গল্প। চক্ষে দেখা সত্য ঘটনা।

মিসেস্ জেনারেল বুথের শ্মশানযাত্রায় পঁচিশ হাজার মুক্তিফৌজ দামামা বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া মহাসমারোহের সহিত লণ্ডন নগরের পথে গমন করিয়াছিল। উক্ত দেশের সামান্য শ্রেণীর হতভাগ্য লোকদিগের মধ্যে এই মহিলার নাম চিরস্মরণীয়। ইংলণ্ডদেশের পঞ্চাশ লক্ষ দুঃখীকে ভাল করিবার জন্য বুথের স্বামী এক নূতন উপায় করিতেছেন।

বরাহ নগরের শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীবোর্ডিং স্কুলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গত মাস হইতে মাসিক ৭৫৲ টাকা সাহায্য দান করিতেছেন।

গত বর্ষের শিক্ষাবিবরণী পাঠে জানা গেল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় এক লক্ষ ছাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। সমস্ত স্কুলের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ৮৭,৪৩,০০০ হাজার টাকা। গত বর্ষে বঙ্গদেশে বালিকা স্কুল ২,১৫৩ এবং তাহার ছাত্রীসংখ্যা ৪৫,৫৯০ জন। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দেড় শত স্কুল এবং দুই হাজার আন্দাজ ছাত্রী কমিয়া গিয়াছে।

কোন এক সম্ভ্রান্ত বিদ্যাবতী মহিলা উপন্যাস গ্রন্থ রচনায় শ্রান্ত হইয়া পণ্ডিত কারলাইলের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন যে তুমি সংসাররাজ্যের রাণী হইয়া রাজত্ব কর।

এবার অষ্টমী পূজার দিন কালীঘাটে প্রায় দুই হাজার ছাগ এবং মহিষ বলি হইয়াছে। পঁচিশ হাজার লোক জমা হইয়াছিল।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৮ম সংখ্যা।] অগ্রহায়ণ, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

পৃথিবীতে সর্ব্ব শুদ্ধ ৩,০৬৪ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে, এবং সমস্ত মনুষ্য জাতির মধ্যে সহস্রের অধিক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় সমতুল্য। মানুষ গড়ে প্রায় ৩৩ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। সহস্র লোকের মধ্যে হয়ত এক জন মাত্র শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে। শতকরা দুই জন মাত্র ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং ছয় শতের মধ্যে হয়ত এক জন মাত্র আশি বৎসর বাঁচিয়া থাকে। পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১০০০০০০০০০০ কোটী। ইহাদের মধ্যে প্রতি বৎসর ৩৩০০০০০০০০০ কোটী লোকের, প্রতি দিন ৯১,৮২৪ জনের, প্রতিঘণ্টায় ৩,৭৩০ জনের, প্রতি মিনিটে ৬০ জনের এবং প্রতি সেকেণ্ডে ১ জনের মৃত্যু হয়। অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত এবং খর্ব্বাকার লোক অপেক্ষা দীর্ঘাকার লোক অধিক কাল বাঁচে। ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বাঁচিবার অধিক সম্ভাবনা। গড়ে সহস্রের মধ্যে ৭৫ জনের বিবাহ হয়। যে সকল শিশু গ্রীষ্মের সময় জন্ম গ্রহণ করে তাহাদের শরীর অধিকতর সুস্থ। জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ই দিন অপেক্ষা রাত্রিতেই অধিক ঘটিয়া থাকে।

রুশিয়া দেশে একটী বার বৎসরের বালিকা শরীরের অসাধারণ আয়তনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। চারি বৎসর বয়ঃক্রম হইতে এই বালিকার আশ্চর্য্য রূপে শরীর বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এখনকার হিসাবে দুই মাস অন্তর সে এক ইঞ্চি অর্থাৎ বৎসরে ছয় ইঞ্চি করিয়া বাড়িতেছে। যদি এই পরিমাণে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ে, তবে সে এগার ফিট অথবা সাড়ে শাত হাত উচ্চ হইবে। সে যে শুধু দীর্ঘাকৃতি তাহা নহে, তাহার শরীর অত্যন্ত সবল। সে অনায়াসে এক জন সাধারণ আয়তনের লোককে হস্ত দ্বারা তুলিয়া লইয়া ফেলিয়া দিতে পারে। এই বালিকা ওজনে প্রায় চারি মণ ভারী। এই অপরিমিত দেহধারিণী বালিকাকে সময় সময় পুঁতুল লইয়া ক্রীড়ায় মত্ত থাকিতে দেখা যায়।

সম্প্রতি উক্ত দেশে রৌপ্যনির্ম্মিত একটী আশ্চর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ওজনে ৭।৮ মণ ভারী। কিছু দিন পূর্ব্বে রুশিয়ার রাজপরিবার আশ্চর্য্য রূপে ট্রেনে বিপদের সময় রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার স্মরণার্থ এই ঘড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা টার্কো নগরের ভজনালয়ে সংস্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর ১৭ই অক্টোবর তারিখে (যে দিন ঐ ঘটনা ঘটে) এই ঘড়ি হইতে মহাশব্দে ঘণ্টা ধ্বনি হইয়া সমুদায় দেশবাসীদিগকে সম্রাটের আশ্চর্য্য রূপে জীবন রক্ষার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবে।

হলণ্ড প্রদেশে বিবাহের এক নূতন প্রকারের প্রথা প্রচলিত আছে। যখন কোন যুবক কোন তরুণীর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হয়, তখন এক খানি মিষ্ট পিষ্টক ক্রয় করিয়া লইয়া কন্যার পিতা মাতার বাটীতে গমন করে, এবং যেখানে পরিবারস্থ সকলে একত্রিত থাকে তথায় উপস্থিত হইয়া বিনা বাক্যে সেই তরুণীর নিকটে গিয়া তাহার সম্মুখে সেই কাগজে জড়ান কেক্ খানি রাখিয়া দেয়। পরিবারের আর সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ ব্যাপারের কোন সংবাদ লয় না। পরে যুবক কন্যার পিতা মাতার সহিত অন্যান্য কথা লইয়া আলাপাদি করে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি কুমারীর দিকে থাকে। কুমারী যদি বিবাহে সম্মত থাকে, সে কেক্ খানি তুলিয়া লইয়া অল্প অল্প আহার করে। অন্যথা উহাকে পূর্ব্ববৎ কাগজে জড়াইয়া রাখিয়া দেয়। তাহা হইলে হতাশ যুবক কেক্ লইয়া ফিরিয়া যায়। এই ব্যাপার কন্যা ও বরপক্ষীয়গণ উভয়েই গোপন রাখে। যদি কন্যা সম্মতি প্রকাশ করে, তবে কন্যার পিতা যুবাকে অন্যত্র লইয়া তাহার সঙ্গতি কাজ কর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং বিবাহের পর কন্যাকে রাইল নদী পর্য্যন্ত বেড়াইতে লইয়া যাইবার তাহার সামর্থ্য আছে কি না জানিতে চাহেন। (হলণ্ডবাসিগণের পক্ষে রাইল ভ্রমণের সাধ বড় প্রবল) বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি তন্যান্য সভ্য ইউরোপীয় জাতিগণেরই সমতুল্য।

গ্রেট ব্রিটনের বার্ষিক পুলিস রিপোর্টে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ৩৩,০০০ হাজার চোর জানিত, তাহারা এখন জেলের বাহিরে; আর ২৪,০০০ হাজার জেল খাটিতেছে। সর্ব্বশুদ্ধ সে দেশে ৫৮,০০০ হাজার চোর। এক বৎসরে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফৌজদারি কোর্টে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অপরাধীর দণ্ড হয়। দশ হাজার লোক প্রতি বর্ষে আত্মহত্যা এবং অন্য প্রকার অপমৃত্যুতে মরে। ইহা ব্যতীত কত খুন হয় যাহা পুলিসে খবরও আসে না। ইহাদিগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রিটিশ জাতি প্রতি বৎসরে চল্লিশ লক্ষ টাকা পুলিস খরচ দেয়। মাতালদের মধ্যে ষাট হাজার

লোক মদ খাইয়া প্রাণত্যাগ করে। বারবণিতার সংখ্যা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক। ষাট লক্ষ লোক প্রতি দিনের আহারের জন্য দাতব্যের উপর নির্ভর করে। মুক্তিফৌজের লোকেরা এই রূপ হতভাগ্য পঞ্চাশ লক্ষ জীবের উদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। জেনারেল বুথ ইহারই মধ্যে তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। ধন্য কার্য্যদক্ষতা!

সম্প্রতি অক্সফোর্ড কলেজের ব্রাইট নামক কোন শিক্ষককে একটী মেম গুলি করেন, এজন্য তিনি ধৃত হইয়া বিচারালয়ে সমর্পিত হইয়াছেন। এখন তিনি বলিতেছেন, আমি হত্যা করিবার জন্য গুলি করি নাই। ব্রাইটের কন্যার সহিত যে ব্যক্তির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত মেমের বিবাহের কথা ছিল, এই হিংসাতে সে গুলি করিয়াছে। যাহারা ভদ্র সভ্য শিক্ষিত বলিয়া জনসমাজে পরিচিত বাহ্যবেশ ভূষা যাহাদের মনোহর, রূপ সুন্দর, রীতি নীতি ব্যবহার নিয়মানুগত, বাক্যালাপ সুরুচিসম্পন্ন, তাহারাও দ্বেষ হিংসা লোভ স্বার্থপরতা প্রভৃতি শঠবৃত্তিদিগকে দমন করিতে পারিতেছে না। পান হইতে চুণ খসিলে, একটী কথা কিম্বা ব্যবহার বা অঙ্গভঙ্গীর ব্যতিক্রম ঘটিলে যাহারা নাক সিটকায়, মুখ বাঁকায়, ঘৃণার ভাব দেখায়, তাহারাই এখন পৃথিবীর হাকিম উকিল মোক্তার এবং পুলিসকে প্রচুর অর্থ সাহায্যে প্রতি পালন করিতেছে। সভ্যতায় মানুষের কেবল সুখ বিলাস ভালরূপে চরিতার্থ হয়, কিন্তু রিপু দমন হয় না, বরং সে সকল সংখ্যায় আরও বাড়ীতে থাকে। অভাব বৃদ্ধিতে বাসনার বৃদ্ধি, এবং বাসনা চরিতার্থের ব্যাঘাত ঘটিলেই ষড় রিপু সহস্র হইয়া উঠে। ভদ্রভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রিপুপরিপোষণ যে সভ্যতার উদ্দেশ্য তাহা নরকের সহায়।

পৃথিবীতে যে পরিমাণে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে তাহার শত ভাগের এক ভাগও জ্ঞান জন্মিতেছে না। বরং জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতা বিদ্যাভিমানেরই বৃদ্ধি দেখা যায়। প্রকৃত তত্ত্বে প্রবেশাধিকার, নিগূঢ় সত্যের অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি, চিন্তাশীলতা, গভীরদর্শিতা যদি না জন্মিল, তবে লেখা পড়া শিক্ষার ফল কি? গুটিকতক ইতিহাসের ঘটনা, পৃথিবীর পরিমাণ, কতকগুলি জীব ও পদার্থ এবং দেশ মহাদেশের নাম, আর কিঞ্চিৎ ভাষাবোধ ইহাই সাধারণতঃ এক্ষণে শিক্ষার পরাকাষ্ঠা। বঙ্গীয় মহিলাগণ অনেকেই পুস্তক পত্রিকা পড়িতে শিখিয়াছেন, আজ কাল পাস টাসও করিতেছেন, কিন্তু ইহা দ্বারা কি তাঁহাদের জ্ঞানে রুচি জন্মিয়াছে? তাঁহারা কি তত্ত্বচিন্তায় মগ্ন হইতে ভাল বাসেন? জ্ঞানে রুচি এবং তত্ত্বপিপাসা না বাড়িলে লেখা পড়া শেখা

বৃথা। অসার জল্পনা, বৃথা বাক্যালাপ, এবং দিবানিদ্রা, আলস্য, মিছা খেলায় যাঁহাদিগকে সময় অতিবাহিত করিতে হয় তাঁহারা সৎগ্রন্থ পাঠের আমোদে বঞ্চিত। প্রতি দিন নব নব উপাদেয় বস্তু ভোজনের জন্য, নব নব বস্ত্রালঙ্কার পরিবার জন্য যেমন পিপাসা লালসা হয়, জ্ঞানসম্বন্ধে তেমনিটী হওয়া প্রার্থনীয়। বড় আক্ষেপের বিষয় যে নারীসমাজে এ বিষয়ে অত্যন্ত অভাব। নিজে চিন্তা করিয়া স্বাধীনভাবে মতামত গঠন করিব, সত্যাসত্য সার অসার নিত্য অনিত্য বিচার এবং নির্দ্ধারণ করিব এবং হৃদ্গত সংশয়রহিত জ্ঞান বিশ্বাসানুসারে ঠিক পথে চলিব, ঠিক কথা বলিব, এইরূপ উৎসাহ অভিলাষ চাই।

গ্রেস্ ডার্লিং।

নর্থাম্বার্লেণ্ডের উপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ অবস্থিত আছে। তথায় জনমানবের বসতি নাই, অতিশয় নির্জ্জন এবং বৃক্ষাদিবর্জ্জিত। তাহারা সংখ্যায় পঁচিশটী হইবে, ভিন্ন ভিন্ন আকার এবং আয়তনবিশিষ্ট। এই দ্বীপগুলি ফার্ণদ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে দ্বীপটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার নাম লঙ্গষ্টোন্। এই স্থানেই গ্রেস্ ডার্লিং অসমসাহসের কার্য্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

এই দ্বীপের এক সীমান্তভাগে আলোকস্তম্ভ বিরাজিত। তাহার নিকটে এক খানি ক্ষুদ্র কুটীর। তাহা আলোকস্তম্ভের রক্ষকের বাসস্থান। সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র লঙ্গষ্টোন্ দ্বীপের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দিবা রাত্রি তাহার লহরীমালা আসিয়া দ্বীপাঙ্গে আঘাত করিতেছে এবং তাহাতে শুভ্র ফেনরাশি উৎপন্ন হইয়া সুনীল জলের সহিত অতি সুন্দর শোভা পাইতেছে।

এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বীপ খণ্ড কেমন নির্জ্জন! চারিদিক নীরব; যেন প্রকৃতি তথায় বিশ্বদেবের ধ্যানে চিরনিমগ্ন। সময়ে সময়ে কেবল সহস্র সহস্র পক্ষীর সমতানে উত্থিত সুমধুর কলরব সেই নীরব ধ্যান ভঙ্গ করে, অথবা তাহারই সহিত যোগ দিয়া দেবদেবের স্তুতি গান করে।

এই দ্বীপে গ্রেস ডার্লিং বাস করিতেন। তাঁহার পিতা সেই আলোকস্তম্ভের রক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারটী লইয়া তথায় থাকিতেন। এই নির্জ্জন প্রদেশে গ্রেস্ তাহার স্বপ্নময় শৈশব অতিবাহিত করিয়াছে। পিতা মাতার আদরের ধন গ্রেস্ এই দ্বীপে আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর খানিকে সে ভালবাসিত। হয়ত অপরের নিকট এই দ্বীপের আকর্ষণ শক্তি কিছুই ছিল না, কিন্তু গ্রেসের নিকট তাহা শোভা ও

সৌন্দর্য্যে পূর্ণ বলিয়া মনে হইত। গ্রেস্ শৈশব হইতে এই দ্বীপেই বাস করিতেছে, তাহার সুখ দুঃখের স্মৃতি এই খানেই জড়িত, সুতরাং এ স্থান তাহার গৃহের ন্যায় সুমধুর।

'গৃহ' এই কথায় না জানি কি মোহিনী শক্তি আছে! মানব মাত্রই তাহাতে মুগ্ধ হয়। সংসারপথে বিচরণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়াছে যে মানব, তাহার নিকট গৃহ কেমন সুখকর! তাহা সকল শ্রান্তি দূর করে। ওই যে দুঃখভারে অবসন্ন মানব পথে চলিতে চলিতে শতকণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কর্ণে একবার এই কথাটী বল দেখি, অমনি দেখিবে তাহার হৃদয়ে নববল সঞ্চার হইয়াছে; সে আবার উৎসাহিত হৃদয়ে জীবনপথে অগ্রসর হইবে। দুঃখী যে তাহারও জীবনের প্রিয়তম দ্রব্য গৃহ,—সুখ ও আনন্দের প্রস্রবণ।

সেই নির্জ্জন কুটীরে গ্রেসের পিতা মাতা তাহাদের কোলাহলশূন্য জীবন অতিবাহিত করিত। গ্রেসও সেইরূপ নীরবতা ভালবাসিত। বালিকা গৃহকর্ম্মে মাতার সাহায্য করিত এবং পিতার সহিত জাহাজ ও সমুদ্র দেখিতে ভালবাসিত। প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে মোহিত হইত। আবার যখন প্রকৃতি ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিত তখনও বালিকার হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইত। যখন ঘন ঘটায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিত, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ ঝলসিত, এবং ঝটিকা প্রবাহিত হইত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের শ্রবণভেদী সুগভীর গর্জ্জন সমুত্থিত হইত, তখন বালিকা পুলকিত হইয়া তাহা অবলোকন করিত এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেই দেবদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করিত। এইরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল। প্রকৃত সাহস এবং কোমলতা তাহার হৃদয়ে বিকাশ পাইল।

ক্রমে গ্রেসের বাল্যকাল অতিবাহিত হইল। এক্ষণে সে দ্বাবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় বালিকা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিল। গ্রেস দেখিতে যে পরমাসুন্দরী ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার সর্ব্বাবয়বে মনোহর লাবণ্য ছিল। তাহার হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলি বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। বালিকার মমতাপূর্ণ উদার মুখখানি দেখিলে তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিত।

একদা দুর্য্যোগে শরৎকালীন রাত্রিশেষে এক খানি জাহাজ ফার্ণদ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। সহসা সেই জাহাজের একটী ছিদ্র খুলিয়া প্রবল বেগে তাহাতে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। বিপদ কখন একাকী আসে না, আবার দৈববশতঃ সেই সময়ই ঝটিকা বহিতে লাগিল। শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। এ সব দেখিয়া জাহাজবাসিগণ অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। ক্রমে ঝটিকা প্রবল বেগ

ধারণ করিল। ঘূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমুদ্রতরঙ্গ পর্ব্বত সমান উত্থিত হইল এবং চারিদিক কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এবার আর জাহাজ রক্ষার আশা রহিল না। আরোহিগণ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। অন্ধকারে ঝটিকাহত হইয়া জাহাজ খানি কোথায় গিয়া পড়িবে তাহা কে বলিতে পারে? চতুর্দ্দিকে যমদূত যেন তাহার অপেক্ষা করিতেছে। সহসা বায়ুতাড়িত হইয়া সবেগে একটী দ্বীপে আহত হইয়া জাহাজ দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তাহার পশ্চাদ্ভাগ সমুদ্রগর্ভে নিহিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন এবং অধিকাংশ আরোহী জলনিমগ্ন হইল। জাহাজের অগ্রভাগ সেই দ্বীপের উপর গিয়া পড়িল। অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক আরোহী সেই ভগ্নাবশেষ প্রাণপণে অবলম্বন করিয়া কোনরূপে সেই দ্বীপে প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু তথায়ও তাহাদের প্রাণ সংশয়। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে সবেগে আঘাত করিতেছে। সুতরাং তাহারা প্রায় জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তথায় পড়িয়া রহিল।

এক্ষণে ঝটিকা থামিয়াছে। ধীরে ধীরে ঊষার আলোক দেখা দিয়াছে। ঝটিকাহত দৃশ্যের উপর সূর্য্যের লোহিত কিরণচ্ছটা পড়িয়া বড় সুন্দর শোভা হইয়াছে। প্রকৃতি কেমন ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে আবার চারিদিক যেন হাসিতে লাগিল। ঊষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেস্ কুটীর হইতে নির্গত হইল এবং বিস্ময়াভিভূত চিত্তে চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিল। তখনও অল্প অল্প কুয়াশা আছে, সেই জন্য দ্বীপগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। বায়ু তখনও একটু বেগে বহিতেছিল এবং সমুদ্র ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জ্জন করিতেছিল। সহসা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী দ্বীপের প্রতি গ্রেসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই দ্বীপের প্রান্তভাগে কতকগুলি দ্রব্য স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে গ্রেস্ দেখিতে পাইল। অন্ধকার বশতঃ তাহা কি নির্ণয় করা যায় না। অবশেষে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে দেখা গেল যে সেই স্তূপাকার দ্রব্য আর কিছুই নহে, কতকগুলি লোক অর্ণব পোতের একটী ভগ্নাবশেষ অবলম্বন করিয়া তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রেসের হৃদয় তাহাদের জন্য ব্যথিত হইল। তৎক্ষণাৎ কুটীরাভ্যন্তরে গমন করিয়া সে পিতাকে এই সংবাদ দিল এবং সেই হতভাগ্য লোকদের উদ্ধারার্থ গমন করিতে উৎসুক হইল। কিন্তু তাহার পিতা জানিতেন যে তথায় গেলে তাঁহাদের মৃত্যু নিশ্চয়। তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রে হয়ত নৌকাসহিত তাঁহারা নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু বালিকা গ্রেস কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। সেই হতভাগ্য লোকদের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। এত গুলি লোকের প্রাণ যায়, আর ঘরে বসিয়া নীরবে তাহা অবলোকন করিতে হইবে, ইহা গ্রেসের সহ্য হইল না। তাহাদিগকে রক্ষা করিতে

গিয়া যদি নিজের প্রাণ যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? গ্রেস্ তাহাতেও ভীত নহে। সমুদায় বিপদ তৃণজ্ঞান করিয়া বালিকা পুনঃ পুনঃ পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিল। অবশেষে পিতার মন বিচলিত হইল। বালিকার এরূপ পরদুঃখকাতরতা, এত আগ্রহ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অগত্যা কন্যার সহিত তাহাদের নিকট যাইতে সম্মত হইলেন।

তাঁহাদের নৌকা খানি সমুদ্রে খুলিয়া দেওয়া হইল। উভয়ে দাঁড় গ্রহণ করিলেন। সেই ভীষণাকার সমুদ্রের তরঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহারা অতিকষ্টে নৌকা বাহিয়া যাইতে লাগিলেন। পথে কত বিপদ ঘটিতে পারে, হয়ত নৌকা খানি কোন পর্ব্বতময় স্থানে আহত হইয়া ভগ্ন হইয়াও যাইতে পারে। তাঁহারা সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া এবং ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহারা নিরাপদে লক্ষ্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহা দেখিয়া সেই জীবনাশাবর্জ্জিত লোকদিগের অন্তরে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা কল্পনায় কেবল অনুভব করা যায়। তাহারা প্রতি নিমেষে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিল, সহসা দেখিল এক খানি নৌকা তাহাদের দিকে আসিতেছে। তাহারা তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইল। আবার যখন দেখিল যে তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নহে একটী বালিকা এবং একটী বৃদ্ধ, তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ঝটিকাহত বৃদ্ধ পিতার পার্শ্বে বসিয়া বালিকা কেমন উৎসাহের সহিত দাঁড় বাহিতেছে! তাহার মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই। আহা সেই বালিকার বদনমণ্ডল কেমন প্রশান্ত! কেমন প্রফুল্ল! তাহারা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কে জানিত যে অবশেষে একটী বালিকা আসিয়া তাহাদিগকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে? সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। তাহারা পরমেশ্বরকে সানন্দ চিত্তে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। এমন দৃশ্যের অবতারণা তিনি ভিন্ন আর কে করিবে? এই ভীষণ স্থানে এমন স্বর্গীয় ছবি তিনি ভিন্ন আর কে অঙ্কিত করিবে? সেই বালিকা এবং পিতার জন্য সর্ব্ব হৃদয়ের কাতর প্রার্থনাধ্বনি তখন স্বর্গদ্বারে উত্থিত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল। বিশ্বদেব তাঁহার শুভ্র আশীর্ব্বাদরাশি পিতা ও কন্যার মস্তকে বর্ষণ করিলেন।

অনন্তর কন্যা ও পিতা কোন প্রকারে নয় জন লোককে নৌকাতে উঠাইলেন। কিন্তু ফিরিবার সময় দুর্ভাগ্য বশতঃ স্রোতের গতি ফিরিল, সুতরাং তাঁহারা অতিকষ্টে স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড় বাহিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন সেই জলনিমগ্ন লোকগণ তাঁহাদের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। এইরূপে যখন নৌকা আলোকস্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইল,

তখন পিতা ও কন্যা সাদরে অতিথি-দিগকে নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তাহারা দুই দিন তথায় থাকিয়া স্ব.স্ব দেশে প্রস্থান করে।

সেই ঝটিকার রাত্রিতে গ্রেস্ যখন বিশ্রাম করিতে গেল তখন সে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করিল। স্বার্থত্যাগের পুরস্কার এই। গ্রেসকে তখন প্রশংসা করিবার কেহই ছিল না এবং পৃথিবীতে পিতা মাতা ভিন্ন ভালবাসিবার লোকও কেহ ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহার নাম ইউরোপ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে কেবল তাহারই প্রশংসা, তাহার যশ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। গ্রেস সর্ব্ব সাধারণের সম্মান প্রাপ্ত হইল। অনেকানেক সম্মানসূচক পত্র এবং উপহার তাহার নিকট আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে ৭০০০ সাত হাজার টাকা মূল্যের একটী উপহার আসিয়াছিল। বিপনীতে বিপনীতে গ্রেসের ছবি বিক্রয় হইতে লাগিল। তাহার গুণরাশি দেশে দেশে গীত হইতে লাগিল। কিন্তু এত সম্মানেও গ্রেসের হৃদয় গর্ব্বিত হয় নাই। গ্রেস্ তেমনই নম্র স্বভাব, তেমনই বিনীতা রহিল। প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শন যে বিনয় তাহা গ্রেস্ বিস্মৃত হয় নাই।

গ্রেস তাহাদের কুটীর খানিকে বড় ভালবাসিত। সর্ব্বসাধারণে অনুরোধ করিলেও সেই নির্জ্জন স্থান সে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্রেস পিতা মাতার নিকট ছিল। তাহাদের আদর পাইয়াই পরমাহ্লাদিত হইত। অবশেষে কেবল মৃত্যু আসিয়া তাহাকে পিতা মাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করে। ক্রমে গ্রেসের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। ক্ষয়-রোগে তাহাকে আক্রমণ করিল। সেই ঘটনার তিন বৎসর পরে গ্রেস্ ডার্লিং পিতা মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন।

সুখী পরিবার।

(১)

আহা কিবা মনোহর প্রিয়দরশন!
কুসুম স্তবক প্রায়, মিলে সবে গায় গায়,
প্রাণে প্রাণে গাঁথা প্রিয় আত্মীয় স্বজন,
সুখী পরিবারে করে জীবন যাপন।

(২)

পতিপাশে সতী, যেন অভেদ মূরতি,
যুগল মিলন বেশে, স্নেহভরে প্রেমাবেশে
পালন করিছে দোঁহে সন্তান সন্ততি;
কানন মাঝারে যথা বিহগদম্পতি।

(৩)

ভাই ভগ্নী দুটী যেন স্নেহের পুতলি,
কত ভালবাসে তারা, আপনারে হয়ে হারা,
স্বার্থ সুখে একেবারে দিয়ে জলাঞ্জলি;
এক বৃন্তে যথা দুই কুসুমের কলি।

(৪)

সন্তানবৎসলা মাতা প্রসন্ন বদনা,
গৃহলক্ষ্মী গুণবতী, সদাচারা ভক্তিমতী,
গৃহধর্ম্ম নিত্যব্রত করেন সাধনা;
তেয়াগিয়া নিজসুখ বিলাস কামনা।

(৫)

বক্ষে পুত্র কন্যা, হস্তে স্বামীর চরণ,
সেবায় উপজে সুখ, তাই সদা হাসি মুখ,
নিজে অনাহারে থাকি করায় ভোজন;
চিরপ্রেমব্রতে ঢেলে দিয়েছে জীবন।

(৬)

বিধাতার প্রতিনিধি পিতা জ্ঞানবান্,
মাথার উপরে তাঁর, সংসারের গুরুভার,
গম্ভীর প্রশান্ত মনে করেন ধেয়ান;—
কেমনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হবে সমাধান।

(৭)

সদা সাবধান পোষ্য পালনের তরে;
গৃহদুর্গদ্বারে থাকি, নিজ অন্তরালে ঢাকি,
রাখেন আপন জনে চক্ষের উপরে;—
সহধর্ম্মিণীর সাথে ব্যাকুল অন্তরে।

(৮)

পুত্র কন্যাগণ পিতা মাতার অধীন;
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে, কি করিতে হবে কারে,
সুশিক্ষায় সমুন্নত হয় দিন দিন;
নহে কেহ কারো প্রতি মমতাবিহীন।

(৯)

অতিথি ভিখারী কিম্বা অনাথ বিপন্ন
শ্রান্ত হয়ে অনাহারে, যদি কেহ আসে দ্বারে,
সুখীপরিবার তার মুখে দেয় অন্ন;
যথা সাধ্য করে সেবা বাসনা সম্পন্ন।

(১০)

মূর্ত্তিমান প্রেম যেন বিরাজে তথায়,
নাহি অশান্তির লেশ, ঘৃণা নিন্দা হিংসা দ্বেষ,
দাস দাসী পুরবাসী শান্তিগীত গায়;
স্বয়ং ভগবান্ সুখী তাদের সেবায়।

(১১)

দিনান্তে নিশান্তে যবে মিলিয়া সকলে,
বসিয়া পূজার ঘরে, ডাকে দেব মহেশ্বরে,
প্রণিপাত করে তাঁর চরণকমলে,
হেরিলে সে শোভা হিয়া ভাসে আঁখি জলে।

একটি সুন্দর কাহিনী।

বহু দিন হইল পারিস সহরে এই ঘটনা ঘটে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতে ক্রিস্মাসের পূর্ব্ব রজনীতে এক জন প্রাচীন যষ্টিহস্তে পারিসের রাজপথ দিয়া যাইতেছিল। তাহার পরিধানে অতি পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছদ। অযত্নে রক্ষিত শুভ্রবর্ণ কেশগুলি তাহার অবনত স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। মস্তকের টুপি দ্বারা মুখের উপরিভাগ অবধি আবৃত। পৌষ মাসের সুতীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা বায়ু তাহার জীর্ণ বস্ত্র ভেদ করিয়া তাহার শরীরকে কম্পিত করিতেছিল। বৃদ্ধের হস্তে কেবল রুমালে জড়িত তাহার প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটি মাত্র ছিল। সে মহা কষ্টে ধীরে ধীরে রাজপথে মৃদু পাদবিক্ষেপে গমন করিতে করিতে অবশেষে কোন অট্টালিকার আলোকিত গবাক্ষনিম্নে দাঁড়াইয়া অতি যত্নে বেহালার আবরণ খুলিয়া বাজাইতে

আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার বাদ্যযন্ত্র হইতে এমন দুঃখজনক সুর সকল বাজিতে লাগিল যে পথিকেরা কেহই তাহা শ্রবণ করিবার জন্য দাঁড়াইল না। রাজপথস্থ দরিদ্র বালকেরা পর্য্যন্ত কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ তখন বাদ্য বাদনে ক্ষান্ত হইল এবং অবসন্নভাবে অট্টালিকার সোপানোপরি বসিয়া পড়িল, এবং নিরাশ কণ্ঠে বলিল, "হা বিধাতঃ! আমি আজ বাজাইতেও পারিতেছি না।" চক্ষুর জলে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। এমন সময় তিন জন সৌম্য মূর্ত্তি যুবা প্রফুল্লভাবে গান করিতে করিতে সেই সঙ্কীর্ণ রাজপথে উপস্থিত হইল। তাহারা অন্ধকারে বৃদ্ধকে দেখিতে পায় নাই। এক জনের হস্তের ধাক্কা লাগিয়া বৃদ্ধের মস্তকের টুপিটী ভূমিতে পড়িয়া গেল। প্রাচীন তখন সম্মুখে আসিয়া ধীর ভাবে টুপি লইতে উদ্যত হইল। তাহাকে দেখিয়া যুবক অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "ক্ষমা করুন মহাশয়, অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই।" এই বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া টুপিটি তুলিয়া সে বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিল। দ্বিতীয় যুবা বৃদ্ধের হস্তে বাদ্যযন্ত্র দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি কি বাজাইয়া থাকেন?" বৃদ্ধ বলিল, "এক সময় বাজাইতাম বটে, এখন আমার অঙ্গুলি অসাড় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আর বাজাইতে পারি না।" বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুজল দ্বিগুণ বেগে বাড়িতে লাগিল। যুবকেরা সদয় ভাবে বলিল, কি হইয়াছে? আমাদের দ্বারা কি আপনার কোন সাহায্য হইতে পারে?" বৃদ্ধ মাথার টুপি খুলিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন, আমি আর বাজাইয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমার ক্ষীণ হস্তের সে ক্ষমতা আর নাই। গৃহে আমার কন্যাটি রোগশয্যায় পড়িয়া আছে।" বৃদ্ধের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যুবক তিন জনের মনে অত্যন্ত দয়া হইল। তাহারা ব্যস্ত ভাবে পকেট হইতে অর্থ বাহির করিয়া বৃদ্ধকে দান করিল। কিন্তু দেখিল তাহা যৎসামান্য মাত্র। তখন তাহারা পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক জন বলিয়া উঠিল, "বন্ধুগণ, চল আমরা ইহার সাহায্যের জন্য কিছু উপায় করি। ইনিও আমাদের তুল্য বাদ্য সঙ্গীতশাস্ত্রের শিষ্য, অতএব আমাদের ভ্রাতা। এক জন ইহাঁর বেহালা লইয়া বাজাও, এক জন গান কর, আর আমি টুপি পাতিয়া লোকের নিকট ভিক্ষা সংগ্রহ করি।" এই বলিয়া তিন জনে হস্তের আস্তীন গুটাইল। এবং প্রথম যুবা টুপি সম্মুখে ধরিয়া মুখ আবৃত করিয়া বলিল, "চল সকলে আরম্ভ করি।" "মেরীতনয় যিশুর জয় হউক!" এই বলিয়া দুই যুবা মহা উৎসাহে বাদ্য ও সঙ্গীত করিতে লাগিল। দ্বিতীয় যুবার হস্তস্পর্শে বৃদ্ধের পুরাতন বাদ্যযন্ত্র হইতে এমন সুন্দর সুন্দর সুর বাহির হইতে লাগিল যে সে বাদ্যের ধ্বনিতে

চারিদিক পূর্ণ হইল, পথিকগণ দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল, চারিদিকে অট্টালিকার গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত হইতে লাগিল এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধের টুপি অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পরে বাদ্য ক্ষান্ত হইলে ও লোকের ভিড় কমিয়া গেলে যুবাত্রয় বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "আপনাদের কি নাম বলুন, যেন আমার পীড়িত কন্যাটী আপনাদিগকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা দিতে পারে।" প্রথম যুবা হাসিয়া বলিল, "আমার নাম বিশ্বাস।" দ্বিতীয় যুবা বলিল, আমার নাম "আশা।" তৃতীয় বলিল, তবে আমার নাম "দয়া।" এই বলিয়া সে সঞ্চিত অর্থ সহ বৃদ্ধের টুপি তাহাকে অর্পণ করিল। বৃদ্ধ সাশ্রু নয়নে বলিল, "মহাশয়গণ! আপনাদের নাম আমাকে বলিলেন না, তবে আমার পরিচয় দিই শুনুন। আমার নাম "চ্যাপনার" আমি ট্রস্‌বর্গ সহরে দশ বৎসর কাল বাদ্যশিক্ষক ছিলাম। স্বদেশ ছাড়িয়া আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। তোমরা আজ আমাকে বাঁচাইলে; কারণ, এই ভিক্ষার অর্থ দিয়া আমার কন্যাকে স্বদেশে লইয়া যাইব; সেখানে আত্মীয়দের সাহায্যে ও সেখানকার জল বায়ুতে হয়ত আমার কন্যার পীড়া আরোগ্য হইবে। তোমাদের বাজাইবার ক্ষমতায় আজ আমার এত উপকার হইল আমি বলিতেছি, এক দিন তোমরা এই গীতবাদ্যের জন্য বিখ্যাত হইবে।" "তাহাই হউক!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবকগণ গম্য পথে প্রস্থান করিল। তাহাদের উদার সদয় হৃদয় ধন্য হউক!

এই তিনটী যুবা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সঙ্গীত ও বাদ্য শাস্ত্রে বিশারদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহারা আর কেহ নয় গষ্টেভ রজার, এডল্‌ফ হার্মেন্ এবং চার্লস্ গুনোড।

কয়েকটি সৎপরামর্শ।

পত্নীর প্রতি—স্বামী যখন কার্য্যালয় হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবেন তখন বিরক্ত মুখে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবে না।

সন্তানগণকে কটু কাটব্য কহিয়া ও দাস দাসীগণের সহিত বচসা করিয়া গৃহকে অশান্তির আলয় করিয়া স্বামীকে বিরক্ত করিবে না।

সর্ব্বদা পতির আহারের তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিবে।

সাংসারিক অভাব ক্লেশের কথা লইয়া সর্ব্বদা স্বামীকে অনুযোগ করিবে না।

স্বামীর অনিচ্ছায় ও অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষদের সহিত অধিক হাস্য পরিহাসে ক্ষান্ত থাকিবে।

স্বামীকে অযথা সন্দেহ করিবে না।

স্বামীর দোষের কথা কখন সন্তানগণের সহিত আলোচনা করিবে না।

সন্তানগণের সম্মুখে স্বামীর সহিত কলহ করিবে না।

পতির প্রতি—যে সকল বিষয় লইয়া স্ত্রীকে উপহাস করিলে স্ত্রীর মনে ক্লেশ হয় তাহা কখনও করিবে না। স্মরণ রাখিও, স্বামীর সকল কথা স্ত্রীর মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ থাকে, যদিও স্বামীরা তাহা ভুলিয়া যায়।

স্ত্রীর দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া অপর স্ত্রীর সুখ্যাতি করিও না।

স্ত্রীর লজ্জাহীনতা সম্বন্ধে সম্মুখে বা পরোক্ষে নিন্দা করিও না।

যখন লোকসমাজে স্ত্রীকে লইয়া যাইবে, তাঁহার প্রতি তখন অমনোযোগ দেখাইও না।

অন্য লোকের সম্মুখে স্ত্রীকে অনুযোগ বা তিরস্কার করিও না।

স্ত্রীর নিকট অপর স্ত্রীলোকদিগের রূপ গুণের অধিক প্রশংসা করিও না।

গৃহে গম্ভীর ও কথাবার্ত্তা অধিক নাই, অথচ বাহিরের লোকের সহিত খুব মিশিতে পার, এ ভাব রাখিও না। স্মরণ রাখিও, তোমার যেমন সময়ে সময়ে আমোদ ও বিশ্রাম দরকার, পত্নীরও সময়ে সময়ে তাহা প্রয়োজন। অতএব সাধ্যমত স্ত্রীর শারীরিক মানসিক বিশ্রাম ও আমোদের জন্য কিছু সময় দিবে।

স্ত্রীর সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তাহা হইলে তোমার প্রতি স্ত্রীর স্নেহবন্ধন আরো দৃঢ় হইবে।

অর্থ সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত অধিক কৃপণতা দেখাইবে না। এবং এমন ভাব প্রকাশ করিবে না যে তুমি দয়া করিয়া সংসারের অভাব মোচন করিতেছ। অর্থ সম্বন্ধে অধিক খিট্ মিট্ করিলে তোমার উপর স্ত্রীর শ্রদ্ধা কমিয়া যাইবে।

এমন কার্য্য করিও না যাহাতে তোমার উপর পত্নীর শ্রদ্ধা কমিয়া যায়।

যদি তোমার স্ত্রী বুদ্ধিমতী নারী হয়েন, তোমার আয় সঙ্গতি সম্বন্ধে সমুদায় কথা তাঁহাকে জানাইবে, তিনি তদনুসারে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। নিজের সম্বন্ধে আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিবে বলিয়া স্ত্রীর নিকট আয়ের বিষয় গোপন করিও না। তাহাতে কেবল অনিষ্ট ঘটিবে। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সেয়ানা, স্বামীদের স্বার্থপরতা সহজে তাহারা বুঝিতে পারে এবং তখন হইতে তোমার উপর তাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস কমিয়া যাইবে, অভিমানে আঘাত লাগিবে, এবং হয়ত মনে অন্যায় অবিশ্বাস সন্দেহ আসিয়া প্রবেশ করিবে; তাহা হইলে পারিবারিক সুখের মূলেও আঘাত পড়িবে।

উভয়ের প্রতি,—আপনাকে শাসন করিতে শিক্ষা কর। ধীর এবং সহিষ্ণু হও। ক্রোধকে দমন কর। মনে রাখিও, অনেক সময় কথা বলা অপেক্ষা নীরব থাকা শ্রেয়ঃ। অপরের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিও না। স্মরণ রাখিও, সকলেরই বিশেষ বিশেষ দোষ আছে। তোমার নিজেরও কত দোষ। সকলের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। ক্ষমা করিতে এবং সহ্য করিতে শিক্ষা কর। কটু বাক্য কখনও রসনায় উচ্চারণ করিও না। একটি কটু কথা অনেক সময় বিবাদের কারণ স্বরূপ হয়। মিষ্ট ও কোমল স্বরে কথা বলিতে শিক্ষা কর। সকলের সহিত সদয় ও প্রফুল্লভাবে কথা কহিতে শিক্ষা কর। গৃহের সকলের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা কর, এবং সেই অনুসারে সকলের সহিত ব্যবহার কর।

যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে সচরাচর একটু সুখ স্বচ্ছন্দতাও বৃদ্ধি হয়, তাহা করিতে আলস্য করিও না। নিজের স্বার্থ ছাড়িতে শিক্ষা কর। পরনিন্দা শুনিও না। পরস্পরের উপর সহজে সন্দেহ করিও না। সন্তানগণের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিবে, অথচ তাহাদিগকে সুশাসনে রাখিবে। সন্তানদের হস্তে অধিক অর্থ দিবে না। তাহাদিগকে রজনীতে বাটীর বাহিরে তোমাদের অজ্ঞাত স্থানে যাইতে দিবে না।

সাধুদর্শনের ফল।

একদা কোন ভক্ত বৈষ্ণব প্রেমিকচূড়ামণি গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমরা বিষয়ী গৃহী ব্যক্তি, আমাদের উপায় কি হইবে?" তিনি বলিলেন, "তোমরা সাধুসঙ্গ এবং নাম সঙ্কীর্ত্তন করিও, তাহাই তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়।" পুনরায় বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধু চিনিব কি প্রকারে?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যাহাকে দেখিলে হরিভক্তির উদয় হয় তাঁহাকেই সাধু বলিয়া জানিবে।"

সাধু ভক্তের এই যে লক্ষণের কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে সকলেরই হৃদয় সায় দেয়। ধর্ম্ম সাধনের যত যত উপায় আছে, তন্মধ্যে সাধুদর্শন, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আশুফলপ্রদ। পুস্তকের লিখিত ধর্ম্মলক্ষণ সকল সাধুজীবনে আমরা মূর্ত্তিমান আকারে দেখিতে পাই। তাহা দেখিয়া সংশয় অবিশ্বাস বিনষ্ট হয়, ভক্তি বৈরাগ্যে হৃদয় সজীব এবং সরস হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গে এইরূপ পত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে কেহ সন্দেহ করে না, কিন্তু সেই সাধুকে কোথায় পাই, এই বলিয়া লোকে আক্ষেপ করে। সাধু দুর্লভ সামগ্রী তাহাতে আর সন্দেহ কি। তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হও, গিরিগুহা, মঠ, আশ্রম, মহারণ্য, নির্ঝরতট, নির্জ্জন গোফা অন্বেষণ কর, সাধুবেশধারী শত শত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু যাহাকে দেখিলে অন্তরে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় তেমন সাধু কোথা? অতি বিরল। অতি বিরল। দৈবশক্তি, দৈবজ্ঞান, দেবভাবে জীবন যাপন করেন; সর্ব্বদা কেবল ভগবানের দিকেই চাহিয়া আছেন, তাঁহার ইঙ্গিত শুনিবার জন্য ব্যাকুল পিপাসু, এমন লোক কৈ?

আছে, এই বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র স্বভাবের লোকের মধ্যেই সাধু আছে। দোষদর্শী সূক্ষ্ম বিচারপতি হইয়া খুঁজিলে সাধুদর্শন মিলে না। কিন্তু ভগবানের পানে চাহিলে তাহা পাওয়া যায়। মোহান্ধ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা অবস্থিতি করিতেছেন। সে পথের পথিক যাহারা তাহারা সাধু চিনিতে পারে। লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে। আধুনিক সময়ে ভারতের নানা স্থানে যে কয়েকটি মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পরলোকে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সেবা এবং সন্দর্শনে আমরা অনায়াসে কত ফল লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হেলায় হারাইয়াছি। এক্ষণে যাঁহারা ইতস্ততঃ জীবিত আছেন, আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের সেবা এবং সঙ্গ করা আমাদের পক্ষে যে নিতান্ত কল্যাণকর তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। এ সকল লোক চলিয়া গেলে অনেকে দুঃখ অনুতাপ করিবেন। তখন হয়ত বলিবেন, "আহা! আর দিন কতক যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, আমাদের কত উপকার হইত! আহা তখন তাঁহার সাধুজীবনের পরীক্ষিত শেষ কথাগুলি শুনিয়া কেন জীবনের সম্বল করিলাম না! আরতো পৃথিবীতে তেমন ভাল লোক দেখিতে পাই না!" এইরূপে আক্ষেপ না করিয়া সময় থাকিতে শুভ সুযোগের ফল ভোগ করা উচিত।

যিনি প্রতিক্ষণে পরলোকধামে যাইবার জন্য ভগবানের পানে চাহিয়া আছেন; যৌবনে বার্দ্ধক্যে, রোগে সুস্থতায়, পার্থিব প্রবল প্রলোভন পরীক্ষায়, এমন কি, মৃত্যুমুখে পড়িয়া যিনি ঈশ্বরকৃপার প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বিশ্বাস ভক্তিকে সদৃঢ় করত অদ্যাবধি রজতকান্তি হিমাচলের ন্যায় সত্যের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন; যাঁহার শুভ্র কেশ শ্মশ্রুশোভিত সুদীর্ঘ সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি, গভীর অর্থযুক্ত সুললিত বচনাবলী, সুমিষ্ট পিতৃবাৎসল্য এবং স্নেহপূর্ণ সদ্ব্যবহারে ব্যক্তি মাত্রকে বিমোহিত করে; তিনি কি এখনো আমাদের মধ্যে জীবিত নহেন? ভগবৎ প্রসঙ্গের সময় যাঁহার দুর্ব্বল রসনা, ক্ষীণ কণ্ঠ এবং নির্ব্বাণোন্মুখ নয়ন যুগলে এখনও ব্রহ্মাগ্নি দীপ্তি পায়, যাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস মুমূর্ষু তনুকে বৈদ্যুতিক আলোকে জ্যোতিষ্মান করে, তিনি কি দর্শনীয় পুণ্যতীর্থ নহেন? কাহার কথা আমরা বলিতেছি? আর অন্য কোন নূতন লোকের কথা নয়, আমাদের সেই প্রাচীন মহর্ষি ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথের কথা। কে না তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন? জীবনের শেষ ভাগে ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রমে রোগে জীর্ণ, শোকে ব্যথিত হইয়াও যিনি পরমানন্দ সহকারে প্রফুল্ল মুখে, প্রেমবিস্ফারিত নয়নে সর্ব্বজন প্রিয় জীবনসখা ভগবানের লীলাকথা বর্ণন করেন, তিনি এই বর্ত্তমান যুগে পরমতীর্থ. ভাবী বংশের আদর্শ স্থল তাহাতে সন্দেহ নাই। কথা বলিলে তিনি শুনিতে পান না, চক্ষে দৃষ্টি নাই, ভগ্ন শরীর শত বন্ধনে বদ্ধ, আহার কেবল প্রাণধারণের জন্য নাম মাত্র, দিবানিশি প্রায় একাই নিষ্কর্ম্মা হইয়া একাসনে বসিয়া থাকিতে হয়, ভাবের ভাবুক বিশ্বাসী ভক্ত তেমন কেহ নাই যাহাদের সঙ্গে অনেক সময় সৎপ্রসঙ্গে যাপন করিতে পারেন, মৃত্যু প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, প্রচুর ঐশ্বর্য্য সুখ থাকিলেও মন বৈরাগী ফকীর, শরীর ধারণ এখন যেন কেবল রোগ ভোগের নিমিত্ত; এমন অবস্থার মানুষ যে সকল জীবন্ত বিশ্বাসের সার কথা বলে তাহা ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এখনও তাঁহার রসনা সবশে আছে, অল্প কাল পরে আর থাকিবে না। সাধুর রসনা স্বর্গের দ্বার। ধন্য তাহারা যাহারা সেই দ্বারের ভিখারী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন চুঁচুড়ায় মৃতপ্রায় হন, তখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার গিয়া বলিলেন, "আর আশা নাই, অদ্য রাত্রি শেষ হয় কি না সন্দেহ।" মহর্ষি তখন যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন। বাহিরে কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু অন্তরে অপূর্ব্ব শান্তি। অজ্ঞাতসারে ঔষধ পথ্য মুখ হইতে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার জীবনের চিহ্ন দেখিয়া সকলে বিস্ময় এবং আনন্দে পূর্ণ হইল। মহর্ষি বলেন, "সেই দিন হইতে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া দিয়াছেন যে", 'তোর এখনো সময় হয় নাই, ভালরূপে প্রস্তুত করিবার জন্য এখানে তোকে রাখিলাম। তোর চক্ষু কর্ণ সব কাড়িয়া লইলাম, বাহিরে আর দরকার নাই; এখন তুই ভিতরে থাকিবি। যদি কোন কথা কহিতে হয়, তবে আমার কথা লোকদিগকে বলিবি। বিষয় কার্য্য করিবি না। শরীরের চিকিৎসারও প্রয়োজন নাই। তোর সব কাজ শেষ হইয়াছে, সদরে যাইবার জন্য মফস্বলে আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, সময় হইলে ডাকিয়া লইব। কেবল আমার পানে সর্ব্বদা তাকাইয়া থাকিস।'

এই মহাত্মার জীবনে ভগবানের অনেক লীলা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। শরীর ভগ্ন রুগ্ন ধ্বংসপ্রায় হইলেও যে আত্মা—অমর আত্মা দিব্যজ্ঞান এবং ভক্তি বিশ্বাসে সজীব বিকসিত এবং বলিষ্ঠ থাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইনি দেখাইতেছেন। পাঠিকাগণ সুযোগক্রমে ইহাঁকে দর্শন করিয়া এবং ইহাঁর শেষ কথা শুনিয়া যেন কৃতার্থ হন, এই আমাদের অনুরোধ। এ জিনিষ আর পৃথিবীর অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। এরূপ সাধুর দর্শনে ঈশ্বরভক্তি উদয় হয়। বর্ত্তমান বংশের তিনি পিতা স্বরূপ। পিতৃসম্পত্তি হইতে আমরা যেন বঞ্চিত না হই।

ঈশ্বর চরণে নিবেদন।

জয় হরি দয়াময় দারিদ্র্যভঞ্জন।
দীনবন্ধু দীননাথ দুঃখনিবারণ॥
পতিতপাবন তুমি পাতকনাশন।
পরিত্রাতা পরমেশ পাষণ্ডদলন॥
করুণাসাগর হরি জীবনসহায়।
মঙ্গলনিধান বিভু পরমআশ্রয়॥
অন্নদাতা পিতা তুমি স্নেহময়ী মাতা।
সর্ব্বশক্তিমান দেব ভবভয়ত্রাতা॥
জগতজীবন হরি সর্ব্বলোক গুরু।
স্রষ্টা পাতা জ্ঞানদাতা তুমি কল্পতরু॥
অধমতারণ প্রেমময় বিশ্বপতি।
অনাথের বন্ধু তুমি অগতির গতি॥
ঘোর ভবার্ণবে হরি দয়াল কাণ্ডারী।
বিপদভঞ্জন সর্ব্বভয় বিঘ্নহারী॥
দুঃখ শোকবিনাশন তুমি শান্তিদাতা।
মুক্তির সোপান তুমি আনন্দবিধাতা॥
তব নামে দুঃখ হরে মৃতে পায় প্রাণ।
পাতকী উদ্ধারে, জীবে দেয় পরিত্রাণ॥
শোকদগ্ধ সন্তাপিত প্রাণে শান্তি হয়।
ঘোর দুঃখ কষ্ট মাঝে কত সুখোদয়॥
গভীর নিরাশে হয় আশার সঞ্চার।
নিমেষে চলিয়া যায় বিপদ আঁধার॥
তব পুণ্য নামে পাপ তাপ দূরে যায়।
পবিত্র হইয়া পাপী স্বর্গসুখ পায়॥
অধম অজ্ঞান আমি পারি কি বলিতে।
কবির কবিত্ব হারে না পারে বর্ণিতে॥
কি অপার দয়া তব অতুলন স্নেহ।
অনন্ত মহিমা পারে বর্ণিতে কি কেহ?
পাপী তাপী তব দয়া বুঝিতে কি পারি।
স্মরণে পাষাণ গলে যাই বলিহারী॥
মহাপাপী অপরাধী না কর বিচার।
মার্জ্জনা করিয়া স্নেহ কর অনিবার॥
এমন সুহৃদ চির হিতকারী জনে।
পাষাণ হইয়া ভুলে থাকিব কেমনে॥
শান্তির সাগর তুমি হরি দয়াময়।
বিফলে জীবন কাটে ভুলিয়া তোমায়॥
এ হেন মঙ্গলময় জীবনশরণে।
না দেখিয়া বল দেব বাঁচিব কেমনে॥
পাব না কি প্রেমময় তোমারে হেরিতে।
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চরণ পূজিতে॥
হৃদিসিংহাসনে হরি বসায়ে তোমায়।
পূজিতে জীবনপুষ্পে বড় সাধ হয়॥
করগো পবিত্র যেন পূজি ও চরণ।
তব কার্য্য সাধি হয় সার্থক জীবন॥
পাতকীরে দয়া করে দাও দরশন।
তাপিত হৃদয়ে কর শান্তি বরষণ॥
দাও পদছায়া পাপী দীন অকিঞ্চনে।
কর কৃপাবারি দান নরাধম জনে॥
জগতজনেরে কর আশীর্ব্বাদ দান।
সকল জীবের কর মঙ্গল বিধান॥
দয়াময় এই মোর প্রাণের মিনতি।
তব পদে চিরদিন থাকে যেন মতি॥
দয়া করে ক্ষমা করে অভয় চরণে।
এক বিন্দু স্থান দিও এ অধম জনে॥
চরণে নমিয়া করি এই নিবেদন।
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা হউক পূরণ॥

শ্রীমতী সরলা সেন।

নূতন ধরণের চুরি।

সুরেশ বাবু এবং তাঁহার পত্নী বিবাহের নিমন্ত্রণে কোন ধনবান্ কুটুম্বগৃহে গমন করেন। তাঁহাদের নিবাস কলিকাতা সহরে, কুটুম্বের বাড়ী শ্রীরামপুরে। বিবাহ উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদিগকে কিছু দিনের জন্য তথায় গিয়া থাকিতে হইল। গায়হরিদ্রার দিন হইতে তাঁহারা শ্রীরামপুরে আত্মীয়গৃহে আছেন। বিবাহ তাহার দশ দিবস পরে। প্রত্যহই ধনবান্ কুটুম্বগৃহে নানা প্রকার আমোদ উৎসব ভোজ গীত বাদ্য। বাহিরে নহবৎ রসনচৌকি ইংরাজি বাজনার ধূম। ভিতরে নিমন্ত্রিতা আত্মীয়া কুটুম্বিনী এবং বালক বালিকাদের হাস্যামোদ কলরব। গৃহস্বামীর একমাত্র পুত্রের বিবাহ। সুরেশ বাবুও সঙ্গতিপন্ন লোক। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের সন্তানাদি হয় নাই। হইবার আশাও নাই। তাঁহার পত্নী প্রায় ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। সন্তানাদি হইল না বলিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ দুঃখিত। যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে শ্রীরামপুরে রামবাবুর গৃহে কিছু দিন রহিলেন।

রামবাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকার একদিকের সজ্জিত দুই তিনটি ঘর তাঁহাদের উভয়ের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। রামবাবুর সহিত সুরেশ বাবুর বিশেষ সম্প্রীতি। দুই তিন দিন গত হইলে এক দিন প্রাতে সুরেশ বাবুর পত্নী নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখেন যে শয়নের পূর্ব্বে আর্শীর টেবিলের উপর কাণ হইতে যে মাকুড়ি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নাই। অনেক খুঁজিয়াও তাহা পাইলেন না। কুটুম্ববাড়ী, লজ্জায় হারাইবার কথা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কিন্তু প্রত্যহই প্রাতে উঠিয়া দেখিতেন, তাঁহার একটি একটি ছোট গহনা এইরূপে অন্তর্হিত হইতেছে। তখন তিনি ক্ষুণ্ণভাবে স্বামীকে ঐ বিষয় জানাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি শয়নের পূর্ব্বে নিজহস্তে সমুদয় দ্বাররুদ্ধ করিতেন, আলোক লইয়া চারিদিক ভালরূপে দেখিতেন, তথাপি প্রাতে এক একটি গহনা কোথায় যায়। সুরেশ বাবুকে জানাইলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এ তোমার ভুল, তুমি নিজেই কোথায় ফেলিয়াছ; নহিলে দ্বার বন্ধ ঘরের মধ্য হইতে রাত্রির ভিতর কে গহনা লইতে আসিবে?" পত্নী বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে, ঘুমাইবার আগে আর্শীর টেবিলের উপর রাখিয়াছিলাম। ভারি আশ্চর্য্য যে কে আমার গহনা রোজ রোজ চুরি করে। আমি নিজে চারিদিক বন্ধ করি।" সুরেশ বাবু বলিলেন, "বন্ধঘর হইতে কে চুরি করিবে? তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। আর কোথায় রাখিয়াছিলে, কর্ম্মের বাড়ী, গোলমালে কে সরাইয়াছে।" পত্নী নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু ঘর হইতেই যে গহনাগুলি যায় তাহার বিষয় তাঁহার সন্দেহ ছিল না। অথচ কিরূপে

যায় বুঝিতে পারেন না। "শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব, চুরির দায় হইতে এড়াইব" এই ভাবিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন।

রাম বাবুর পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। পর দিন বর কন্যাসহ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বৌভাতের ভোজের রজনীতে খুব ভাল যাত্রা হইবে। প্রত্যুষে সুরেশ বাবুর পত্নী উঠিয়া দেখেন যে সর্ব্বনাশ! তাঁহার সোণার তারে বাঁধান সম্মুখের দাঁত দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন, তাহা নাই! (গত বৎসর তাঁহার সম্মুখের দাঁত দুইটি পড়িয়া যায়) সম্মুখস্থ দন্ত বিনা তিনি কিরূপে আত্মীয়া কুটুম্বিনীদের সম্মুখীন হইবেন? ইহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বিশেষতঃ তিনি নারীমহলে সুরূপা বলিয়া খ্যাত। সুতরাং মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নূতন বৌ দেখিতে যাওয়ার সাধ ঘুচিয়া গেল। সুরেশ বাবু তখনও নিদ্রা যাইতেছিলেন। উঠিয়া পত্নীর বিমর্ষ মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি হইয়াছে?" পত্নী বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার বাঁধান দাঁত দুইটি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম, পোড়া চোর তাহাই চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় আমি কিরূপে সকলের সম্মুখে যাইব? দাঁত চুরির কথা শুনিয়া পত্নীর দুঃখে সহানুভূতি সত্ত্বেও সুরেশ বাবু উচ্চ হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পত্নী মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যাও! যাও! তোমায় হাসিতে হইবে না। আমাকে সকলের কাছে আজ যে কিরূপ অপদস্থ হইতে হইবে তাহা আমিই জানি।" সুরেশ বাবু তখন হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "রাগ করিও না, কলিকাতায় গিয়াই তোমার দাঁত বাঁধাইয়া দিব।" পত্নী বলিলেন, "এখন উপায় কি? এমন করিয়া সকলের সম্মুখে আমি যাইতে পারিব না।" সুরেশ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, যদি এখানে দাঁত বাঁধাইবার লোক থাকে, তবে আজই তোমার দাঁত হইবে।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় পত্নী বলিলেন, "আমি এখন ঘরের বাহিরে যাব না, নরেনের মাকে বলিও, আমার অসুখ করেছে।" এই বলিয়া তিনি ঘরে দ্বার দিয়া রহিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে সুরেশ বাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ, অনেক খুঁজিলাম, এখানে সে রকম লোক পাইলাম না। কলিকাতায় যাওয়া ভিন্ন ইহার উপায় নাই; আজিকার দিনটা সবুর কর।" পত্নী নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে।"

আজিকার দিনে এত আমোদ আহ্লাদ কিছুতেই যোগ দেওয়া হবে না, ইহা ভাবিয়া তিনি নিরাশ ও দুঃখিত ভাবে ঘরের ভিতর সমস্ত দিন কাটাইলেন। রাম বাবুর পত্নী ব্যস্ত হইয়া সংবাদ লইতে আসিলেন, সুরেশ বাবুর পত্নী ভিতর হইতে বলিলেন, "আমার ভারি অসুখ করেছে তাই আজ আ

বাহির হইতে পারিব না।" সমস্ত দিন সুরেশ বাবুর স্ত্রী ঘরে রুদ্ধ রহিলেন। 'বর কনে' আসিল, কত বাদ্য শাঁক উলুধ্বনিতে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল, ঘরের ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রজনীতে খুব ভাল যাত্রা হইবে। তিনি অত্যন্ত যাত্রা ভাল বাসেন। যাত্রা শুনিতে না পাইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। মনে মনে অজ্ঞাত চোরকে শত গালাগালি দিতে লাগিলেন। যাত্রা সন্ধ্যারাত্রে আরম্ভ হইয়া তিনটা রাত্রে শেষ হইল। সুরেশ বাবু বাহির হইতে আসিয়া শয়ন করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার পত্নীর চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দেখিবেন, কে তাঁহার গহনা চুরি করে। সে দিন টেবিলের দেরাজে তাঁহার গলার হার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। রাত্রি শেষে তাঁহার একটু তন্দ্রা আকর্ষণ হইয়াছে, এমন সময় হটাৎ দেরাজ খুলিবার শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেরাজ খুলিতেছেন। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দেখিলেন, সুরেশ বাবুর চক্ষু মুদ্রিত, সেই অবস্থায় দেরাজ হইতে স্ত্রীর হার বাহির করিয়া লইয়া ঘরের দরজা খুলিলেন। তাঁহার পত্নী আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পার্শ্বের ঘরও তাঁহাদের ব্যবহারার্থ দেওয়া হইয়াছিল। সেই ঘরে সুরেশ বাবু প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটি ছোট আলমারি ছিল, তাহার চাবি বন্ধ। সুরেশ বাবু জানু পাতিয়া সেই আলমারির সম্মুখে বসিলেন এবং তাহার নীচে হইতে চাবি বাহির করিলেন এবং ঐ আলমারি খুলিয়া হার তথায় রাখিলেন। তাঁহার পত্নী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, আলমারির ভিতর তাঁহার অপহৃত গহনা গুলি রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সম্মুখেই তাঁহার দাঁত দুইটিও বিরাজ করিতেছে। এত দিনে চুরির তত্ত্ব প্রকাশ পাইল। তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। সুরেশ বাবু আলমারি বন্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ চাবি আলমারির নীচে রাখিয়া মুদ্রিত চক্ষে শয়নগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পর দিবস প্রাতে তাঁহার স্ত্রী অপহৃত দ্রব্যগুলি লইয়া গিয়া স্বামীকে সমুদয় বলিলেন। তাহাতে সুরেশ বাবুও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং উভয়ে অনেক হাসিলেন। তদনন্তর দুই তিন দিন পরে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই অদ্ভুত চুরির কথা তাঁহারা বন্ধুবর্গকে বলিয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেন।

বাস্তবিক এই প্রকারের একটা রোগ আছে। সে রোগে ধরিলে কেহ কেহ নিদ্রিত অবস্থায় বেড়ায়। ইহাকে স্বপ্নসঞ্চরা বলে। তাহার সহিত এইরূপে

অপহরণে প্রবৃত্ত, ইহাও এক রোগ। সুরেশ বাবুর উভয় রোগই ছিল।

হিন্দু মহিলার মহত্ত্ব।

যাহা সত্য, ন্যায় নিরপেক্ষতা, তাহা মনুষ্যের স্বভাবের সহিত মিশিয়া থাকে; রীতি মত জ্ঞান শিক্ষা না পাইলেও তাহা আপনাপনি কার্য্য করে। স্বভাবসম্ভূত এই মানবধর্ম্ম ভগবানের প্রত্যক্ষ নিয়মের জীবন্ত নিদর্শন। অনেকানেক অসভ্য জাতির মধ্যেও এই সকল সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা অদ্যাপি স্বভাবের সন্তান হইয়া আছে তাহারা ঈশ্বরের ইঙ্গিতে সহজে তাঁহার মঙ্গল নিয়মে সত্য পথে চলে। সে কালের অশিক্ষিতা ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু মহিলাদিগের জীবন ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা সরল বিশ্বাসের বলে, ধর্ম্মসংস্কারগুণে যে সকল সৎসাহস, ন্যায় এবং দয়ার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এখনকার অর্দ্ধ শিক্ষিতা নারীরা তাহা করিতে সাহস পান না। বরং বিশ্বাসনিষ্ঠা সরলতাকে এখনকার লোকে মূর্খতা অবিবেচনার কার্য্য মনে করিয়া হাসে। কিন্তু তাঁহারা হাসুন আর যাই করুন, স্বভাবজাত ধর্ম্ম নীতির দৃষ্টান্ত মনুষ্য মাত্রের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেই করিবে।

বিধবার বন্ধু বিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র মন্থন-পূর্ব্বক বিধবাবিবাহ বিধি সকল সংগ্রহ করিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, পিতা মাতার মনে দুঃখ দিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে। এই সংস্কার বশতঃ উহার পাণ্ডুলিপি স্বীয় পিতৃদেবের নিকট ইপস্থিত করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি সম্মতি দেন তবে ইহা প্রকাশ করি; নতুবা ক্ষান্ত হই।" পিতা আদ্যোপান্ত সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, "তোমার ইহাতে কি আন্তরিক বিশ্বাস আছে?" বিদ্যাসাগর বলিলেন "আছে।" পিতা তখন উহা পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কনের অনুমতি দিলেন।

তদনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় জননীর অনুমতি চাহিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "এখনি করগে যা! বিলম্ব করিস্ না! এ কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" দুঃখিনী হিন্দু বিধবাদিগের নানা প্রকার কষ্ট দুঃখ, কুলীনের বিধবাবৎ সধবাদিগের দুর্গতি লাঞ্ছনা, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, ইহাদের উপর আত্মীয় অভিভাবকদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া এই উদার চিত্ত মহিলার হৃদয় দয়া সহানুভূতিতে আর্দ্র ছিল। সুতরাং তাহাদের কল্যাণার্থ পুত্রের যত্ন একাগ্রতা দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সমস্ত হৃদয়ের সহিত সায় দিলেন।

কিছু দিন পরে পুস্তক মুদ্রিত হইল, ক্রমে অনেক গুলি বিধবার বিবাহও হইয়া গেল।

তদ্বিরুদ্ধে গ্রামে নগরে, হিন্দুসমাজের প্রতি ঘরে ঘরে মহা আন্দোলন উঠিল। বিরোধী নরনারীদিগের বিবাহিত বিধবাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং তাঁহাদের চিরপোষিত বদ্ধমূল সংস্কারের উপর বিষম আঘাত পড়িল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের মধ্যে অনেকগুলি বিধবার বিবাহ হয়, তজ্জন্য তাহারা আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং প্রতিবাসীদিগের হাতে অনেক অপমান নির্য্যাতন ভোগ করে। এক দিন পুনঃপরিণীতা তিনটী বিধবা বালা তাহাদের পরমবন্ধু এবং পিতাস্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেশের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। তাঁহার জননী তাহাদিগকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বিছানায় বসাইলেন, কথা বার্ত্তা কহিলেন।

বিদ্যাসাগরের মাতা বড় দয়াবতী রমণী ছিলেন। তিনি অতিথিদিগকে স্বহস্তে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেন, এবং নিকটস্থ প্রতিবাসী দশ বার ঘর দুঃখী লোক ছিল, প্রতি দিন আহারের পূর্ব্বে তাহারা খাইতে পাইয়াছে কি না, কাহার ঘরে কি সামগ্রী আছে না আছে, ঘরে ঘরে এই সমস্ত বিষয়ে তত্ত্ব লইতেন। কেহ বলিত আমার লবণ নাই, কেহ বলিত চাউল নাই, কেহ বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব জানাইত। তাহাদের অভাবের বস্তু যোগাইয়া তাহার পর তিনি ভোজন করিতেন। আগন্তুক কন্যা কয়টীকে বাড়ীতে বসাইয়া সেই কাজে তিনি চলিয়া গেলেন। যখন তিনি পাড়ার ঐ সকল গরীব দুঃখীর অভাব মোচনার্থ বাহিরে যান, সেই অবসরে বাড়ীর অন্যান্য বধূ ঠাকুরাণীরা আর এক অপকীর্ত্তি করিয়া বসিয়া আছেন! নিরাশ্রয় পুনর্ব্বিবাহিতা কন্যা কয়টীকে তাঁহারা দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন, অপমান করিয়াছেন। বিধবা হইয়া যে দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণ করে সে গণিকা তুল্য ইত্যাদি হৃদয়ভেদী মর্ম্মান্তিক কটু বাক্য এবং নিন্দা উপহাসে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিছানা হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন, মাদুর কাচিয়াছেন, এইরূপ সকল নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিয়া বসিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা যখন বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, কন্যা কয়টী মলিন মুখে এক পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে এবং যখন তাহাদের অপমানের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ এক দিকে দয়া অপরদিকে ধর্ম্মক্রোধে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পুরবাসিনী দুর্ব্ব্যবহারকারিণী বধূদিগকে তিরস্কার করিয়া, রাঁধুনীকে বলিলেন, "আমার ভাতের সঙ্গে আর তিনটী পাথরে ভাত বাড়।" পরে ঐ অপমানিতা কন্যা তিনটী সঙ্গে লইয়া একসঙ্গে আহারে বসিলেন। তাহারা দুঃখে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়াছে, কিছুতেই আর ভাত

মুখে দিতে পারিল না, কেবল চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। কত্রীঠাকুরাণী তখন তাহাদিগকে অশেষরূপে সান্ত্বনা দান করিয়া নিজহাতে মুখে ভাত তুলিয়া দিতে লাগিলেন। পরে যথেষ্ট আদর যত্ন করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দেন। যে সময়ে তিনি এইরূপ সৎসাহস ও মহত্ত্বের কার্য্য করেন, তখন পল্লীগ্রামের সমাজ কি ভয়ানক অবস্থায় ছিল তাহা সকলেই জানেন। যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিলে কোন বাধাই তাহার কাছে তিষ্ঠিতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রের ইহা উদার শিক্ষাও বটে, যে সর্ব্বভূতে ভগবান্‌কে দেখিবে। কিন্তু জাত্যভিমান বড় ভয়ানক জিনিষ। পরমদয়ালু বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উদার হৃদয়া মাতার গর্ভে জন্মিয়া জননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বড় লোকের জননীরা সর্ব্বত্রই এইরূপ উদারতা এবং মহত্ত্বের চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন।

শান্তি ভিক্ষা।

হে অনন্ত শান্তি, তুমি কে, তুমি কি, তাহা কেহ জানে না; কিন্তু তুমি শোকে সান্ত্বনা, রোগে আরাম, বিপদে সহায়, দুঃখে শান্তি, এ কথা সর্ব্বত্র সকল কালেই প্রসিদ্ধ। সাধু ভক্তেরা ইহার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, পাপী দীনাত্মারাও ইহার প্রমাণ পাইয়াছে। তাই বলি, রোগ শোক পাপ অশান্তির অনলে দগ্ধ নর নারীর হৃদয়ে তুমি শান্তিবারি ঢালিয়া দেও। আহা! যাহারা প্রথম যৌবনে বিধবা হইয়া শিশু সন্তানবক্ষে চক্ষের জলে ভাসিতেছে, শোণিতাক্ত ভগ্ন হৃদয়ে সুদূর ভবিষ্যতের অনন্ত শ্মশানভূমি দেখিয়া হুতাশে শুকাইয়া উঠিতেছে, এক বার মৃদু মধুস্বরে তাহাদের কানে কানে তুমি বল, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!" যে ব্যক্তি দুরারোগ্য রোগে চিররুগ্ন শয্যাগত হইয়া ক্ষুদ্র গৃহকারাগারে বন্দী প্রায় বাস করে, প্রচুর ভোগ্য সামগ্রী সঞ্চিত থাকিলেও যে তাহার কণামাত্র ভোগে বঞ্চিত, সুখের সংসারে বাস করিয়াও যে চিরদুঃখিনী; যাহার জীবনেও সুখ নাই, অথচ মরণের জন্যও যে প্রস্তুত নহে; যাহার নিদ্রাহীন দুঃখের নিশি কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না; তাহার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া হে দীনসখা, একটী বার বল, তোর ভয় নাই! তোমার প্রসাদে সে যেন সমস্ত ক্লেশ বহন করিতে সক্ষম হয়। আর তাহার হৃদয়ের ভিতরটা যেন বেশ ঠাণ্ডা থাকে। তুমি তাহার সুস্নিগ্ধ মাতৃকোল হইয়া তাহাকে স্নেহবক্ষে ঢাকিয়া রাখ। হে সন্তাপহারী মঙ্গলসঙ্কল্প, সংসার যাহার ভাল লাগে না, ধর্ম্মেতেও যাহার অনুরাগ মত্ততা নাই; আশা বিশ্বাস যাহার ঘোর সংশয়ে আবৃত হইয়া আছে, হায়! তাহার শান্তিহীন অস্থির প্রাণে ইবা তুমি বিনা আর কে আশা উৎসাহ সঞ্চার করিবে? তুমি তার নবোদ্যম এবং নববল হও। যে নারী মনের সাধ মিটাইয়া পুত্র কন্যাদিগকে উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সাজাইতে এবং উপাদেয় আহার্য্য ভুঞ্জাইতে না পারিয়া এবং আপনিও ভদ্র পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য আভরণে বঞ্চিত হইয়া আপনাকে নিতান্ত হতভাগিনী মনে করিতেছে, দুরাশা এবং নিরাশায় যে ইহ পরকাল হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার মোহান্ধ চিত্তে এবং বিষাদিত হৃদয়ে একটু দিব্যজ্ঞানের আলোক দেও, যাহাতে সে আপনাকে এবং তোমাকে চিনিয়া সুখী হয়। অত্যাসক্তি এবং অসার দুর্ব্বাসনাজন্য যাহার মন বিরক্ত বিকৃত হইয়া রহিয়াছে, এবং তজ্জন্য যে স্বামীর শুভাভিপ্রায়ে নির্ম্মমতা আরোপ করে, তুমিই তাহাকে প্রবোধ দাও, নতুবা তাহাকে আর কে বুঝাইবে? আহা! আত্মীয় অভিভাবক যাহার প্রতি মমতাবিহীন, কেহই যাহাকে ভালবাসে না, দয়া মায়া করে না, পৃথিবীতে অভিমানের কান্না কাঁদিবার যার স্থান নাই, ঠাকুর, তারও বড় কষ্ট। হে অব্যক্ত মহাশান্তি, তুমি তাহার যথার্থ পিতা মাতা আত্মীয় ভাই ভগ্নী হইয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দেও, নৈলে আর কে দিবে? যে অনাথা ক্ষীণাঙ্গী কুলকামিনীর স্বামী সুরাপানে ভীষণ রাক্ষসবৎ হইয়াছে, যাহার মুখের দুর্গন্ধে, অশ্রাব্য কটু বচনে, এবং হস্তের নির্দ্দয় প্রহারে সরলার প্রাণ জর্জ্জরিত, আহা! সে অভাগিনীর আর কেহ নাই; শান্তিদায়িনী মা, তাহাকে তুমি কোলে লুকাইয়া রাখ। দোষ দুর্ব্বলতাপূর্ণ, অজ্ঞানান্ধ নর নারীগণ দুঃখ অন্ধকারে, পাপবিকারে, লোভে ক্ষোভে, আশা নিরাশায় চাঞ্চল্য উত্তেজনায় এবং অবসাদ নির্জ্জীবতার ভিতরে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে, হে পরমশান্তি, হে চরমশান্তি, তুমি এক বার নিজমুখে স্বর্গীয় মধুর স্বরে তাহাদিগের নিকট আসিয়া বল, যে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ভবদাবানলে দগ্ধ অসংখ্য মানবাত্মা তোমার ঐ শান্তির জন্য আকুল হইয়া কাঁদিতেছে, সে রোদন তুমিই কেবল শুনিতে পাও, আর কেহ পায় না; দেব, তুমি এই বিশ্বশ্মশানে স্বহস্তে শান্তির জল ছিটাইয়া বল,—

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রাইডারের সৎকীর্ত্তি।

আমেরিকা দেশনিবাসিনী লেডী ডাক্তার শ্রীমতী রাইডার পণ্ডিতা রমা বাইয়ের সহিত এক সঙ্গে চীন জেপান হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এ দেশে আসিয়া তিনি বোম্বাই নগরে কিছু কাল ছিলেন। তথায় বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত দেখিয়া তিনি একটী সভা স্থাপন করিলেন। কেবল নারীজাতির উন্নতির জন্য এই সভার সৃষ্টি। বিবি রাইডারের যত্নে এবং উদ্যোগে এখানে

হিন্দু, দেশী বিলাতী খ্রিষ্টীয়ান, পার্সী এবং মুসলমান মহিলাগণ স্বাধীনভাবে আগমন করেন, পরস্পরের সহিত ভগ্নীভাবে মিলিত হন। পুস্তক পত্রিকাদি পাঠের জন্য তথায় একটী ঘর আছে। বিলাতি বিবিদিগের অধ্যবসায়কে ধন্য! সর্ব্বাঙ্গে কাপড় ঢাকা, কেবল চক্ষের স্থানে দুইটী ছিদ্র, এমন পরিচ্ছদধারিণী মুসলমান রমণীদিগকেও তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় আনিতে পারেন।

এই সভার নাম সরোসিস্। প্রতি পক্ষে শনিবার অপরাহ্ণে এখানে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। গীত বাদ্যের কমিটী, প্রবন্ধ লিখন পঠনের কমিটী, পাঠাগারের কমিটী, এইরূপ সমস্ত কার্য্য বিভাগের এক একটী কমিটী আছে। কোন মহিলা কেবল দর্শকরূপে তথায় গিয়া যে অলসের ন্যায় থাকিবেন সে পথ বন্ধ; প্রত্যেক মহিলাকে উপযুক্ততা অনুসারে কোন না কোন কার্য্যের ভার লইয়া চালাইতে হইবে। যাঁহারা নূতন কর্ম্মকর্ত্রী তাঁহারা প্রথম প্রথম মুখে ঘোমটা দিয়া সলজ্জভাবে মৃদু স্বরে কথা কহেন, ক্রমে তার পর ভয় ভাঙ্গিয়া যায়, শেষ নিজ নিজ কার্য্যে তাঁহারা বেশ আমোদ এবং স্ফূর্ত্তি সম্ভোগ করেন। প্রত্যেক অধিবেশনে বিশ মিনিট কাল কোন বিখ্যাত স্ত্রীলোকের চরিতকাহিনী বর্ণিত হয়। তাঁহাদের সাধু দৃষ্টান্তে সভ্যগণকে সেই পথে চালিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। এই উপায়ে সকলে বড় বড় উন্নত চরিত্র নারীগণের বিষয় অবগত হন। ইহা ব্যতীত "আদর্শ গৃহাশ্রম" "স্বাস্থ্যরক্ষা," "সঙ্গীত" "রীতি নীতি" বিষয়ে চারি জন সভ্য কোন কোন সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে তাহার উপর স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সভায় বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগের জন্য নানা প্রকারের ব্যবস্থা আছে। পার্সী আর্বি ইংরাজি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সঙ্গীত হয়। মহিলাগণ যাহাতে মনের সুখে নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, আমোদ করিতে পারেন, তাহার উপযোগী ব্যবস্থা এখানে করা হইয়াছে।

ডাক্তার রাইডার কিছু দিনের জন্য পুনা নগরে কোন পাদরীদের আড্ডায় ছিলেন। তথায় অবস্থান কালে একটী বিধবা অনাথা দুঃখিনী খ্রিষ্টীয়ান স্ত্রী ভিক্ষার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে অর্থকরী কোন রূপ শিল্পকার্য্য তুমি কি শিক্ষা কর নাই?" সে বলিল, "কিছু না।" তাহার অবস্থা দেখিয়া বিবি রাইডার মনে ভাবিলেন, ইহা একটী বিশেষ অভাব। কিরূপে ইহা মোচন করা যায়? পরে তিনি সেখান হইতে বোম্বাই নগরে আসিয়া ফিরিঙ্গী এবং হিন্দুর দশটী যুবতী কন্যাকে একত্রিত করিলেন, করিয়া নিজেই আপনার ঘরের বারান্দায় তাহাদিগকে হিসাব পত্র কিরূপে লিখিতে হয় তাহাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পণ্ডিত

রমা বাই ইহাদের মধ্যে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ছয় মাসের মধ্যে মেয়ে কয়টী তৈয়ার হইল। তন্মধ্যে দুইটী এই কার্য্য দ্বারা মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বেতন পাইতেছে, অবশিষ্টেরাও বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করে। তদনন্তর বিবি রাইডার কয়টী মেয়েকে কাপড় কাটিতে এবং পোষাক তৈয়ার করিতে শিক্ষা দিলেন। ইহাতেও তিনি বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

অসহায়া বিধবা এবং দুঃখিনী স্ত্রীদিগের জীবিকার নিমিত্ত উক্ত বিবি আর একটী সভা করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য এইরূপ;—(১) স্ত্রীজাতিকে শিল্প শিক্ষাদান। (২) এইরূপ শিক্ষা দ্বারা ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় কি ফল হইয়াছে তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করা। (৩) সমস্ত বালিকা স্কুলে শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা। (৪) যে নারী যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আপনাকে আপনি প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহাকে এই সভা শিল্পশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য করিবেন না। (৫) সমস্ত স্ত্রীলোকের জন্য এই ক্লাস খোলা হইবে। (৬) শিল্পশিক্ষার অনুকূলে প্রবন্ধ লিখিয়া সংবাদ পত্রে, মাসিক পত্রিকায় এবং চিঠি ছাপাইয়া দেশহিতৈষী নরনারীদিগের নিকট আবেদন করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য দেন। (৭) এই শিক্ষা দ্বারা জাতিভেদ, ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

বোম্বের অনেক প্রসিদ্ধ ধনী জ্ঞানী সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদের লোকেরা ইহার মধ্যে আছেন।

বিলাতী বিবিরা কেমন কাজের লোক তাহা সকলে দেখুন। ইহারা কেবল চক্ষের জল ফেলিয়া, কাঁদ কাঁদ সুরে আহা মরি! ইত্যাদি ভাবের কথা কহিয়া কর্ত্তব্য শেষ করে না; যাহাতে অভাব দুঃখ মোচন হয় তাহাই করে। এক বৎসরের জন্য এ দেশে বেড়াইতে আসিয়া কেমন মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ইনি করিয়া গেলেন। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মহিলাগণ স্বদেশের ভগ্নীগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম ধন ব্যয় করিতে শিক্ষা করুন। এই সকল দেশহিতকর বিষয়ে ভাবিতে এবং চিন্তা করিতে শিক্ষা করুন। এইরূপ সৎকার্য্যে ইহ পরলোকে সদ্গতি হয়, জীবন অমর হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

মানবসখা—ইহা একখানি গল্পের পুস্তক। বালক বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ছোট ছোট আটাশটী আমোদজনক নৈতিক গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। হারাণ বাবু এক জন গল্পের জাহাজ। পুরাতন সুলভসমাচারে ইহাঁর অনেক গল্প বাহির হইত। আমাদের গল্পপ্রিয় পাঠিকাগণ

ইহা পাঠে আমোদ এবং নীতিশিক্ষা পাইতে পারিবেন। মূল্য ৶০ আনা। কলিকাতার পুস্তকের দোকানে দোকানে পাওয়া যায়।

কুমুদিনীচরিত্র—ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের পত্নী শ্রীমতী কুমুদিনীর জীবনের সার সার কথাগুলি ইতিপূর্ব্বে পরিচারিকায় প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে তদ্বিষয়ে এক খানি সুন্দর গ্রন্থ তাঁহার স্বামী মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা পাঠে একটী আড়ম্বরবিহীন নারী চরিত্রের মৃদু মাধুর্য্য সকলে সম্ভোগ করিতে পারিবেন। কুচবিহার ব্রহ্মমন্দিরের উপাচার্য্য উক্ত সিংহ মহাশয়ের নিকট উহা পাওয়া যায়।

সংবাদ।

এক্ষণ হইতে বেথুন কলেজে সপ্তায় পাঁচ দিন মাত্র পড়া হইবে।

নরওয়ে দেশে এক রাজ নিয়ম বাহির হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত কোন কুমারী সুতা কাটিতে, রুটী সেঁকিতে, এবং গৃহকার্য্য করিতে পারিবেন, তত দিন তাঁহার বিবাহ হইবে না।

পুঁটিয়ার মহারাণী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজসাহী বিভাগের নানা স্থানে কূপ খননের জন্য বার হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। স্বর্গীয় দেবী শরৎসুন্দরীর ইনি পুত্রবধূ। ইনিও এইরূপ সৎকার্য্য দ্বারা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর মুখ উজ্জ্বল করুন। জলদান অন্নদানে মহা পুণ্য। মহারাণী মনোমোহিনী দেবী স্বদেশের নরনারীগণের মাতৃস্বরূপা হউন।

একটী পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঠাকুর কোন স্থানে নদীপার হইবার সময় জাহাজে বসিয়া মুসলমান বাবুর্চির হস্তেরপ্রস্তুত গো শূকর কুক্কুট ইত্যাদি পক্ষমাংস এবং মৃগমাংস অতি আনন্দের সহিত সেবা করিতেছিলেন এমন সময় হাতে পাতে তাঁহাকে এক জন দেখিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর পূর্ব্ব বঙ্গের এক জন রাজার বাড়ীতে থাকিতেন। এক্ষণে তিনি পতিত হইলেন। আজ কালের দিনে ঠক বাছিতে গেলে গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে।

সম্প্রতি ১৪ জন কুমারীর সহিত একটী ৬০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের এক দিনে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত আমগ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়পরিবারে এই ঘটনা হইয়াছে। বরের নাম সর্ব্বেশ্বর, বাড়ী বর্দ্ধমান। কোন দর্শক বলেন, বিবাহের সময় চতুর্দ্দশ কুমারী অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে মাথায় ঘোমটা দিয়া সারি সারি পাত্রের চারিদিকে যখন দাঁড়াইল তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল। কুমারীগণের বয়স ৪।৫ হইতে ২২।২৪ বৎসর পর্য্যন্ত। হঠাৎ শুনিলে এটা গল্প মনে হয়, কিন্তু তাহা মনে করিবার দরকার নাই। বহুবিবাহের পাপের

ভরা এইবার বুঝি পূর্ণ হইল। সময় আসিতেছে যখন এ অসভ্য কুপ্রথা সমূলে বিনষ্ট হইবে।

কোন্‌নগর নিবাসী আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় এক মাস হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া ২৮ বৎসর কাল পেন্‌সেন্ ভোগ করেন। শিবচন্দ্র বাবুর অনেক গুলি সাধু গুণ ছিল। স্ত্রীশিক্ষা এবং অন্যান্য দেশহিতের কার্য্যে তিনি বরাবর সমান উৎসাহ দেখাইয়াছেন। মিতাচার এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তিনি জীবন কাটাইতেন। ইদানী শরীর কেবল অস্থিমাত্র সার হইয়াছিল, তথাপি তিনি যথাসাধ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে ত্রুটি করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন শ্রেণীর মধ্যে ইনি এক জন অতিভদ্র সচ্চরিত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ উৎসাহী শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। জীবনটী যেমন নিরাপদ, উদ্বেগশূন্য, মৃত্যুও তদনুরূপ হইয়াছে। দীপ যেমন আস্তে আস্তে নির্ব্বাণ হয় তদ্রূপ সহজে বিনা ক্লেশে ভগ্ন দেহ হইতে তাঁহার অমরাত্মা স্বর্গধামে গমন করিয়াছে।

—০—

স্বর্ণরেণু।

কেবল লোকের দোষ খুঁজিয়া বেড়ান ভাল নয়।

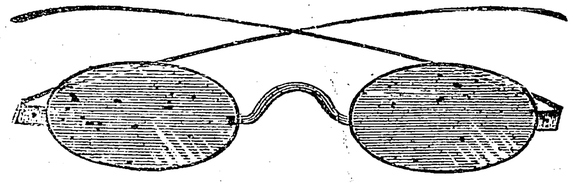
অন্যের নিন্দাবাদে সহজে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

কাহারও দুঃখে উপহাস করা উচিত নহে।

তর্কের অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। ভালরূপে না জানিয়া কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করা উচিত নহে।

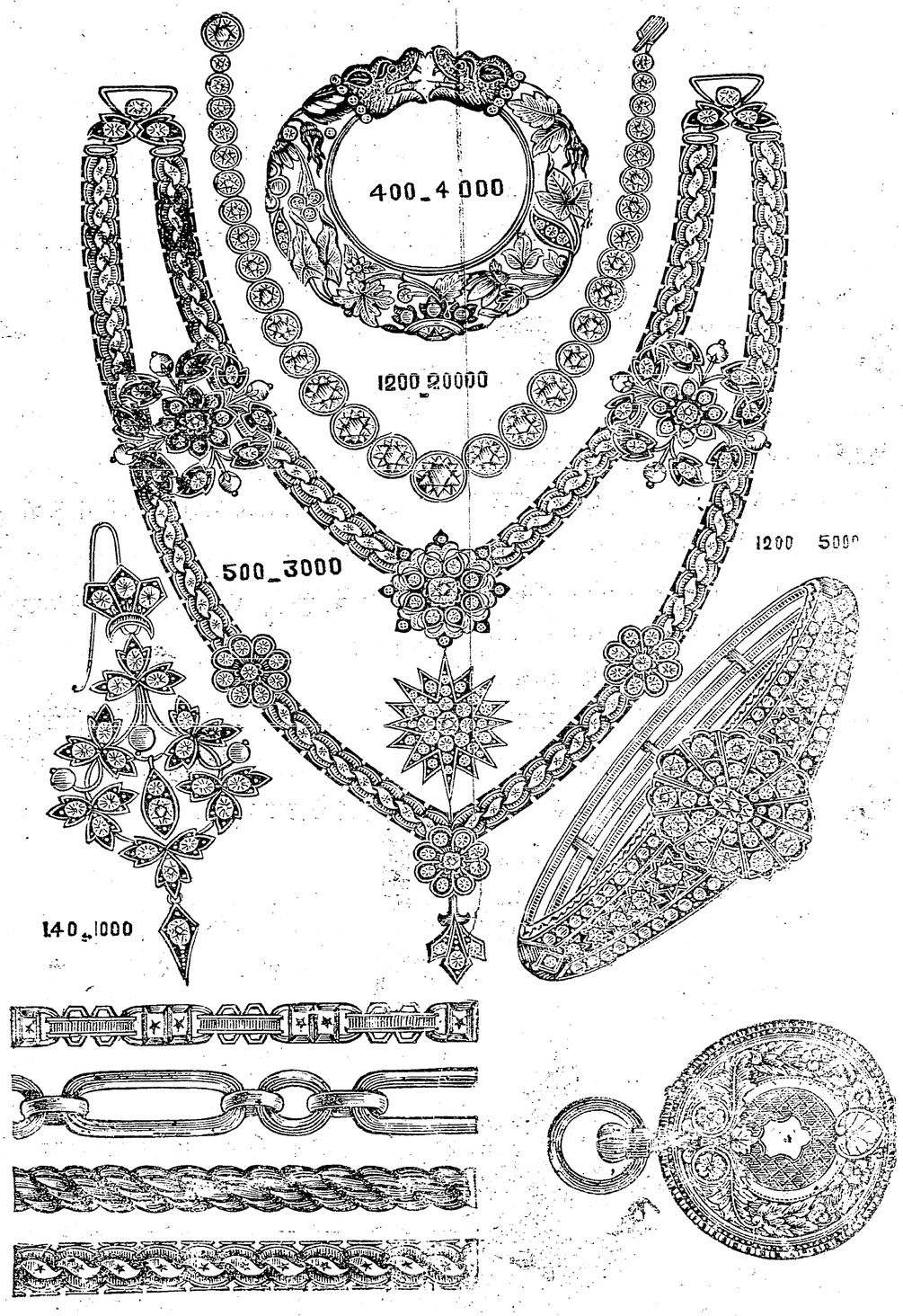
বিজ্ঞাপন।

এস্, কে, দাস, এণ্ড কোম্পানী।



স্বর্ণ রৌপ্য জহরৎ অলঙ্কার ঘড়ি ও চস্‌মাবিক্রেতা। বিনা পাইনসাহায্যে ডায়মন কাটার আবিষ্কর্ত্তা। মফস্বলে পাকা অর্ডার পাইলে ভেলিউ পেএবল করিয়া মাল পাঠান যায়। সমুদয় রকম ঘড়ি ওয়াচ ও টাইমপিস্ ১০৲ হইতে ৬০০৲ টাকা। ব্রেজিল্ পেবেলের আসল চস্‌মা মূল্য ৭৲ টাকা; স্বর্ণকামী ৩৫৲ টাকা।

নং ৩১০ ড্যালহাউসী স্কোয়ার দক্ষিণ—কলিকাতা।



পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৯ম সংখ্যা।] পৌষ, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বঙ্গদেশের ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। ইনি নির্দ্দিষ্ট কাল অর্থাৎ পাঁচ বৎসর শেষ না হইতেই অবসর গ্রহণ করিলেন। ইহাঁর স্থানে সার চার্লস ইলিয়াট্ বাহাদুর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা দুই জনেই বেশ ভদ্র সদাশয় ব্যক্তি। বেলী সাহেব বিদায় কালে একটী বিশেষ দয়ার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পাবনা জেলার নন্দলাল কুণ্ড নামে কোন যুবা স্ত্রীহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়। ছোট লাট বেলী স্বীয় পদের বিশেষ ক্ষমতানুসারে সে ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়া গিয়াছেন। চার্লস ইলিয়ট আপনার নবীন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বঙ্গের রঙ্গভূমিতে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। ভগবান্ ইহাদিগকে সুমতি এবং সুবুদ্ধি দান করুন।

পাঞ্জাব অঞ্চলে একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী স্বামীর পরলোক গমনের অল্প দিন পরে তাহার শ্মশানে অনলে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। স্বামীর শরীর যে স্থানে দাহ হয় সেই স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া আপনি আপনাকে সে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এ বিষয়ে তাহার কেহ সহায়তা করিয়াছিল কি না তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। চট্টগ্রামের একটী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর এগার দিন অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কাশ্মীর এবং উত্তর পশ্চিমের অন্যান্য স্থানে যে সকল লেডী ডাক্তার এক্ষণে স্ত্রীচিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এই উপায়ে দুঃখী লোকদিগের উপকার সাধনপূর্ব্বক যাঁহারা খ্রিষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন, ধর্ম্মপুস্তক হইতে উপদেশ দেন, তাঁহারা সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয়া হইতেছেন। শত সহস্র রোগী তাঁহাদিগের দ্বারা চিকিৎসিত হয়। রাজা জমিদার নবাব প্রভৃতি বড় ঘরের অন্তঃপুরস্থা মহিলাগণের নিকটও তাঁহারা অবাধে গমনাগমন করেন। এমন কি, মুসলমানদিগের রমণীরা পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছেন। যেখানে দয়া সেই খানেই ধর্ম্মের জয়।

দয়াহীন ধর্ম্ম পৃথিবীর নিকট ঘৃণার সামগ্রী, তাহা কেবল পাণ্ডিত্য এবং গুণ-গরিমা এবং আত্মাভিমানের পরিচায়ক।

কুইন ভিক্টোরিয়া চীনদেশের সম্রাটের বিংশতি জন্মোৎসব উপলক্ষে দুই সহস্র মুদ্রার একটি স্বর্ণনির্ম্মিত বৃহৎ ঘাড় উপহার দিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে পারিস সহরের কতকগুলি বিবি স্ত্রীলোকদের জন্য পুরুষদের তুল্য পোষাক পরিবার রীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কালে হয়ত পুরুষেরা স্ত্রীপরিচ্ছদ পরিবার বাসনা করিবেন। ইহঁদের মধ্যে আজ কাল তামাকু সেবনও বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।

প্রত্যেক মনুষ্য প্রতি নিশ্বাসে অর্দ্ধ সের পরিমাণে বায়ু গ্রহণ করে। এক জন সুস্থ লোক প্রতি মিনিটে ষোল হইতে কুড়ি বার পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক দিনে বিংশতি সহস্র বার নিশ্বাস গ্রহণ করে। শিশুরা প্রতি মিনিটে পঁচশ হইতে পঁয়ত্রিশ বার পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস লয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ণিমা হয় নাই। পৃথিবীর সৃষ্টি পর্য্যন্ত এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। নৈসর্গিক জগতে ইহা একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। জ্যোতির্দ্গণের মতে পঁচিশ লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার আর হইবে না।

জার্ম্মনি প্রদেশে গড়ে প্রতি দেড় হাজার লোকের জন্য এক জন ডাক্তার, ফ্রান্সে ৩১৬৭ জনের জন্য এক জন, ইংলণ্ডে ১২৩৪ জনের জন্য এক জন, এবং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে ৬০০ শত জনের জন্য এক জন চিকিৎসক আছে। এই স্থানেই চিকিৎসকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

দিবস রজনী।

দিবস রজনীর ব্যাপার আমাদের নিকট প্রতিদিনই প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু ইহার যথার্থ অর্থ আমরা অনুভব করিতে সক্ষম নহি। এই মাত্র আমরা জানি যে দিবসের কর্ম্মকাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ব্যতিব্যস্ত। রজনী কেবল বিশ্রামের জন্য। ইহাতে বিধাতার অনন্ত দয়া ও জ্ঞানকৌশল প্রকাশ করিতেছে। রজনী প্রভাত হইলে জীব জন্তু মনুষ্য আর শয্যায় শয়ান থাকিতে পারে না। জগতের লোকেরা সংসারক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীর ও সংসাররক্ষার জন্য কত উপায় বাহির করে। স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ কোন মানবই নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে না। যাহার যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সে তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। কেবল মানুষের কথা নয়, জীব জন্তু সকলেই কার্য্য করে। চিরনিদ্রিত জড় জগৎ পর্য্যন্ত বিধাতার অখণ্ড নিয়মে কার্য্যস্রোতে পরিচালিত হয়। চক্ষের অগোচরে রাত্রিকালে জড়প্রকৃতি কি কার্য্য করে না করে তাহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ক্রিয়াশীল জীব মাত্রই রজনীতে একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে; একটি অনন্ত নিদ্রা আসিয়া যেন সকলকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। পাছে তাঁর কাজের কোন ব্যাঘাত হয়, এই জন্যই বিশ্বমাতা সমস্ত জগৎকে ঘুম পাড়াইয়া সেই সময়ে একলা গোপনে আপনার বিশেষ কার্য্য সকল সমাধা করিয়া লন।

বিধাতার অভিপ্রায় কে বুঝিয়া উঠিবে? এই কার্য্য এবং বিশ্রাম, পরিশ্রম ও নিদ্রার ব্যবস্থা দ্বারা তিনি কত শত মঙ্গল অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অর্দ্ধেক দিবস ও অর্দ্ধেক রজনী। বার ঘণ্টা মানুষ খুব পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া রজনীর বক্ষে বিশ্রাম করত শ্রান্ত শরীরকে সবল ও সুস্থ করিয়া লয়। যদি দিবস আরও ২৪ ঘণ্টা সূর্য্যের জ্যোতি পাইত, তাহা হইলে ক্রিয়াশীল মানুষ আরও অধিক পরিশ্রম করিয়া শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত সন্দেহ নাই; সেই জন্য হিতকারী ঈশ্বর আমাদের জন্যই এই রজনীর সৃজন করিয়াছেন। দিবসের পর রজনী ও রজনীর পর দিবস, জাগরণের পর নিদ্রা, নিদ্রার পর জাগরণ ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। এই গোলাকার পৃথিবীও ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিবস রজনী অতিবাহিত করিতেছে। সূর্য্যদেব দিবসের বর্ত্তা হইয়া মনুষ্যগণকে কর্ম্মচারীরূপে চালাইতেছেন। রজনী বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সূর্য্যের অভাবেই রজনীর অস্তিত্ব। কিন্তু ঘোরতর রজনীর অন্ধকার কেবলই এই শিক্ষা দেয়, যে নিষ্ক্রিয় হইয়া বিশ্রাম কর, এখন আর কার্য্যের সময় নয়; এখন যদি কার্য্য কর, বিধাতার আজ্ঞা অবহেলা করা হইবে, কষ্ট পাইবে। রাত্রিকালে বেড়াইতে পারিবে না। বিধাতা সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ পালন করিতে হইবেই হইবে। স্বভাব আপনি ইহা বলিয়া দেয়। তাই মনুষ্যগণ সমস্ত দিন দেহ মন দিয়া কার্য্য করে। সন্ধ্যার আগমনে দেহ আর চলে না। যে ব্যক্তি সংসারক্ষেত্রে এত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল তখন তার আর নড়িতে চড়িতে ইচ্ছাও নাই, শক্তি নাই। মুটে মোট বহিতে বহিতে সন্ধ্যাকে এইজন্য আহ্বান করে যে তাহাকে আর মোট বহিতে হইবে না।

আমরা দিবস রজনীর জাগরণ এবং নিদ্রার সঙ্গে ইহ পরকাল মিলাইয়া দেখিতে পারি। ইহকাল যেন দিবসের ন্যায়, পরকাল রজনীর ন্যায়। যত কিছু বাহ্য আড়ম্বর পরিশ্রম, পরীক্ষা এখানে, পরকালে আর সে ব্যস্ততা থাকিবে না; সেখানে কেবলই নিদ্রা। যেমন রজনী নিদ্রার জন্য; যদি কাহারও কোন কারণে নিদ্রা না হয় তবুও সে রাত্রিতে দিবসের কর্য্য করিতে পারে না; কারণ, তখন কার্য্যালয়ের দ্বার বন্ধ; তেমনি পরলোকে যাইয়া যে কেহ পৃথি

বীর অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা হইবে না। পরলোক যে কি, তাহার কার্য্যপ্রণালী কি প্রকার, তাহা আমরা জানি না। এখানকার দিবস রজনীর সঙ্গে তাহার প্রকৃত অবস্থার তুলনা হয় না; তবে এই মাত্র জ্ঞান হয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ শ্রান্ত মানব সে স্থানে গিয়া বেতন এবং বিশ্রাম পাইবে। যে মানব এত দিন এখানে কার্য্যস্রোতে সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিল, তথায় গিয়া দেহশূন্য হইয়া সে অনন্ত যোগনিদ্রায় বিশ্রাম শান্তি লাভ করিবে। পৃথিবীর ত্রিতাপ জ্বালা তথায় নাই, রোগ শোক জরা বার্দ্ধক্য নাই, মৃত্যুও তথায় যাইতে পারিবে না। অতএব শ্রান্ত ক্লান্ত জীবের আরাম বিশ্রামের জন্য অনন্ত পরলোক ধাম। কিন্তু সেই বিশ্রাম শান্তি আরাম চৈতন্যবিহীন নিষ্ক্রিয় নহে। কারণ, চেতনাবিহীন ক্রিয়াহীন জীবন জড় পদার্থ বিশেষ। ভগবানের জ্ঞানে এবং শক্তিতে অবস্থিতিই অমর মানবাত্মার প্রকৃত বিশ্রাম। এখানকার নিদ্রাও তাহার পক্ষে যোগনিদ্রা।

পরলোকের এই আনন্দধাম বা শান্তিনিকেতন এখন আমাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন অনিশ্চিত অপরিচিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন আমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজন তথায় গিয়াছেন ও যাইতেছেন, তখন অনিশ্চিত অপরিচিত হইয়াও সে স্থান আমাদের প্রিয়তম গম্যস্থান। তাহা অজ্ঞানিত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও আমাদের জীবনের ঘোর নিশা তথায় গিয়া প্রভাত হইবে। সেখানে নব সূর্য্যের উদয় হইবে। পৃথিবী ভ্রমণকারী পথিকগণের নিদারুণ কষ্ট আর সে সময়ে থাকিবে না। শরীরের সহিত আত্মা রোগ শোক বাসনা পিপাসা সুখ দুঃখ এখানে ফেলিয়া তথায় চির-বিরাম লাভ করিবে। সেখানে তাহার প্রায়শ্চিত্ত অভিষেক হইবে। তখন মোহ-পাশবিমুক্ত নবজীবনপ্রাপ্ত অমরাত্মা চিরশান্তি সম্ভোগ করিবে। এখানে যাহারা রোগে শোকে পাপে তাপে পরীক্ষার আগুনে জ্বলিতেছে তাহাদের জন্য অবশ্যই শান্তিরাজ্য আছে। এখানে যাহারা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাদের জন্য শীতল সুধার সরোবর তথায় আছে। ঘোর নিশীথ সময়ে সমস্ত জগৎ নিদ্রা আলস্যে অবসন্ন হয়; কেবল সেই চিরজাগ্রত জ্ঞানবান্ পুরুষ জাগিয়া জীবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করেন। তাঁহার সঙ্গে আর কে জাগিয়া থাকে! সেই পরম চৈতন্যের অংশ মায়ামুক্ত যোগী আত্মা চৈতন্যময়ীর কোলে ঘুমাইয়া যোগসুধা পান করেন।

বৈরাগ্যের পুরস্কার।

কোন এক ঘাসকাটা দুঃখী লোক ঘাস কাটিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দিনের পর দিন ক্রমে নিকটের ঘাস সকল ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। তখন সে দূরে গিয়া ঘাস অন্বেষণ এবং আহরণ করিয়া আনিত। শেষ এমনি হইল যে বহু দূরেও আর ঘাস পাওয়া যাইত না। সুতরাং তাহার ব্যবসায় বন্ধ হওয়াতে স্ত্রী পুত্রসহ সে মহা ক্লেশ পাইতে লাগিল। অনাহারে তাহার পরিবার মৃত প্রায় হইল। কিছুতেই আর অন্নের উপায় করিয়া উঠিতে পারে না। অন্নচিন্তায় উদরের জ্বালায় পরিশেষে যখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। অতঃপর মনে মনে স্থির করিল, আর গৃহে থাকিব না, বৈরাগী হইয়া বনে গিয়া বাস করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘাসছোলা অস্ত্র খুরপো খানি বগলে লইয়া গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক সে এক দূর বনে চলিয়া গেল। এবং কোন্ বিধাতায় তাহাকে গড়িয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিল। ঘাস কাটিয়াও অন্নের সংস্থান হয় না, বিধাতার এ কিরূপ বিধি? বিরক্ত মনে, সন্দিগ্ধ চিত্তে বৈরাগী হইয়া সে একাকী নির্জ্জনে এখন কিছু কাল তপস্যা করিতে থাকুক।

সেই দেশে এক বড় পাতসা বাস করিতেন। একদা তাঁহার অন্তঃপুরের ভৃত্য প্রভুর জন্য বিছানা প্রস্তুত করিতেছিল। বিছানা প্রস্তুত করিতে করিতে সে দেখিল অপর পার্শ্বের কিনারা একটু

বড় হইয়া রহিয়াছে। উহা ঠিক করিয়া দিবার জন্য তাহার সেইদিকে যুরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া আলস্য বশতঃ সে বিছানার উপর বুক দিয়া শুইয়া সেই স্থানটী সমান করিতে লাগিল। পাতসার বিছানা, সামান্য জিনিষ নয়! গদীর উপর গদী, তাহার উপর গদী; কত মছলন্দ মকমল মস্নদ; তাহার উপরে গরীবের শ্রান্ত বক্ষ। ভৃত্য যাই সেই সুকোমল বিলাসশয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া উপুড় হইয়া শুইয়াছে, আর যা ব কোথা, অমনি তাহাকে ঘুমে ধরিয়া ফেলিল। সে কি যেমন তেমন ঘুম? কঠিন বক্ষে কোমল শয্যা; একবারে সে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, গভীর শব্দে নাক ডাকাইতে লাগিল।

ভৃত্য এইরূপে মৃতপ্রায় হইয়া ঘুমাইতেছে, এমন সময় পাতসা বাহাদুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে রাজশয্যার উপর হতভাগ্য ভৃত্যের নিদ্রাক্লান্ত দেহ। দেখিবা মাত্র তাঁহার রাজক্রোধ রাজাভিমান পূর্ণমাত্রায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এত বড় আস্পর্দ্ধা, চ কর হইয়া আমার বিছানায় নিদ্রা! রাগের আর সীমা রহিল না তিনি তদবস্থায় সেই দুর্ভাগ্য নিদ্রিত ভৃত্যকে ভয়ানকরূপে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। আহ গরিব বেচারা বড়ই আরামে ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাতের যাতনা অনুভব করিয়া জাগিয়া

উঠিল। একে পাতসার বিছানার গভীর নিদ্রার ঘোর, তাহার উপর হঠাৎ তীব্র কশাঘাত রক্তপাত, সে তখন ভয়ে যন্ত্রণায় মহাচিৎকার শব্দে কাঁদিয়া অন্তঃপুর আন্দোলিত করিল। একদিকে পাতসার মহা তর্জ্জন গর্জ্জন হুঙ্কার রব, অপর দিকে ভৃত্যের গভীর আর্ত্তনাদ, মহা হুল স্থুল ব্যাপার।

বেগম এই কোলাহল শব্দ শুনিয়া আস্তে ব্যস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই বিভৎস কাণ্ড দেখিয়া যুগপৎ তাঁহার মনে ঘৃণা এবং দয়ার উদয় হইল। প্রহার নিবারণ করিয়া ভৃত্যকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি পাতসাকে তীব্র ভাবে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, একবার মাত্র তোমার বিছানায় শয়ন করা এবং নিদ্রা যাওয়ার অপরাধে যদি ইহার এই গুরুতর দণ্ড হয়, তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তোমার কিরূপ দণ্ড হওয়া উচিৎ? এই উত্তম শয্যায় তুমি প্রতিদিন শয়ন কর, এবং নিদ্রা যাও; এজন্য তোমায় যে কি ভয়ানক শাস্তি পাইতে হইবে তাহা ভাবিলেও আমার প্রাণ কাঁপে। ভৃত্যের অপেক্ষা তোমার অপরাধ যে অনেক গুরুতর তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তোমার জন্য অত্যন্ত কঠিন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইবে।

বেগমের কথায় পাতসাহের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার নির্দ্দয় কশাঘাতে যেমন ভৃত্যের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, বেগমের উপদেশবাক্যে তেমনি তাঁহার মোহের ঘুম, অভিমানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এবং অন্তরে মহা বৈরাগ্যের উদয় হইল। যখন বৈরাগ্যের উদয় হইল তখন আর তিনি সংসারে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলেন না। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবস্ত্র হইয়া একবারে ঘোর বনের মাঝে চলিয়া গেলেন। বনের মধ্যে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঘোরতর তপস্যা। ভগবানের সাধ্য কি যে তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন। অনাহারে অনিদ্রায় বিবস্ত্র হইয়া পাতসা এইরূপে তপস্যা করেন। সুতরাং ভগবান তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গদূতকে নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মহা অরণ্য, কেহ কোথাও নাই, তাহার মধ্যে পাতসা ফকীর হইয়া দিবা নিশি ভগবানকে ডাকেন। আর স্বর্গদূত প্রতি দিন সোণার থালে দিব্য পোলন্ন মিষ্টান্ন দেবভোগ্য সামগ্রী এবং উৎকৃষ্ট পানীয় আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যায়। সর্ব্বত্যাগী ফকীর হইয়াও তিনি এইরূপে উপাদেয় আহার্য্য ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদূরে সেই ঘাসকাটা মুসলমানও বসিয়া তপস্যা করিত। কিন্তু তাহার আহার পানের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। বিধাতা এক জন কদাকার নেংটিপরা মেথরকে তাহার নিকট পাঠাইয়া

দিতেন। মেথর এক ভাঙ্গা সানকে করিয়া খানিক পোড়া রুটি, আর ফুটো বদনা করিয়া খানিক জল তাহাকে দিয়া যাইত। তাহাতে ঘাসকাটার বৈরাগ্যের প্রতিও বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল। ভাবিল, ঘাস কাটিয়াও অন্নের সংস্থান করিতে পারিলাম না, আবার তপস্যা করিয়াও এই পোড়া রুটি? হা আল্লা, তোর কি এই বিচার! তাহার দুঃখ দুর্গতি দর্শনে পাতসা দয়ার্দ্র হইয়া স্বর্গদূতকে এক দিন বলিলেন, আমার এই খাদ্য আজ ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করুন এবং উহার খাদ্য আমি ভোজন করি।

স্বর্গদূত। না, তাহা হইতে পারে না।

পাতসা। ইহার কারণ কি? আমিও বনে আসিয়া তপস্যা করিতেছি, এ ব্যক্তিও তাই করিতেছে, তবে আমাকেই বা কেন পোলান্ন দেওয়া হয়, আর এই বা কেন পোড়া রুটি পায়?

স্বর্গদূত। ও ব্যাটা পাতি নেড়ে, অল্পবিশ্বাসী ঐ দেখ উহার বগলে এখনো খুরপো। তুমি মুল্লুকের পাতসা হইয়া অঙ্গের কাপড় খান পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছ, আর ও নেড়ের মৎলবটা একবার দেখ! যদি বিধাতা কিছু দেন ভাল, নৈলে খুরপো দিয়া ঘাস ছুলিবে। তুমি পাতসার ঐশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিলে, আর ও হতভাগা খুরপোর মায়া ছাড়িতে পারিল না? এই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাতসা এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

প্রিন্স এলবার্টের সৎশিক্ষা।

আমাদের কুইন ভিক্টোরিয়া যেমন সন্তানগণকে শিশুকাল হইতে সৎশিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং সুশাসনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী যুবরাজ এলবার্টও সেইরূপ ছিলেন, তদ্বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন অল্পবয়স্ক বালক, তখন এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

একদিন জেষ্ঠ রাজকুমার তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর (গভার্ণেস্) নিকট পড়া বলিতে পারেন নাই। শিক্ষয়িত্রী মিস্ হিলিয়ার্ড তাঁহাকে পুনরায় সেই পাঠ অভ্যাস করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজকুমার তাহা না করিয়া খেলা করিতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রী পুনরায় তাঁহাকে পাঠ অভ্যাস করিতে বলিলেন, তথাপি রাজকুমার তাহাতেও অস্বীকৃত হইলেন। তখন শিক্ষয়িত্রী শাস্তির ভয় দেখাইয়া বলিলেন, যদি তিনি পাঠ অভ্যাস না করেন তবে কোণে দাঁড়াইতে হইবে। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দর্পের সহিত বলিলেন, "না! আমি কোণে দাঁড়াইব না। এখন পড়াও করিব না। আমার ইচ্ছা না হইলে তোমার কথা শুনিব না। আমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্স!" এই বলিয়া তিনি জানেলার কাছে গিয়া

দাঁড়াইলেন। মিস্ হিলিয়ার্ড তখন ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "একবার যুবরাজকে অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজকুমারদের পাঠগৃহে আসিতে বল। বলিও আমি বড় রাজকুমারের বিষয়ে তাঁহাকে কিছু বলিতে চাই।"

যুবরাজ এলবার্ট ভৃত্যমুখে শিক্ষয়িত্রীর এই আহ্বান শুনিবামাত্র সত্বর পাঠগৃহে গমন করিলেন। এবং সমুদয় শ্রবণ করিয়া উঠিয়া গিয়া এক খানি বাইবেল গ্রন্থ লইয়া আসিলেন। পরে রাজকুমারকে নিকটে ডাকিয়া বাধ্যতা সম্বন্ধে এই বচন পাঠ করিয়া শুনাইলেন;—"ভবিষ্যতে যে অনেক বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেও যেন শৈশবে সুশাসনে শাসিত হয় এবং বাধ্যতা শিক্ষা করে।" পুত্রকে বলিলেন, "যদিও তুমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্স এবং ইংলণ্ডের ভাবী রাজা, কিন্তু এখন অন্য বালকের মত তোমাকেও শিক্ষা করিতে হইবে এবং শিক্ষয়ত্রীর বাধ্য হইতে হইবে।" পরে বাইবেলের অন্য এক পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করিলেন, "যে সন্তানকে শাসন করে না, সে তাঁহার অনিষ্ট করে। যে সন্তানকে যথার্থ ভালবাসে সেই তাহাকে শাসন করে এবং দোষের জন্য শাস্তি দেয়।" এই বলিয়া অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ বেত্র লইয়া তিনি রাজকুমারের হস্তে আঘাত করিলেন, এবং তাঁহাকে কোণে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "পুত্র, যতক্ষণ না মিস্ হিলিয়ার্ড অনুমতি করেন এখানে তোমায় থাকিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত শিক্ষা। এ প্রকার দৃষ্টান্ত এ দেশ অতি বিরল। অনুচিত আদর দানে সন্তানগণকে কুপথে লইয়া যাইতে এ দেশের পিতা মাতারা খুব পটু। ইংলণ্ডের ভাবীসম্রাট তাঁহার ন্যায়পরায়ণ পিতার নিকট উপযুক্ত শাস্তির হস্ত হইতে এড়াইতে পারেন নাই।

বিপদে মঙ্গল।

মঙ্গলময় বিধাতা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে বিপদ সকল প্রেরণ করেন। কোন্ স্নেহময়ী জননী শুধু শুধু পুত্রকে তিক্ত ঔষধ সেবন করান? যখন দেখেন, নিতান্তই বৎসের রোগ আরাম হইতেছে না, তখন তিনি বাধ্য হইয়া কটু ঔষধ প্রদান করেন।

বিপদে ফেলিয়া বিধাতা আমাদিগকে কত প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার কুপ্রবৃত্তি ও কুশিক্ষা হইতে রক্ষা করেন। বিপদে পড়িয়া কত লোক দয়াময়কে চিনিতে শেখে। সেই বিপদ আপাততঃ কষ্টকর হইলেও ইহাতে কত লোকের জীবনের গত চিরকালের জন্য সৎপথের দিকে ফিরিয়া আইসে। বিপদে পড়িয়া উপকার লাভের বিষয়ে একটী ঘটনার কথা বলা যাইতেছে।

সচরাচর সাংসারিক লোকদের পাদরিদিগের প্রতি তত ভাল ভাব দেখা যায়

না। এক জাহাজের কাপ্তেনেরও পাদ্রিগণের প্রতি ঐরূপ অনাস্থা ছিল। সংবাদপত্রে যাহাদের কার্য্যের বিবরণ কিছু থাকিলে তিনি সে স্থানটী ছাড়িয়া যাইতেন। এক বার সেই কাপ্তেন কোন কার্য্যবশতঃ জাহাজে সপরিবারে অন্যান্য লোকের সহিত কোন একটী দ্বীপের উপকূল দিয়া যাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই স্থানে জাহাজ খানি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। পূর্ব্বে একবার কাপ্তেন ঐ দ্বীপে অবতরণ করেন, তখন স্থানটী নরমাংস-ভক্ষণকারীদিগের বাসস্থান ছিল, তিনি জানিতেন। ঐ স্থানে সেই নিষ্ঠুর পাষণ্ডদিগের ভোজনসামগ্রী হওয়া অপেক্ষা ডুবিয়া মরা ভাল, এই বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকদিগকে এক খানি নৌকায় তুলিয়া লইলেন এবং সে স্থান হইতে দূরে কোন স্থানে গিয়া তাহাদিগকে নামিতে বলিয়া দিলেন। পরে অবশিষ্ট যে কয়জন ছিল, তাহাদের সহিত তিনি জীবনরক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, যাহা হইবার তাহাই ভাবে বলিয়া সেই নরমাংসভক্ষণকারীদিগের দ্বীপের উপকূলে নামিলেন। নামিবার পূর্ব্বে মনের ভিতর কতই ভয় ভাবনা উদিতে লাগিল। কিরূপে সেই অসভ্যদিগের হস্ত হইতে জীবন রক্ষা করিবেন, এই ভাবনায় প্রাণ আকুল হইল। যখন তাঁহারা উপকূলে নামিলেন তখন এক জন এই দেশীয় লোক বেশ ভদ্রভাবে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তখন কাপ্তেন দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন; ভাবিলেন, যে স্থানে এক সময় এই লোকেরা মনুষ্য দেখিলে জীবজন্তুর ন্যায় শীকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইত, এখন সেই স্থানে সেই লোকেরা সুসভ্য লোকের ন্যায় আমাদের অভ্যর্থনা করিতেছে! ইহার কারণ কি? যে পাদ্রিগণের উপর তাঁহার এত অনাস্থা ছিল, আজ সেই পাদ্রিগণের দ্বারাই তাঁহার জীবন রক্ষা হইল। সেই অসভ্য দেশে কয়েক জন পাদ্রি কয়েক বৎসর হইতে কঠোর পরিশ্রম ও প্রাণপণ যত্ন করিয়া সেই লোকদিগকে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য করিয়াছেন। তখন সেই কাপ্তেনের চৈতন্য হইল; ভাবিতে লাগিলেন, আহা আমার স্ত্রীকে কেন এই উপকূলে নামাইলাম না! কি জানি তাঁহার দশা কি হইবে! এইরূপ দুঃখ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহ ভাসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপকূলে লাগিল। যে নৌকাতে তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি আরোহণ করেন, তাহা জলমগ্ন হইয়াছিল।

এই ঘটনা হইতে কাপ্তেনের জ্ঞানোদয় হইল যে, যাঁহারা ভগবানের কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে যথার্থ তাঁহারই কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন। তদবধি তিনি প্রচারকদিগকে সম্মান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ তাঁহার সম্মান ভক্তি হওয়াতে ভগবানের প্রতিও তিনি সম্মান ভক্তি করিতে শিখিলেন।

এই রূপে বিপদে পড়িয়া তিনি ভগবানের সেবককে সম্মান করিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ করিলেন, এবং বিশ্বাসী

হইলেন। মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলবিধি কে বুঝিতে পারে? তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে এই কাপ্তেনের ন্যায় কত বিপদ দুর্ঘটনা আনিয়া তাহাদের কত মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

ভদ্রমহিলা।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যকুলে যাঁহারা জন্ম লইয়াছেন, সচরাচর যাঁহারা সুদৃশ্য বসন ভূষণে সজ্জিত থাকেন, উপাদেয় খাদ্য—যথা সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন, লুচি রসগোল্লা, মাখন মিছরি ভোজন করেন, দেখিতে যাঁহাদিগকে দিব্য কান্তিপুষ্টি-বিশিষ্ট অতি সুন্দর, লিখিতে পড়িতে এবং শেলাই বুনন করিতে যাঁহারা শিখিয়াছেন তাঁহাদিগকে ভদ্রমহিলা বলিয়া লোকে সম্বোধন করে। অপর জাতীয়া স্ত্রীলোকেরাও উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে ভদ্রমহিলা নামে অভিহিত হইতে পারেন, কিন্তু সেটী অনুগ্রহের হিসাবে। যে সকল বাহ্য লক্ষণ দ্বারা পুরুষেরা ভদ্রসন্তান নাম প্রাপ্ত হন, স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও ঠিক তাই। কিন্তু ভদ্র সম্ভ্রান্ত উপাধি ধারণ যেমন সহজ, ভদ্রত্ব রক্ষা করা তেমন সহজ নয়। সংযতেন্দ্রিয় না হইলে কেহ যথার্থ ভদ্র হইতে পারে না। দয়া ঔদার্য্য বিনয় না থাকিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং সৌজন্য রক্ষা পায় না। এ জন্য আত্মশাসন বিশেষ প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা ত্যাগস্বীকার অনেক সময় আবশ্যক হয়। তদ্ব্যতীত ভালবাসাত নিতান্তই প্রয়োজন।

অন্তরের ভাবোদ্গমকে চাপিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট পথে তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়া চক্ষু, কর্ণ, স্বর, মুখ, হস্ত, পদ, ভাষা, সুর, ভাব, সমস্ত গুলিকে সত্যভাবে অথচ বিনম্র মধুর ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। যদি বল মনের ভিতর জিলাপির পাক, কানকুট বিষ থাকুক না কেন, বাহিরে তাহা প্রকাশ না পাইলেই হইল। ভাষাটা মধুমাখা হইলেই ভদ্রনাম রক্ষা করা যায়। না, তাহা হইতে পারে না। মনের মধ্যে যদি লোভ হিংসা বিদ্বেষ বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা থাকে, অথচ তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিয়া কেহ যদি উচ্চ শ্রুতিমধুর ভাষা ব্যবহার করিতে পারে তাহাকে আমরা অবশ্য সংযতেন্দ্রিয় ভদ্র মহিলা বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহা কি সকলের পক্ষে সম্ভব? কৈ, তাহা মনে হয় না। অবশ্য রাক্ষস পিশাচ পশু প্রকৃতির নরনারী ব্যতীত সকলকেই কিছু না কিছু' মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া জন সমাজে চলিতে হয়। চাকর চাকরাণী দরিদ্র ভিখারী কিম্বা পদানত স্বার্থেবাধ্য ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ব্যবহার চলে, সমকক্ষ স্বার্থী কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুদিগের প্রতি কিম্বা ভদ্র সমাজে তাহা চলে না; সেখানে অনে বিষয় চাপিতে হয়। লোকনিন্দার ভ নিজ নিজ স্বার্থের অনুরোধে, মান সম্ভ্রম এ লজ্জার খাতিরে তাদৃশ স্থলে অনে মনকে সংযম করেন। কিন্তু আন্তরিক প্র বিশেষের বেগ যখন মহাবলশালী হয়, ত তাহা সকল প্রকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হই পড়ে। ভিতরে বেশী পরিমাণে অভদ্র

ার থাকিলে তাহা চাপিয়া রাখা যায় না। াষায় যদি চাপিয়া রাখ, স্বর এবং চক্ষু কর্ণ খ নাসিকার ভিতর দিয়া নানা মূর্ত্তিতে াহা বাহির হইয়া পড়িবে। এই শারীরিক ন্দ্রিয়গণ নরনারীকে অনেক সময় বড় বপদে ফেলে, মনের কথা বলিয়া দিয়া শ্বাসঘাতকতা করে। নাসিকা চক্ষু কর্ণ ষ্ঠাধরের ভাষা নাই, কিন্তু তাহাদের ইঙ্গিতর কথা এমনি স্পষ্ট, যে বাক্য অপেক্ষা াহা অভ্রান্ত অর্থযুক্ত। ইহারা ভাবের াষায় ভিতরের আসল অর্থ যাহা তাহা ঝাইয়া দেয়। সুতরাং ইহাদের দৌরাত্ম্য বাধ্যতায় ভদ্রতা সম্ভ্রম লজ্জা রক্ষা করা ঠিন হইয়া পড়ে। বাড়ীতে আসিয়া াপনে বসিয়া তুমি আপনার নাক কান নিয়া দিতে পার, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ীভূত হইবার নয়। মনের কথাটী তাহাদের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। কুভাব াপিবার চেষ্টা ভাল, তাহার জন্য চেষ্টা কর, ন্তু কুভাব কুকল্পনাকে যে পর্য্যন্ত মন হইতে া তাড়াইবে, সে পর্য্যন্ত ভদ্রমহিলার উপাধি াভ করা সহজ হইবে না।

পক্ষান্তরে অন্তরে যদি বিনয় নিরহঙ্কার য়া প্রেম সাধুতা স্থান পায়, হৃদয়ভাণ্ডার দি সদ্ভাবে পূর্ণ থাকে, তাহার বাহ্য ব্যবহারর জন্য ভাবিতে হইবে না। নাক মুখ চোখ ান কপাল ভাষা ব্যাকরণ সুর স্বর ভাব ঙ্গী ইহাদের কাহারো সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন নাই। মন্দভাব ইহারা যেমন প্রকাশ করে, বাধা মানে না; তেমনি ভাল াবের সৌগন্ধ কোমলতা মধুর লাবণ্য চন্দ্রের কমনীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় তাহাদের ভিতর হইতে সহজে আপনা আপনি বাহির হইয়া থাকে। স্বভাবের চিত্র বড় অবিকল। যেমন ভাব, তেমনি ছবি; একটু বৈলক্ষণ্য হয় না। যিনি ভদ্রমহিলা তিনি চীৎকার স্বরে কর্কশ কণ্ঠে কটু ভাষা প্রয়োগ করেন না কেবল তাহা নহে, মনের ভিতরেও তাঁহার কোন "কিন্তু" নাই। তিনি হৃদয়হীন দুই একটী মৌখিক কথায়, শুষ্ক হাস্যমুখের নীরস শ্বেতদন্ত দেখাইয়া আগন্তুক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি বিদায় দেন না। উপহাসচ্ছলে কুটিল হাসির সহিত শ্লেষ বাক্যে কাহারো মর্ম্মবেদনা উৎপাদন করা, কিম্বা পরনিন্দা কুৎসা তাঁহার পক্ষে নীচতা বলিয়া মনে হয়। তিনি বিনয়ের ভাষায় আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে জানেন না, সেরূপ কপট প্রথাকে ঘৃণা করেন। ভদ্রমহিলা আপনার বস্ত্র অলঙ্কার অপরকে দেখাইবার জন্য ব্যাকুল হন না। আপনার কুল শীল মান বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে নির্ব্বোধের ন্যায় কোন সুদীর্ঘ বর্ণনা করেন না। তাঁহার ভাষা মধুর বিনম্র, চাল চলন ধীর শান্ত, কথোপকথন জ্ঞান এবং সদ্ভাববিশিষ্ট। বেশী কথা না কহিলেও কেহ তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিতে পারে না। অধিক বিদ্যা ক্ষমতা প্রকাশ না পাইলেও অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিয়া কেহ মনে করে না। নিষ্ঠুরতা কর্কশতা তাঁহাতে নাই, দয়া সৌজন্যের ভিতর ছদ্মবেশে কোন অহঙ্কার আত্মশ্লাঘা নীচতা স্থান পায় না। সরল অকপট বিনয়ী দয়াশীল ব্যক্তিই ভদ্র উপাধি লাভের উপযুক্ত। তিনি চাই

স্বাভাবিকতা চাই। ভদ্র হওয়া কত কঠিন তাহা এখন সকলে ভাবিয়া দেখুন। রূপ গুণ ক্ষমতা বস্ত্রালঙ্কার, দান ব্রাহ্মণভোজন তপস্যা ব্রত উপবাস তীর্থভ্রমণ, এমন কি স্বামীর চিতায় দেহ বিসর্জ্জনেও ভদ্র নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেবল জিতেন্দ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা এবং সাধুতা দ্বারা সে উপাধি লাভ করা যায়।

ভ্রমণ বিবরণ।

(ভৌতিকরাজ্য)।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিবিড় মোহান্ধকারে ঢাকা, বিশাল তরঙ্গে আন্দোলিত সংসারসমুদ্র, তাহার তটে ভীষণ ভবশ্মশান, সহসা এই সুগম্ভীর দৃশ্য দর্শন করিয়া আমার মন স্তম্ভিত এবং সচকিত হইল। পুঞ্জ পুঞ্জ শবদেহ বিচিত্র বিকট বেশে তথায় বিচরণ করিতেছে। চর্ম্মচক্ষে ইহাদিকে দেখিলে আপাততঃ জীবন্ত মানব বলিয়া মনে হয়. কিন্তু আমি অন্তর চক্ষুতে দেখিলাম, বোধ হইল সকলেই মৃত মোহনিদ্রায় অভিভূত। বহু দূর ব্যাপিয়া এই শ্মশান ভূমি, কোটী কোটী নরনারী দলে দলে শবরূপে তাহাতে বাস করিতেছে। ইহারা নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত। সচরাচর শ্মশানে যে সকল শবদেহ দৃষ্ট হয় তাহারা নির্দ্দোষ নীরব নিষ্ক্রিয়, কেহ কাহাকে কিছু বলে না, কেবল পড়িয়া থাকে, আর পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়। কদাচিৎ দুই একটাকে যখন ভূতে ধরে, তখনই যাহা কিছু উৎপাত উপস্থিত হয়। আমি যে সকল শবদেহ দেখিলাম তাহারা সেরূপ নহে,ইহাদিগকে বলে জীয়ন্তে মরা; ইহারা কথা কয়, দাঁত বাহির করিয়া খল খল হাসে, চলে, দৌড়ায়, ঝগড়া মারামারি ছুটোছুটি কিলোকিলি করে, নাচে, গান গায়, চোখ রাঙ্গায়; আরও বহুবিধ উপসর্গ দ্বারা তাহারা আক্রান্ত। শ্মশানবাসী কোন এক যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা এমন করে কেন? তিনি বলিলেন, ইহাদিগকে ভূতে ধরিয়াছে তাই অমন করিতেছে। আমরা দুই একটা শনিবারের মড়া দেখিলে ভয়ে মরি, যোগী অসংখ্য ভূতের আশ্রয় প্রেতভূমে অসংখ্য শবদেহের মধ্যে বসিয়া অনায়াসে যোগ সাধন করিতেছেন। ভূতেরা তাঁহার বশীভূত। যদি কখন কোনটা দন্ত কিড়ি মিড়ি করে, বিশাল মুদ্গরাঘাতে তিনি তাহাকে পদতলে ফেলিয়া তাহার উপরে চাপিয়া বসেন।

এই ভবশ্মশানের ভূতেরা বড় দুষ্ট। তাহারা দিবা ভাগে নানা কার্য্যে মত্ত হইয়া ছুটা ছুটি করে, দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায় কিছুই বুঝিবার যো নাই; কেবল বকিতেছে চেঁচাইতেছে আর দৌড়িতেছে। রৌদ্রের উত্তাপে দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, মাথার ভিতরে যেন শত সহস্র ভূতের বাস। রাত্রিকালে ঘুমাইলেও নিস্তার নাই। ঘুমের ঘোরে দন্ত ঘর্ষণ করে, বকে, উঠিয়া দাঁড়ায়, পুরুষ হউন কিম্বা নারীই হউন, এই সকল

হাত পা ছোড়ে। যত বা ভূত, তত বা পেত্নী। ইহাদের আবার ছোট ছোট ছানা আছে। ঘরে ঘরে পথে মাঠে হাটে বাজারে জলে জঙ্গলে, দোকানে আফিসে অসংখ্য ভূত পেতিনী। ইহারা সকলেই কাল ভূত নহে, শাদাও আছে। ভদ্র ভূত অভদ্র ভূত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, ধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক, ধনী এবং গরীব ভূত আছে। গুরু এবং শিষ্য, শিক্ষক এবং ছাত্র ভূত আছে। ইহারা প্রায় সকলেই ত্রয়স্পর্শের মড়া। অজ্ঞানতা, বিষয়াসক্তি এবং বিলাস এই তিন দোষে ত্রয়স্পর্শ ঘটিয়াছে। একে ত্রয়স্পর্শের মড়া, তাহাতে ভূতে ধরা,কাজেই ইহাদের দৌরাত্ম্য বড় বেশী। নিরন্তর পরস্পরের মধ্যে কেবল বিবাদ মারামারি করিয়া মরিতেছে, মরার উপর আবার মরিতেছে। ইহাদের মধ্যে মৃত্যুরই ক্রমশ উন্নতি হয়, জীবনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

কে কি বলিতেছে, কি করিতেছে, কেনই এত দৌড়াদৌড়ি, কিছুই বুঝিবার যো নাই। কেহ বা দিন রাত্রি কেবল মুদ্রাযন্ত্রের ভূতের দলে মিশিয়া ক্রমাগত সংবাদপত্র লিখিতেছে,; কেহ পুস্তক রচনা করিতেছে কেহ বা খাতা লিখিতেছে। জাহাজে চড়িয়া কেহ এক দেশের সামগ্রী পত্র আর এক দেশে আনিয়া ফেলিতেছে। কেহ গাড়ী হাঁকাইতেছে, কেহ আকাশে উঠিয়া ঘুড়ী খেলিতেছে। ধনী ভূতেরা গরীব ভূতদিগকে ধরিয়া ঠেঙ্গাইতেছে। জ্ঞানী ভূতেরা মূর্খভূতদিগকে ঠকাইয়া হাসিতেছে। কোন ভূতেরা শাদা ভূত পেত্নীদের চরণ পূজা করিতেছে। বড় বড় মোটাপেট, সাজ পোসাক গহনাপরা ভূত পেত্নীরা খাইতেছে, খাটিতেছে, আর ঘুমাইতেছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই তাদের কাজ। এই ভূতগণের মধ্যে সকল প্রকার সভ্যতার কীর্ত্তিও নয়নগোচর হইল। কোথাও মহাসভায় বসিয়া কেহ বক্তৃতা করিতেছে, কোথাও বা গির্জ্জায় বসিয়া কেহ উপদেশ দিতেছে। কিন্তু যাহারা সভায় বক্তৃতা করে, গির্জ্জায় উপদেশ দেয়, তাহারাই আবার কাটাকাটি রক্তপাত দ্বারা অপর ভূতগণকে পরাভূত করে। যাহারা গম্ভীর ভাবে শাস্ত্রের কথা কয়, তাহারাই আবার হনুমানের মত অন্য সময় স্বজাতির রক্ত চুষিয়া খায়। মহাভূতের মেলা, সমারোহের সীমা নাই। বিচিত্র প্রকৃতি, বিচিত্র ক্রিয়া।

ইহাদের অনন্ত কীর্ত্তি বিচিত্র লীলা দেখিতে দেখিতে আমিও সেই দলে মিশিয়া গেলাম। ভূতের আশ্রিত হইলাম। কাহারো কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না, কেবল দিবা নিশি গোলমাল কলরব শুনিতে পাই। কোথায় কোন্‌দিকে যাইব, কিছুই জানি না, অথচ সকলের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটিতেছি; দিনের পর দিন কেবলই দৌড়িতেছি। কথা কহিতেছি, পাঁচ জন ভূতের সঙ্গে মিশিয়া অনর্গল বকিতেছি, কিন্তু কি বলিতেছি, কি করিতেছি তাহার ঠিক পাই না। যাহারা শিক্ষিত জ্ঞানী ভূত তাহাদিগকে চেনা আরো কঠিন। বড় বড় কেতাব উল্টাইতেছে, আর মাথা নাড়িতেছে; কি তাহারা করিতে চায় তাহা আপনারাই

অবগত নহে। সকলেই অনিশ্চিত অন্ধকারের রাজ্যের দিকে ছুটিতেছে, আর অন্যান্য অল্পশিক্ষিত গোঁয়া ভূতদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। আমাকেও তাহারা ধরিয়া লইয়া চলিল। কি করি, দশচক্রে যখন ভগবান পর্য্যন্ত ভূত হইয়া যান, আমি কোন্ কীটস্য কীট। চিন্তা ও তর্ক করি, যুক্তি খাটাই, কিন্তু বুঝিতে কিছু পারি না। জ্ঞানী ভূতেরা গর্ব্বিতভাবে ক্রমাগত বলেন, "বুঝতে পারছ তো?" আমি উত্তর দিলাম, "মহাশয়রা কিরূপ বুঝেছেন?" তাহাতে তাঁহারা বড়ই রাগ প্রকাশ করিলেন। কেহ গম্ভীর ভাবে চসমা নাকে দিয়া ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মূর্খ, তুমি এখনো বুঝিতে পারিলে না? এমন বিজ্ঞানের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না? শুন,তবে বলি; "চতুর্দ্দশ বৎসরের কম কোন কন্যা স্বামীসহবাস করিবে না। কোন বিধবা বিবাহ করিলে তাহাকে আইন মতে কোন অধিকার হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। প্রত্যেকের সমান অধিকার। নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কর বৃদ্ধির আবশ্যক। বিবাহভঙ্গের জন্য রাজবিধির সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন।"

জ্ঞানী ভূতদলের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিলাম,একটু থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দলের লোকেরা দাঁড়াইতেও দেয় না, বসিতেও দেয় না। সকলেই ঠেলিয়া লইয়া যায়, আর বলে, "চল না! বসিয়া ভাবিবার কি সময় আছে? এক মুহূর্ত্তের দাম এক গিনি তা জান? সময় অমূল্য ধন,আর স্বাস্থ্যই অর্থ!" এই বলে, আর ঠেলে, আর ঘড়ি দেখে। সময় নাই, সময় নাই মুখে কেবল এই কথা। আমি ভাবিলাম সময় নাই, এ কথার মানে কি? কেবল স্বাস্থ্য আর অর্থ, ইহারই বা অর্থ কি? যাই একটু অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে বসিয়াছি,অমনি আমার উপর দিয়া ভূতেরা সব চলিয়া গেল, আমি একাকী পথে পড়িয়া রহিলাম। ভাবিলাম,এখন যাই কোথা? করিই বা কি? সময়ত অনন্ত, তাই বা ফুরাবে কেন? ভেবে করা ভাল, না করে ভাবা ভাল? চারিদিকে মহাভূতের মেলা, ভয়ানক গণ্ডগোল কোলাহল, কেহ কাহারো কথা শুনিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না, কেহ কানে কানে ফিস্ ফিস্ শব্দে পরামর্শ করিতেছে, কেহ চোখ টেপাটিপি করিতেছে, কেহ হাত ধরিয়া টানিতেছে। আর বেলা গেল বলিয়া দৌড়িতেছে। মহাকলরবে কান ঝালা পালা হইল। বকিয়া বকিয়া মুখে ব্যথা হইয়া গেল, গলা শুকাইল। তাহাদের আলোচিত বিষয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল। পরিশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হতবুদ্ধি এবং বিরক্ত হইয়া আমি তথায় শুইয়া পড়িলাম। তদনন্তর যোগীকে বলিলাম, আমি এ কোথায় আসিয়াছি? তিনি বলিলেন "ইহা ভবশ্মশান। এখানে পঁয়ষট্টি ভূতের মেলা বসিয়াছে।"

আমি। আমি ইহাদের কথার অর্থ এবং কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি না কেন?

যোগী। থাকিলে ত! ভূতের কথা ভূতেরাই বুঝিতে পারে। তোমার স্কন্ধে

খন ভূত চাপিয়া ছিল, তখন তাহাদের মর্ম্ম ঝিতে পারিতে। এখন বোধ হয় ভূত াড়িয়া গিয়াছে, তাই বুঝিতে পারিতেছ া।

আমি। তবে এখন যাই কোথা?

যোগী। আমার সঙ্গে এস।

তখনও আমায় ভূতে ধরিয়া ছিল, তাই ন্দেহ হইল, যোগীও হয়তো অন্য জাতীয় কটী ভূত। হয়তো ইনি ব্রহ্মদত্য। বলিলাম, া, আমি যাব না, এই খানে একটু থাকি, কটু ভাবি। বড় শ্রান্তি বোধ হইতেছে। াথার ভিতরটা কেমন যেন করিতেছে। ামাকে তদবস্থায় রাখিয়া যোগী কোথায় লিয়া গেলেন।

মহাজন বাক্য।

বৈরাগ্য বলিলে ভয় হয়। আর্য্যনারী, রাগ্য বলিলে তোমার ভয় হওয়া উচিত য়। কেন না, তোমাদের দেশে আর্য্যকুলে নেক প্রকার বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে। তামার দেশে বৈরাগ্য নূতন জিনিষ নয়। হিন্দুস্থানে বেদ বেদান্তে বৈরাগ্য বিচিত্র রূপ রিয়া চলিয়া আসিতেছে। তোমার দেশে রুষ বৈরাগী, স্ত্রী বৈরাগী, যুবা বৈরাগী, বৃদ্ধ রাগী অনেক হইয়াছে। পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে কি এত পাওয়া যায়, যেমন তোমার দেশে? তবে আজ তুমি বৈরাগ্য শব্দ উচ্চারণে ভীত হইতে পার না। তোমার দেশের আদরের ধনকে তোমার হাতে দিলাম। ইহা আমি মানি, কোন কোন বৈরাগ্যের আকার ভয়ানক। তাহাতে চিত্তাকর্ষণ হওয়া দূরে থাকুক, ভয় হয়। ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, ভাল স্থানে বসিবে না, এ সব দুর্গম অন্ধকার বৈরাগ্যের পথ তোমাদিগকে লইতে বলিতেছি না। সন্ন্যাসিনী হইবে আর্য্যনারী, ঈশ্বর বারণ করুন। গৃহস্থ হইয়া বৈরাগিণী হও। আমি কি কঠোর সন্ন্যাস দিয়া নারী-হৃদয়ের মধুরতাকে কাড়িয়া লইব? আমি কি বলিব, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বনে যাও? না, কিন্তু বৈরাগ্যের অর্থ লইতে হইবে। এমন বৈরাগ্য ভাব যাহা সুখের। যাহাতে মন উদাস হয় না, কিন্তু সুপ্রসন্ন হয়। এরূপ বৈরাগ্য লোভের বস্তু। ঈশ্বর করুন, তাহা তোমাদের হয়। এক রকম বৈরাগ্য আছে যাহা কেবল ক্রন্দন, উপবাস, রাত্রিজাগরণ, রোগ শোকে পূর্ণ। সাবধান, আর্য্যনারী, এ পথ তুমি লইবে না। কিন্তু সেই পথ লইবে যাহাতে হরিতে অনুরাগ জন্মিবে। এ বৈরাগ্যে তোমার প্রেম বৃদ্ধি হইবে। আপনার চেয়ে অন্যকে অধিক ভাল বাসিবে। আবার সকলের চেয়ে হরিকে অধিক ভাল বাসিবে। তুমি প্রেমের সন্তান, জান না? তোমার জাতীয় ধর্ম্ম প্রেম ভক্তি। তুমি সমস্ত পৃথিবীকে ভাল বাসিবে। ইহাই তোমার বৈরাগ্য। তোমার কাছে আত্মপর থাকিবে না। প্রাণের প্রেম উথলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। আপনাতে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে। ইহাকে বলি বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ইহা নয় যে, আপনাকে উৎপীড়ন করি, ভস্ম মাখি; কিন্তু খুব প্রেমই বৈরাগ্য।

আপনার সুখ বিস্মৃত হইয়া অন্যকে ভাল বাসিবে। ঈশ্বরকে খুব ভাল বাসিবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডেকে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইবে। ইহা কি দুঃখের বৈরাগ্য,না সুখের ? মাকে ভজনা করিতে অসুখী হইবে, না সুখী হইবে ? বৈরাগ্যের মুখ ম্লান নহে। সে দুঃখী সন্ন্যাসীর মুখ। বৈরাগীর প্রেমই কেবল উৎসারিত হইতেছে। অন্যের দুঃখে মন কাতর হইবে, নিজের কি হইল তাহা দেখিবার সময় পাইবে না। কেবল অন্যের কথা ভাবিবে। পরকে এত ভাল বাসিবে, যে ঠিক যেন আপনার; আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে লইয়া থাকিবে। পরের মুখ দেখিয়া মনে আহ্লাদ আর ধরিবে না। আহা ! কি সুখের বৈরাগ্য। আর্য্যনারী, তুমি মার কাছে ভিক্ষা চাও, যেন এ বৈরাগ্য মা তোমাকে দিয়া সুখী করেন। আবার বলি, বৈরাগ্য না হইলে চলিবে না। আপনার সুখ, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। পরকে ভাল বাসায় কত সুখ জান না বলিয়া এই বৈরাগ্য লইতে ভয়। ভাল বাসায় প্রাণ মত্ত হউক, জগতের সকলকে প্রাণ দিয়া ভাল বাস। আর হরিকে সকলে প্রাণ দিয়া পূজা কর, করিয়া সুখী হও। ধন্য বৈরাগিণী,আর্য্যনারী, কারণ, যথার্থ বিমলানন্দ তাঁহারই।

সৎ সাহস।

(১)

কিসের ভাবনা ভয়, সত্যের হইবে জয়,
বলেছেন দয়াময়, বিভু প্রাণাধার ;
বিশ্বাসে নির্ভর করি, ভয় চিন্তা পরিহরি,
তাঁর পদ বক্ষে ধরি হব ভবে পার।

(২)

শুনেছি বিশ্বাসবলে, অটল পর্ব্বত টলে,
অন্ধ দেখে, খঞ্জ চলে, মৃতে প্রাণ পায় ;
বিশ্বাস আমার বল, জ্ঞান ধন অন্ন জল,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফল বিপদে সহায়।

(৩)

ব্রহ্মকৃপাহিকেবল, জীবন সম্বল বল,
বল বল দৈববল, জানিয়াছি সার ;
তাঁহার চরণে প্রাণ, জাতি কুল ধন মান,
করিয়াছি বলিদান, ভাবনা কি আর।

(৪)

যিনি জগতের স্বামী, কল্পতরু অন্তর্যামী,
তাঁহারে দিয়াছি আমি জীবনের ভার ;
যাঁহার ইচ্ছায় হয়, অন্ধকারে সূর্য্যোদয়,
মরুভূমে জলাশয়, শ্মশানে সংসার।

(৫)

বাঁধি স্নেহলতা পাশে, জননীর গর্ভবাসে
রাখিলেন অনায়াসে যে প্রভু আমায় ;—
রচিলেন মাতৃস্তন, অমৃতের প্রস্রবণ ;
তিনি মোর প্রাণ মন জীবন উপায়।

(৬)

ছিন্ন করি মায়া পাশ, ত্যজি স্বার্থ অভিলাষ
হয়ে তাঁর ক্রীতদাস কাটাব জীবন ;
থাকিতে এ দেহে প্রাণ, দিব না হৃদয়ে স্থান
অহঙ্কার অভিমান পাপ প্রলোভন।

(৭)

অসার সুখের তরে, বিলাস বাসনা জ্বরে
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে অবিশ্বাসী নরে ;
বাসনা নির্ব্বাণ করি, বিজয় নিশান ধরি
বদনে বলিব হরি আমি তার স্বরে।

(৮)

চাহিয়া লোকের মুখ, খুঁজিব না বৃথা সুখ,
আশায় বাঁধিয়া বুক রব সত্য পথে ;
গাইয়া দয়াল নাম, সাধিয়া তাঁহার কাম,
প্রবেশিব স্বর্গধাম চড়ি যোগরথে।

শিশুশিক্ষার নূতন প্রণালী।

মনুষ্যবংশের প্রথম শিক্ষা জননীর নিকটে আরম্ভ হয়। জননীগর্ভে যেমন সকলের জন্ম, তেমনি জননীই সকলের প্রথম শিক্ষাদাত্রী। মাতৃস্তন্য এবং স্নেহ আদর, মাতার প্রাণগত ভালবাসা শিশুর সুকোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়াদি এবং সুকুমার অন্তঃকরণকে বিকসিত বর্দ্ধিত এবং সুষ্ঠু পুষ্ট বলিষ্ঠ করে। প্রথমে এ সকল কার্য্য আপনাপনি আরম্ভ হয়, তজ্জন্য প্রসূতিও ভাবে না, সন্তানও ভাবে না। এক জনের প্রস্ফুট স্বভাব অপরের অস্ফুট স্বভাবকে স্বভাবতঃ প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। স্বভাবগত শিক্ষা জ্ঞানীদিগের নিকট বড় আদরের সামগ্রী। এই পথ দিয়া তাঁহারা গভীর জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেন। বিজ্ঞানের শত শত অভিনব আবিষ্কার এইরূপে স্বভাবের সন্তানদিগের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। শিশু বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষা এই নিয়মে আরম্ভ হওয়া উচিত। সুশিক্ষিতা সুমাতার হস্তে সে ভার মাতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃহৃদয় সহজে যে শিক্ষাপ্রণালী রচনা করে তাহার ভিতর গভীর বিজ্ঞানের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু জননী একা সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আবার সন্তানদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবেন ? এজন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। সচরাচর আমরা বালক বালিকাদিগের হস্তে বর্ণপরিচয়ের পুস্তক দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাই। তথায় গিয়া তাহারা বেঞ্চে বসিয়া বসিয়া প্রথমে বড় কষ্ট পায়, ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়ে। এরূপ প্রণালী তাহাদের স্বভাবের বিপরীত। প্রথম শিক্ষা স্বভাবের সাহায্যে আরম্ভ হওয়া উচিত। শিশুর স্বভাব যাহা চায় তাহার ভিতর দিয়াই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহারা খেলিতে চায়, খেলনা চায় ; দৌড়াদৌড়ি এবং আমোদ আহ্লাদ হাস্য কৌতুক চায় ; এ সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়া যদি তাহাদিগকে কঠিন শাসনের অধীন কর, অকাল পক্ক হইয়া উঠিবে।

ক্ষুদ্র শিশুদিগকে খেলা এবং আমোদের সাহায্যে শিক্ষিত করিবার জন্য বিলাতে এক প্রকার বিদ্যালয় আছে। জর্ম্মণি দেশের ফ্রোবেল নামক কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত এই শিক্ষাপ্রণালী প্রথমে প্রচার করেন। ইহাকে কিণ্ডারগার্টেন্ শিক্ষা বলে। এ সম্বন্ধে বিলাতপ্রবাসিনী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসী সম্প্রতি "ভারতী" পত্রিকায় যে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাই আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম।

"মহাত্মা ফ্রোবেল প্রথমে যখন তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী ব্যক্ত ও জর্ম্মনীদেশে প্রচার কামনা করেন, তখন তিনি যত ইউরোপীয়, বিশেষ জর্ম্মনজননীদিগকে তাঁহার সহায়তা

করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার নিঃস্বার্থ আগ্রহ দেখিয়া জর্ম্মনমাতারা তাঁহার কাজে যোগ দেন, ও তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমেই ফ্রোবেলের উত্তম শিক্ষাপ্রণালী জর্ম্মনদিগের ঘরে ঘরে, পিতা-মাতার কানে কানে ও শিশুদের মুখে মুখে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষে ঐরূপ উন্নত ও প্রকৃত শিশুশিক্ষার রীতি সর্ব্বস্থানে জ্ঞাপন ও প্রচলিত করিবার সময় স্নেহময়ী ভারতীয় মাতাদের সাহায্য প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। হাজার বিদ্বান পুরুষকে ঐ মহাশিক্ষার কথা বুঝাইলে যত না উপকার হইবে, এক জন জননী অনায়াসে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তাহার অধিক সুফল দেখাইতে পারিবেন। শিশু মাতার প্রাণের ধন, তাহাকে শিখাইতে হইলে মা ছাড়া আর কে অধিক মনোযোগী ও সফল হইবে?

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শিশু মাতৃপ্রেম ও মার স্বভাবের আভাস পায়, আর ঐ প্রেম ধীরে ধীরে শিশুর আধঘুমন্ত আত্মায় প্রবেশ করে। মা বুকে করিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান, অতি যত্নে তাহাকে দোলায় শোয়াইয়া রাখেন, আবার সে জাগিবামাত্র বুকে রাখিয়া দুধ দেন। ঐ রূপে জননীর ঐ নিঃস্বার্থ স্নেহ, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা শিশুর আত্মায় প্রবেশ করিয়া পবিত্র, মহৎ ও উন্নত মানব-স্বভাবের ভিত্তি স্থাপন করে। মাতাসন্তা-নের স্নেহালাপের সঙ্গেই মানবহৃদয়ে সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মভাব উদয় হয়। জননীর স্নেহময় গান ও কথাসকল সতত শিশুর সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়; কাণে সর্ব্বদা ঐ মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে ও চোখে নিরন্তর ঐ প্রেম-ময়ী দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শিশুর ঘুমন্ত আত্মা স্বর্গীয় ভাবে জাগিয়া উঠে।

শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্যও ফ্রোবে-লের শিক্ষাধারা অতি উপকারী। ক্রমে মার গান শুনিতে শুনিতে শিশু যত বড় হইতে থাকে ও চলিতে শিখে, তখন ঐ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে খেলিতে শিখা-নও আবশ্যক। কি প্রকার গান, ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিশুর পক্ষে আনন্দদায়ক ও উপ-কারী, তাহা আমরা আর একটী প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই কোমল বয়সে যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি নমনীয় থাকে, সেই সময়ে উপযুক্ত ব্যায়াম ও শরীরের চালনা দ্বারা প্রত্যেক ভাগের সম্পূর্ণ রূপে পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করা যায়। ক্রীড়া শিশুজীবনের প্রথম ইচ্ছা ও প্রধান কাজ। সুতরাং খেলা দ্বারা ছেলেদের শরীর পুষ্ট করা ও মন প্রশস্ত করার ন্যায় ঔষধ আর নাই। নানা প্রকার বিধিমত ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদির দ্বারা বালক বালিকাদের শরীর ও মন উভয় একভাবে চালিত হয়; উহা তাহাদিগকে সকল জিনিসের আকার প্রকার ও কাজে শৃঙ্খলা শিখায়; তাহাদের শরীর সবল মন দৃঢ় করে, আর ঐ কোমল জীবনকে ভবিষ্যতের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য উত্তম রূপে প্রস্তুত করে।

জননীর মিষ্ট ও সরল গীত ও গার্হস্থ্য খেলার মধ্যে শিশুর তিন বৎসর কাটিয়া যায়, পরে চার বৎসরের প্রথম হইতে

তাহাকে কিণ্ডরগার্টেনে পাঠান কর্ত্তব্য। অবশ্য যে ছেলেরা মার কাছে কিণ্ডরগার্টে-নের সব শিক্ষা পায়, যাহাদের গৃহই স্কুল, তাহাদের আর ভিন্ন স্থানে যাইবার কোন দরকার নাই। তবে যাহাদের বাড়ীতে ঐ রূপ শিক্ষার কোন উপায় নাই বা মাতা ঐ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ ও অপারগ, তাহাদের জন্যই কিণ্ডরগার্টেন স্কুলের আবশ্যক। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত সন্তানদিগকে অত অল্প বয়সে স্কুলে পাঠা-ইতে ভারতীয় পিতামাতারা প্রথম প্রথম আপত্তি করিতে পারেন; কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে তাঁহারা উহার উপকার যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলে ও ঐ শিক্ষার ফলে তাঁহাদের প্রাণাধিক বৎস-লগণকে সর্ব্বদা সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিলে, তাঁহারা উহাতে কখনই বিমুখ হইবেন না।

এমন কি, ফ্রোবেল জর্ম্মনী দেশে যখন এই নূতন শিক্ষাবিধির প্রথম প্রচার করেন তখন সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে বিশ্বাস-ঘাতক, রাজদ্রোহী বলিয়া স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দেয় ও জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট, অধি-বাসী সকলেই তাঁহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করে। কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা ফ্রোবেলের জ্ঞান, সদাশয়তা, শিশুপ্রেম ও পরোপ-কারের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা সকলে তাঁহাকে অতি ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার শিক্ষাধারা ও গভীর মহত্ত্ব যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিলেন ও তাঁহাকে সাহায্য করিয়া জর্ম্মণীর সর্ব্বত্র কিণ্ডরগার্টেন খুলিলেন। এখন ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে ঐ নূতন শিক্ষারীতির স্কুল খোলা হই-য়াছে। আর আমেরিকায় পর্য্যন্ত উহার অনেক সুফল দেখা যাইতেছে।

এখন পাঠক পাঠিকারা আসুন, আমরা একত্র কিণ্ডরগার্টেনে প্রবেশ করিয়া উহার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি। এখন প্রাতঃকাল, বেলা ৯ টা। শিক্ষয়িত্রী স্কুলাগত শিশুদিগকে আগে চক্রাকারে দাঁড় করাইয়া নিজে মাঝখানে হাঁটু গাড়িয়া যোড়হাতে একটী ছোট প্রার্থনা বলিতে-ছেন। অতি মৃদু ও করুণ স্বরে উহা উচ্চা-রিত হইল। পরে গত রাত্রে নিরাপদে নিদ্রার জন্য পরম পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলে মিলিয়া একটী ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিল।

গানের পর শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "এখন, বাছারা সকলে নিজ নিজ জায়গায় বস, তোমরা স্থির হইবামাত্র আমি একটী গল্প বলিব।" মহা আনন্দে তাহারা স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিল ও আগ্রহে গল্প শুনিতে চাহিল। কিন্তু আমোদের সঙ্গে সঙ্গে ভাল অভ্যাস শিখান তাঁহার উদ্দেশ্য, সে জন্য তিনি আবার বলিলেন, "যতক্ষণ তোমরা সকলে এমন স্থির না হইবে যে, মাটীতে ছুঁচ পড়ার শব্দ শুনা যায়, ততক্ষণ আমি গল্প আরম্ভ করিব না।" এই বলিয়া তিনি একটী ছুঁচ ভূমিতে ফেলিতে উদ্যত হইলে, শিশুরা সকলে অতি স্থির ও একমনা হইয়া কাণ পাতিয়া

রহিল। এখন বসন্তকাল; তিনি তাহাদিগকে বকের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন;—শীতকালে কেমন তাহারা জড়ভাবে ছিল, অধিক খাদ্য পাইত না, এখন যত গরম হইতেছে তত তাহারা ঝোপঝাপ হইতে বাহির হইয়া পুকুরের ও নদীর ধারে গিয়া মাছের অন্বেষণে বেড়াইতেছে। তাহারা কেমন বাসা নির্ম্মাণ করে, কত যত্নে শাবকদিগকে খাওয়ায় ও ছানারা বড় হইলে তাহাদিগকে লইয়া বেড়ায় ও খাবার খুঁজিতে শিখায়—ইত্যাদি। শিশুরা গল্প শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। ক্রমে তিনি একে একে সকলকেই ঐ গল্পটী শিখাইবার জন্য একটী বকের গান দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহারা প্রথম কথা মুখস্থ করে, পরে গাইতে শিখে; গানের পর সকলে বক্ বক খেলা করে। ঐ ক্রীড়া শেষে শিক্ষয়িত্রী তাহাদিগকে একটি গোলা দ্বারা ঐ পদার্থের আকার, গতি ও পরিমাণাদি শিক্ষা দেন। শিশু অতি উল্লাসে উহাতে যোগ দেয়।

অবশ্য আমাদের দেশে কিণ্ডরগার্টেন প্রচলিত করিতে হইলে ইউরোপীয় গল্প ও খেলা সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

তার পর তিনি একখানা চারকোণ কাঠ ধরিয়া ছেলেদিগকে উহা কি, উহার কটা কোণ আছে ও কটা পিঠ আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আর তাহারা নিজে যাহাতে ঠিক করিয়া উত্তর দিতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ঐরূপ কাঠ ও গোলা খেলা হইতে শিশু আপনা আপনি গণনা ও কিছু কিছু পদার্থ-বিদ্যা শিখে। ঐ ক্রীড়ার পর তাহাদের নিজে নিজে কাজ করিবার সময় আসিল। ক্ষুদ্র শিশুগুলি বাড়ী বা পোল ইত্যাদি নির্ম্মাণের বাক্স ও অপেক্ষাকৃত বড় বালক বালিকারা ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রা দ্বারা ঘর বাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম তাহারা অতি সরল কাজ শিখা পায়। উহা দ্বারা ছেলেরা সোজা ও বাঁক রেখা, ত্রিকোণ ও গোল প্রভৃতি জ্যামিতি রেখা টানিতে অভ্যস্ত হয়। অল্প দিনে মধ্যে তাহারা নিজেরাই ঐ সব কাঠ লইয়া খেলার সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে। তাহারা নিজে যাহা প্রস্তুত করে, নিজ নিজ ক্ষু কল্পনানুসারে তাহার নাম দেয়। শিশুর আত্মসাহায্যে যাহা কল্পনা ও নির্ম্মাণ করে তাহা কখন ভুলিয়া যায় না। সুতরাং বাল্যশিক্ষা ও নির্ম্মাণঅভ্যাস বালক বালি কাদের যৌবন কালে জ্ঞানোপার্জ্জনে অনেক সহায়তা করে। কাঠের দ্বারা সব বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ শিক্ষাকে "অঙ্কশাস্ত্র প্রণালী" কহে। তাহা ছাড়া "জীবন্তপ্রণালী ও "সৌন্দর্য্যপ্রণালী" নামে আর দুটী শিক্ষা ধারা আছে। তার মধ্যে প্রথমটীর দ্বার যত শিল্প ও স্বাভাবিক দ্রব্যের নকল প্রস্তু করিতে শিখান হয়; আর শেষেরটী হইতে ছেলেরা সকল জিনিস অতি সুন্দর ও শৃঙ্খলরূপে সাজাইতে ও গড়িতে শিখে। শিশুরা ঐ সামান্য কাঠের খণ্ড দ্বারা চৌকি

টেবিল, বাড়ী, বাগান, সাঁকো ও এমন কি, জাহাজ, কলের গাড়ী পর্য্যন্ত—যাহা তাহার ক্ষুদ্র কল্পনায় আসে তাহাই নির্ম্মাণ করিতে পারে। অবশ্য ঐ সব কাজে প্রথম প্রথম বেশী শিল্প কৌশল দেখা যায় না; কিন্তু উহা দ্বারা কোন্ দ্রব্য ও কাজের প্রতি শিশুর মন আসক্ত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি, ও তদনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াও সহজ হইয়া আসে। আর প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলা অভ্যাস করায় অবিলম্বে তাহাদের হাত ও চোখ সমানভাবে সুন্দর কাজে পারগ হয়।

ছোট ছেলেরা বালির ঘর প্রস্তুত, মাটী খোঁড়া প্রভৃতি স্বাস্থ্যজনক ও আনন্দদায়ক অতি সরল কাজে নিযুক্ত হয়। কাঁচের মালাগাঁথা, কাগজের বাক্স তয়ের, তুলা বাছা, পুতুলগড়া ও পুতুলের বিছানা সেলাই ইত্যাদি নানা প্রকার কাজ শিশুরা খেলার সঙ্গে সঙ্গে শিখে। সংক্ষেপে, কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা শিশুদের স্বাভাবিক ও স্বাধীন কল্পনা, রুচি ও বৃত্তি সকলের পুষ্টির জন্য প্রচুর উপায় দেওয়া হয়, ও উহা হইতে পিতা মাতারা সন্তানদের বিশেষ বিশেষ মনোগত ভাব ও অভিরুচি বুঝিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানে সক্ষম হন।

কোন কোন কিণ্ডরগার্টেনে বাদ্য শিখান হয়। উহা দ্বারা শিশুদের শ্রবণশক্তির উৎকর্ষতা লাভ হয়। ঢাক, ঢোল, ভেঁপু, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন; ও নিজে গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজান। বাজনার মত আনন্দকর ক্রীড়া শিশুদের আর কি আছে? তারা উল্লাসে উহাতে যোগ দেয় ও অতি অল্প দিনে গান বাজনায় পটু হয়। সকাল বেলা তিন ঘণ্টা খেলিবার পর জলখাবার সময় আসে। ছেলেরা একত্র হইয়া খাবার ও দুধ খায়। ভোজনের পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। আবার বিকালবেলা খেলা ও গল্পের সময়।

শিশুরা উঠানে সার বাঁধিয়া দাঁড়ায়; শিক্ষয়িত্রী তাহারা কি খেলা খেলিবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। যে খেলা অধিক ছেলে পছন্দ করে, তাহাই তখন আরম্ভ হয়। "চাষা কিরূপে শস্য বোনে জান্‌তে চাও?" শিশুরা চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে কৃষকের ভূমি চষা ও শস্য রোপণের গান গায়। তার পর কাজশেষে চাষী কিরূপে লাঙ্গল ঘাড়ে গৃহে ফেরে; কি প্রকারে গরুর গাড়ীতে ফসল বহিয়া গোলায় রাখে, নূতন খন্দ কাটার পর তাহারা কেমন আনন্দে নবান্নর ভোজ লাগায়; মাঠের কাজ ও পরিশ্রমের শেষে কত শান্তিতে বিশ্রাম করে—প্রভৃতি কৃষকের যত কাজ, শিশুরা অভিনয় দ্বারা জানিতে পারে। প্রতি বালক বা বালিকা এই অভিনয়ের এক এক ভাগ খেলিতে শিখে, তাদের হাত পা বাজনার সঙ্গে তালে তালে দুলিতে থাকে, আর সকলে মিলিয়া গান গায়। কৃষকের খেলা শেষে কতকগুলি ছেলে গোল হইয়া একটী বন কল্পনা করে, আর অবশিষ্টেরা পাখী হইয়া এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়ায়। ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে হাত নাড়িয়া পাখীর ডানার অনুকরণ করে। সকলে উড়িয়া ক্লান্ত হইলে

হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটু পাতিয়া বসে ও পাখীর বাসার নকল করে; ও পরস্পরের কাঁদের উপর নিজেদের ছোট ছোট মাথা রাখিয়া পাখীরা যেন ঘুমাইতেছে, এইরূপ দেখায়। ঐ সময়ে অন্যান্য ছেলেরা আস্তে আস্তে একটী নিদ্রার সঙ্গীত গায়। ক্রমে যেন রাত পোহাইল। পাখীরা ঘুম হইতে উঠিয়া আনন্দে আবার চারদিকে উড়িতে থাকে। পাখীর পর খরগোসের খেলা, হাঁসের খেলা, ঘোড়া ঘোড়া খেলা ইত্যাদি ক্রীড়ার পালা আসে। সকলগুলিই সব ছেলেদের সমান ব্যায়ামের জন্য বার বার খেলা হয়।

ক্রীড়াগুলি শিশুদিগকে মানুষ ও জন্তুদের কাজ ও পরিশ্রম দেখায় ও শিখায়। কল প্রস্তুত, পোল নির্ম্মাণ, বাড়ী তয়ের, গাছকাটা, জাহাজ গড়া প্রভৃতি বড় বড় কাজও উহাদিগকে ক্রীড়াচ্ছলে দেখান ও শিখান হয়। ছেলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা ও গান গাওয়া ব্যতীত এ সব খেলায় আর কিছুরই আবশ্যকতা হয় না। ঐ সব ছোট ছোট খেলা অভিনয়ের পূর্ব্বে বালক বালিকাদিগকে খেলিবার নিয়ম শিখাইয়া দেওয়া হয়; আর সকল ক্রীড়াতেই আমোদ ও কাজ একত্র থাকায় শিশুগণ কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।

শিশুদের দ্বারা ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য শরীর ও মনের সমচালনা। উহাতে হাত পা, আঙ্গুল বাহু, কোমর বুক, শিরা ধমনী প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অংশের যথোচিত ব্যায়াম হয়। আর মনও চালিত হওয়াতে মনোবৃত্তি সকল কর্ষিত ও সবল হয়। গানবাদ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চ্চা হয়। অভিনয়ে ভাষাজ্ঞান ও মনোভাব প্রকাশের শক্তি এক সঙ্গে জন্মায়। ঐ সকল ক্রীড়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পুষ্টি সাধন করিয়া শরীর ও মনকে সবল ও সুস্থ রাখে। শরীরের চালনা ভিন্ন মনের চালনা, বা মনোবৃত্তি কর্ষণে উপেক্ষা করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধনে চেষ্টা করা যে অনভিজ্ঞের কাজ, তাহার আমরা প্রত্যহ প্রমাণ দেখিতেছি। শরীর ও মন উভয়ই একরূপ যত্ন ও চালনা দ্বারা পরস্পরের সমান কার্য্যযন্ত্র না হইলে কোন মানুষ বা কোন জাতির প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ফ্রোবেল শরীর ও মনের ঐরূপ একান্ত সংস্রব বুঝিয়াই বলিয়াছেন—সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন থাকিতে পারে।'

ইন্দ্রিয়াদির চালনার জন্য কতিপয় ক্রীড়া হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কাণা মাছি মত একটী ক্রীড়ার দ্বারা বালক বালিকাদে শ্রবণ ও স্পর্শশক্তি কর্ষিত হয়। আর দু একটী নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ ক্রীড়ার দ্বার শিশুরা আত্মসংযম ও চিত্ত দমন প্রভৃতি মহৎ গুণে অভ্যস্ত হয়। এইরূপে তাহাদে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে নৈতি গুণেরও উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে।

আর, ঐ সব আনন্দময়ী ক্রীড়াতে শিশুরা অপরিসীম উল্লাস ও স্বাধীনতা ভো করিলেও সকলে স্কুলের আইন মতে চলিতে বাধ্য। খেলা ভঙ্গ বা বিশ্রাম যখন তখ করিবার যো নাই। গোলাকারে দাঁড় প্রভৃতি কাজে বালক বালিকারা শরীর

অতি সোজা ও স্থির রাখিতে বাধ্য হয়। সামান্য গান ও ব্যায়ামেও বিন্দুমাত্র স্কুলের নিয়ম অন্যথা হয় না। কেহ নিজের ইচ্ছামত খেলায় যোগ বা ভঙ্গ দিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ার অংশ নির্দ্দিষ্ট শিশুদের দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে। আর অন্যেরা ততক্ষণ না তাহাদের পালা আসে, ততক্ষণ ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা কাজের সঙ্গে নিয়ম পালন, আইন রক্ষা, নম্রতা, বশ্যতা ও বিনয় প্রভৃতি গুণে অভ্যস্ত হওয়ায় উহাদের সদ্‌গুণ গুলির স্ফূর্ত্তি ও মন্দ অভ্যাসের নিরাকরণ হইয়া থাকে। স্কুলের বড় ছেলেরা ছোট শিশুদিগকে কাজে সাহায্য করে ও শিক্ষয়িত্রীকে দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে আনুকূল্য করে। ক্ষমতা বা পীড়নের দ্বারা স্বার্থলাভের ইচ্ছা তাহাদের কখন প্রশ্রয় পায় না। কেন না, কিণ্ডরগার্টেনে ছোট বড় সব সমান। কোন শিশু দুর্ব্বল বা ভীত হইলে তাহার বলিষ্ঠ সঙ্গীরা তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই আনন্দময় স্কুলে ছেলেদের কখন কোন শাস্তি দিবার রীতি নাই; দুষ্ট বা একগুঁয়ে ছেলেদিগকে ক্রীড়াতে যোগ দিতে না দেওয়াই তাহাদের একমাত্র দণ্ড।

আমরা কিণ্ডরগার্টেন প্রণালী ও শিশুদিগকে দেখিয়া আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছি, ওদিকে স্কুল বন্ধের ঘণ্টা বাজিল। শিশুদের দাসীরা তাহাদিগকে যে যার গৃহে লইতে আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ওরূপ সুখের খেলা ছাড়িয়া বাড়ীতে মার কাছে যাইতেও ইচ্ছুক নয়। কেন না, তাহাদের ঐ সব ক্রীড়াতে ক্লান্তি বোধ হওয়া দূরে থাক, মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। আর আমরাও ঐ সব সুন্দর শিক্ষাদায়ী ক্রীড়া ও সুস্থ শিশুদের উল্লাস দর্শনে এত নিবিষ্ট ছিলাম যে বেলা ৪টা বাজিয়াছে, তাহা জ্ঞান ছিল না।

পিতা মাতারা হয়ত ভাবিতে পারেন যে কচি বয়সে অত প্রকার খেলা ও শিক্ষাতে শিশুদের মনের ও শরীরের অতিরিক্ত চালনা হয়। কিন্তু তাহা নহে। কারণ, কাজের শেষে খেলা, আর শারীরিক চালনার পর মনোবৃত্তির কর্ষণ ইত্যাদি পরিবর্ত্তন ও স্বাধীন ভাবে অবাধে লাফান, দৌড়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন বিষয়েরই অতিরিক্ত চালনা হইবার সম্ভাবনা নাই। একটী কিণ্ডরগার্টেনে প্রবেশ করিয়া যদি একবার আপনারা ক্রীড়ানিযুক্ত বালক বালিকাগণের প্রফুল্ল ভাব দেখেন, তাহা হইলে সে মনোহর, চিত্তমুগ্ধকারী দৃশ্য কখন ভুলিতে পারিবেন না। দেখুন, তাদের শ্রমদক্ষ ছোট ছোট হাত গুলি কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন

কাজে রত রহিয়াছে। কত আগ্রহের সঙ্গে তাহারা নূতন গল্প শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেছে। কত সহজে তাহারা জ্যামিতির রেখা টানিতেছে আর ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আকার আঁকিতেছে। তাহারা কেমন এক দণ্ডের জন্যও খেলা ও কাজ ছাড়িতে চায় না, অথচ শিক্ষয়িত্রী ডাকিবামাত্র নিজ নিজ খেলা-সামগ্রী গুছাইয়া তাঁর কাছে ছুটিয়া যায় ও অন্য প্রকার খেলা বা গল্পে যোগ দান করে। বাস্তবিক এ সব দেখিয়া আমরা যে কত দূর আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আমি ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া ও উহাদের উদ্দেশ্য পাঠক পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিলে এ মহৎ শিক্ষার সুফল বোধগম্য হওয়া দুষ্কর।

শিশুদের শেষ খেলা প্রায় সম্পূর্ণ হইল, আর সমাপ্তির গান গাওয়া হইল।

ঐ গানে ছেলেরা পরস্পরকে সম্ভাষণ করিয়া বলে, "এখন আমরা খেলা ও কাজ শেষে নিজ নিজ বাপমার কাছে যাইতেছি, আবার কাল সকালে এক সঙ্গে মিলিয়া খেলিব।"

তার পর তাহাদের জামা ও পোষাকাদি ঠিক করিয়া পরা হইলে তাহারা শিক্ষয়িত্রীকে চুম্বন করিয়া ও তাঁর হাত ধরিয়া তাঁর কাছে বিদায় লয়। আমরা অপরিচিত দর্শক হইলেও তাহারা আমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিল। আমরা সানন্দে তাহাদিগকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। তখন শিশুরা নাচিতে নাচিতে যে যার দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল। আমরা এক দৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ও ঐ সুন্দর দৃশ্যে মনে কত ভাবের উদয় হইল।

স্কুলের পাঠের ন্যায় কিণ্ডরগার্টেনের ক্রীড়াদিও প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। রোজ নূতন নূতন খেলা ও গল্পের নিয়ম আছে। তাহা দ্বারা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়ম, মানুষের কাজ, ভিন্ন ভিন্ন ঋতু, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ছোট বড় সকল বিষয়ের কথা ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া, পশুপক্ষিদের গল্প, ঈশ্বরের কথা ও ধর্ম্মোপদেশও তাহাদের সরল বুদ্ধির উপযোগী করিয়া বলা হয়। প্রকৃতি ও জীবন হইতে ঐ সকল ক্রীড়া ও গল্প লওয়া হয় বলিয়া উহার কখন শেষ নাই।"

জীবনের ঊষা এবং অপরাহ্ণ।

জীবনের ঊষা কেমন সুন্দর! কেমন সুখের! ঊষাকালীন বালসূর্য্যের মৃদু আলোক যেমন মধুর, বসন্তের দক্ষিণ বায়ু যেমন সুমিষ্ট, বাল্যকাল, জীবনের প্রাতঃকাল তেমনি সুমিষ্ট। বাল্য যৌবনে মানুষ সম্মুখেরদিকে দৃষ্টি করে; তখন কত আশা, কত উদ্যম, কত কল্পনা, কত স্ফূর্ত্তি! তরুণ জীবনে সকলি সুন্দর। তরুণ বয়স জীবনের বসন্ত কাল। তখন সকলি সরস, সকলি উজ্জ্বল। ক্রমে মানুষের বয়োবৃদ্ধি হয়, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর আসিয়া তাহাকে কালসাগরের এক ঘাট হইতে অপর ঘাটে লইয়া যায়। বসন্তের সরস ভাব যেমন নিদাঘের তীব্র তেজে শুষ্ক হইয়া যায়, শৈশব যৌবনের কোমল তরুণ ভাবও তদ্রূপ ক্রমে প্রৌঢ় এবং বার্দ্ধক্যে শুষ্ক নীরস হইয়া থাকে। তখন মানুষের আর সম্মুখে দৃষ্টি করিবার রুচি হয় না। সে তখন পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া পশ্চাতে দৃষ্টি করে। শৈশবের সুখ, যৌবনের আশা উদ্যম পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, দুঃখের সহিত সেই দিকেই কেবল তাকায়। প্রথম জীবনে কত আশা করিয়াছিল, কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কত বন্ধু পাইয়াছিল! আশা কিছু সফল হইয়াছে, কিছু হয় নাই; বন্ধু কেহ আছে, কেহ নাই। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও ক্রমে ঝরিয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় মানুষ আর স্বপ্ন দেখে না, এখন আর আশাতে উৎফুল্ল হয় না। এখনকার আশার সহিত ভয় মিশিত, স্বপ্নের স্থলে কঠোর কর্ত্তব্য, দায়িত্বের গুরু ভার, বন্ধুতার স্থলে সন্দেহ অবিশ্বাস এবং বিচার, সুখের হাসির সহিত দুঃখের দীর্ঘশ্বাস জড়িত। জীবনের ঊষা ও মধ্যাহ্নের সহিত সায়াহ্নের কি প্রভেদ! এ সময় জীবনের সূর্য্যালোক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, মধ্যাহ্নের সে প্রভা আর নাই। অলক্ষিত ভাবে অন্ধকার আসিতেছে, কে জানে কাল কখন গ্রাস করিবে। জীবনসাগরের এ ঘাট দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, ও ঘাট নিকটবর্ত্তী হইতেছে। যে ঘাটে নৌকা নিশ্চয় একদিন সেই ঘাটে যাইতে হইবে। দুঃখে হউক সুখে হউক, আশায় হউক নিরাশায় হউক, সকলেরই জীবনের দিন গুলি কাটিয়াছে। শেষজীবনে এখন সকলকেই ঐ ঘাটে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। জীবনের এই সায়াহ্নে অলক্ষিতে পরলোকের চিন্তা আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে মনকে উদাস করিয়া তোলে। কেন না, তখন হৃদয়ের আশা, জীবনের মাধুর্য্য সকলি কমিয়া যায়। এ সময় সম্মুখে কেবল জরা বার্দ্ধক্য পরাধীনতা, শেষ ভীষণ মৃত্যু দৃষ্টিগোচর হয়। মহা ভয় ভাবনার দিন, বিচারের দিন, হাসিয়া তাহা উড়ান যায় না। কালের ভীষণ মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। কালভয়হারী ভবের কাণ্ডারী হরির অভয় চরণ এখন এক মাত্র

সম্বল। যাহার জীবনের উষা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সকলি ভগবানের চরণের সহিত গাঁথা, তাহার পক্ষে উষাও সুমিষ্ট প্রদোষও সুন্দর। জীবনও মধুর, মৃত্যুও বিভীষিকাময় নহে। জীবনের প্রদোষ কালে হে আত্মন, তুমি ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। অন্য দিকে আর চাহিও না। সম্মুখের জীবনে কেবল তিনিই একমাত্র বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মায়াপাশ কাটিয়া তাঁহার অভয়চরণে জীবনতরীকে বাঁধিয়া ফেল।

গ্রন্থ সমালোচনা।

অপচয় এবং উন্নতি—এলাহাদ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কি কি উপায়ে শারীরিক, মানসিক এবং বৈষয়িক উন্নতি লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক গুলি সুদুপায় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে বুদ্ধি বিকসিত, কর্ম্মক্ষম এবং স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বিষয়কার্য্যে কিরূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিষ্ণু বাবু এ দেশের এবং বিদেশের প্রতিভাশালী অনেক বড় বড় লোকের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠিকাগণ ইহাতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং গবেষণার পরিচও প্রাপ্ত হইবেন। ভাষা অতি সরল এবং বিশুদ্ধ। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় এবং সাহিত্যানুরাগ প্রশংসনীয়।

সংবাদ।

আগামী ৯ই এবং ১১ই মাঘে ৭৮নং অপার সারকিউলার রোডে কমলকুটীরের বহির্প্রাঙ্গণে স্ত্রীলোকদিগের জন্য আনন্দবাজার বসিবে।

বিলাতে এবং এ দেশে দাম্পত্যবিধির আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কথা শুনা যাইতেছে। কোন বালিকা বার বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে ঘরবসত করিতে পারিবে না। কিন্তু বিবাহ ইহার পূর্ব্বে সম্পন্ন হইবার কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

আমাদের ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কন্যাগণ রন্ধনকার্য্যে বিশেষ নিপুণা। তাঁহারা বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। অনেক বিধ ব্যঞ্জন পিষ্টক পরমান্ন রাঁধিতে জানেন। যাঁহারা প্রতিদিন দুই বেলা রাঁধিয়া রাঁধিয়া হাড় কালী করিতেছেন এ সংবাদ তাঁহাদের পক্ষে বড় আহ্লাদজনক। তবে তাঁহারা এটাকে সখের রান্না বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন। যাই হউক, রন্ধনকার্য্যটী স্ত্রী জাতির পক্ষে নীচ কার্য্য নয়, অন্য পাঁচটা সদ্‌গুণের মধ্যে হইও একটী বিশেষ গুণ। উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন রাঁধিয়া স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন অতিথি দুঃখী দিগকে ভোজন করাইলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

আমেরিকা দেশে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের জন্য রাজভাণ্ডার হইতে বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বন কাটিয়া বা গাছ বসাইয়া, কোন স্থানের বায়ুরাশিকে উত্তপ্ত করিয়া মেঘোৎপন্ন করা হইবে।

সম্প্রতি কলিকাতা নগরে মহাসমারোহের সহিত জাতীয় মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানের প্রতিনিধিগণ বিচিত্র মূর্ত্তি, বিচিত্র বেশ ভূষা ধারণপূর্ব্বক সভামণ্ডল আলো করিয়াছিলেন। দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল। জাতীয় সমিতির আন্দোলনে আপাততঃ কোন ফল হউক না হউক, সামাজিক ঐক্যবন্ধনের আয়োজন দেখিলে বড় আহ্লাদ হয়। চারি পাঁচ সহস্র স্বদেশীয় ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি সভা করিয়া বসিলেন, অথচ ভগবানের নাম লইয়া তাঁহার পূজা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন না, এইটীতে বড় দুঃখ বোধ হয়।

স্বর্ণরেণু।

আপনার ভ্রম স্বীকার করে এমন লোক সংসারে অতি অল্প আছে।

যথার্থ বন্ধুতা হটাৎ হয় না। ইহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় এবং একবার হইলে চিরস্থায়ী হয়। পরস্পরকে ভালরূপে না জানিলে কখনও যথার্থ বন্ধুতা হইতে পারে না।

পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা পারিবারিক সুখের মূল।

ভবিষ্যতের বিষয় অনর্থক ভাবিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য পালন করিতে বিস্মৃত হইও না।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কি? ঈশ্বর। কারণ, তিনি চিরকালই ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পদার্থ কি? পৃথিবী। কারণ, ইহা ভগবানের সৃষ্ট। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পদার্থ কি? স্থান। ইহার মধ্যে সকল পদার্থ স্থিতি করে। সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী পদার্থ কি? আশা। কারণ, যখন সকলই বিনাশ হয়, তখন কেবল আশা থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ কি? ধর্ম্ম। কারণ ধর্ম্মবিনা কোন সদনুষ্ঠান হইতে পারে না। সকল অপেক্ষা দ্রুতগামী কি? মানুষের চিন্তা। কারণ, এক এক মুহূর্ত্তে চিন্তা সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ কি? অন্যকে পরামর্শ দেওয়া। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কি? আপনাকে জ্ঞাত হওয়া। সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী কে? সময়। কারণ, সময়ে সকলি হয়।

বিজ্ঞাপন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

টেলার্শ

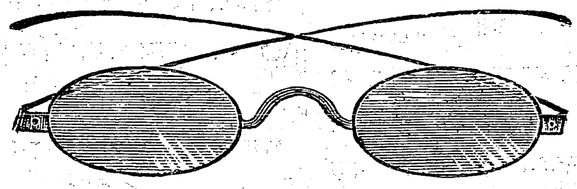
৩৭৩। ১ নং অপার চিৎপুর রোড।

কলিকাতা।

নানা প্রকার সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড় ও ঐ সকল কাপড়ের ছোট বড় জ্যাকেট সুট ফ্রক কোট পেণ্টুলেন চাপকান ইত্যাদি তৈয়ারি থাকে এবং অর্ডার দিলেও যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।

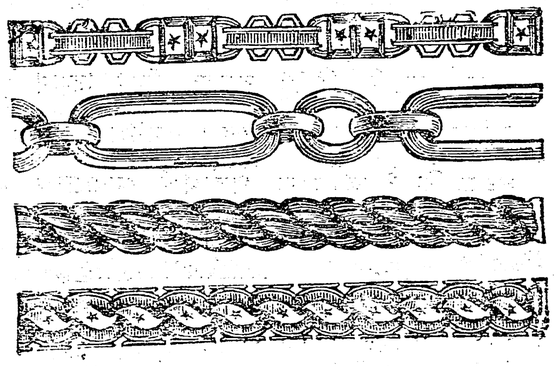
সাটীন ও মকমলের অতি সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট প্রস্তুতও আছে, অর্ডার দিলেও প্রস্তুত হইতে পারে।

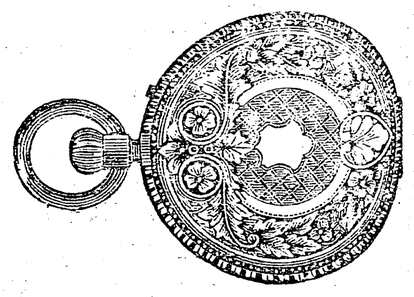
এস্, কে, দাস, এণ্ড কোম্পানী।



স্বর্ণ রৌপ্য জহরৎ অলঙ্কার ঘড়ি ও চস্‌মাবিক্রেতা। বিনা পাইনসাহায্যে ডায়মন কাটার আবিষ্কর্ত্তা। মফস্বলে পাকা অর্ডার পাইলে ভেলিউ পেএবল করিয়া মাল পাঠান যায়। সমুদয় রকম ড়ি ওয়াচ ও টাইমপিস্ ১০৲ হইতে ৬০০৲ টাকা। ব্রেজিল্ পেবেলের আসল চস্‌মা মূল্য ৭৲ টাকা; স্বর্ণকামী ৩৫৲ টাকা।

নং ৩১০।ড্যালহাউসী স্কোয়ার দক্ষিণ—কলিকাতা।





পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম সংখ্যা।] মাঘ, সন ১২৯৭। [৩ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

রুশিয়া সম্রাটের পুত্র ভারতবর্ষ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি দিল্লী লাহোর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। হাওড়া হইতে বড় লাটের বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে গোরা সৈন্য সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড় লাট ছোট লাট এবং আর আর বড় বড় সাহেবরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। রাজপুত্র প্রাণভয়েই সর্ব্বদা সশঙ্কিত। পাছে কোন নরঘাতক রুশিয়ার প্রজা গোপনে তাঁহাকে কোথাও মারিয়া ফেলে এ জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অতি সাবধানে তাঁহাকে আগলিয়া রাখিয়াছিলেন। শুনিলাম, সে দেশের রাজ্ঞীও পুত্রের জন্য সর্ব্বদা ভাবিত আছেন। প্রজাবৎসল না হইলে রাজার জীবনে কোন সুখ নাই।

বার বৎসরের কমে কোন বালিকা স্বামীর সহিত ঘর বসত করিতে পারিবে না এই জন্য যে রাজবিধি বাহির হইবার কথা উঠিয়াছে তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকের মত নাই। নানা স্থানে ইহার বিরুদ্ধে সভা এবং প্রতিবাদ হইতেছে। দেশের বড় বড় লোকেরাও ইহার বিরোধী। ও দিকে বিলাতি বিবিরা ভিক্টোরিয়া মহারাণীকে বুঝাইয়া ঠিক করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে এত কেন মাথা ব্যথা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রজাদের এত প্রতিবাদ করারই বা আবশ্যকতা কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা দ্বারা ইষ্টানিষ্টের অতি অল্পই সম্ভাবনা আছে।

ইটালী দেশীয় কোন এক ব্যক্তি লণ্ডন নগরে গিয়া একাদিক্রমে ৪০ দিন উপাবাসী ছিল; আবার সেই ব্যক্তি নাকি আমেরিকা নিউইয়োর্ক নগরে ৪৫ দিন না খাইয়া বাঁচিয়া ছিল।

আমেরিকা দেশের দুইটী ভদ্রমূর্ত্তি যুবক যুবতী ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভিন্ন ভিন্ন গির্জ্জায় পুনঃ পুনঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া পুরোহিতকে ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া শেষ ধরা পড়িয়াছে।

বিশ ডলারের এক জাল নোট করিয়া বিবাহের দক্ষিণা স্বরূপ পুরোহিতকে তাহারা দিত, দিয়া বলিত, আপনি পাঁচ ডলার দক্ষিণা লইয়া বাকী আমাদিগকে ফিরাইয়া দিন। পাঁচ ছয়টা গির্জ্জায় এইরূপে তাহারা জাল নোট দিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। সে দেশে বিবাহ সম্বন্ধে বেশী বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই, সুতরাং বিবাহও জুয়াচুরির একটী উপায়।

বাঙ্গালী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেলুন উড়াইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এখন তিনি দুই হাজার ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া একটা ছাতা ধরিয়া নীচে নামিতে পারেন। ইহা দ্বারা তিনি বেশ দশ টাকা রোজগারও করিতেছেন। আগে তিনি আফিসে কেরাণীর কাজ করিতেন, চাকরী ছাড়িয়া সম্প্রতি এই কাজে ব্রতী হইয়াছেন। এখন বিলাতী সাহেবের সঙ্গেও তিনি টক্কর দিতে পারেন। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার স্ত্রীও নাকি খুব সাহসী। তিনি নিজের গায়ের গহনা বেচিয়া এই কার্য্যে স্বামীকে সহায়তা করিয়াছেন এবং উৎসাহ দিয়াছেন। রামচন্দ্রের দেখা দেখি বোম্বের এক জন মারহাট্টা যুবা বেলুনে উঠিয়াছিল, তালাগাছে ঠেকিয়া ছাদের উপর সে পড়িয়া গিয়াছে।

জার্ম্মন দেশে কোন এক জন সেনাপতি প্রাতে যথা সময়ে উঠিয়া আপনার সৈন্যদলকে দৈনিক শিক্ষা দিতে পারেন নাই। দশ পনর মিনিট বেশী নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া কোন একটী যুবা সেনাপতির স্থানে দাঁড়াইয়া সৈন্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেনাপতি ঘুম ভাঙ্গিয়া তাড়াতাড়ি তথায় গিয়া দেখেন যে একটী যুবা তাঁহার উচ্চ পদের কার্য্য করিতেছে। দেখিবা মাত্র তাঁহার অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল। যুদ্ধবিভাগের লোকদিগের রাগ অভিমান আর মস্তক ছেদন প্রায় একই কথা। সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় ক্রোধভরে নিকটে গিয়া দেখিলেন যে সে যুবক আর কেহ নয়, দেশের সম্রাট, তাঁহার মহাপ্রভু! চিনিবা মাত্র রাগের সঙ্গে ভয়ের লড়াই লাগিল। ভয়ের বল বেশী, সে রাগকে তৎক্ষণাৎ একবারে গলাটিপি দিয়া তাড়াইয়া দিল। আর কোন কথাবার্ত্তা নাই। সম্রাট কার্য্য শেষ করিয়া রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। এ দিকে সেনাপতি মহাশয়ের ভয়ে পেটের ভাত হজম হয় না। চাকরিটী মারা যাবে, না কি হবে, এই ভয়ে তিনি অতিশয় ভীত এবং বিষণ্ণ হইলেন। কোন সংবাদও পান না। কয়েক দিন পর সম্রাট এলারম ঘড়ি অর্থাৎ যাহাতে ঘুম ভাঙ্গাইবার কল আছে তাই একটী উপহার রূপে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন সেনাপতির ভয়ের স্থানে অনুতাপ এবং লজ্জা আসিয়া সৎশিক্ষা প্রদান করিল। এরূপ ভদ্র প্রণালীতে শিক্ষা দিলে ভদ্রের পক্ষে তাহা বড় উপকারী।

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এম, এ, বি, এ, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে সনন্দ দানের সভায় অর্থাৎ কন্‌ভোকেসেনে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ৪টী এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ২টী ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণা হইয়াছেন তাঁহারা দুইটী এ দেশীয় খ্রিষ্টীয়ানের কন্যা; আর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ৪টীর মধ্যে একটী আমাদের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী শ্রীমতী সরলা ঘোষাল। আর একটী দেশীয় খ্রিষ্টীয়ানের কন্যা শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী। সনন্দ দান কালে মহামান্য শ্রীযুক্ত অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা কালে বিদ্যাবতী ছাত্রীদিগকে তিনি সাদরে অভিনন্দন করিয়াছেন। কিন্তু একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার কিছু মন্তব্য শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহা হইল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী যে পুরুষের সহিত একাকার হইয়া রহিয়াছে তাহার সংশোধন কি প্রার্থনীয় নহে? স্ত্রীপ্রকৃতির উপযোগী সুশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না করিলে যে মহিলাদিগকে স্বভাবের পথ হইতে কতকটা দূরে লইয়া যাওয়া হইবে তাহা বোধ হয় গুরুদাস বাবুর মত বিচক্ষণ বহুদর্শী রক্ষণশীল ব্যক্তির জানিবার কিছু অবশিষ্ট নাই। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী সংশোধনের আবশ্যকতা অবশ্যই তিনি অনুভব করেন। আমরা জানি না, এ বিষয়ে কোন কথা বলা তাঁহার পদোচিত কি না। কিন্তু এটা একটা অতি গুরুতর বিষয় বটে। এই সভার বক্তৃতার মধ্যে প্রস্তাবাকারে অন্ততঃ কিছু উল্লিখিত হইলে ভাল হইত। কেবল স্মরণশক্তি এবং অপরের চিন্তার সাহায্যে পুরুষ ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ যদি দোষাবহ হয়, তবে স্ত্রী ছাত্র সম্বন্ধে তাহা আরো দোষের কারণ। দোষের কারণ কেবল নহে, অনিষ্টকরও বটে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এমন শিক্ষা এবং পরীক্ষা আবশ্যক যাহাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়। মহিলাদিগের পক্ষে শেষোক্ত শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। গুরুদাস বাবু ঠিক কথাই বলিয়াছেন, যে স্ত্রী জাতিই মানবকুলের প্রথম শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু যে শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীজাতিকে বিবাহ, সন্তানপালন এবং ঘরকন্না বিষয়ে উদাসীন করে, যদ্দ্বারা স্ত্রীরা বিধাতাপ্রদত্ত নিজ অধিকার ছাড়িয়া পুরুষের রাজ্য অধিকারে প্রয়াসী হন, যাহাতে স্বজাতীয় কোমলতা স্নেহ মাধুর্য্যরস শুকাইয়া যায়, তাহা কি কখন জনসমাজকে সুখ শান্তি বিধান করিতে পারিবে?

আধ্যাত্মিক বিবাহ।

(পৌরাণিক আখ্যায়িকা)

বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিলেন, অষ্টম মনুর অধিকার সময়ে, কুরুকুলে, উজ্জ-

য়িণী নগরে শিখিধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং নানা গুণে ভূষিত হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন। একদা মধুঋতু বসন্তের সমাগমে তরুনিকর নবপল্লবে শোভিত এবং কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হইলে, এবং অলিদম্পতি ও বিহগকুল সুললিত ঝঙ্কাররবে বন উপবন ধ্বনিত করিলে, তাহাদিগের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে, এবং কুসুম সুরভির আঘ্রাণে রাজকুমার মত্ত হইয়া উঠিলেন। কাল সহকারে বয়োধর্ম্ম গুণে তাঁহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা জন্মিল। অমাত্যবর্গ এবং মন্ত্রীগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন। পরে চূড়ালা নাম্নী নবযৌবনসম্পন্না কোন পরম রূপবতী রাজনন্দিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর রাজপুত্র মহিষী সহ কিছুকাল একত্রে যথেচ্ছ আমোদ বিহার এবং বিলাস সম্ভোগে প্রবৃত্ত হন। রাজ-নন্দিনী চূড়ালা হাব ভাব কটাক্ষে, প্রেমবিলাসে এবং রমণীয় সৌন্দর্য্যে ভর্ত্তাকে বিমোহিত এবং পুলকিত করিয়া তৎসঙ্গে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত অতি-বাহিত করিলেন। প্রগাঢ় প্রণয় বশতঃ উভয় উভয়ের অন্তপ্রবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যসহবাসে নলিনী যেমন শোভা ধারণ করে, তদ্বৎ এই রাজদম্প-তির শোভা হইল। রাজা যেমন সর্ব্ব-বিদ্যায় বিভূষিত, যৌবন সৌন্দর্য্যে পরি-পূর্ণ, মহিষীও তদ্রূপ নৃত্য গীতাদি শাস্ত্রে সুদক্ষা, সর্ব্বরসে সুরঞ্জিতা ছিলেন।

এইরূপে প্রেম বিলাস রস সম্ভোগে দম্পতি যুগলের যৌবন কাল অতীত হইল। প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগের পর যৌবনের অবসানে যখন তাঁহারা দেখি-লেন, সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে, সমস্ত বিষয় কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, তখন উভয়ে চিত্তশান্তির উপায় স্বরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের আলো-চনা করিতে করিতে অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোকপ্রভাবে সংসারের প্রতি তাঁহা-দের বৈরাগ্য সমুদিত হইল। তখন দেবী চূড়ালা কায়িক ব্যাপার সমস্ত পরি-হার পূর্ব্বক দিবানিশি আত্মচিন্তা করিতে লাগিলেন। সংসার মোহের কারণ কি? ইহা নিবারণই বা কে করিতে পারে? এই দেহ মন উভয়ই জড় মূঢ়। আমি কিছুই নহি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চিত্তে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। তখন তিনি আহ্লাদের সহিত বলিলেন, আহা আমার কি সৌভাগ্য! যাহা জানিবার তাহা জানিতে পারিলাম। এ সংসারে পরব্রহ্মের মহাসত্তা ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই।

চূড়ালা এইরূপে সংসারসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মস্বভাবে স্থিতি করিতে লাগি-লেন। তখন তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ এবং সংশয় ছিন্ন হইল। নিরতিশয় আনন্দ হেতু তিনি পরম শান্তিতে বিশ্রাম

করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার আর কোন প্রকার আশা পিপাসা ব্যাকুলতা রহিল না। পরমাত্মার সহিত যোগ-প্রভাবে তিনি সুন্দর কান্তি ধারণ করি-লেন। শান্তিরস পানে অতি মাত্র পরি-তৃপ্ত এবং প্রসন্ন হইলেন।

শিখিধ্বজ তাঁহার তাদৃশ শোভাবিভব দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "তন্বি, তুমি সমাধিপ্রভাবে পুনরায় নবযৌবনশালিনী পরম লাবণ্যময়ী হই-য়াছ। ভামিনি! প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হইয়া যেন পরমানন্দে তুমি বিরাজ করি-তেছ। তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পূর্ব্বের ন্যায় অতি সুকোমল মনোহর হইয়াছে। তুমি কি অমৃত পান করি-য়াছ? না কোন নূতন সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছ? অথবা তুমি কি কোন দুর্লভ অমূল্য চিন্তামণি ধন প্রাপ্ত হইয়াছ?"

চূড়ালা কহিলেন, "তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হেতু আমি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক কামরূপবিহীন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেইজন্য এইরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। নিত্য পরম-বস্তুকে আশ্রয় করাতে অসার পার্থিব পদার্থে আর আমার অণুমাত্র আগ্রহ নাই, সেইজন্য আমি এরূপ শ্রীমতী হই-য়াছি। আমি ভোগে সন্তুষ্ট এবং হর্ষে বা কোপেও আবিষ্ট হই না, সেই জন্য এমন শ্রীমতী হইয়াছি। আমি রাজ-লীলায় রতি ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে রতি স্থাপন করিয়াছি, আমি এখন একমাত্র আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, সেই জন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। অর্থ বা অনর্থ, কিছুতেই আমার আর স্পৃহা নাই, যাহা পাই তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি, রাগ দ্বেষ যাহার প্রভাবে খর্ব্বীকৃত হয় আমি সেই প্রজ্ঞা ও শান্তদৃষ্টি সহায়ে সংসারে বিচরণ করি, সেই জন্য শ্রীমতী হইয়াছি। দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রেই মিথ্যা, এই জ্ঞান উদয় হওয়াতে আমার অন্তঃ-করণ পরম নির্ম্মল হইয়াছে, সেই জন্য আমি এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি।"

বশিষ্ঠ কহিলেন, নরপতি শিখিধ্বজ চূড়ালার এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া সহাস্য আস্যে বলিতে লাগিলেন, "অয়ি রাজনন্দিনী, তুমি বালকের ন্যায় কি অসম্বন্ধ প্রলাপ প্রয়োগ করিতেছ? যে ব্যক্তি দৃশ্যমান সাকার বস্তু ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য নিরাকার ভজনা করে, সেত শূন্য প্রায়! কিরূপে সে এরূপ শোভমান হইবে? যে ব্যক্তি মিত্র ভৃত্যাদি ভোগ সমুদয় ত্যাগ করিয়া একাকী শূন্যস্বরূপে রমণ করে, সে কিরূপে এমন সুন্দর হইবে? যে ব্যক্তি অশন বসন শয়নাদি ত্যাগ করিয়া একাকী কেবল আত্মাতে অবস্থিতি করে; আমি দেহী নহি, আমি কিছুই নহি যে বলে; আমি যাহা দেখি তাহাও কিছু নহে, এরূপ যাহার জ্ঞান হইয়াছে; সে কিরূপে এ প্রকার শোভমান হইবে? অথবা তুমি বালা, চপলা, মুগ্ধা। আইস, আমরা উভয়ে বিবিধ বিলাস সহকারে

বিহার করি।" শিখিধ্বজ হাস্য মুখে এইরূপ কহিয়া অট্টহাস্য সহকারে মহিষীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, চুড়ালা ভাবিতে লাগিলেন, "হায় কি কষ্ট! রাজা আমার কথা বুঝিতে পারিলেন না।" এইরূপ চিন্তার পর পুনরায় বহু বৎসর বিলাস ভোগে অতিবাহিত করত পরিণামে পুনরায় বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অরণ্যবাসিনী হইয়া তিনি যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তা হন।

অনন্তর যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া যোগবলে তিনি অতি অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এবং রাজাকে আত্মতত্ত্বোপদেশ দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজ্ঞী যত্নের সহিত রাজাকে নানা প্রকারে জ্ঞান শিক্ষা দেন, কিন্তু রাজার কিছুতেই তাহা বোধগম্য হয় না। শিখিধ্বজ রাণীকে জ্ঞানবিমুগ্ধা বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার গভীর মহিমা তিনি বুঝিতে সমর্থ হইলেন না।

শ্রীরাম বলিলেন, "ভগবন্! চুড়ালা অতিমাত্র সিদ্ধিশালিনী যোগী হইয়াও ভর্ত্তাকে বুঝাইতে পারিলেন না, ইহার হেতু কি?" বশিষ্ঠ কহিলেন, "তাত, উপদেশ দ্বারা কেবল ব্যবস্থা, ক্রম এই সব বিদিত হওয়া যায়, কিন্তু দেবদত্ত দিব্যজ্ঞান ব্যতীত বোধশক্তি জন্মে না। ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া কিম্বা পরের মুখে জ্ঞান শিখিয়া ব্রহ্মবস্তুকে কেহ জানিতে পারে না। সর্পের পদ আছে, তাহা যেমন সর্প স্বয়ং অবগত, তদ্রূপ আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারা যায়। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মোহ এবং অসুখের উৎপত্তি হয়। শিখিধ্বজের অবিকল তাহাই ঘটিল। তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হওয়াতে রাজ্য ভোগেও আর শান্তি পাইলেন না। তখন শান্তি লাভের জন্য তিনি কখন নির্জ্জন বনে, কখন নির্ঝর তটে, কখন বা গিরি গহ্বরে বসিয়া ভাবেন, কখন বা ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ গো ইত্যাদি দান, তীর্থভ্রমণ, যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; কিন্তু কিছুতেই আর চিত্তে শান্তি হয় না। অতঃপর অক্ষস্থিতা রাজমহিষী চুড়ালাকে মধুর সম্বোধনে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, আমার আর এ সব কিছুই ভাল লাগিতেছে না। রাজ্য ঐশ্বর্য্যে বাস্তবিক কোন সুখ নাই; যদি তাহা থাকিত, আমার হইত; আমার মন বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তপোবনাশ্রমে কুসুমিত তরুকুঞ্জে পাদপচ্ছায়ায় মৃগাশুদিগের সহিত নিরাপদে আমি এখন বাস করিব। অতএব তুমি আমার ইচ্ছায় কোন ব্যাঘাত করও না।" চুড়ালা কহিলেন, "নাথ, যে সময়ে যাহা তাহাই করা ভাল। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের পক্ষেই বনবাস উপযুক্ত, যুবার পক্ষে নহে। বিশেষতঃ প্রজাপালন রূপ পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে রাজাকে মহাপাতকী হইতে হয়।"

রাজা শিখিধ্বজ কোন নিষেধ না মানিয়া গভীর যামিনী যোগে পত্নীকে প্রসুপ্তাবস্থায় পর্য্যঙ্কে শায়িত রাখিয়া রাজলক্ষ্মীকে নমস্কারপূর্ব্বক বনপ্রস্থান করিলেন। পরে গ্রাম নগর জনপদ পশ্চাতে ফেলিয়া দ্বাদশ দিবসের পর মন্দর পর্ব্বতের তটবর্ত্তী এক নিবিড় মহাবনে সুরম্য বৃক্ষকুঞ্জে এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। কমণ্ডলু অক্ষমালা মৃগচর্ম্ম এবং কন্থা ইত্যাদি তপস্যার উপযোগী বস্তু তথায় স্থাপন করিলেন। বন্যফল এবং নির্ঝর জলে প্রাণ ধারণ করিতেন। এইরূপে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া পরিণামে তিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

ওঁ

শ্রীহরিঃ।

যাস্কোৎসবে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের করকমলে প্রদত্ত হইল।

সর্ব্বমঙ্গলাস্তোত্রম্।

শাশ্বতি শঙ্করি ভুবনবিধাত্রি!
ভক্তকৃপাময়ি শিবপদদাত্রি!।
জননি বরাভয়শোভিতহস্তে!
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে॥ ১॥

সর্ব্বজগন্ময়ি সাধকসাধ্যে!
দীনদয়াময়ি পরমারাধ্যে!।
তত্ত্বং জ্ঞাতুং প্রভবতি কস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে॥ ২॥

ব্রাহ্মি মহেশ্বরি বৈষ্ণবি শক্তে!
কুরু ময়ি করুণাময়ি তব ভক্তে।
ত্বমসি গতিঃ কিল জগতি সমস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে॥ ৩॥

ইহ ভবকারাভবনে পতিতম্
কর্ম্মনিগড়দৃঢ়বন্ধনসহিতম্।
পাপমলিনমতিমতিশয়দীনম্
পাহি দয়াময়ি মাং গতিহীনম্॥ ৪॥

তারয় মামতিদীনং হীনম্
তব শরণাগতমগতিমধীনম্।
ত্বমসি পতিতজনতারণকর্ত্রী
শোকবিষমবিষদাহনিহন্ত্রী॥ ৫॥

হর পরমেশ্বরি মম গুরু পাপম্
দীনদয়াময়ি খণ্ডয় তাপম্।
অশরণশরণং ভবভয়হরণম্
দেহি সুরেশ্বরি মম হৃদি চরণম্॥ ৬॥

জন্মজরামৃতিবিস্মৃতিহেতুম্
ভীমভবাম্বুধিতরণে সেতুম্।
দেহি কৃপাময়ি ময়ি পদকমলম্
তারয় তারিণি ভবভয়বিকলম্॥ ৭॥

ধ্যায়তি যস্ত্বাং ভক্ত্যা হৃদয়ে
ন পততি স পুনঃ সংস্থতিনিরয়ে।
ন ভজতি মুক্তিং ভক্তিবিহীনঃ
চিরমিহ সীদতি রোদিতি দীনঃ॥ ৮॥

যদি মম মানস বাঞ্ছসি মুক্তিম্
রজতধিয়া কিমু ভজসে শুক্তিম্।
পরিহর নশ্বরবিষয়পিপাসাম্
অভয়াচরণে কুরু চরমাশাম্ ॥ ৯ ॥

জয় জগদীশ্বর দেব দিগম্বর
বিশ্বম্ভর হর শঙ্কর হে!
জয় দামোদর ভক্তমনোহর
মুরহর করুণাসাগর হে!
জয় ভয়বারিণি নির্ব্বৃতিকারিণি
দুর্গতিহারিণি তারিণি হে!
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি
জননি ত্রিভুবনপালিনি হে! ॥ ১০ ॥

জয় মুরমর্দ্দন কৃষ্ণ জনার্দ্দন
নারায়ণ মধুসূদন হে!
ত্রিতাপনাশন বিভূতিভূষণ
দুষ্টদনুজকুলভীষণ হে!
শ্মশানবাসিনি রুদ্রবিলাসিনি
কালি কলুষকুলনাশিনি হে!
জয় জয় শঙ্করি ভক্তশুভঙ্করি
বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি হে! ॥ ১১ ॥

সুখদে মোক্ষদে মাতর্বিজয়ে সর্ব্বমঙ্গলে!।
নারায়ণি নমস্তভ্যং কেশবাভীষ্টদেবতে!
॥ ১২ ॥

(কেশবের অভীষ্টদেবতা শ্রীশ্রীমতী মার পাদপীঠে এই স্তোত্র অর্পিত হইল।)

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা—

রেলগাড়ির ভূত।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, শ্রাবণ মাস, তাতে আবার মেঘে আকাশ ঢাকা। ঝড়ের মত বাতাসও উঠিয়াছে। এমন সময় আমি তাড়াতাড়ি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনের সম্মুখে ঘোড়ার গাড়িখানি বিদায় করিয়া ছাতা ও কার্পেটের ব্যাগটি হাতে লইয়া টিকিট আফিসের দিকে গেলাম। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র চারি পাঁচ জন কুলি আসিয়া আমায় ঘেরিল। আমার সঙ্গে জিনিষ কিছুই নাই, কেবল একটি ব্যাগ্, কিন্তু কুলিরা কি তাহা মানে? সেই ব্যাগ্ লইয়াই দুই তিন জন টানাটানি করিতে লাগিল। আমি কোনমতে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া টিকিট আফিসের দিকে ছুটিলাম। আর অধিক সময় নাই, প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। একখানি সেকেণ্ড্ক্লাস টিকিট ক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি ট্রেনের দিকে চলিলাম। টিকিট আফিসের একজন বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ ছিল তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন, পরে এক খানি সেকেণ্ড্ক্লাস গাড়ী দেখাইয়া দিয়া তাহাতে আমায় তুলিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া গেল, গাড়ির দরজায় চাবি পড়িল, গাড়িতে উঠিয়া দেখিলাম সেখানি খালি। আমি বিনা

দ্বিতীয় আরোহী কেহ নাই। দেখিয়া খুসি হইলাম। ছাতা ও ব্যাগটি পার্শ্বে রাখিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলাম, ট্রেন ছাড়িয়া দিল। কেন এত ব্যস্ত হইয়া রেলওয়ে ভ্রমণ করিতেছি এতক্ষণ তাহা বলা হয় নাই, এবং আমার পরিচয়ও দেওয়া হয় নাই। আমি একাউনটেণ্ট আফিসের একজন কর্ম্মচারী। সেই দিন প্রাতে তারের সংবাদ পাইয়াছিলাম যে আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে কঠিন পীড়াগ্রস্ত। অনেক চেষ্টায় সাত দিবসের ছুটি লইয়া সেই রাত্রিতেই শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিতেছি। আমার শ্বশুর বাঁকিপুরে কর্ম্ম করেন। সমস্ত রাত্রি ট্রেনে থাকিতে হইবে। কিছু ক্ষণ পরে আমি শুইবার উদ্যোগ করিলাম, ব্যাগটি মাথায় দিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, হঠাৎ খট্ করিয়া শব্দ হইল; আমার বোধ হইল যেন গাড়িতে আমি ভিন্ন আর কেহ আছে, নিশ্বাসের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। উঠিয়া বসিলাম, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখের বেঞ্চিতে অন্য দিকের কোণে একজ দীর্ঘাকার লোক বসিয়া আছে। তাহার আপাদ মস্তক বস্ত্রে আবৃত, এবং সে এত স্থির হইয়া বসিয়া আছে যে হঠাৎ কিছু বুঝা যায় না। আমি চক্ষু মুছিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিলাম অন্য একজন লোক বসিয়া আছে। কথা কহিয়া নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম। আরোহীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হইতেছে?" কোন উত্তর পাইলাম না। ভাবিলাম, আরোহী শুনিতে পায় নাই। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তথাপি উত্তর নাই। কেন জানি না, সেই অন্ধকার রজনীতে নিস্তব্ধ শব্দায়মান ট্রেনের মধ্যে কেবল আমি এবং ঐ নিশ্চল নীরব আরোহী, আমার শরীর যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক, অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার পার্শ্বে ঐ যে নিস্তব্ধ আরোহী, তাহাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। একবার জ্ঞান হইল, আমারই দিকে তাহার চক্ষু দুইটি ন্যস্ত। ট্রেনের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল, একেবারে বাঁকিপুর ষ্টেশনে গিয়া খুলিবার কথা। আরোহী গাড়িতে উঠিল কিরূপে? ষ্টেশনের লোকেরা কেহত গাড়ি খুলিয়া দেয় নাই! তখন আমার ভয় আরো কিছু বেশী হইল। পুনরায় তাহার সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" উত্তর নাই। কিন্তু বোধ হইল, আরোহী ঈষৎ হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতেছে। আবার মনে হইল, মাথা নাড়িয়া আমাকে যেন শাসাইতেছে। ভারি ভয় হইল। ভাবিলাম, এই বার ট্রেন থামিলেই চীৎকার করিয়া ষ্টেশনের লোকদের ডাকিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কি হয় কে জানে? যত প্রকার ভূতের গল্প শুনিয়াছিলাম সব

মনে পড়িতে লাগিল। আরোহীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলাম। তাহার বিকট দৃশ্য আমার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতেছিল। অনন্তর গাড়ির গতি মৃদু হইয়া আসিল, ষ্টেশননিকটে ক্রমে ট্রেন থামিল, আমাদের গাড়ি খানি একেবারে পশ্চাতের দিকে, সুতরাং ষ্টেশন হইতে কিছু অন্তরে থামিল। থামিবা মাত্র খট্ করিয়া শব্দ হইল, ফিরিয়া দেখিলাম, কোন আরোহী নাই, তাহার স্থান শূন্য, গাড়ির দরজা বন্ধ, ঠেলিয়া দেখিলাম, চাবি বন্ধ। তখন ষ্টেশনের লোক চাবি খুলিতে আসে নাই। কি আশ্চর্য্য! আরোহী যে নিশ্চই অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন, এবং মানুষ নহে, এই বিশ্বাস আমার আরও দৃঢ় হইল। একটু পরে খালাসী গাড়ির দরজার চাবি খুলিয়া দিয়া গেল, আমি ব্যাগ হস্তে নামিলাম, এদিক্ ওদিক্ দেখিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গীর চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। দিবসের আলোকে লোকের ভিড়ে রাত্রির ব্যাপার যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, প্রত্যুষের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে শ্বশুরালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উদ্বিগ্ন হইয়া স্ত্রীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, একটু ভাল লক্ষণ দেখা দিয়াছে। শ্বশুর কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার এক ছোট শ্যালক সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর আমাকে লইয়া গেল। শ্বশুর মহাশয় বাহিরের ঘরে উপরে বসিয়াছিলেন, যাইবামাত্র উঠিয়া আমাকে হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন এবং বলিলেন, কন্যার জন্য বড়ই ভাবনা হয়েছিল, তা এখন একটু ভাল বোধ হয়। আমি কিন্তু শ্বশুরের কথা ভাল করিয়া শুনিতেছিলাম না, আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টি ঘরের জানেলার দিকে ছিল। দেখিলাম আমার ট্রেনের সেই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী দীর্ঘকায় আরোহী তথায় দণ্ডায়মান। দেখিয়া একবারে অবাক হইলাম। এমন সময় আমার ছোট শ্যালকটি দৌড়িয়া গিয়া সেই লোকটির হস্ত ধরিল; বলিল, "ঠাকুরদাদা, কখন এলে? মা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।" শ্বশুর মহাশয় আমাকে মৃদু স্বরে বলিলেন, উনি তোমার শাশুড়ীর সম্পর্কে কাকা হন। দুঃখের বিষয় ইনি বধির এবং মূক, কিন্তু বড় ভালমানুষ ও ভাল ডাক্তার। এই বলিয়া আমাকে তাঁর সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'এই আমার জামাতা, আশীর্ব্বাদ করুন।" বধির এবং বোবা আত্মীয় ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। তখন আমি বুঝিলাম, ট্রেনের আরোহী কেন নীরব ছিল। আমার স্ত্রীর আরোগ্যের পর তাঁহার নিকট শুনিলাম, উনি বধির এবং বোবা বলিয়া রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা ট্রেনের পৃথক চাবি উহাঁর কাছে রাখিয়া দিয়াছে, উনি নিজে গাড়িতে উঠিতে ও নামিতে পারেন, নতুবা মূক ও শ্রবণশক্তিবিহীন বোবাকে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। উনি পশ্চিম অঞ্চলে রেলওয়ে আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ভালরূপে পরিচিত। সম্প্রতি বর্দ্ধমান হইতে আমার পত্নীর চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন, আমার শাশুড়ীর তাঁহার চিকিৎসার উপর বিশেষ বিশ্বাস ছিল। এইরূপে আমি ভূত দর্শন করিলাম। এই আমার প্রথম এবং শেষ ভূত দেখা।

মহাযোগসম্মিলন।

(১)

কে ভাঙ্গিল হায় মম সুখের স্বপন!
কে আনিল হেথা, আমি আসিনু কোথায়!
এখনো ঘুমের ঘোর, নয়নে রয়েছে মোর,
বাজিতেছে কাণে সেই মধুর নিক্কণ;
ডুবিল কি পূর্ণ শশী অর্দ্ধেক নিশায়।

(২)

এই যে দেখিতেছিনু আনন্দভবনে
নানা রস রঙ্গের বিলাস;
এই যে বহিতেছিল সুমন্দ পবনে
হরিপ্রেম মকরন্দ বাস!

(৩)

কোথা গেল সব আহা! কোথা লুকাইল,
দেখিতে দেখিতে আর দেখা নাহি যায়;
অনন্তের কালগ্রাসে, পুরাতন ইতিহাসে
নিমেষে নিমেষে ধীরে ধীরে মিলাইল;
বীণার ঝঙ্কার যথা আকাশের গায়।

(৪)

অসীম বিশাল কাল জলধিতরঙ্গে
কত যুগ যুগান্তর স্রোতে ভাসি যায়;
এক এক নরবংশ তার সঙ্গে সঙ্গে
উর্ম্মিমালা যেন সারি সারি শোভা পায়।

(৫)

আগে আগে চলে ভূত, পাছে বর্ত্তমান,
তার পাছে ভবিষ্যৎ রহস্যভাণ্ডার;
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে,পশে কালসিন্ধুনীরে,
পদচিহ্ন ইতিহাস প্রাচীন পুরাণ
পৃথিবীর বক্ষে থাকি সাক্ষ্য দেয় তার।

(৬)

কালের গভীর লীলা কুহকের মায়া,
একে তিন তিনে একাকার;
বিশ্বাসীর চক্ষে যেন অনন্তের ছায়া,
কিম্বা ভ্রান্তি কল্পনাবিকার।

(৭)

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরদিন বর্ত্তমান
ব্যবধান নাহি কিছু তায়;
এক সঙ্গে পরস্পরে, গাঁথিয়াছে স্তরে স্তরে,
ইতিহাসে যুগ সমুদায়।

(৮)

খুলি তবে বিশ্বাস নয়ন
সুদূর কালের অভ্যন্তরে
দেখি সেই বেদস্তরে, আর্য্যঋষিবংশধরে,
আর যত আমাদের পুরাতন ধন;
জ্বলিছে সে সব কাল আঁধার আকরে।

(৯)

পুরাণের অঙ্গে কত অমর চরিত
অনন্ত জীবনপথে চলে সারি সারি;
তাঁহাদের জ্ঞান ধর্ম্মে, সদাচার পুণ্য কর্ম্মে,
ভাবী উন্নতির বীজ আছিল নিহিত,
পর পর বংশে ফল ফলিছে তাহারি।

(১০)

তরুমূলে যথা হয় রসের সঞ্চার,
শাখা পত্র ফুল ফল তারি রূপান্তর ;
তথা এই পূর্ব্বাপর, নরবংশ পরম্পর,
আসে যায় ধরি সবে বিবিধ আকার ;
কিন্তু এক মনুষ্যত্ব রহে নিরন্তর।

(১১)

যোগরাজ্যে নাহিক বিচ্ছেদ,
দেশ কাল পাত্রের প্রভেদ ;
যথা তীর্থ যাত্রিগণ, করে পদ সঞ্চালন,
এক পথে এক তীর্থধামঅভিমুখে ;
পরলোকবাসী সঙ্গে চল তথা সুখে।

(১২)

অদূরে চলিছে ঐ তাপসমণ্ডল
সঙ্গে লয়ে নিজ সাঙ্গোপাঙ্গ ;
তার পাছে ঈশা মুসা য়িহুদীর দল
শাক্য মহোম্মদ শ্রী গৌরাঙ্গ।
সকলের পদধূলি লইয়া মাথায়
মহাযোগে যোগী আত্মারাম চলি যায়।

(১৩)

দলে দলে চলে সবে তুলিয়া নিশান
হরি হরি বদনে বলিয়া ;
নিরখি সুন্দর শোভা জুড়াইল প্রাণ
মর্ম্মব্যথা গেল রে চলিয়া।
এক চিদানন্দসিন্ধুনীরে সবে ভাসে,
অভেদাত্মা মহাযোগী তাই দেখে হাসে।

ধর্ম্ম।

হে ধর্ম্ম, পৃথিবীতে সকলই অসার, কেবল তুমি নিত্য, তুমিই চিরস্থায়ী। আর কিছুই থাকে না, সকলি দুদিনের জন্য, কেবল তুমি চিরদিন থাক। আমি তোমাকে বন্দনা করি।

বন্ধুতা ভালবাসা প্রণয় কিছুই চিরস্থায়ী নহে, একমাত্র তুমি নিত্য কালের সঙ্গী।

দুঃখে শান্তি তুমি, নিঃসম্বলের সম্বল তুমি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

হে ধর্ম্ম, তোমার অভাবে সুখের সংসারও দুঃখের হয়, বন্ধুতা প্রণয়ও তিক্ত বোধ হয় ; যে বন্ধুতা প্রণয়ের মূলে তুমি নাই, তাহা কখনও স্থায়ী হয় না। সুখের হয় না।

হে ধর্ম্ম, সতীর সতীত্ব তুমি, ভক্তের ভক্তি তুমি, যোগীর যোগ তুমি, তোমার স্থিতিতে সকলই পবিত্র হয়, সুন্দর হয়।

হে ধর্ম্ম, তুমি আয়াসলভ্য, আবার তুমি অনায়াসলভ্য ; কারণ, যে কেহ তোমাকে সরল প্রাণে চায়, তুমি তাহার নিকট সহজে লভ্য হও। যে তোমাকে অন্তরের সহিত চায় না, সে কখন বাহিরের চেষ্টায় তোমাকে পায় না।

হে ধর্ম্ম, তুমি কুৎসিতকে সুন্দর কর। পাপীকে সাধু কর। দুঃখীকে সুখী কর নিরাশকে আশা দাও। জীবনের সকল সুখের কারণ তুমি। তুমি ধন্য।

যে তোমাকে পায় তাহার অন্য অভাব থাকে না। জীবন তাহার নিকট সুখের, মরণও তাহার নিকট ভয়ের নহে। তোমাকে যেন আমি লাভ করি।

হে ধর্ম্ম, ইহকালের ধন তুমি, চরম কালের সম্বল তুমি, অনন্ত জীবনের সঙ্গী তুমি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

মরীচিকা।

মরীচিকা স্বভাবের একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহা যদিও সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার এবং ইহা অতি আশ্চর্য্য। বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আলোক প্রতিফলিত হইয়া মরীচিকা উৎপাদন করে। বিখ্যাত ভ্রমণকারী হম্বোল্ট সাহেব দক্ষিণ আমেরিকায় সর্ব্বদাই মরীচিকা দেখিতে পাইতেন। এক বার তিনি কিউমানায় অবস্থিতিকালে নিকটস্থ দুইটি দ্বীপের অবিকল প্রতিরূপ অন্তরীক্ষে ঝুলিতেছে দেখিতে পান। আর একবার তিনি সমুদ্রতীরে কতকগুলি ছোট ছোট নৌকার ছায়া আকাশমার্গে দেখিয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ যোগে একখানি প্রতিবিম্বিত নৌকার আবার প্রতিমূর্ত্তি উল্টাভাগে দেখা যাইতেছিল। উপরিউক্ত সাহেব ওরিনকো নদীর বালুকাময় তট হইতে ঊর্দ্ধে বায়ুমার্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা সকল ঝুলিতেছে দর্শন করিয়াছিলেন। কোথাওবা মধ্যে মধ্যে তালবৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আরব ও আফ্রিকাস্থ মরু ভূমিতেই মরীচিকা অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর ভ্রমণকালে পরিশ্রান্ত পথিকের চক্ষুর সমক্ষে সুন্দর শ্যামল বন উপবন, সুশীতল জলপূর্ণ হ্রদ নদী সরোবর প্রকাশিত হইয়া তাহাকে আশান্বিত করে ; নিকটস্থ হইলেই আবার অদৃশ্য কিংবা দূরস্থ হইয়া যায় এবং ভ্রান্ত শ্রান্ত পথিককে দ্বিগুণ নৈরাশ্যে নিক্ষেপ করে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সহিত একজন বিজ্ঞানবিদ্ মিসর দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কায়রো যাত্রাকালে পথিমধ্যে যে প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে তথায় তাঁহারা এক অপরূপ দৃশ্য দেখেন। তাঁহাদের চারিদিকে অনতিদূরে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষলতা বন উপবন গৃহশোভিত দ্বীপ সকল দৃষ্ট হইতেছিল। স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ প্রশস্ত হ্রদ সকল দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে শোভা পাইতেছিল। সেই সকল কাল্পনিক হ্রদে তীরস্থ বৃক্ষ এবং গৃহ সকল প্রতিবিম্বিত পর্য্যন্ত হইতেছিল। পথিক দল এই মনোহর দৃশ্য দর্শনে সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু নিকটস্থ হইবামাত্র, কোথায় বা সেই সুন্দর বন উপবনশোভিত দ্বীপমালা, আর কোথায় বা সেই শীতল জলপূর্ণ হ্রদ, কোথায় বা সেই লোকেরা যাহারা তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল ! সকলই মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল। তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কতকগুলি সামান্য জীর্ণ পর্ণকুটীর এবং কতকগুলি অর্দ্ধ উলঙ্গ আরবীয় মূর্ত্তিও পূর্ব্ববৎ বিস্তীর্ণ উত্তপ্ত বালুকারাশি দেখিতে পাইলেন। উত্তর মহাসাগরের নাবিক-

জনের বিরুদ্ধে এক জন অপরের নিকট যাহা বলে তাহা অপেক্ষা যে সে অনেক নিন্দার পাত্র ইহাতে আর সংশয় নাই; তথাপি রাগ অভিমানে প্রাণ পাগল হইয়া উঠে। পাগলদের এক একটা বিশেষ রোগ থাকে; অন্য বিষয়ে বেশ কথা কহিতেছে, যাই একটা বিশেষ কথা শুনিল, অমনি উন্মাদের লক্ষণ দেখাইতে লাগিল। অভিমানও একটী রোগ বিশেষ। ভাবিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বিবাদের অনেক কারণকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার অবসর থাকে না। কে কোথায় কি ভাবে একটা কথা বলিয়াছে তাহা শুনিয়া আপনাকে আপনি অশান্তি এবং ক্রোধের আগুনে দগ্ধ করা কেন? অনেক নিন্দাবাক্যের অর্থ নাই। তুমি আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? দুদিন পরে কোথায় যাইতে হইবে? যে আমির আমিত্বের অভিমানে অন্ধ হইয়া বিকট বদনে চীৎকার করিতেছি, সে আমি কত সূক্ষ্ম তাহা ভাবিয়া দেখিলে হাসি পায়। নিন্দা গঞ্জনা অবমাননা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ আপনাকে আপনি খুঁজিয়া ধরিতে পারে না, অথচ অমুক আমার নিন্দা করিয়াছে বলিয়া তাহার পাছে পাছে ছুটিতেছে, কেশে ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে। আত্মাভিমানের এমনি প্রভাব যে নিজের নাম গন্ধ যেখানে একটু আছে তাহার নিন্দা অবমানা পর্য্যন্ত অসহ্য হয়। পৃথিবীতে যাঁহার যত পদ মর্য্যাদা বেশী, তিনি সেই পরিমাণে অভিমানের কিঙ্কর। তাঁহার গাত্রচর্ম্ম এত পাতলা হয়, যে তিনি সামান্য অঙ্গুলীর স্পর্শে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। অভিমান একটী ভয়ানক মানসিক ব্যাধি। সকলের সকল প্রকার অভিমানই অবস্থা বিশেষে চূর্ণ হইতেছে, তথাপি রোগ সারে না। পরিণামে একদিন সমস্তই ধূলিসাত হইবে, নাম পর্য্যন্ত লুকাইয়া যাইবে।

মাঘোৎসব।

গত একষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক নববিধানের নিশান বরণ হয়। কমলকুটীরে অন্তঃপুরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর বরণ হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণভূমি পুষ্প পত্র পতাকা মালায় সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থল নারীগণের হস্তলিখিত আলিপনায় সুশোভিত হয়, তদুপরি রেশমি বস্ত্রনির্ম্মিত জরির পাড়শোভিত সুবৃহৎ নববিধানাঙ্কিত নিশান স্থাপিত হয়। নিশানটীও পুষ্পমালায় সুসজ্জিত। প্রাতঃকাল হইতে নহবৎ রসুন চৌকির সুমিষ্ট বাদ্য ক্ষণে ক্ষণে বাজিতে ছিল। সন্ধ্যার পর নারীগণ বিচিত্র পবিত্র বেশে শুদ্ধবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কেহ শঙ্খ, কেহ পুষ্পমালা, কেহ দীপমালা, কেহ বরণডালা, হস্তে লইয়া সারি দিয়া সঙ্গীত করিতে

করিতে ধীরে উপর হইতে অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। বিজয় নিশানের সন্নিকটে অতি উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক দীপ্তি পাইতেছিল। বাহিরে ক্ষণে ক্ষণে ইংরাজি ব্যাণ্ড তালে তালে বাজিতেছিল। মহিলাগণ হরিনাম গান এবং নববিধানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে নিশান বরণ করিতে লাগিলেন। দৃশ্যটী অতি মনোহর হইয়াছিল। পরে আচার্য্যপত্নী এবং আচার্য্যমাতা প্রার্থনা করেন। অবশেষে সকলে দেবালয়ে ও আচার্য্যদেবের সমাধিতে প্রণামাদি করিয়া সে দিবসের কার্য্য শেষ করেন। বরণ দর্শনের জন্য বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্তবংশীয় হিন্দুরমণী ও ব্রাহ্মিকারা উপস্থিত ছিলেন। অনেকে ইচ্ছাপুর্ব্বক বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। বরণের কয়েকটি গান স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন একবার মহা-উৎসাহে নগরকীর্ত্তনের পর স্বয়ং বিজয়-নিশান হস্তে সঙ্গিগণের সহিত অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং বলেন যে "নারীগণ বিজয়নিশান বরণ করিয়া লউন।" সেই হইতে প্রতি বৎসর রীতিমত নিশান বরণ হইতেছে। অনেকে এই বরণকে কুসংস্কার জ্ঞান করেন। ধর্ম্মের জয়চিহ্ন স্বরূপ নববিধানাঙ্কিত নিশান বরণ কেবল নববিধান ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন ও উৎসবানন্দ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিশান কেহ পূজাও করে না, বন্দনাও করে না। নতুবা পৌত্তলিক ধর্ম্ম উচ্ছেদকারী শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র ইহা স্থাপন করিয়া যাইতেন না।

বরণসঙ্গীত।

আদরে বরণ করি বিধান নিশান।
অনন্তের জয়চিহ্ন সত্যের প্রমাণ॥

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, করে মহিমা প্রচার, মোরা অর্ঘ্যনারী করি তাঁরি গুণ গান।—জয় ভগবান,—অনন্ত মহান,—সর্ব্বশক্তিমান।

লয়ে ধূপ দীপমালা, সাজায়ে বরণডালা, পরমেশ পদে করি বরমাল্য দান।

গত আট বৎসর হইতে কমলকুটীরে মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর আনন্দবাজার হইতেছে। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন এই বাজারের প্রস্তাব ও ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে একবারও ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া এই মেলার কার্য্য প্রতি বৎসর চালাইয়া থাকেন। বাহিরের অনেক ব্রাহ্ম ইহাতে যোগ দেন। কমলকুটীরের বহির্ব্বাটীর বিস্তীর্ণ উদ্যানের তৃণশূন্য ও সুপরিষ্কৃত স্থানে সজ্জিত এক একটী ঘরে এই বাজার বসিয়া থাকে। পুষ্পাপত্রে প্রতি দোকান শোভিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকার মালা উপর হইতে উড়িতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ব্যাণ্ড রসনচৌকি বাজে। দুই দিন পুরুষদিগের এবং দুই দিন স্ত্রীলোকদিগের জন্য বাজার হয়। মহিলা-

দিগের দিনেই অধিক ভিড় হয়। অনেক উচ্চবংশীয়া বাঙ্গালী মহিলারা ক্রয় বিক্রয় করেন। আনন্দবাজার যদিও পুরুষগণের জন্যও হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে এত অন্তঃপুরবাসিনী রমণী ও সর্ব্বোচ্চ পদস্থ ইংরাজ মহিলাগণের সমাগম হয় যে, ইহা মহিলাবাজার নামেরই উপযুক্ত। গত দুই বৎসর নারীগণের সমাগম সংখ্যা কিছু অধিক দেখা যাইতেছে। শেষ দিবসে এত ভিড় হয় যে কমলকুটীরের প্রশস্ত উদ্যানও পূর্ণ হইয়া যায়। এবার ছোট লাটের পত্নী ও অন্যান্য পদস্থ ইংরাজ-মহিলারা আসিয়াছিলেন। ইংলিস্‌ম্যান কাগজের লেডি রিপোর্টারগণ ইচ্ছা-পূর্ব্বক আসিয়া বাজার দেখিয়া যান। ডেলিনিউস এবং উক্ত কাগজে বাজারের সুখ্যাতি বিবৃত হইয়াছে। ক্রয় বিক্রয় যত না হউক, পরস্পরের সম্মিলন, মুক্তভাবে বিচরণ, নানারূপ তামাসা দর্শন ইত্যা-দিতে যেন আনন্দবাজারে আনন্দলহরী উঠিতে থাকে। কমলকুটীরের ফটক হইতে রাজপথের বহু দূর পর্য্যন্ত শকটে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বাজারের ভিতর নারীগণের ভিড়ে গমনাগমনের পথও থাকে না। ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এই-রূপ আনন্দের বাজার একটী বিশেষ দরকার, মানবতত্ত্বর্দী মহাত্মা কেশবচন্দ্র তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধও হইয়াছে। স্ত্রীজাতির জন্য আরো ২।৪ দিন বাজার খোলা থাকিলে বোধ হয় তাঁহাদের যথেষ্ট আনন্দ বৃদ্ধি হইত। অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ আনন্দ-বাজারে মুক্তভাবে বিলক্ষণরূপে আমোদ ভোগ করিয়া থাকেন। কেবল আমোদ ভোগ নহে, দ্রব্যাদিও অনেকে ক্রয় করেন। মধ্যে মধ্যে নহবৎ রসনচৌকী এবং ইংলিশ ব্যাণ্ডের বাজনা, তাহার সঙ্গে মহিলাদিগের সঙ্গীত হাস্য কৌতুক ইতস্ততঃ বিচরণ, সর্ব্বশুদ্ধ দৃশ্যটী অতীব প্রীতিজনক। বিচিত্র বসন ভূষণে ভূষিতা বালিকা যুবতী এবং নারীগণের একত্র সমাবেশ একটী যেন মনোহর ছবি।

কমলকুটীরে আর এক দিন আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মহিলাগণের ধর্ম্মোন্নতি সাধ-নের জন্য এরূপ অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়ো-জনীয়। এখন ব্রাহ্মসমাজে বিশেষতঃ মাঘোৎসবের সময় মহিলাদিগের জন্য যাহা কিছু হয় তাহাতে অনেক হিন্দু মহিলারাও মিলিত হন। আর্য্যনারী সমা-জের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন অনেক হিন্দু ও ব্রাহ্মিকা নারীরা আসিয়া উপাসনা সঙ্কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিয়াছিলেন। এই সমাজের মহিলারা নিজেই উপাসনা, প্রার্থনা, শ্লোক পাঠ, সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। দৃশ্যটী অতি মনোহর হইয়া-ছিল। কমলকুটীরের দেবালয় মনোরম পুষ্প পত্রে অতি সুন্দররূপে সুশোভিত ও তাহাতে পুষ্প পত্রের গোলাকার ঝাড় দোদুল্যমান হইয়াছিল। প্রায় তিন চারি ঘণ্টাকাল সঙ্গীত প্রার্থনা সঙ্কীর্ত্তনাদি

হয়। আমাদের দেশে নারীসমাজে এরূপ দৃশ্য অতি বিরল। পুরুষেরাই উপা-সনা সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশোদ্ভবা মহিলাগণ স্বয়ং খোল করতাল ঘণ্টা কাঁসর টিম্বরিন্ বাজাইয়া শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান ইহা বড় সুন্দর শোভা। অপরাহ্ণে আর্য্যনারী সমাজের মহিলারা কেহ নিশান, কেহ শঙ্খ, কেহ করতাল, কেহ খোল লইয়া মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে মঙ্গল পাড়ার ভিতর প্রবেশ করেন। তাঁহাদিগের মস্তকে অপরাপর মহিলাগণ উপর হইতে পুষ্পবর্ষণ করেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সঙ্কী-র্ত্তন করিয়া তাঁহারা দেবালয়ে পুনরায় ফিরিয়া আসেন। রাত্রিতেও কিছুক্ষণ আরতি এবং প্রার্থনা সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। এ কার্য্যে অবরোধপ্রথা এবং স্বাধীনতা উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা পায়। শ্রীমদা-চার্য্য কেশবচন্দ্রই এই আর্য্যনারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আজ ইহাতে কত হিন্দু ও ব্রাহ্মিকা মহিলা আসিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিয়া কত সুখ অনু-ভব করিতেছেন!

এইরূপে ব্রাহ্মিকাগণের সহিত হিন্দু মহিলাগণ উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন, বাজার, সভা, সমিতি প্রভৃতিতে মিলিত হওয়ায় ভবিষ্যতে বঙ্গমহিলাগণের উন্নতির একটী বিশেষ দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, এইরূপে যেন সকল ভারতমহিলা একত্রিত ও আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া সেই বিশ্বজননীর নামগুণকীর্ত্তনে জীবন সার্থক করিতে পারেন। আর কয়টী সঙ্গীত;—

(১)

উড়িল জগতে নববিধান নিশান।
উঠিল অমরলোকে জয় জয় গান॥

হাসিছে নাচিছে কিবা, অরুণ বরণ বিভা, হেরি অপরূপ শোভা নেচে উঠে প্রাণ।

প্রেমহিল্লোলে, আনন্দে দোলে, জাগায় সকলে মাভৈঃ রবে; কাঁপায়ে স্বর্গ-ধাম, জয় ব্রহ্ম নাম, গায় অবিরাম দেবতা সবে।

শুনিয়া সে ধ্বনি, বিশাল ধরণী করে প্রতিধ্বনি গভীর গর্জ্জনে; আহ্লাদে গলে, হরি হর বলে, হাসে নাচে গায় সুরবালাগণে।

জয় জয় রবে, বরণ করিছে সবে, আসিলেন ভবে ভক্তসঙ্গে ভগবান।

চল সখীগণে, নববৃন্দাবনে, নিরখি নবীন হরি; হৃদয়সখারে আদরে বরণ করি।

গৃহপরিবারে, বসায়ে তাঁহারে, পূজিব সদা যতনে; হয়ে কৃতাঞ্জলি, দিব প্রেমা-ঞ্জলি মিলে পুত্রকন্যাগণে। (নব-অনুরাগে)

ধন জন মানে, বসন ভূষণে, শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠানে; তাঁর আবির্ভাব, জীবন্ত প্রভাব, দেখিব নববিধানে। (প্রেম-নয়নে)

ত্যজি অভিমান, সয়ে অপমান, হয়ে রব চিরদাসী ; হরিকৃপাবলে, যাব স্বর্গে চলে, প্রেমানন্দে হাসি হাসি।

সুখে দুঃখে দয়াময়, গাইব তোমার জয়, দেহি দেব বরাভয়, করি গো প্রণাম ॥

---

(২)

তোরা হেসে হেসে আয়রে ভাই। (সবে) করি মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তন।

গাঁথিলাম মালা, পরি গলে (মোরা) সফল করি জীবন।

ত্যজি লজ্জা অপমান, বিবাদ বিষাদ জাতি ভয় ত্যজি অভিমান, তালে তালে নেচে নেচে গাই হরিনাম গান।

বিধানবীরে কোলে করে, এসেছেন জননী আজ কমলকুটীরে, এস ধীরে ধীরে ফিরে ফিরে করি বরণ নববিধান।

মিলি সবে প্রাণে প্রাণে, সতী সাধ্বী ভক্ত দেবকন্যাগণে, বিশ্বাস প্রদীপ জ্বালি, মাতি নিশান বরণে।

আজি ভাই অমর ভুবনে, বিধানবীর কেশবচন্দ্রে রাখি মাঝখানে, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী কর্ম্মী, (তাঁরা) গায় গান।

জয় জয় আনন্দময়ীর জয়, মহাবীর নববিধান হ'ল তোমার জয় জয়, বলি এস সবে করিয়ে প্রণাম ॥

---

(৩)

আমরা আছি মায়ের মুখ চেয়ে।

মা বলে ডাকিয়া তাঁরে জুড়াব তাপিত হিয়ে।

(হবে) ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ, ধরে মার অভয় চরণ, শুনে তাঁর মধুর বচন, স্তন্য সুধা পিয়ে।

আমরা মায়ের, মা আমাদের, হস্ত ধরে নৃত্য করে গিয়াছেন সাধু উভয়ে।

সেই কমলকুটীর সেই বরণ, কোথা এখন সাধু তুজন, নয়ন মুদে দেখি এখন আছেন (তাঁরা) মাকে লইয়ে॥ (আলো করে হিয়ে)

---

(৪)

আজি মা আনন্দময়ীর চরণে লুটাইয়ে পড়ি। মগ্ন হয়ে সুধা পানে সফল করি জীবনে।

মিলি সব ভগ্নীগণে, মাতি নববিধান নিশানবরণে, (আনন্দ বদনে) মোরা মত্ত হব নামগানে।

পড়িয়া পুণ্য কিরণ, প্রসন্ন হয়েছে (মোদের) আনন, বক্ষে ধরে হরিচরণ মত্ত হব নামগানে।

গাঁথি প্রেম ভক্তিমালা, হস্তে ধরি পুণ্য প্রদীপমালা, আনন্দে ভাসিছি মোরা নববিধান বরণে।

স্বর্গে দেবকন্যাগণে, শোভিছেন সকলে অমর উদ্যানে, (প্রেম সুখ সম্মিলনে), আনন্দে মেতেছে আজি হরিনাম কীর্ত্তনে। (ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তাঁদের শ্রীচরণে)।

এই আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ, মাথায় রাখিয়া হাত, যেন চির জীবনের মত স্থান পাই তব চরণে ॥

(৫)

সদা হরিনাম জপ আমার মন।

হরি নামে হয় কোটি পাপ হরণ। (মোচন)

ইহা সাধুর শ্রীমুখের বচন, আছ কথিত শাস্ত্রের লিখন, হরি গতি, হরি মুক্তি, হরি চিরজীবনের পতি, হরিতে ধরি জীবন।

ভক্তচিত্তহারী হরি, আমাদের ভবকাণ্ডারী, হরি অন্তিম কালের ধন।

ন্যায়বান্ রাজা হরি, স্বর্গরাজ তুমি হরি, পাষণ্ডদলন।

নিরাশার আশা হরি, অসহায়ের সহায় হরি, হরি বিপদভঞ্জন।

শ্রীধর তুমি হরি, শ্রীনাথ তুমি হরি, হরি জগতজীবন।

মৃত্যুঞ্জয় হরি, অনন্ত গুণধারী, হরি ভুবনমোহন।

দয়া ক'রে দাও হরি তোমার অভয় চরণ ॥

---

(৬)

আয়রে সখি সারি গাঁথি হরিনাম করি কীর্ত্তন।

প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে, ভক্তভাবে মত্ত হয়ে, মার অভয় চরণ বক্ষে লয়ে, করি তাঁর বন্দন।

আর যাতনা রবে না, পূরবে কামনা, হৃদয় মাঝে উদয় হবেন হৃদয়রঞ্জন ॥

মরণের ভয়।

জীবনটা দিনের পর দিন কিরূপে চলিতেছে সে বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হয় ; কিন্তু মরিবার সময় কি ঘটিবে, এই ভাবিয়া অনেকের প্রাণ হাঁপ হাঁপ করে। মরণকালের স্থিতি অতি অল্প ক্ষণ, তাহার যন্ত্রণাও অতি অল্প কাল স্থায়ী ; অনেকের সম্বন্ধে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাক্লেশে সব শেষ হইয়া যায় ; তথাপি ইহার ভয়টা জীবনব্যাপী। কিন্তু সে ভয়ে কি ফল হয় ? "জপ তপ কর কি, মরতে পারলে হয়" এই কথাটী অনেকে মনে করেন বড় সার কথা। মরিবার কালে যদি হরিনাম করিয়া সজ্ঞানে খাবি খাইতে পারি, তাহা হইলে স্বর্গলাভ হইবে। তাহার প্রমাণ এই যে, পাঁচ জনে বলিবে, 'আহা রামের মা বড় ভাগ্যিমানী ছিল, হরিনাম করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।" এরূপ বিশ্বাস এবং লোকমুখে তাহার প্রশংসা উভয়ই কেবল শ্রবণসুখকর দৃশ্যমনোহর একটী সুন্দরী মায়া।

জীবন যদি হরিপদে শান্তি না পায়, নির্ভয়ে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া কৃতার্থ না হয়, তবে মরণ কিরূপে সুখের হইবে ? কত কত সাধু মহাত্মা রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অবশেষে অজ্ঞান অচৈতন্যে পরলোকে চলিয়া যান, তাহাতে কি তাঁহাদের গৌরবের কিছু হানি হয় ? সাধারণতঃ লোকের মরণের প্রতি তেমন যথার্থ ভয়-

ইবা কোথা? আজ কালের দিনে, হরিনাম এবং শ্মশানবৈরাগ্য-সঙ্গীতের যেরূপ ছড়াছড়ি তাহাতে মৃত্যুভয় এবং পরলোকগমনবার্ত্তা একটা আমোদের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। জীবদ্দশায় যে পরলোক না দেখে এবং মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ না করে, সেই দুর্ব্বল আত্মা সর্ব্বদাই মৃত্যুগ্রাসে পতিত রহিয়াছে। কেবল যে সে নিজের মৃত্যুভয়ে ভীত তাহা নহে, আত্মীয় প্রিয়-জনের মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া সে দেহ-শোণিত শুষ্ক করিয়া ফেলে। প্রতিদিন আমরা কিছু কিছু করিয়া মরিতেছি; মৃত্যুর অর্থ যদি এই হয় যে, দেহলীলা সংবরণ, তাহা হইলে প্রতিদিন কেন, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর আবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী হইতেছি। যদি বল, মৃত্যুযন্ত্রণাত এখন হইতেছে না। কিন্তু সে যন্ত্রণা কি ভয় ভাবনা অপেক্ষা কিছু বেশী? অনেক সময় নিদারুণ রোগেও তাহা অপেক্ষা ভয়ানক যাতনা সহ্য করিতে হয়। আসল কথা এই যে, মরণভয়ের সঙ্গে অনেক প্রকার আসক্তি জড়িত আছে। যে সকল ব্যক্তি এবং বস্তু লইয়া এখন ভুলিয়া আছি, সে সমস্ত ফেলিয়া যাইতে হইবে, শরীর পর্য্যন্ত যাইবে, এই ভাবিয়া চক্ষে আঁধার দেখিতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে এ ভয়ও বিলক্ষণ আছে, যে চরমের সম্বল বিশ্বাস এবং দৈবনির্ভর নাই। তাই কাজেই "অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁদে কাম ক্রোধ রিপুগণ।" এখন যদি মন একটু অসুখী হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন, স্থানের পরিবর্ত্তন, কিম্বা বিষয়ান্তর অবলম্বনে তাহা দূর হইতে পারে; দুঃখ ভুলিবার, চিত্তের গতি ফিরাইবার এখানে অনেক প্রকার উপকরণ আছে। কিছু যদি ভাল না লাগে, বসিয়া দুইটী গীত গাইলাম; না হয় ফুলের বাগান, নদীর ধার বেড়াইয়া আসিলাম; না হয় একটু পরের নিন্দা কিম্বা আত্মগৌরব প্রচার এবং শ্রবণ করিলাম; না হয় কাঁচা লঙ্কা দিয়া কতকগুল মুড়ি কড়াই ভাজাই খাইলাম; কিন্তু এমন দিন আসিবে এবং আসিতেছে, যখন কেবলই অন্ধকার, আর নিরাকার;—দিক্‌শূন্য আলোকশূন্য সীমাশূন্য নিস্তব্ধ নিরাকার। সে অনন্ত আঁধারসাগরে মায়ামুগ্ধ জীবের অসার ভয় কোন কাজেই আসিবে না। মায়ার ক্রন্দনেও কোন ফল ফলিবে না। শ্মশানবৈরাগ্যের দুইটী কথায় বা গীতে মনে জোর পৌঁছিবে না। বিশ্বাসের সাহস সে দিনের এক মাত্র সম্বল। ভবের-কাণ্ডারী দয়াল হরি নিশ্চয়ই পার করিবেন এই সাহস।

প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও যোগ বৈরাগ্যবলে লোক কেমন নিরাপদে নির্ভয়ে মরিতে পারে তাহার একটী দৃষ্টান্ত এ স্থলে দেওয়া যাইতেছে। জয়পুরের মহারাজা রাম সিংহ রোগশয্যায় মুমূর্ষ অবস্থায় যখন পতিত ছিলেন, তখন

রেসিডেণ্ট সাহেব বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কি ভয় পাইতেছেন? সংসার সকলি অসার, এক্ষণে শেষ কর্ত্তব্য যাহা তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার উচিত কার্য্য। সাহেবের উদ্দেশ্য এই যে জ্ঞাতির কোন একটী বিশেষ মনোনীত সন্তানকে রাজা পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং সে বিষয় লেখা পড়া করিয়া দেন। রামসিংহ বলিলেন, 'সংসার অসার তাহা আমি অনেক দিন পূর্ব্বে জানিয়াছি, এবং জানিয়া সে সকল হইতে বিদায় লইয়াছি। মৃত্যুর জন্য আমার কোন ভয় নাই।"

রেসিডেণ্ট সাহেব তখন তাড়াতাড়ি এক খানি উইল পত্র লেখাইয়া, কয়েক জন ভদ্র কর্ম্মচারীকে তথায় আনিয়া রাজাকে স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাহেব যে পুত্রটীকে পোষ্য লইবার জন্য উৎসুক, রাজার তাহাতে সম্মতি ছিল না। সাহেব অনেক উপ-দেশ দিলেন, বুঝাইলেন, কিছুতেই মত হইল না। পরিশেষে অনেক উত্তেজনা করায় মৃতপ্রায় সেই রাজা তেজের সহিত উঠিয়া বসিলেন এবং নিস্তব্ধ ভাবে স্থির হইয়া রহিলেন। একটী কথা বলিলেন না, কাহারো কথা শুনিলেনও না। তিন চারি ঘণ্টা ক্রমাগত স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন, কোনরূপ ক্লেশ দুঃখ ভয় ভাবনা প্রকাশ পাইল না। এইরূপে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্ষণকাল পরে কেবল মাথাটি ঝুঁকিয়া পড়িল, ইহাই শেষ চিহ্ন।

রাজা রামসিংহ বড় প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন তিন চারি ঘণ্টা নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন করিতেন। শুনা গিয়াছে, বাল্যকালে কোন যোগী তাঁহাকে নিকটস্থ পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া যোগ শিক্ষা দিয়াছিল। মহারাজা রাম সিংহের এই বীরোচিত মৃত্যু একটী সামান্য ঘটনা নহে। জীবন থাকিতে থাকিতে মৃত্যু এবং পরকালের সহিত বারংবার দেখা করাটা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, মৃত্যুর দ্বার দিয়া পরলোকে সকলকে এক দিন যাইতেই হইবে। মৃত্যুঞ্জয় ভগবান্ আমাদিগকে মৃত্যু এবং পরলোকের সহিত পরিচিত করিয়া দিউন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

২য় পরিচ্ছেদ।

আমি ভূতের রাজ্যে বেড়াইয়া ভূতের গল্প যাহা বর্ণন করিয়াছি কিম্বা যাহা করিব তাহা যেন কেহ মানুষের কথা মনে না করেন। যাঁহারা আপনাদিগকে মানব মানবী অথবা দেব দেবী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা যেন এ সকল আপনাদের গায়ে পাতিয়া না লন এই প্রার্থনা। যদি লন, সেজন্য লেখক দায়ী নহেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভূতপেত্নীর দলে আপনা-দিগকে গণ্য করিলেন এই মনে করিব। দেবত্ব বা মনুষ্যত্বে তাঁহাদের বিশ্বাস নিঃসংশয় হউক। ভূতের রাজ্যে ভূতের

দলে মানবীয় এবং দেবভাব আমি যেখানে যাহা দেখিয়াছি তদ্বিষয়ে সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না। সর্ব্বভূতময় হরি ভগবান্, তিনি যেখানে ভূতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তখন সেখানে দেবভাবের অভাব কি?

তার পর আমিত সেই পথের মাঝে পড়িয়া রহিলাম, যোগীর সঙ্গেও গেলাম না, কোন ভূতের দলের পশ্চাৎ অনুসরণ ও করিলাম না। একাকী পথের মধ্যে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, কিন্তু ভাবিয়া কোন কূল কিনারা পাইলাম না। চিন্তার অনন্ত পাঁথারে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া শূন্য মনে অস্থির চিত্তে বাহিরে চক্ষু খুলিয়া দেখি যে অতি ভীষণ দৃশ্য! বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দিশাহারা নিশাগ্রস্ত পথিকের ন্যায় বিভ্রান্ত মনে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মহা অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ। তাহার ভিতরে উন্মাদ পবন প্রমত্তবেগে আলুথালু বেশে হাহা হুহু রবে ছুটিতেছে। কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কোন্ দিকে তাহার গম্য স্থান কিছু বুঝা যায় না। এ দেশের লোকেরা যেমন পাগল ভূতগ্রস্ত দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য, বাতাসও তেমনি। প্রবল প্রভঞ্জনের দুর্জ্জয় তাড়নে মহাসমুদ্রবৎ সেই অন্ধকাররাশি যেন তুফান তুলিয়া ঢেউ খেলিতেছিল। আঁধার, অনন্ত আঁধার; বায়ুর পশ্চাতে বায়ু, আকাশের পশ্চাতে আকাশ ধূ ধূ হু হু করিতেছে। আমার প্রাণের ভিতরেও হু হু হা হা। একটী প্রাণীও নিকটে নাই। এক একবার বুক দুড় দুড়, গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। ভূতের রাজ্যে আসিয়াছি, পদে পদে ভূতের ভয়। কখন কে ঘাড়ে চাপিবে, কে পা ধরিয়া টানিবে এই ভাবনা। যেখানে অনন্ত ভয় ভাবনা, সেখানে ভয়ও সীমাপ্রাপ্ত হয়, হতাশ প্রাণে শেষ ভয়ের আর ভয়ত্ব থাকে না। ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ সে অবস্থায় ছিলাম তাহা জানি না।

ভোর বেলায় দেখি এক জন পীঠে ধাক্কা মারিতেছে, আর বলিতেছে, "হয় পথ ছাড়, না হয় আমার সঙ্গে আয়। এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করিতেছিস্? অকর্ম্মণ্য, অলস, উঠ!"

আমি বলিলাম "ভাই, আমিত পথের এক পাশেই পড়িয়া আছি, তবে আর কেন ধাক্কা মার।" এই বলিতে বলিতে তাহার সঙ্গী দলবল সমস্ত আসিয়া পৌঁছিল। দলপতি বলিলেন, "কি হে, তুমি এখানে? সময় নাই যে! চল চল, আমাদের সঙ্গে এস!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে?" দলপতি বলিল, "সেই যে! আমায় চিনিতে পারিলে না? আমার নাম বুদ্ধিমন্ত বিদ্যাবিনোদ।"

আমি। ও! তুমি সেই! হ্যাঁ মুখ খান যেন চেন চেন বোধ হচ্ছে। এখন বুঝি দাড়ি রেখেছ? ছেলেবেলার আলাপ, সব ঠিক করে উঠতে পাচ্ছি না।

বু। তা দাড়ি রেখেছি, রাখিলামই বা? আমিত সেই আমি।

আমি। বোধ হয় একটু কাহিল হয়েছ, তাই চিনিতে পারি নাই। যা হউক, সেই চেহারাটা বটে! দাঁত পড়ে গেছে না কি?

বু। দাঁত কি আর চিরকাল থাকে। এখন চল, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।

চেনা মানুষের অনুরোধ, কাজেই আমাকে সঙ্গে যাইতে হইল। পাছে পাছে চলিলাম। কিন্তু সন্দেহ হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। আস্তে চলিলে আবার ধমক দেয়। আমার মনে হইল, লোকটাকে চেন চেন করিতেছি, কিন্তু তাহার চিনিলাম কি? চিনিবার পুরাতন চিহ্ন কি? আগেকার চেহারার সঙ্গেত ঠিক মিলিল না, অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। আন্দাজী বোধ হইতেছে যেন সেই। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলি, হাঁহে, তুমি কি সেই?"

বু। কি খাজা মূর্খ তুমি; এত ক্ষণেও চিনিতে পারিলে না? সেই নয়ত কি? গলার আওয়াজে বুঝিতে পারছ না?

আমি। হ্যাঁ তাই বলছি, তা ভাই এত রাগ কর কেন। বোধ হয় আমার কাণের এবং চখের দোষ।

বু। তুমি বড় নির্ব্বোধ এবং সন্দিগ্ধ মনা।

কি করি লজ্জা ভয়ে আবার চলিলাম, কিন্তু মনের সন্দেহ ঘুচিল না। পরে ব্যবহার আচরণ, কথা এবং কথার নূতন রকম অর্থ এবং অন্যান্য ব্যতিক্রম দেখিয়া সন্দেহ বাড়িল। ভাবিলাম, সেই কি এই! না এই সেই! চেহারায় কতকটা মিলিতেছে। তাই বা কই? খুব নিকটে গিয়া দেখিলে তাতেও অনেক তফাত বোধ হয়। তবে ছাই চিনিলাম কি? দুই হাত দিয়া চক্ষু দুইটা একবার মুছিলাম, কাপড় খান ঝাড়িয়া পরিলাম, শেষ বুঝিলাম, এটা ঠিক পথ নয়, ভূতে পাইয়াছে, আর যাওয়া হইল না। কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিতেছি বটে, কিন্তু এ সব ভূতে পাওয়া। বিশেষ যাহাকে আমি পূর্ব্বে চিনিতাম, এখন তাহার কাজের সঙ্গে কথার সঙ্গে ভাব এবং অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলাইতে পারিতেছি না। চিনিবার চিহ্ন খুঁজিয়া পাইতেছি না। কেবল মুখের কাঠামো চিনিয়া কি সঙ্গে চলিতে পারি? পঞ্চ ভূতের শরীরে ষড়ভূত রাজত্ব করিতেছে, কার কথা শুনিয়া চলিব? জ্ঞান ভাব মত বিশ্বাস রুচি উদ্দেশ্য উহার কি ছিল, এখনই বা কি, তা বুঝব কি করে? কোন্ কথাটা বিশ্বাস করিব? কথাত হাওয়া, শরীরত ভূতের, মনও ষড়ভূতের মেলা, তবে ধরব কি, চিনবই বা কি? শেষ বলিলাম, "ওহে ভাই, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। আমি চিনিতে পারিতেছি না। তোমরা যাও, আমি এইখানে বসিয়া একটু ভাবি।"

তাহারা হাস্য করিয়া মুখ ভেংচাইয়া চলিয়া গেল। আমাকে ভূতে পাইয়াছে বলিয়া দুই একটা কিল চড়ও মারিল। শেষ বলিল, "তুই অবিশ্বাসী, ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস হয় না? দূর হ হতভাগা!"

ভদ্রলোকের সুগম্ভীর কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না, এজন্য মনটা একটু লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হইল। কিন্তু বিশ্বাস না হইলে উপায় কি? এখানে একটী মজা এই দেখিলাম, ভূতেরা ভূত ভবিষ্যৎ মানে না, কেবল বর্ত্তমান, তাও বেশী দিন নয়; একটু পুরাতন হইতে না হইতে সব ভুলিয়া যায়। কাজেই আমার সঙ্গে গোল বাধিল। আমি ভূতকালের সঙ্গে মিলাইতে গিয়া কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পাই না। যেটা সত্য, সেটা নিত্য, এই সংস্কারে চলিতে গিয়াই গোল লাগিল। ভূতের দেশের সত্য গুলও অনিত্য মায়ামরীচি সদৃশ। তাহাদের জীবনের যে সত্যটা চাপিয়া ধরিতে যাই, দেখি যে বাতাসের মত উপে চলে যায়। শেষ মনে হইল, সবই ফাঁকি; কেবল হট্টগোল চীৎকার কোলাহল আর তাড়াতাড়ি। অনন্তব ফিরিয়া গিয়া একটী গাছের তলায় বসিলাম। শেষে যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা শুনিলে অনেক জ্ঞান জন্মিবে, এবং আমোদ বোধ হইবে।

সংবাদ।

আমেরিকা মহাদেশে ওয়াসিংটন নগরের নিকট কোন স্থানে কুমারী ক্যাথারিন নাম্নী কোন মহিলা এক কালে এক কোটী ষোল লক্ষ টাকা স্বদেশের দুঃখ মোচনার্থ দান করিয়াছেন।

ক্যানেডা প্রদেশে এমন রাজবিধি আছে যে, যদি কোন শুঁড়ি কাহারো স্বামীকে সুরা বিক্রয় করিয়া তাহাকে মাতাল করে এবং স্ত্রী তাহা নিষেধ করিলে যদি সে না শুনে, তাহা হইলে স্ত্রী তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দাবিতে নালিস করিতে পারে।

কুমারী রত্নাবাই বি, এ, বোম্বের উইলসন কলেজের একজন বক্তৃতাকারিণীর পদ পাইয়াছেন। তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষায় বক্তৃতা করিবেন।

এবার অর্দ্ধোদয় যোগে কোটী কোটী হিন্দু নরনারী গঙ্গাস্নান করিয়াছেন। তীর্থ স্থানে অতিশয় জনতা হইয়াছিল। কলিকাতা এবং কালীঘাটে পূর্ব্বাঞ্চলের লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। রেলওয়ে কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু যাত্রীদিগের কষ্ট নিবারণের পক্ষে তাঁহাদের যত্নের বড় ত্রুটি দেখা যায়। মালগাড়ী কয়লার গাড়ী বোঝাই হইয়া দূর দূরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়াছে। রেলরোড হওয়াতেই এত লোক গঙ্গাস্নান করিতে পারিয়াছে, নতুবা কয়জন লোক হাঁটিয়া আসিতে পারিত? অতএব রেলওয়ে কোম্পানী যাত্রীদের অতিশয় আশীর্ব্বাদের পাত্র। আর নঞ্চ

বৎসরের পর শুনিতেছি নাকি গঙ্গার মাহাত্ম্য থাকিবে না। কিন্তু না থাকিলেইবা ছাড়ে কে? রাজপুর হরিনাভিতে পুষ্করিণীর বদ্ধ জলও অদ্যাপি গঙ্গা বলিয়া গৃহীত হইতেছে। যাই হউক, যোগের গঙ্গাস্নানে যদি মানুষের মনে হরিভক্তি এবং সুনীতির সঞ্চার হয় তাহা হইলে বড় মঙ্গলের বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

সেন এবং ফেণ্ড কোং।

স্বজাতীয় এবং সাহেবী ও বিবিয়ানা পোসাকের দোকান। ৭০ নং আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁক, কলিকাতা।

সস্তা দরে নানা ফেসানের সুসভ্য এবং মনোহর পরিচ্ছদ পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট কারীকর দ্বারা কাপড় কাটাই হয়।

শীতকালের জন্য আমাদের ভাণ্ডারে সকল প্রকার বনাত, সার্জ্জ, কাশ্মিরি, ফ্লানেল, মেরুনো, হিমালয় পর্ব্বতের উৎপন্ন শীত কালের উপযোগী বিচিত্র রকমের কাপড় আছে। অর্ডার দিলে অল্প সময়ের মধ্যে চোঘা চাপকান, নানা প্রকারের কোর্ট সার্ট প্যানট্, জ্যাকেট্, ফ্রগ, বডি এবং বালকবালিকাদের উপযুক্ত নানা বিধ পোসাক তৈয়ার হইতে পারে।

শীতকালের ব্যবহার্য্য দিশী বিলাতি বহু প্রকার সখ কমফটার, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, র‍্যাপার ইত্যাদি ভাণ্ডারে মজুদ আছে।

মফস্বলের ক্রেতাদিগের জন্য আমরা এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছি যে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা জিনিষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। অর্ডার পাইবা মাত্র শীঘ্র শীঘ্র ভেলিউ পেবল ডাকে দ্রব্য পাঠাইতে পারি। অন্য দোকানের তুলনায় আমাদের এখানকার জিনিষের দাম খুব সুবিধাজনক। এক কথায় বলা যাইতে পারে, কলিকাতার মধ্যে আমাদের দোকানে উৎকৃষ্ট জিনিষ সস্তাদরে পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান মিরার, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, শান্তি, দৈনিক ইত্যাদি কাগজে আমাদের কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

[গৌরাঙ্গের জীবনচরিত।]

চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা মাস্থল ৵০ আনা। বর্দ্ধিত এবং সংশোধিত আকারে নূতন প্রকাশিত। নং ৮২ কলিকাতা অপার সারকিউলার রোডে পাওয়া যায়।

ভক্তিরসপিপাসুদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ। কোমল হৃদয় নারীগণ ইহা পাঠে ধর্ম্মশিক্ষা এবং পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় উচ্ছ্বসিত এবং নয়নে বারিধারা বিগলিত হয়। ভাষা অতি সহজ সরল এবং সুললিত।

বিজ্ঞাপন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

টেলার্শ

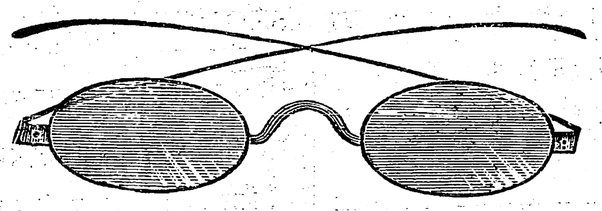
৩৭৩।১ নং অপার চিৎপুর রোড।

কলিকাতা।

নানা প্রকার সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড় ও ঐ সকল কাপড়ের ছোট বড় জ্যাকেট সুট ফ্রক কোট পেণ্টুলেন চাপকান ইত্যাদি তৈয়ারি থাকে এবং অর্ডার দিলেও যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।

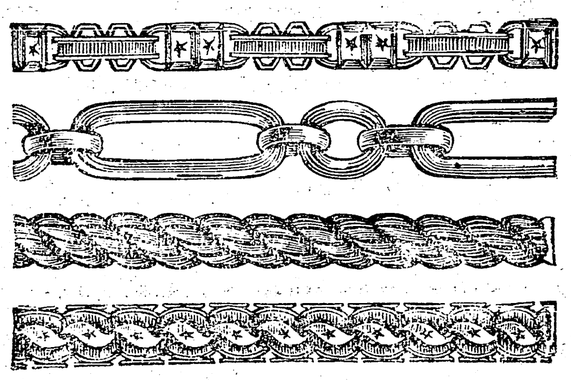
সাটীন ও মকমলের অতি সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট প্রস্তুতও আছে, অর্ডার দিলেও প্রস্তুত হইতে পারে।

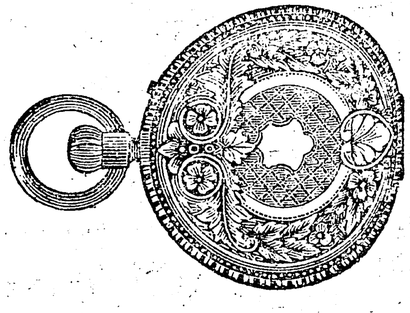
এস্, কে, দাস, এণ্ড কোম্পানী।



স্বর্ণ রৌপ্য জহরৎ অলঙ্কার ঘড়ি ও চস্মাবিক্রেতা। বিনা পাইনসাহায্যে ডায়মন কাটার আবিষ্কর্ত্তা। মফস্বলে পাকা অর্ডার পাইলে ভেলিউ পেএবল করিয়া মাল পাঠান যায়। সমুদয় রকম ঘড়ি ওয়াচ ও টাইমপিস্ ১০৲ হইতে ৬০০৲ টাকা। ব্রেজিল্ পেবেলের আসল চস্মা মূল্য ৭৲ টাকা; স্বর্ণকামী ৩৫৲ টাকা।

নং ৩১০।ড্যালহাউসী স্কোয়ার দক্ষিণ—কলিকাতা।





পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১১শ সংখ্যা।] ফাল্গুন, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি আমেরিকাস্থ একজন ভদ্র মহিলা ষ্টান্‌লি সাহেবের ন্যায় আফ্রিকা ভ্রমণের মনস্থ করিয়াছেন। তিনি জাঞ্জিবার হইতে মোজাম্বিকিউ গমন করিবেন এবং তথা হইতে মধ্যআফ্রিকা ভ্রমণ করিবেন। আফ্রিকাস্থ অসভ্য জাতিগণের আচার ব্যবহার রীতি নীতি জ্ঞাত হওয়া তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য। তিনি সঙ্গে ফনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া যাইতেছেন। তাহা দ্বারা আফ্রিকাবাসীদের কণ্ঠস্বর লইয়া আসিবেন। ষ্টান্‌লি সাহেবের নিকট হইতে চিঠি পত্র লইয়া যাইতেছেন। ইহাঁর সঙ্গে কেবল কয়েকটি আরব দেশীয় ভৃত্য এবং কাফ্রি জাতীয় দাসী এবং সম্ভবতঃ এক জন সৈনিক সঙ্গী থাকিবে।

আমাদের দেশে যেমন স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা সংস্কার প্রচলিত, ইয়ুরোপেও পূর্ব্বকালে এইরূপ সংস্কার ছিল। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডবাসিগণের এই মত, যে প্রত্যূষে যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহা অনেক সময় সত্য হয়। তাঁহাদের মতে আহ্লাদের বিষয় স্বপ্ন দেখিলে কষ্টে পড়িতে হয়; মূল্যবান্ বস্ত্রের বিষয় স্বপ্ন দেখিলে দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয়; উড়িবার স্বপ্ন দেখিলে পড়িয়া যাইতে হইবে; অগ্নি স্বপ্নে দেখিলে ক্রোধ হইবে। সর্প দেখিলে গুপ্ত শত্রু হইবে। অর্থ স্বপ্ন দেখিলে লোক্‌সান হইবে। রোদনের স্বপ্ন দেখিলে আনন্দ হইবে। ভোজের বিষয় দেখিলে উপবাস করিতে হইবে। অনেক লোকের ভিড় স্বপ্নে দেখিলে ক্লেশে পড়িতে হইবে। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখিলে বিবাহ হইবে, স্বর্ণের বিষয় স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু হইবে, গৃহ পরিবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখিলে হঠাৎ কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে, স্থূলকায় হইবার স্বপ্ন দেখিলে ধন লাভ হইবে, টাকের এবং টাকার স্বপ্ন দেখিলে বিপদ হইবে, গালের স্বপ্ন দেখিলে মনে ক্লেশ হইবে; ইত্যাদি।

শিক্ষিত বানর—মালাবারে বানরগণকে টানাপাখা টানিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। একজন সাহেব প্রথমে তাঁহার

একটি পোষা বানরকে ঐ শিক্ষা দেন। তিনি পাখার দড়ি বানরের হস্তের সহিত বাঁধিয়া দেন। অপর একটি দড়ি দ্বারা অন্য কেহ পাখা টানিতে লাগিল, বানরের আবদ্ধ হস্ত ঐ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। বানরের প্রভু তাহাকে আহার দিয়া এবং তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া এই পাখা টানিতে শিখাইতে লাগিলেন। বানর শীঘ্রই আমোদ ভাবিয়া নিজেই পাখা টানিতে আরম্ভ করিল। এখন তদ্দেশীয়গণ সহস্র সহস্র বানরকে পাখা টানা কার্য্য শিখাইয়াছে, ভৃত্যের পরিবর্ত্তে বানরেরাই তথায় পাখা টানিয়া থাকে। বানরেরাও সভ্য ও শিক্ষিত হইতেছে।

লেবুর উপকারিতা—লেবু অত্যন্ত উপকারী দ্রব্য। ইহার অনেক গুণ আছে। একজন সুবিখ্যাত ইয়ুরোপীর চিকিৎসক ইহার নিম্নোক্ত গুণ গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুস্থ বা অসুস্থ শরীরে লেবুর রস হইতে প্রস্তুত লেমোনেডের তুল্য অনিষ্টহীন পানীয় আর নাই। উদরের পীড়ায় ইহা খুব উপকারী। বমনের ইচ্ছা, যকৃতের পীড়া, জ্বরে, এবং উদরের সকল প্রকার পীড়ার পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। ইহা কৃমিনাশক এবং চর্ম্মশোধক। লেবুর রস দন্তের গোড়ায় ঘর্ষণ করিলে তাহা খুব দৃঢ় হয়। সাবানের পরিবর্ত্তে লেবুর রস ব্যবহার করিলে হস্ত এবং নখ পরিষ্কার, কোমল এবং শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে। জ্বরের সময় কফির সহিত লেবুর রস উত্তম পানীয়। একখণ্ড লেবু লইয়া ঘর্ষণ করিলে অনেক সময় শিরঃপীড়ার উপশম হয়। মস্তকের কেশে মরামাস হইলে লেবুদ্বারা ঘর্ষণ করিলে কেশমল পরিষ্কার হয়। শয়নের পূর্ব্বে লেবুর রস উষ্ণ করিয়া পান করিলে অনেক সময় কাশি সর্দ্দির প্রতিকার হয়। ইহাতে যে কেবল অনেক রোগ আরোগ্য করে তাহা নহে, ইহা আবার অনেক ব্যাধি হইতে দেয় না। ইহা স্কোটক আঁচিল পাঁচড়া ইত্যাদি সকল প্রকার চর্ম্মরোগ নাশক। ইয়ুরেপীয় নাবিকগণ সর্ব্বদা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

অর্দ্ধোদয় যোগের স্নানার্থী যাত্রিদলের সমাগমে অনেক তীর্থ স্থান এবার অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয় না, সেখানে লক্ষ লোক উপস্থিত হইলে কিরূপেই বা স্বাস্থ্য থাকিবে? এ সকল পরব পার্ব্বণে তীর্থবাসীদিগের বড় কষ্ট। প্রবাসী লোকের জনতায় তাহাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। একটা মেলা ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে আর একটা পর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। এবার কুম্ভকের মেলায় বৃন্দাবনে বহু সাধু লোক জমিয়াছেন। এখান হইতে তাঁহারা হরিদ্বারে যাইবেন। কুম্ভকের মেলা উপলক্ষে বহু সংখ্যক মহান্ত সন্ন্যাসী উদাসীন জটাধারী সাধু একত্রিত হইয়া ধর্ম্মালাপ করেন। ইহা একটী দর্শনযোগ্য বিষয় সন্দেহ নাই।

উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী বিদ্যালয় সকল যদি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ ব্যতীত বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ ছাত্রীদিগের জন্য বিশেষ ক্লাস খোলেন, তাহা হইলে যে সকল শিক্ষার্থিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পরীক্ষা দিতে চাহেন না, অথচ উচ্চশিক্ষা পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। দুর্ব্বল এবং কোমলান্তঃকরণ নারী জাতিকে কঠিন পরীক্ষার অধীনে বাধ্য করা এক প্রকার নির্দ্দয়তা। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইলে তাঁহারা আর লেখা পড়া শিখিতেই পারিবেন না। তাঁহাদের জন্য উচ্চ জ্ঞানের পথ বন্ধ থাকিবে এরূপ ব্যবস্থা অতিশয় নিন্দনীয় এবং অনিষ্টকর।

জ্ঞানানুশীলন বিদ্যাচর্চ্চা বিষয়ে এ দেশের স্ত্রীদিগের সাধারণতঃ উপেক্ষা এবং বীতরাগ দেখিয়া আমাদের বড় দুঃখ হয়। তাঁহারা বৃথা জল্পনায়, অসার বাক্যালাপে কত সময় কাটাইয়া দেন, তথাপি গ্রন্থ অধ্যয়নাদি করিতে অবসর পান না। জ্ঞানে রুচি না হওয়াটা একটা অশুভ লক্ষণ। অবসর কালে একাকী কিম্বা পাঁচজনে মিলিয়া সৎগ্রন্থ পাঠে যে বিশেষ আমোদ এবং চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি হয় তাহা তাঁহারা অনেকে বুঝিতে পারেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের একটু অনুরাগ এবং রুচি হউক, আমরা এই চাই।

সংসারের সূক্ষ্মগতি।

সংসারবাসনা যে হৃদয়ে একবার আপনার সুতীক্ষ্ণ হলাগ্রভাগের একটু মাত্র প্রবিষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহার সমস্ত জীবনরাজ্য সে অজ্ঞাতসারে এক দিন অধিকার করিয়া লইবেই লইবে। সাধু সর্ব্বত্যাগী ফকিরের কৌপীন হইতে, প্রকাণ্ডবিভবশালী সাম্রাজ্য সর্ব্বত্রই উহার সমান আধিপত্য। কোন এক বনবাসী সন্ন্যাসীর দুই খণ্ড কৌপীন মাত্র সম্বল ছিল। তিনি প্রান্তরে বনমধ্যে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেন। দুই খানি কৌপীনের মধ্যে এক খানি পরিতেন, অপর খানি প্রতিদিন কাচিয়া তরুশাখায় শুকাইবার জন্য টাঙ্গাইয়া দিতেন। এইরূপে তাঁহার নিরাপদে জপ তপে কাল গত হয়। কিছু দিন পরে সেই স্থানে দৈববিড়ম্বনায় ইন্দুরের বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। যত রাজ্যের ইন্দুর আসিয়া সেখানে বাসা করিল। অপচয়কারী ক্ষুদ্র মুষিকগণ সন্ন্যাসির আর কি ক্ষতি করিবেন? তাঁহার বৃক্ষশাখালগ্ন সেই কৌপীন খণ্ড তাঁহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে

লাগিলেন। ফকীর যত নব নব কৌপীন সংগ্রহ করেন, উহারা তত কাটিতে থাকে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে বাবাজীর মন বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। কৌপীন লইয়া বৃক্ষতলে নিরাপদে থাকা যায় না, এ কি বিপদ! মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। পালে পালে মাঠের হিন্দুর সব জমিয়াছে; তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশ বিস্তার হইতেছে; ফকীর তাদের কি করিবেন? সাধুকে জীবহিংসা করিতে নাই, করিলেই বা কয়টা কমিবে? নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া তিনি সন্নিহিত গ্রামের কোন এক ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাহিলেন। সে বলিল, "গোসাঞী, তুমি একটী বিড়াল পোষো, তাহা হইলে ইন্দুরের দৌরাত্ম্য কমিবে।"

অগত্যা বাবাজী তাই করিলেন। একটী বিড়াল পুষিলেন। তাহাতে ইন্দুরের অত্যাচার কমিল বটে, কিন্তু তাহা হইতে আর একটা উপসর্গ বাড়িল। বিড়াল আরত তপস্বী নয়, সে গোঁফে তা দিয়া, চক্ষু বুঁজিয়া মাচ দুধ ইত্যাদির ধ্যান করে। গোসাঞী তাহার জন্য মাচ দুধ গ্রামে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পেটে না খাইয়া বিড়াল আরত ইন্দুর তাড়াতে পারে না, কাজেই প্রতিদিন তাহার জন্য দুধের আবশ্যক। ভিক্ষা করিয়াই বা কয় দিন চলিবে? কোন এক জন লোক বলিল, "ঠাকুর, রোজ রোজ কত তুমি লোকের বাড়ী বাড়ী দুধ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে? এক দিন দুই দিনেরত কাজ নয়! এক কর্ম্ম কর, একটী গরু পোষো, তার বাচ্চা হইলে অনেক দুধ পাইবে। এ জন্য আর কোন ভাবনা থাকিবে না।"

বাবাজী বুঝিলেন, ঠিক কথা বটে; একটী গরু পুষিলেন। ধর্ম্মের জন্য কৌপীন, কৌপীন রক্ষার জন্য বিড়াল, এবং বিড়াল পালনের জন্য গরু; এ সমস্তই এ পর্য্যন্ত নিঃস্বার্থ বৈরাগ্য ভাবেই চলিতেছে। কিন্তু ওদিকে এই সূত্রে সংসারও অল্পে অল্পে এক একটী বন্ধন বাঁধিতেছে। বৈরাগ্যের অনুরোধে সংসার নববেশে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

গরুর দুধ পাইতে হইলে তাহার জন্য খড় বিচালি আবশ্যক। আশ্রমের চারিদিকে অনেক পতিত জমি ছিল, প্রবৃত্তির পরামর্শে বাবাজী ক্রমে চাসকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে খড় বিচালি জন্মিতে লাগিল। গরুর আহার জুটিল। একটা বিড়ালে আর কতই দুধ খাইবে? অবশিষ্ট দুধ বাবাজী নিজে পান করেন, কতক বা দধি ঘোল মাখন ঘৃত প্রস্তুত করেন। চাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শস্যও সংগ্রহ হইতে লাগিল। ক্রমে লাঙ্গল গরু ভেড়া মহিষ কৃষক মজুর গোলাবাড়ী পাঁচ রকমে রাজ্য বিস্তার হইয়া পড়িল। ঘর বাড়ী গোশালা শস্যাগার সকলই হইল। গোসাঞী এখন চাস বাস গরু বাছুর লোক জন লইয়া বড়ই ব্যস্ত। খাতা পত্র হিসাব কিতাব দেনা পাওনার মহা

ধুম ধাম। গোলাবাড়ী খুলিয়া ধান দাদন দেন, তাহার সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করেন। একটী ধান্যতৃণ কেহ লোকসান করিলে তাহার ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খান।

ক্রমে বাড়ী ঘর লোক জন টাকা কড়ি যখন হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, এ সকল এখন ভোগ করে কে? ভগবানের সামগ্রী কি অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিবে? প্রবৃত্তি কানে কানে বলিল, "তা কেন থাকিবে? সেটা কি উচিৎ? বিবাহ কর না?" বাবাজী বিবাহ করিলেন, ক্রমে সন্তানাদি জন্মিল, স্ত্রী পুত্রগণের মুখাবলোকন করিয়া তিনি অত্যন্ত সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। বাড়ী ছাড়িয়া আর এক পাও কোথাও যাইতে চাহেন না। পরে ছেলে মেয়ের বিবাহ হইল। আহ্লাদের আর সীমা নাই, কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং গৃহকার্য্যের অন্ত নাই। ভাবনার পর ভাবনা, চিন্তার পর উদ্বিগ্ন, আশার উপর দুরাশা, একবারে শত সহস্র বন্ধনে তাঁহাকে ছেকা বেকা করিয়া জড়াইয়া ধরিল। পূর্ব্বের কথা আর এখন কিছু মনেও পড়ে না। ধ্যান চিন্তা জপ তপ সমস্ত চুলোয় গেল। তখন এই প্রশ্ন মনে উঠিল, যে "ধর্ম্ম মিষ্ট, না সংসার মিষ্ট?"

এইরূপে মহামোহে আসক্ত হইয়া পান ভোজন আমোদ আহ্লাদ কুটুম্বভরণে তিনি ব্যস্ত আছেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন তাঁহার গুরু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। তিনি আর আশ্রমও দেখিতে পান না, সন্ন্যাসীকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন না। ভাবিলেন, তবে কি আমার ভুল হইল? একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হে বাপু, তুমি বলিতে পার, একটী সন্ন্যাসী এই খানে ছিল, সে এখন কোথায়?" ভৃত্য কিছুই বলিতে পারিল না। অতঃপর তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে শিষ্য দিব্য একটী সংসারের সং সাজিয়া নাতিকে জলশৌচ করাইয়া দিতেছেন! মুখ খানি নিতান্ত ভাবনাযুক্ত, কতকটা বিরক্ত বিরক্ত। দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, "বৎস! এ তোমার কোন্ দশা?" বাবাজী হঠাৎ গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া এবং তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া একবারে হতভম্বা হইলেন। মহাভয় এবং লজ্জায় তাঁহাকে একবারে জন্তুর ন্যায় করিয়া ফেলিল। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব তোমার কি ব্যাপার? শিষ্য ভয় সচকিত নেত্রে কম্পিত কলেবরে উত্তর দিলেন, "প্রভু, এ সকল কেবল এক কপ্নীর অনুরোধে।"

গুরুদেব মৃদু গম্ভীর স্বরে সস্নেহ বচনে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, "ভয় নাই! সুস্থ হও। ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিধিনির্দ্দিষ্ট অবশ্যাম্ভাবী কার্য্য। এই জন্যই তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, বৎস, সংসার ছাড়িয়া কৌপীনধারী বনচারী হইও না। সংসার দুর্গ স্বরূপ, তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া রিপু-

গণের সহিত সংগ্রাম কর, জয়ী হইবে। মাঠের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বসিয়া যুদ্ধ করা বড় বিপদের হেতু। তখন আমার উপদেশ না শুনিয়া তুমি নবানুরাগের উৎসাহে বলিলে, "না! আমি সংসারে থাকিব না। সন্ন্যাসী হইব!" এখন তাহার এই প্রতিফল নাতির জলশৌচ-ক্রিয়া! যাই হউক, লজ্জিত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। অনাসক্ত চিত্তে নিষ্কাম হইয়া সংসার কর। "বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনঃ গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ স্তপঃ। অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে, নিবৃত্ত রাগস্য গৃহং তপোবনম্।" যাহার কামনা আছে বনে গেলেও তার এই দশা ঘটে। আবার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে গৃহই তপোবন স্বরূপ। অতএব এই গৃহাশ্রমকেই তপোবন মনে কর। শিষ্য কহিলেন, "দেব, এক কৌপীনের আসক্তিতে যদি আমার এই সংসারগতি হইল, তবে এত বড় পরিবার বিষয়মায়া ছাড়িব কিরূপে? উত্তম খাদ্য খাইব, অথচ স্বাদ অনুভব করিব না; স্ত্রীপুত্রের সহিত থাকিব, অথচ আসঙ্গলিপ্সা জন্মিবে না; এ কি সম্ভব? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে না, এবং পুড়িলেও জ্বালা বোধ হবে না, ইহাত বুঝিতে পারিলাম না।"

গুরু। পান ভোজন, আমোদ বিহার মান মর্য্যাদা, পারিবারিক সুখ, সমস্ত বিষয়ে ভগবৎ মহিমাকে মহিমান্বিত করিবে। এই ভাবিবে, যে আমি কিছু করিতেছি না, সমস্ত ঈশ্বরই করিতেছেন।

শিষ্য। তা যেন ভাবিলাম, কিন্তু সেটা কল্পনা, কি সত্য বুঝিব কিরূপে? ভগবানের নামের দোহাই দিয়া ভিতরে ভিতরে ডুবে ডুবেত জল খাইতে পারি?

গুরু। তা পার, কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি ধরা পড়িবে। বিবেক ঠিক কথাটী বলিয়া দিবে।

শিষ্য। বিবেককে যদি ঘুষ দিয়া বশ করিয়া ফেলি?

গুরু। তাই দিতে গিয়াইত এই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

শিষ্য। আমিও তো তাই বলি। তবে নিস্তার কোথায়? আত্মপ্রবঞ্চনার হস্ত হইতে মুক্তি পাব কিরূপে? হায়! আর বুঝি আমি উঠিতে পারিলাম না। স্বার্থ যে অজ্ঞাতসারে আমার ধর্ম্মশক্তি বৈরাগ্যপ্রতিভাকে দুর্ব্বল করিয়া করিয়া আপনার সহিত মিশাইয়া লয়, তাহার উপায় কি? ধর্ম্মের নামে কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ কর্ম্মফলে স্বার্থপর মায়ামুগ্ধ হইয়া পড়ি। প্রথমে অধোগতি কিছু কিছু বুঝিতে পারি, কিন্তু কোন প্রতীকারের ক্ষমতা থাকে না; শেষ আর বুঝিতেও পারি না। কাজেই অধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম মিশিয়া এক হইয়া যায়। হায় গুরো! আমার গতি কি হইবে। আমিত্বকে একবারে বিলুপ্ত করিয়া

ভগবান্ কবে স্বয়ং আমার কর্ত্তা হবেন?"

গুরুদেব প্রসন্ন বদনে নীমিলিত নয়নে অভয় বচনে বলিলেন. "স্বামীজীকা কৃপাসে সব কুস্ হো সক্তা। নির্ব্বাসনা হইয়া তাঁহার চরণে একেবারে জীবন উৎসর্গ কর। ঐকান্তিক চিত্তে তাঁহার পদে শরণ লও।"

তদীয় আশাবাক্যে এবং আশীর্ব্বাদে বাবাজী উৎসাহী হইয়া দৈবকৃপায় তখন সংসারে যোগবৈরাগ্য সাধন করিতে লাগিলেন। এবং পরিবার গৃহাশ্রমকে ভক্তির চক্ষে ভগবানের লীলাধামরূপে দর্শন করিলেন।

ওঁ

শ্রীহরিঃ।

একটি রূপক।

ভক্তিং কপিধ্বজং কৃত্বা
সত্ত্বং চ শ্বেতবাহনম্।
গাণ্ডীবং চ মনঃ কৃত্বা
তূণীরং যত্নমক্ষয়ম্॥
স্বয়ং জীবার্জ্জুনো ভূত্বা
হরিং কৃত্বা চ সারথিম্।
স্বকণ্ঠাদ্দেবদত্তাচ্চ
মাভৈর্ধ্বনিমুদীরয়ন্॥
দিব্যসাধনসম্পন্নো
মহাসঙ্কটসঙ্কুলম্।
ভবং তর কুরুক্ষেত্রং-
"যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"॥

অর্থ,—হে জীব! তুমি ভক্তিকেই কপিধ্বজ রথ কর, সত্ত্ব অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তিকেই শ্বেত বাহনরূপে সেই রথে সংযোজিত কর, মনকেই গাণ্ডীবধনু কর, যত্নকেই অক্ষয় তূণীর কর, ভগবান্ শ্রীহরিকে সারথি কর, তুমি স্বয়ং রথী হইয়া অর্জ্জুনরূপে সেই দিব্য রথে আরোহণ কর; এইরূপে সমগ্র দিব্য সাধনে সুসম্পন্ন হইয়া নিজ কণ্ঠরূপ দেবদত্ত শঙ্খ হইতে 'মাভৈঃ'—ধ্বনি সমুত্থিত করত এই ঘোর-সঙ্কটাকীর্ণ দুস্তর কুরুক্ষেত্ররূপ সংসার পার হও, জানিও,—ধর্ম্মেরই জয়।

ব্যাখ্যা,—ধর্ম্মবীর অর্জ্জুনের রথের নাম 'কপিধ্বজ'। কপি অর্থাৎ মহাবীর হনূমান্ ঐ রথের ধ্বজোপরি অলক্ষ্যভাবে অধিষ্ঠান করায় অর্জ্জুনের রথের নাম 'কপিধ্বজ'। হনূমান্ মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি। যিনি 'জয়রাম'-শব্দে মহাসাগর পার হইয়াছিলেন, যিনি পাপের রাজ্য স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি দেবলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী আনিয়া লক্ষ্মণকে শক্তিশেল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি পাপপুরুষ দশাননের হস্ত হইতে বৈকুণ্ঠলক্ষ্মী সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি নিজ বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে জলন্ত রামনাম দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিষ্ণুভক্তির অবতার ভিন্ন আর কি বলিব? মহাকবি কালিদাসও প্রকারান্তরে ইহাই বলিয়াছেন,—

"মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ
সংসারমিব নির্ম্মমঃ"।
(রঘুবংশ, ১২শ সর্গ, ৬০ শ্লোক)

সংসারমায়া হইতে নির্ম্মুক্ত বিষ্ণুভক্ত যোগী যেমন ভব-সাগর পার হয়, তেমনি হনূমান্ মহাসাগর পার হইলেন।

অর্জ্জুনের রথের বাহন অর্থাৎ অশ্ব শ্বেতবর্ণ, এজন্য অর্জ্জুনের একটি নাম 'শ্বেতবাহন'। ঐ শ্বেতবর্ণ অশ্ব পবিত্র সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের মধুময় উৎস হইতেই দান, ধ্যান, সত্য, শৌচ, প্রভৃতি পুণ্যপরম্পরা প্রবাহিত হয়। যে গুণে জগদীশ্বর এই অনন্তকোটি জীবের পালন করিতেছেন, যাহার প্রভাবে জীবের জন্মমাত্র মাতৃস্তন হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, যে গুণের প্রভাবে অনশন-মুমূর্ষু একটি প্রাণী আপনার মুখের অন্ন অন্যের মুখে প্রদান করে, যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের নামগন্ধও নাই, তাহাকেই সত্ত্বগুণ বলে। অতএব, সেই সত্ত্বগুণ ভিন্ন ভক্তি-রথকে আর কে টানিতে পারে?

ভগবান্ বৈশ্বানর প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব নামক দিব্য ধনু ও দিব্যাস্ত্রপূর্ণ অক্ষয় তূণ দান করিয়াছিলেন; ঐ দুইটির প্রভাবে ত্রিভুবনে তাঁহার দুর্লভ দুষ্কর বা অজেয় কিছুই ছিল না। ঈশ্বরদত্ত মনই সেই দিব্য গাণ্ডীব এবং পুরুষকারই সেই অক্ষয় তূণ। এই দুইটি দিব্য সাধন লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে মনুষ্যের দুষ্কর দুর্লভ বা দুর্জ্জয় কিছুই থাকে না।

স্বয়ং ভগবান্ হরি যে রথের সারথি, সে রথের গতি জলে অনলে শূন্যে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত, সে রথের গতি চতুর্দ্দশ ভুবন ভেদ করিয়া রথীকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়; সে রথের প্রতিকূলে একাদশ অক্ষৌহিণীর কথা দূরে থাক, চতুর্দ্দশভুবন অস্ত্রধারণ করিলেও কৃতকার্য্য হয় না;—

ত্রৈলোক্যে প্রতিকূলেঽপি
কা ভীতিঃ সদয়ে হরৌ।
অনুকূলেপি ভুবনে
কা রক্ষা বিমুখে হরৌ॥

ত্রৈলোক্য মিলিয়া যদি প্রতিকূল হয়,
সহায় থাকিলে হরি, কিবা তাহে ভয়;
ত্রিভুবন অনুকূল যদি হয় তার,
হরি দয়া না করিলে নাহিক নিস্তার।

অর্জ্জুনের দেবদত্ত নামক দিব্য শঙ্খ ছিল। তাঁহার সেই শঙ্খনাদে সমস্ত বিপক্ষের বীর্য্য নির্ব্বাপিত এবং নিজ-বীর্য্য প্রজ্বলিত হইত। ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠই সেই দেবদত্ত শঙ্খ। সেই বিজয়-শঙ্খের শব্দে যমদণ্ডও বিশীর্ণ হয়, মুমূর্ষুর দেহেও অযুত মত্ত হস্তীর বল সঞ্চারিত হয়;

ভবেৎ কৃতান্তস্ত্বয়ি ভগ্নদণ্ডঃ
সম্পূর্ণকামো ভবিতাসি নূনম্।
রে জীব ভক্ত্যা পরিপূর্ণয়া ত্বম্
উদীরয় শ্রীহরিনাম নিত্যম্॥

ভক্তিভরে ওরে জীব! বল হরিনাম,
চূর্ণ হবে যমদণ্ড, পূর্ণ হবে কাম।

মহাসঙ্কটমগ্নানাং শরণায়োবসীদতাম্।
শরণং তারকব্রহ্মহরিনামৈব কেবলম্।

পড়িয়া দুস্তর ঘোর সঙ্কট-সাগরে,
অবসন্ন হয় যেই আশ্রয়ের তরে;
কেবল তারকব্রহ্ম হরিনাম তার,
একমাত্র আছে গতি হইতে উদ্ধার।

কিমধিকমিতি। শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

জীবনবেদ। *

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

১৭ই পৌষ, ১৮০৪ শক।

অনৃতখণ্ডন।

আমার জীবনবেদ পাঠ না করিয়া, সমুদয় পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন না করিয়া কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা মিথ্যাকথন অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। সে সকল মিথ্যা কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। তাই জীবনবেদের বিশেষতত্ত্ব না জানিয়া, যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং তদ্দ্বারা যে সমস্ত অনৃত বচনে দোষী হইলেন, সে সকল খণ্ডন করা আবশ্যক। মিথ্যাকথনদোষে কে কে দোষী? কে কে অপরাধী? পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে এই নরকের কীটকে যাঁহারা এক-শ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমি তাঁহাদিগের সহিত এক-শ্রেণীভুক্ত? এ কথা নিতান্ত অসার। যাঁহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাঁহাদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইব? যাঁহাদের কাছে বসিতে পারি না, সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে ভক্তি করে, যাঁহাদিগের নিকট হইতে পরিত্রাণের সাহায্য লাভ করিয়াছে, সেই সকল সাধুর নিকট পাপীর ন্যায় পরিত্রাণপ্রার্থী হইয়া যাইব, জীবের সহায় হইয়া একত্র বসিতে চেষ্টা করিব না। এক আসনে বসিব না। নীচে বসিয়াছেন যাঁহারা,—দৃষ্টান্ত লইতেছেন যাঁহারা, উপদেশ শুনিতেছেন যাঁহারা,—সেই সকল ব্যক্তির আমি অন্তর্ভূত। এতেই আমার গৌরব; আমি তাঁহাদের নাম করিয়া পবিত্র হই, নৃত্য করিতে পারি, এই আমার সুখ ও শান্তি। আর যাহারা বলিলেন, এ ব্যক্তির চরিত্র নির্ম্মল, পাপ দেখা যায় না, সাধুদিগের মধ্যে এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাকথন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এ জীবনবেদে স্পষ্ট লেখা আছে, অনেক পাপ ছিল, ভয়ানক দোষ কলঙ্ক আশ্রিত ভাবে এ জীবনে পাপের মূলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কাটা হয় নাই। যাঁহারা সাধু, যাঁহাদের নাম করিলে জীবন পবিত্র হয়, আমার নাম সে শ্রেণীতে কেহ যেন মনে না করেন। এই যেন সকলে ভাবেন, আর দশ জন পাপী যেমন গুপ্ত পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করে, আমিও তেমনই। তাহারা যেমন ভাল হইবার জন্য প্রার্থনা করে, আমিও দোষে গুণে মিশ্রিত। দোষ থাকা সত্ত্বেও অপরে যেমন ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পান, লোককে উপদেশ দিতে সাহসী

---

* আর্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবন সম্বন্ধে যে কয়টী উপদেশ দেন এইটী তাহার শেষ।

হন, আমিও তেমনই সত্য লাভ করি, উপদেশ দিই। আচার্য্য হইবার অর্থ এ নয় যে, পাপমুক্ত হইয়া আচার্য্য হইয়াছি; আচার্য্য হইবার অর্থ এ নয় যে আপনাকে নির্ম্মল করিয়াছি, এক্ষণে অপরকে নির্ম্মল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি আচার্য্য হইয়াছি কেন? কতকগুলি রত্ন পাই, সেইগুলি অপরকে দিবার জন্য। কতকগুলি ভাব পাইয়াই অপর সকলকে তৎসমুদয় অর্পণ করি। পাপাশ্রিত হইয়া, গুণসম্বন্ধে পরহিতসাধনমানসে আমি আচার্য্যের আসনে বসিতে লজ্জা বোধ করি। আমি অল্প অল্প স্বর্গ হইতে যেটুকু পাইয়াছি, সেইটুকু দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। যদিও সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত নই, যদিও তাঁহাদিগের চরণতলে বসিবার যোগ্য নই, নির্ম্মলচরিত্র সাধুদিগের সঙ্গে পবিত্রচরিত্র মহর্ষিদিগের কাছে বসিবার উপযুক্ত নই, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি তাঁহাদিগের নাম সাধন করিয়া রিপুদমনব্রতে ব্রতী; তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞান এবং পুণ্য, শান্তি ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট আসিতেছে। যাঁহারা বলিলেন, এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাঁহারাও মিথ্যা কথা বলিলেন। বারংবার ঈশ্বর দর্শন করিতেছি, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই সত্য, ইহাই বেদের কথা। এইরূপ দেখিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। এ ব্যক্তি অযোগ্যতা সত্ত্বেও এক বার নয়, দুই বার নয়, শত সহস্র বার স্বর্গের সুধাভিষিক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পবিত্র ও সুখী করে, শত সহস্র বার দর্শন লাভ করিয়া জীবন পবিত্র ও দর্শনপ্রয়াসী হয়। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা সত্য কথা বলিলেন। যাঁহারা বলিলেন, এ ব্যক্তির ঈশ্বরদর্শন ভ্রান্তি ও কল্পনা, বাস্তবিক এ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাঁহার কথা শোনে নাই, পৃথিবী তাঁহাদিগকে আজ নয় কাল মিথ্যাবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। আমি বাহিরের বস্তু সকলকে যেমন দেখিতেছি, ভগবান্‌কে ঠিক তেমনি দেখিতেছি। ভগবান্ বলিয়া যাঁহার পূজা করি, বন্ধু বলিয়া যাঁহাকে ভাল বাসি, তাঁহার কথা কত শুনিতেছি। আহার পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ তেমনি সহজ। ইহাতে যদি কেহ বলেন, এ ব্যক্তি অপর সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী। যাঁহারা আমার দর্শন ও শ্রবণ অস্বীকার করিলেন, তাঁহারা যেমন মিথ্যাবাদী, আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য যাঁহারা আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারাও তেমনি মিথ্যাবাদী। ঈশ্বরদর্শন অসাধারণ পুরুষত্বের পরিচয় নয়, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ অসামান্য নয়। যেমন বাহিরের জড় বস্তু সকল দেখা; ঈশ্বরকে দেখা তেমনি। তিনি যেমন ভাবান, তেমনি ভাবি, যেমন বলান, তেমনি বলি, যেমন প্রচার করিতে বলেন, তেমনি প্রচার করি। তাঁহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ; আর যদি কোন গূঢ় দর্শন থাকে, তাহা হয় নাই। যেমন জড় বস্তু দেখা তেমনি ঈশ্বরকে দেখা হইয়াছে, যেমন বাহিরের শব্দশ্রবণ করা তেমনি ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অন্যান্য যোগী ভক্তদের সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই। যেমন বাহিরের বস্তু ঠিক দেখি, বাহিরের কথা ঠিক শুনি, বিপরীত হইতে পারে না, ইহাও সেইরূপ। যদি কেহ মনে করেন, এ ব্যক্তি অন্যান্য লোকের ন্যায় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নানা অনুসন্ধান করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, লোকের পরামর্শ লইয়া কাজ করে, তিনি মিথ্যা মনে করেন। যাঁহারা জানেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক কোন কোন পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং ইহার সমক্ষে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ইহার সংসার চালাইতেছেন, তাঁহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন। তাঁহারা মিথ্যাবাদী, যাঁহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ ব্যক্তি বুদ্ধি সহকারে ধর্ম্ম সকলকে মিলিত করিতেছে, এ ব্যক্তি ভয়ানক অধ্যবসায় সহকারে হিমালয়কে স্থানান্তরিত করিতে পারে। এইরূপ আমার জীবনসম্বন্ধে লোকে কত সিদ্ধান্ত করিতেছে। যে ব্যক্তি ছেলে মানুষের মত বিশ্বাস করে, কল্যকার জন্য ভাবিত হয় না, ধর্ম্মজীবন আরম্ভ অবধি সাংসারিক সকল চেষ্টা হইতে বিরত, পরের মন্ত্রণা শোনে না, দশ জনকে অধ্যক্ষ করিয়া আপনাকে পরিচালিত করিবার জন্য বিধি লয় না, আকাশের দিকে তাকায়, আর অন্ধকারের ভিতর হইতে যে সঙ্কেত আসে তাহাই করে, সেই এই ব্যক্তি। এই একটি লোকের জীবনে ২৫ বৎসরে অনেক বড় বড় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি যে শুদ্ধ তৎ সমুদয় পরাজয় করিয়াছে তাহা নয়; জীবনের ভিতর হইতে আলোক পাইয়া এখন বড় বড় বিপদের কাছে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছে। ঈশ্বর কেমন করিয়া মানুষকে চালান, এই ব্যক্তিতে তাহা অতি স্পষ্ট প্রকাশিত। দাঁড় লইয়া এক জন চালান, এক জন চালিত হয়; এক জন ভাবেন, তাই এক জনকে ভাবিতে হয় না। আমার জীবনের এই গূঢ় কথা যদি জানিতে চাও, তবে জীবনবেদ পড়। এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং চালাইয়াছেন, আজও চালাইতেছেন। ইহা যাঁহারা অলৌকিক পুরুষত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যাবাদী। যেমন আমি আমার জীবনকে ঈশ্বরের হাতে দিয়াছি, এমনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হাতে জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা অলৌকিক

নয়। এমন জীবনের কথা অনেক স্থানে পড়া গিয়াছে। ঈশ্বর পবিত্রাত্মা মনুষ্যের জীবনতরিকে চালান, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব বলিও না যে আমাদের উপদেষ্টা জীবনবেদে এ কথা প্রকাশ করায় আপনার জীবনকে উচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক জন মূর্খ নীচ অবস্থার লোক হইতে পারে, অথচ ঈশ্বর দয়াময়ী মাতা হইয়া তাহাকে সত্যের পথে সাংসারিক শ্রীসম্পদের পথে চালান। আর কে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি আমাকে ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী। আমি ধনী, মানী, জ্ঞানী এ জ্ঞান আমার নাই। সত্যানুরোধে আমাকে ধনী বলিয়া গণনা করা যায় না। নিজের বাড়ী ছাড়া একটী পয়সা আছে বলিতে পারি না। যদি কেহ আমাকে ধনীদিগের মধ্যে স্থান দিয়া থাকেন, ভ্রান্তিবশতঃ দিয়াছেন; জানেন না বলিয়া লোকে আমাকে ধনীদিগের মধ্যে বসিতে দেন। যাঁহারা গূঢ় তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, কল্য প্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ন আসিবে এমন উপায় নাই। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর উপায় আছেন। আমি আপনাকে যেমন ধনী বলি না, তেমনি নির্দ্ধনও বলি না। যাঁহারা আমাকে দরিদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাঁহারও মিথ্যায় পতিত হন। দরিদ্র কে? যে কাঁদে সেই দরিদ্র, সেই দুঃখী। দীনবন্ধু আমাকে সে দলে ফেলেন নাই, আমাকে সে শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। ধন না থাকিলেও যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া গণনা করিতে পার, তবে সে ব্যক্তি আমি। পৃথিবীর ধনকে আমি তুচ্ছ বোধ করি। কল্যকার জন্য উদাসীন হইয়া যাঁহাতে হৃদয়কে স্থির রাখি, আমার তিনিই ধন। আমি কেন ভাবিব? যিনি ভাবিবার তিনি ভাবিবেন। ধন আমার ভাণ্ডারে আছে, বাড়ীতে নাই। পিতার কাছে সকলই আছে; তাঁহার দেওয়া আর আমার লওয়া কেবল বাকী। যাঁহারা ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রাখিয়া মনে করেন, আপনাদিগের পরিবারের জন্য অনেক বিষয় রাখিয়াছি, ভবিষ্যতের দারিদ্র্য অসম্ভব করিয়াছি, মাসে মাসে অনেক টাকা আসিবে, তাঁহারা মিথ্যা চিন্তা করেন। আমার বিদ্যাও পৃথিবীর নয়; এখানকার সামান্য এক জন বিদ্বান্ যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তাহা জানি না। যে জ্ঞান আছে, তাহা বলিতে পারি, এমন ভাষা বোধ আমার নাই। সম্পূর্ণ বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যালয়ে হয় নাই। কৃতবিদ্যদিগের সহিত আমার তুলনা করিলে সে তুলনা মিথ্যা জানিতে হইবে। বিদ্যা আমার নাই, জ্ঞান যাহাকে বলে, সে জ্ঞান আমার নাই। যাহা থাকিলে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা আমার নাই। কিন্তু জ্ঞানে আমার ঔদাসীন্য নাই। আমি যে ঈশ্বরের কথা জানি না, কি উপদেশ দিতে পারি না, তাহা নহে।

এক জন জ্ঞানী আমার বাড়ীতে থাকেন, আমার দৃষ্টি তাঁহার উপর থাকে। সেই শাস্ত্রীর শাস্ত্র শুনিয়া আমি বিদ্যাসম্বন্ধে যত অভাব মোচন করি। লজ্জানিবারণ যদি আমার লজ্জা নিবারণ করেন, তবেই হয়। যে গুলি থাকিলে উপদেশ দেওয়া যায়, হরি তাহার ব্যবস্থা করেন। আর কে মানী? উচ্চপদস্থ লোক অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আলাপ করেন। আমার যাহা কিছু মান হইয়াছে, তাহা হরির জন্য। আমার মান হরির মান। পৃথিবীর মান পাই নাই, পাইব না, সুতরাং হারাইবারও আশঙ্কা নাই। পৃথিবীর কাছে কোন প্রকার মান প্রাপ্ত হই নাই। ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি। এখন এই ব্যক্তিসম্বন্ধে কে কে মিথ্যা বলিলেন, এব্যক্তির জীবনের অন্যায় অর্থ করিলেন, তাহা সহজেই ধরা যাইবে। এখন সকলের এই মনে হওয়া উচিত, এ ব্যক্তির জীবন যেমন চলিয়াছে আমাদের তেমনই হউক। নিজের দ্বারা কিছু হয় নাই, হরিচরণ ব্যতীত আর ধন নাই, হরিচরণ ব্যতীত আর কোথায় জ্ঞান শান্তি পাওয়া যায় না, হরিচরণই সর্ব্বস্ব; এই জীবনবেদের ইহাই মূল তাৎপর্য্য।

হে দীনবন্ধু, হে আশ্রয়দাতা, এ জীবনের ২৫ বৎসর তোমারই সাক্ষী। এ জীবন তোমাকেই জগতের কাছে প্রকাশ করুক, আমি কৃতার্থ হই। আমার জীবনে আমি কি করিলাম? পাপ করিলাম। তুমি কি করিলে? সমুদয় করিলে। সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে। আমার বিদ্যা নাই জ্ঞান নাই, তুমি আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝাইলে। হে দীনবন্ধু, এখন এক এক জন ভক্তকে স্বয়ং দেখা দিয়া কৃতার্থ কর। আমি পাপ বিনাশ করিবার উপযুক্ত নই, কিন্তু তুমি আমার জীবনে কি করিয়াছ, করিতেছ, তাহার সাক্ষ্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার জীবন যে সোণার জীবন হইল। পরমেশ্বর, আমার জীবনকে সোণার করিয়াছ। হৃদয়কে হীরকখণ্ড করিয়াছ। এমন হীনকে এত বড় করিলে? আমি যে আগে পিপিলীকার গর্ত্তে থাকিতাম। এক এক বার বাহির হইতাম আর এক একটী চাল মুখে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতাম। আজ ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদীতে বসাইয়াছ। কেন এমন হইল? ভগবান্ যাকে সুখী করেন, সেই সুখী হয়। তুমি যাকে ধনী মানী ও জ্ঞানী করিবার প্রতিজ্ঞা কর, সেই কৃতার্থ হয়। এই জীবনবেদ পৃথিবীর লোকে পাঠ করুক আলোচনা করুক। এ জন্য নয় যে, আমাকে সুখ্যাতি করিবে। লোকে বলে, হরি আগে যেমন ভক্তকে লইয়া অলৌকিক ক্রিয়া করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না, এখন ঈশ্বর দূরে গিয়াছেন। হে হরি, আমার প্রাণের সহিত এ অনৃত খণ্ডন করিয়া যাই। লোকে এই ক্ষুদ্র পাপীর জীবনবেদ পড়ুক। এক একটি শব্দ আলোচনা করুক। তাঁহাদিগের মনে তোমার প্রতি

বিশ্বাস ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। তুমি আমাকে টাকা কড়ি এনে দিলে, তুমিই আমাকে জ্ঞান দিলে। তুমি কত করিলে, এখন এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমার বেদীতে বসা যেন এই উপকার করে, যেন লোকে ভাবে, এ ব্যক্তি মন্দ ছিল, এখন কি হইল। এর যে কিছু ছিল না, এখন এত হইল। আমার জীবনতরি কোথায় পড়িয়াছিল, আর আজ এ কোন্ ঘাটে লাগিল। এ যে বৈকুণ্ঠের কাছা কাছি। এখন তুমি আমাকে যা বলাবে, আমি তাই বলিব, যা করাবে, আমি তাই করিব। হরি, আমি তোমারই। আমার জীবনবেদ পড়ে লোকে তোমাকে ভাল বলুক। এই জীবনবেদ পড়িয়া পৃথিবী যেন তোমারই পাদপদ্মে প্রণত হয়, তোমারই প্রেম ভক্তিতে প্রমত্ত হয়, কৃপা করিয়া তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

আধ্যাত্মিক বিবাহ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অনন্তর তপস্যানুরাগী সেই রাজপুত্র শিখিধ্বজ পর্ণকুটীরবাসী হইয়া যথাবিধানে জপ তপ পূজা ধ্যান অনুষ্ঠানে এবং কঠোর ব্রত সাধনে প্রবৃত্ত রহিলেন। এদিকে রাজমহিষী ঘোর নিশীথ সময়ে সহসা জাগরিত হইয়া দেখেন যে তাঁহাকে একাকী শয্যায় নিক্ষেপ করিয়া স্বামীদেব কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি শোকে অতিমাত্র আকুল হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। দাবদগ্ধা হরিণীর ন্যায় ব্যাকুল অন্তরে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক ম্লান বদনে অপ্রসন্ন মনে চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, "হা কি কষ্ট! প্রভু রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন! আমি আর এখানে থাকিয়া তবে কি করিব? তাঁহারই অনুগামিনী হইব। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বামীই স্ত্রীর পরম গতি।"

পরে চূড়ালা দেবী স্বয়ং রাজ্য রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদিকে রাজকার্য্য করেন, অপরদিকে মধ্যে মধ্যে যোগবলে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক বনচারী স্বামীকে দর্শন করিয়া আসেন। এইরূপে তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর শিখিধ্বজের শরীর কালবশে জরাগ্রস্ত হইলে চূড়ালা মনে ভাবিলেন, এক্ষণে আমার স্বামী-সহবাসের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বলিয়া আকাশমার্গে চলিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে মনে হইল, কি আশ্চর্য্য! আমার বিবেক সমুদিত হইয়াছে, তথাপি আমি স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছি! বুঝলাম, শরীরিগণের স্বভাব আজীবন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। কি আশ্চর্য্য, আমি প্রকৃত জ্ঞানের পথবর্ত্তিনী হইয়াছি, তথাপি এই মৃদুমন্দ গন্ধবহ, এই সুশীতল চন্দ্ররশ্মি, এই বনবীথিকা আমাকে উৎকণ্ঠিতা করিতেছে! পরে তিনি আপনাকে

আপনি সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "অয়ি মূঢ়ে! যদি তোমার স্বামী-শরীর আলিঙ্গনাদি করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা তুমি ত্যাগ কর। কেন না, বলবতী জরা অধুনা তাঁহার শরীর গ্রাস করিয়াছে। উহাতে আর কিছুই মনোহারিতা বা প্রীতিকারিতা নাই। এক্ষণে তিনি তপস্বী হইয়াছেন, তাঁহার কলেবর ক্ষীণ এবং বাসনাবিহীন হইয়াছে। আর তাঁহার ভোগ সুখে আসক্তি মাত্র নাই। তিনি সর্ব্বথা নীরস শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। অতএব তোমার উৎকণ্ঠার বিষয় কি? আহা, আমার কি সৌভাগ্য! বহু কালের পর আমি কৃতমনোরথ হইলাম। যেহেতু আমার স্বামী তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় বশতঃ আমার তুল্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমার সকল আনন্দের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান আনন্দ। অতঃপর আমরা দুই জনে সমান মনোবৃত্তির সঙ্গমরূপ পরমসুখ আস্বাদন করিব।"

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম, পতিব্রতা চূড়ালা এইরূপ চিন্তানন্তর মন্দরকন্দরে আগমন এবং অলক্ষিত ভাবে অরণ্য মধ্যে অবতরণ করিলেন। তথায় দেখিলেন, তাঁহার স্বামী নির্জ্জন পর্ণশালায় সমাহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সে পূর্ব্বের অপূর্ব্ব রাজভূষা নাই, শরীর ক্ষীণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং জীর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়াছে। তিনি এখন বৃষ্টির জলে স্নান এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন, ধরাসনে শয়ন করেন, পূজার জন্য স্বহস্তে পুষ্পমালা গ্রন্থন এবং মস্তকে জটাজুট ধারণ করেন। ক্ষুধা হইলে ফল মূল আহার করেন, কখন বা উপবাসী থাকেন। ঈদৃশ অবস্থায় চূড়ালা তাঁহাকে সেই বনমধ্যে দেখিতে পাইলেন।

তদবস্থায় স্বামীকে দর্শন করিয়া রাজ্ঞী বিষণ্ণ হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "অহো! কি মূর্খতা। মূর্খতা বশতঃই লোকের এইরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। অতএব আমার স্বামী যাহাতে ভেগমোক্ষশ্রী লাভ করেন, অদ্যই আমি তাহা করিব। ইহাঁর মতি এখন কর্ম্মবশে পরিপক্ক হইয়াছে। আমি তাপস বেশ ধারণপূর্ব্বক ইহাঁর নির্ম্মল অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞান প্রবোধিত করিব।"

এইরূপ চিন্তার পর যোগবলে তিনি দিব্য এক ব্রাহ্মণকুমার রূপ ধারণ করিয়া সহাস্য আস্যে স্বামীসন্নিধানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার মনোহর রূপলাবণ্যে সেই নির্জ্জন তপোবন আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিল। সেই কুণ্ডলমণ্ডিত মনোজ্ঞ মুখমণ্ডলে অলক্ষৃত কমনীয় কান্তি, শুভ্র উপবীতধারী তেজোময় মূর্ত্তি পুরুষরূপী নারীকে অবলোকন করিয়া দেবকুমার বোধে শিখিধ্বজ তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন এবং "হে দেবকুমার, আপনাকে নমস্কার!" এই বলিয়া পত্রনির্ম্মিত আসনে সাদরে তাঁহাকে বসাইলেন।

দেব। রাজর্ষে! আপনাকে নমস্কার।

শিখি। মহাভাগ! ভবদীয় দর্শনে অদ্য আমার দিন সার্থক এবং জন্ম সফল হইল। অধুনা, এই পাদ্য এবং অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

দেব। আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ পূজা প্রাপ্ত হয় নাই। হে অনঘ! আমার বোধ হইতেছে, আপনি এই অনুরূপ বিনয়-বলে চিরজীবী হইবেন। আপনি কি এক্ষণে নিষ্কাম ভাবে নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য তপস্যা করিতেছেন? বনবাস যদিও ঋষিদিগেরই ব্রত, কিন্তু আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক ইহার আশ্রয় গ্রহণ করা অসিধারার ন্যায় অত্যন্ত ক্লেশজনক।

শিখি। ভগবন্! আপনি দেবতা, সুতরাং সকলি অবগত, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমার বোধ হয়, আপনার এই অঙ্গ সমুদয় সাক্ষাৎ চন্দ্রের অংশে সংগঠিত, আপনার সর্ব্ব শরীরও যেন অমৃতে অভিষিক্ত। আপনার পূজাজন্য সংগৃহীত এই সমুদয় বিচিত্র কুসুম ভবদীয় অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া সর্ব্বথা কৃতার্থ হউক! এবং আমিও অভ্যাগত পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি। ভগবন্! আপনি কে? এবং কাহার পুত্র? শুদ্ধ আমাকেই অনুগ্রহ করিবার জন্য আসিয়াছেন, না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

দেব। আমি দেবর্ষি নারদের পুত্র, নাম কুম্ভ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য করি, আপনি কে? এবং কত দিনইবা এই বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন?

শিখি। আমার নাম শিখিধ্বজ, আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়া বনান্তর আশ্রয় করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখ এবং জন্ম মৃত্যু আপনার ন্যায় ব্যক্তিকেও আক্রমণ করে। এইজন্য তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছি, কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্রাম লাভে সমর্থ হইতেছি না। কঠোর ব্রত নিয়মে আমাকে শান্তি দিতে পারিতেছে না। অমৃতও আমার বিষবৎ বোধ হইতেছে।

দেবকুমাররূপী চূড়ালা বলিলেন, "ক্রিয়া কেবল কালাতিপাত এবং চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই জন্য। যেখানে বাসনা, সেইখানেই বিবিধ ক্রিয়া। জ্ঞানীজনের বাসনা নাই, এইজন্য কোন প্রকার ক্রিয়া তাঁহাদের আবশ্যক হয় না। সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবিলে মূর্খতা দূর হয়। কি জন্য আপনি তবে অজ্ঞানীর ন্যায় এত কঠোরতা করিতেছেন?"

শিখি। অহো! অদ্য আমি বহুকালের পর জ্ঞান লাভ করিলাম। আপনি আমার গুরু, পিতা এবং সুহৃৎ। আমি আপনার কৃপাভাজন শিষ্য। আপনার চরণে নমস্কার। জ্ঞান অনেক প্রকার, তন্মধ্যে হে ব্রহ্মন্! কোন্ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও আশু মুক্তিজনক?

দেব। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ

নহেন। আপনার সাধনা কৃত্রিম অবিশুদ্ধ; কারণ, আপনার এখনও সঙ্কল্প আছে। সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণি ভ্রমে আপনি তপোরূপ কাচখণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আপনি অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বস্বত্যাগে যত্ন করিয়াছিলেন, এখন বাসনাসহকারে তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, সুতরাং কিরূপে সুখী এবং সিদ্ধ হইবেন? বলিতে কি, যাহারা সকলের সুসাধ্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দুঃখসাধ্য তপস্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শঠ এবং আত্মঘাতী। আপনি দুঃখময় রাজ্যবন্ধন কাটিয়া বনবাসবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। জ্ঞানের অভাবে এইটী ঘটিয়াছে। অতএব সাবধান হউন। রত্নভ্রমে ধূলি সংগ্রহ করিবেন না।

হে রাজেন্দ্র! আপনি স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়করী ভাবিয়া চূড়ালার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কিজন্য সর্ব্বত্যাগ নিপুণ্য অভ্যাস করেন নাই?

শিখি। আমি রাজ্য দেশ গৃহ স্ত্রী সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আমি সর্ব্বত্যাগী হইলাম না ইহার কারণ কি?

দেব। রাজ্যাদি কিছুই আপনার নহে, সুতরাং তাহাদের ত্যাগে সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধি সম্ভব কোথায়?

শিখি। রাজ্যাদি এখন আমার নহে, কিন্তু এই অরণ্যত আমার? এক্ষণে ইহাও আমি ত্যাগ করিলাম।

দেব। অরণ্যও আপনার নহে।

শিখি। আচ্ছা এই আশ্রম আমার, আমি ইহা ত্যাগ করিলাম। আমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইল।

দেব। আশ্রমও আপনার নহে।

চূড়ালার এই কথা শুনিয়া শিখিধ্বজ অবিকার চিত্তে আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তপস্যার উপকরণ দণ্ড ভাণ্ড কমণ্ডলু কন্থা কম্বল করোয়া অক্ষমালা সমস্ত আশ্রমকুটীরের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন এবং শুষ্ক কাষ্ঠ সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেগুলি সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিলেন। সমস্ত দগ্ধ হইয়া গেল, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে দেবপুত্র! আমি আপনার প্রসাদে সুখে প্রতিবোধিত হইলাম। আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমি দিগম্বর দিগ্‌গৃহবাসী এবং দিকের ন্যায় সমদর্শী হইয়াছি। আর আমার সর্ব্বত্যাগের অবশেষ কি আছে?"

কুম্ভ কহিলেন, "এখনও আপনার উত্তমাংসের পরিহার হয় নাই। তবে আপনি সর্ব্বত্যাগী কিরূপে?"

শিখি। দেবপুত্র! আমার আর কি আছে? দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে, অধুনা এই দেহকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া সর্ব্বত্যাগী হইব।

এই বলিয়া তিনি দেহ বিনাশে প্রবৃত্ত হইলে, কুম্ভ বলিলেন, "মহারাজ! এ কি করেন? এই দেহ নির্দ্দোষ জড় মাত্র, ইহাকে কেন ত্যাগ করিতেছেন? ইহার অপরাধ কি? আপনিই ইহাতে অপ-

রাধী। দেহ কেবল সুখ দুঃখ ভোগের স্থান মাত্র, জনক নহে। শরীর ত্যাগে সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হয় না, বরং তাহাতে লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত হয়।"

শিখি। তবে কি ত্যাগ করিলে সর্ব্বত্যাগী হওয়া যায় বলুন?

কুম্ভ। চিত্ত ত্যাগই সর্ব্বত্যাগ। আপনি বুদ্ধিকে স্থির করুন। শূন্যভাণ্ডে যেমন রত্নাদি স্থাপন সম্ভবপর, তেমনি সর্ব্বত্যাগীর অন্তরে পরমাত্মা বিরাজিত হন। মহার্ষ শাক্য সর্ব্বত্যাগবলেই কালকালেও মেরুর ন্যায় নিশ্চল ও নির্ভয়ে স্থিতি করিতেন। যে ব্যক্তি কিছুরই প্রার্থী নহে, তাহাকে সকলই দেওয়া হয়। অতএব আপনি প্রথমে মন দ্বারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরে মনকেও ত্যাগ করুন। অনন্তর "ত্যাগ-করিয়াছি" এই ত্যাগাভিমান ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হউন।

(ক্রমশঃ)

আত্মবিসর্জ্জন।

আত্মবিসর্জ্জন বিনা ধর্ম্ম নাই, আত্মবিসর্জ্জন তুল্য গুণ নাই, আত্মবিসর্জ্জন তুল্য মহত্ত্ব নাই। আত্মবিসর্জ্জনের ন্যায় গৌরবের বিষয় নাই। আত্মবিসর্জ্জনের তুল্য শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই। ইহাতে স্নেহের আদর্শ প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়, এই আত্মবিসর্জ্জনে মানুষ যখন ঈশ্বরপ্রেমে আপনাকে হারাইয়া যায়, হৃদয় মন প্রাণ হরিচরণে ঢালিয়া দেয়, ইহজীবনের সুখ শান্তি আরাম, পরজীবনের আশা ভরসা ভগবানে সমর্পণ করে, বিসর্জ্জন করে, তখনই সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম লাভ করে।

আত্মবিসর্জ্জনের তুল্য সুখ নাই, আত্মবিসর্জ্জনে প্রেমের পরাকাষ্ঠা। সতী স্ত্রী যখন হৃদয়ের প্রেম অনুরাগ চিরদিনের জন্য পতিতে সমর্পণ করে, আপনার জীবনের সুখ শান্তি সমুদয় পতিচরণে বিসর্জ্জন করে, প্রেমে আত্মহারা বিস্মৃতা হইয়া স্বামীতে সকলই উৎসর্গ করে তখন সে কত সুখী হয়।

আত্মবিসর্জ্জন তুল্য মহত্ত্ব নাই দেশহিতৈষী পরোপকারী সাধু যখন দেশানুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়া দেশের জন্য পরের জন্য শরীর মন উৎসর্গ করেন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যান, কেবল পরের সুখে সুখী হয়েন, পরের মঙ্গল করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করেন পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করেন তাঁহার তুল্য মহৎ আর কে? পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন কে করিতে পারে পৃথিবীতে সে দেবতা। আত্মবিসর্জ্জনে দুঃখের ভিতরও সুখ হয়, অশান্তির ভিতরে শান্তি পাওয়া যায়, মন কোমল হয় স্নিগ্ধ হয় উন্নত হয়।

আত্মবিসর্জ্জনের তুল্য স্নেহের আদর্শ আর কি? জননীর পবিত্র স্নেহে এই আত্মবিসর্জ্জন আত্মসমর্পণ। আপন সুখ স্বাস্থ্য আরাম শান্তি আহার নিদ্রা সন্তান

ই মাতা সন্তানের জন্য ত্যাগ করিতে স্তুত। সন্তানের সুখে সুখী, দুঃখে খী মাতা যেমন, এমন আর কে? কল স্নেহের সকল ভালবাসার সীমা াছে, মাতার স্নেহের, মাতার গভীর প্রেমের বিরাম নাই, সীমা নাই। ন্তান কু হইলেও কুমাতা কখনও হয় । আজীবন জননীর স্নেহ সমান বে থাকে। সম্পদে বিপদে রোগে াকে সুখে দুঃখে মার স্নেহের পরিন নাই। বিশ্বমাতার স্নেহের ছায়া থিবীর জননীর স্নেহে বুঝি আসিয়া ড়িয়াছে, তাই মার স্নেহ এত সুমিষ্ট ত মহৎ, এত সুন্দর। ভক্তের ভক্তিতে ত্মবিসর্জ্জন, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে আত্মবিসন পরোপকারীর সদনুষ্ঠানে আত্মসর্জ্জন, সতীর প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন, তার স্নেহে এই আত্মবিসর্জ্জন, সার র্থ, শ্রেষ্ঠ বস্তু এই আত্মবিসর্জ্জন। য়! কবে আমি আত্মবিসর্জ্জনমন্ত্রে ক্ষিত হইয়া ধন্য হইব।

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র।

প্রাচীন কালে গ্রীস রোম ইত্যাদি শের শিল্পীগণ দ্বারা সময়ে সময়ে নেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র সকল র্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রিষ্টীয় চারিশত সর পূর্ব্বে একজন শিল্পী একটি কাষ্ঠের রাবত নির্ম্মাণ করে, তাহা উড়িতে রিত। একটি অদ্ভুত ঘটিকাযন্ত্রের কথা শুনা যায়, সে ঘড়ির সম্মুখে ১২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। প্রতি ঘণ্টা বাজিবার সময় এক একটি গবাক্ষ খুলিয়া যাইত এবং ভিতর হইতে একটি একটি ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গোলক বাহির হইয়া একটি ঘণ্টার আঘাত করিত। বারটা পর্য্যন্ত জানেলাগুলি খোলা থাকিত অবশেষে বারটার সময় বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোদ্ধা ঠিক এক সময়ে অশ্বারোহণে নির্গত হইত এবং ঘড়ির চারিদিক ঘুরিয়া সেই কয়টি ক্ষুদ্র গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া যাইত।

সম্রাট ম্যাক্সমিলিয়ান যৎকালে রাজধানীতে প্রবেশ করেন, জন্ মূলর নামক তথাকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিতনির্ম্মিত একটি ইগ্‌ল পক্ষী উড়িয়া গিয়া ঠিক রাজ্যের প্রাচীর তোরণে গিয়া উপবিষ্ট হয় এবং তিনি উপস্থিত হইলে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। উক্ত পণ্ডিত আর একটি লৌহ নির্ম্মিত মক্ষিকা নির্ম্মাণ করেন, যন্ত্র ঘুরাইয়া দিলে তাহা উড়িয়া বেড়াইত এবং পুনরায় মুলারের হস্তের উপর আসিয়া বসিত।

পঞ্চম চার্লস্ যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণের আশ্রমে আশ্রয় লয়েন তৎকালে তিনি নানা রূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া সেই সকল লইয়া সময় ক্ষেপণ করিতে। আহারের পর তিনি টেবিলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বারোহী শস্ত্রধারী

যোদ্ধা লইয়া তাহাদের দ্বারা কৃত্রিম যুদ্ধ সম্পন্ন করাইতেন। ঐ সকল যন্ত্রচালিত প্রতিমূর্ত্তি সকল কেহ বা drum বাজাইত, কেহ বর্ষা লইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিত, কেহ বংশী বাজাইত। তাঁহার নিকট কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী ছিল উহাদিগকে তিনি উড়াইয়া দিতেন তাহারা আবার নিজ নিজ কৃত্রিম বাসায় ফিরিয়া যাইত।

চতুর্দ্দশ লুইর বাল্যকালে তাঁহার আমোদার্থ ফ্রান্সের এক জন চতুর শিল্পী একটি সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তাহা এইরূপ, একখানি শকটের মধ্যে একটি বিবি উপবিষ্ট। বাহিরে কোচম্যান page এবং footman এবং দুইটি অশ্ব শকটে সংযুক্ত। কলটি তদুপযোগী টেবিলের উপর রাখিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিলেই কোচ্‌ম্যান্ অশ্বদ্বয়কে চাবুক মারিত এবং তাহারা বেগে শকট লইয়া রাজপুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং গাড়ি থামিত পরে page নামিয়া গাড়ির দ্বার খুলিয়া দিত এবং বিবিটি নামিয়া বালক সম্রাট্‌কে মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি দরখাস্ত কাগজ দিয়া পুনরায় শকটারোহণ করিতেন, পেজ দ্বার বন্ধ করিয়া শকটের পশ্চাতে উঠিত এবং কোচম্যান পূর্ব্বের ন্যায় অশ্বদ্বয়কে চাবুক মারিয়া শকট চালিত করিত। footman দৌড়িয়া গিয়া গাড়ির পশ্চাতে উঠিত। কি আশ্চর্য্য কৌশল।

জেনেরেল ডিজেনেস একটি কৃত্রিম ময়ূর প্রস্তুত করেন। তাহা আবার ঠিক জীবিত পক্ষীর ন্যায় চলিয়া বেড়াইত ভূমি হইতে ছোলা মটর তুলিয়া আহার করিত।

আর একজন ইয়ুরোপীয় শিল্পী একটি মনুষ্য নির্ম্মাণ করেন, তাহা বেশ বংশী বাজাইতে পারিত। তিনি একটি হংস নির্ম্মাণ করেন, তাহা জীবিত হংসের ন্যায় আহার পান করিত এবং সেইরূপ ডাকিতে পারিত। আরো আশ্চর্য্য সেই সকল খাদ্য হংসের উদরে পরিপাক অবস্থার ন্যায় পর্য্যন্ত হইত। তাহার শিরা মাংস অস্থির গঠন যথার্থ হংসের ন্যায় ছিল। ইহা কর্দ্দম লইয়া ক্রীড়া পর্য্যন্ত করিতে পারিত।

স্পেনের রাজাকে একজন শিল্পী একটি মেষ দিয়া ছিল। তাহা জীবিত মেষের ন্যায় ডাকিত। সেই ঘড়ির মধ্যে একটি কুকুর কতকগুলি ফল চৌকি দিত, কেহ তাহা লইতে গেলে জীবিত কুকুরের ন্যায় ক্রুদ্ধ ভাবে ঘেউ ঘেউ করিত।

ড্রজ্ নামক শিল্পী একটি যন্ত্র প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে একটি কৃত্রিম মনুষ্য ছিল, চাবি ঘুরাইয়া দিলে তাহা পেন্সিল লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাগজ ভিন্ন প্রকারের চমৎকার চমৎকার চিত্র আঁকিত।

প্রাচীন কালে গ্রীস এবং পারস্যে কৌশলে কৃত্রিম দৈববাণী বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মস্তক সকল নির্ম্মিত হইত। তাহারা ঠিক মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিয়া অজ্ঞ লোকদিগের মনে ভয়ের উদ্রেক করিত।

ফ্রান্সের এক জন সুনিপুণ কারীকর-নির্ম্মিত একটি কৃত্রিম পক্ষী এডিনবরা সহরে প্রদর্শিত হয়। যন্ত্রের ক্ষুদ্র বাক্সটি টেবিলে রাখিবামাত্র তাহার আবরণ খুলিয়া যাইত এবং তন্মধ্য হইতে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র পক্ষী নির্গত ইহয়া ডানা নাড়িয়া ঠোঁট খুলিয়া অতি সুমিষ্ট স্বরে চারিটি বিভিন্ন প্রকারের সুরে গান করিত। পরে উড়িয়া গিয়া পুনরায় বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করিত আবরণও রুদ্ধ হইয়া যাইত, একটি আশ্চর্য্য কৃত্রিম মনুষ্য প্রদর্শিত হয় তাঁহার কণ্ঠস্বর ঠিক মনুষ্য কণ্ঠের ন্যায়।

এইরূপে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র প্রাচীন ও আধুনিক কালে নির্ম্মিত হইয়া মানুষের শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

৩য় পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষতলে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, যদি কাহাকে চিনিতেই না পারি তবে, তাহার সঙ্গে মিলিব কিরূপে? এক জনের জ্ঞানের সহিত অপরের জ্ঞান সম্পূর্ণ যখন ঐক্য হয় না, তখন মতভেদই বা কিরূপে দূর হইবে? মানুষে মানুষে তবে মিলন কোন্ খানে? জ্ঞান সংস্কার মত রুচির ভিন্নতা দূর করা কাহারো সাধ্য নাই। এক সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এক লোকে এক দৃষ্টিতে একসত্য দুই জন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্য একভাবে দেখিতে পায় না। চিরকাল গণ্ডগোল করিয়া মরিলেও এখানে মিলন হয় না। তবে একতা কোথায়? জ্ঞানে নয়, ভাবে। সন্তান মাতার সহিত, স্বামী স্ত্রীর সহিত, গুরু শিষ্যের সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত জ্ঞানে এক হয় না, কিন্তু ভাবে এবং সম্বন্ধে পরমাত্মীয় এক হৃদয়। অনেক বিষয়ে উহারা পরস্পরের সহিত ভিন্ন মত ভিন্ন রুচি, অথচ ভালবাসার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এক প্রেমেতে সমস্ত অনৈক্যে একতা স্থাপন করে। যেখানে ভাবে জ্ঞানে ইচ্ছায় পূর্ণ একতা সেই খানে পূর্ণ মিলন।

চিন্তা করিতে করিতে শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। স্বপ্ন কি কল্পনা বলিতে পারি না, কিন্তু বেশ এক প্রকার সাম্যাবস্থা, শান্তির অবস্থায় উপনীত হইলাম। একা, সঙ্গে আর কেহ নাই, কেবল শরীরটা আছে। চিন্তার ঘোরে তাহাও যেন এক একবার দেখিতে পাই না। দেহ মনের ক্রিয়া ক্রমে নিস্পন্দ ভাব ধারণ করিল। অন্তঃকরণের নিভৃত প্রদেশে এক নববিধ আরাম সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। আপনাতে আপনি। কোন দৃশ্য পদার্থ নাই। ইন্দ্রিয়ও নাই, তাহার গ্রাহ্য পার্থিব দৃশ্য স্পৃশ্য কিছুই নাই। একবার মনে হইল তবে বুঝি এটা মৃত্যু। আবার ভাবিলাম, ইহা যদি মৃত্যু হয় তা হইলে মন্দই বা কি? বেশত আমোদ

আছে! ঘুম নয় অথচ ঘুমের ভাব, জ্ঞান চৈতন্যের কোন ক্রিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু শান্তিময়ী বোধশক্তি আছে। মৃত্যু যদি ইহা হয়, তবে যন্ত্রণা কৈ? রোগযন্ত্রণা, ভয় এবং আসক্তি, এই তিনটীতে মিলিয়া মৃত্যুকে ভয়ঙ্কররূপে গঠন করিয়াছে। আমার এটা যদি মৃত্যু, তবে এরূপ মৃত্যু প্রার্থনীয়। এরূপ নিরাপদে শান্তিতে কি মরণ সম্ভব? হয়তো তবে স্বপ্ন দেখিতেছি। আবার মনে হইল, স্বপ্নে যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। স্বপ্নের স্বপ্ন ধরা বড় কঠিন। কিছুই ঠিক করিয়া উঠা গেল না। স্বপ্নময় জীব স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া কি বুঝিতে পারে? বড়ই গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। যাই হউক, শেষ বুঝিলাম আমি মরিতেছি। মরাটা কি, তাহা দেখিবার জন্য মনে একটা বড় কৌতূহলও ছিল। দেখা যাক্ কি হয়!

ইন্দ্রিয়ের দ্বার সমস্ত ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল অথচ অন্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া বেশ চিনিতে পারিতেছি। দৃষ্টিশক্তি নাই, অথচ অন্ধকার দেখা যায়, এও এক ঘোর প্রহেলিকা। কর্ণ বধির, তথাপি যেন কোন কোন কথা শুনিতে পাইতেছি। ক্রমে নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন কালসাগরে শরীরটা কোথায় আস্তে আস্তে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে জ্ঞান হইতেছিল, "দাদা, দাদা," বলিয়া কে ডাকিতেছে। আর এক জন কে যেন গায়ে হাত বুলাইতেছে। পরে যখন শ্রবণ এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত শরীরযন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া দূরে চলিয়া গেল, তখন আর কে কার কথা শুনিবে? কিন্তু বিদেহ আত্মা পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ চক্ষু খুলিয়া আবার কিছু দেখিতে চায়। মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিতে চায়। রসনা একটু দ্রাক্ষাপীযূষ পান করিতে চায়। ইচ্ছা হইল, দুই একটা কথা কই; কিন্তু মুখ নাই, কথা কহিবে কে? অনেক ক্ষণ অন্ধকারে মগ্ন ছিলাম, তাই বড় সাধ হইল, একবার চক্ষু চাহিয়া দেখি। চক্ষুও নাই, বড় দুঃখ হইল, কান্না আসিল; কিন্তু হায়! চক্ষু নাই যে দুই ফোঁটা জল ফেলিয়া কাঁদি। অঙ্গসঞ্চালনের জন্য নড়িতে গিয়া দেখি কেহ নড়ে চড়ে না। শরীর নাই, কে নড়িবে? তখন বাড়ী ঘর সংসার আত্মীয় প্রিয়জনের কথা মনে আসিল। উঠিতে গিয়া দেখি যে পাও নাই। কি বিপদ! একা আত্মারাম থাকবে কি লইয়া? খাওয়া পরা, কুটুম্বিতা আত্মীয়তা, পড়া শুনা, চলা ফেরা গল্পকরা বেড়ানো হাসি আমোদ সব ফুরাইল, এখন বাঁচি কিরূপে? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করিবার যো নাই, তখন আমি বোধ হয় ভবসাগরের মাঝামাঝি। পৃথিবীর সমস্ত যোগ কাটিয়া গিয়াছে, যেমন কাটা ছাগল এক আধবার নড়ে, প্রাণটা তেমনি বাড়ীপানে ফিরিয়া আসিতেছে। সমাধি স্থানের চারি পাশে যেমন পরলোকগত ব্যক্তির প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়, পক্ষীমাতা

বিনষ্ট শাবকের মমতায় বাসার চারিদিকে যেমন উড়িতে থাকে, শুষ্ক নির্ম্মাল্যরাশির কাছে কাছে যেমন তাহার গন্ধ ভ্রমণ করে, বিদেশগামী ব্যক্তি যেমন বহুকাল পরে পরিত্যক্ত মাতৃভূমির ভগ্নাবশেষ দেখিতে আইসে, আমার প্রাণটা তেমনি যেন এক একবার দেহ এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ের নিকট ফিরিয়া আসিতে লাগিল। খানিক ক্ষণ ছট ফট করিয়া শেষ আপনিই চুপ করিল। পরে মনে মনে কাঁদিল, কথা কহিল, আত্মীয়দিগকে কোলে লইল। নিরাকার পরিণত হইয়া নিরাকারে ভাবে একবার বাহ্যক্রিয়া সমাধান করিল।

এইরূপ যখন বুঝিলাম, ইহা মরণই বটে, তখন অন্তরে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্যানন্দ অনুভব করিলাম। ইচ্ছা হইল প্রাণ ভরিয়া মনের সাধ মিটাইয়া জন্মের মত একটা গীত গাই, এবং আপনি তাহা কাণ ভরিয়া শুনি। কিন্তু হায় কোথায় বা গান, আর কোথায় বা কাণ; কোথায় বা কণ্ঠ, কোথায় বা সুর স্বর। তখন সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু মাথা নাই। চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা কিছুই নাই, হাত পা চুলগাছটী পর্য্যন্ত সমস্ত গিয়াছে। ইহাতে মনে কীদৃশ বৈরাগ্যের উদয় হইল সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন, বলা বাহুল্য। অতঃপর পূর্ব্ব জন্মের বিশ্বাসানুসারে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া নিরাকার কণ্ঠে, অশব্দ স্বরে যোগতন্ত্রী সহকারে এই গানটী গাইয়া তাঁহাকে শুনাইলাম, এবং তৎসঙ্গে আমিও নিরাকার কর্ণে তাহা শুনিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিলাম।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

এই তো সে দিন দয়াময়।
নিকটে এল সময়।

ঘেরিল চৌদিক কাল অনন্ত আঁধারে আমারে, ডুবিল তরী পাঁথারে; দীপ হইল নির্ব্বাণ, প্রাণ করিল পয়ান, ফুরাইল সব ভবলীলা অভিনয়।

কে আছে কাছে, না আছে, দেখিতে না পাই, কেহ নাই, পিতা মাতা বন্ধু ভাই; কোথা রহিল এখন, দারা সুত ধন জন, পঞ্চে পঞ্চ মিশাইল, কেহ কারো নয়।

কে আমি? কোথায় এবে গেল অহংজ্ঞান, অভিমান, জাতি কুল নাম ধাম; চিদাকাশে চিদাভাস, মহাযোগে করে বাস, যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি তাহাতেই লয়।

অনন্ত বিজনে একা পাইনু এখন, নিরঞ্জন, একমেবাদ্বিতীয়ম্; তুমি মা, আমি ছেলে, থাকি দুই জনে মিলে, কিসের ভাবনা আমার কিসেরই বা ভয়।

বিশ্বাস আলোক কর করহে উজ্জ্বল, দেও বল, জীবনসম্বল; খোলা পরলোক দ্বার, দেখি দেখি একবার, নিত্যানন্দ লীলাধাম অমর আলয়!

মৃত্যুর পরপারে পরলোকের বিবরণ আগামীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীপথিক।

স্বর্গ ও নরক।

(১)

যেখানে উদার প্রেম মিষ্ট ব্যবহার,
পরসুখে সুখজ্ঞান, দুঃখে কেঁদে উঠে প্রাণ,
নরনারী হয় আপনার ;
সেই স্বর্গ, আর স্বর্গ কোথা বল আর ?

(২)

যথায় বিদ্বেষ হিংসা লোভ অভিমান
প্রিয়জন সহোদর, পরস্পর স্বার্থপর,
দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ জ্ঞান ;
সেইত নরক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিমান।

(৩)

কেহবা পরের তরে সঁপিয়া জীবন,
দুঃখীর চক্ষের জল, মুছাইছে অবিরল,
কেহ হরে বিধবার ধন ;
নিজসুখে হাসে শুনি দীনের রোদন।

(৪)

কেহবা দয়ার লাগি পথের ভিখারী ;
সর্ব্বস্ব করিয়া দান, চায় না সুখ্যাতি মান,
সম্মুখে না আসে আগু সারি ;
লুকাইয়া থাকে যেন গরীব বেচারী।

(৫)

অহঙ্কারে স্ফীত দেখ আর এক জন !
নিজমুখে নিজনাম, গান করে অবিরাম
যদি কিছু করে বিতরণ ;
তার সঙ্গে অপরের দোষ উদ্‌ঘোষণ।

(৬)

অপরাধী কলঙ্কীর দেখি পাপাচার
কাঁদে সাধু শোকভরে, মানবের অগোচরে,
নিজে বহে তার পাপভার ;
সকলের সঙ্গে সে যে যোগে একাকার।

(৭)

পরছিদ্রান্বেষী নীচ অধম অজ্ঞান,
দেখিলে অন্যের দোষ, প্রাপ্ত হয় পরিতোষ,
মনের আহ্লাদে আটখান ;
বড় ভাল লাগে পরনিন্দা অপমান।

(৮)

ক্ষমাশীল চিত্ত দহে বিচ্ছেদ অনলে,
প্রতিহিংসা কপটতা, তিষ্ঠিতে না পারে তথা
জ্বলে অশান্তির হলাহলে ;
কোমল হৃদয় তার সহজেই গলে।

(৯)

কিন্তু বৈরনির্য্যাতনে সুখী যেই জন,
দানব পিশাচ প্রায়, অরাতির পানে ধা
করিবারে শোণিত শোষণ ;
অস্থি মাংস মজ্জা করে চর্ব্বিত চর্ব্বণ।

(১০)

প্রেমিক প্রশান্ত আত্মা প্রসন্ন বদন,
স্বর্গের সুন্দর কান্তি, অগাধ অনন্ত শা
যেন অমৃতের প্রস্রবণ;
ইহ পরলোকে শান্তি করে বরষণ

(১১)

দুষ্টমতি কালকূট সম বিধধর,
নরকের অবতার, অনিষ্টের পারাবার
উগারে গরল নিরন্তর ;
সুখের কণ্টক ঘোর দুঃখের আকর।

মানসপূজা।

ফুল নৈবিদ্য বলি ইত্যাদি উপহার দ্বারা যে ইষ্ট দেবতার পূজা করা হয় তাহা বাহ্যপূজা। পূর্ব্বকালের জ্ঞানী মহর্ষিরা ঈদৃশ পূজাকে অধম বলিয়া নির্দ্দেষ করিয়াছেন। ধনবল, জনবলে পূজার উপযোগী বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যদি আন্তরিক ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ না থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত কেবল রজোগুণের প্রকাশক বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা উপাসক নরনারীকে মুক্তি দিতে পারে না। বরং তাহা অধিকাংশ স্থলে বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। যাঁহার সামগ্রী তাঁহাকে দেওয়া কেবল অসার কুটুম্বিতা, ভগবান্ তাহার জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহার আজ্ঞাপালন, সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকাই প্রকৃত পূজা, তাহাতে পরিণামে মানব দেবত্ব লাভ করে। এই জন্য মহাদেব মুনিবর বশিষ্ঠ দেবকে বলিয়াছিলেন, "হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্যানই সেই দেবের প্রকৃত পূজা। তদ্‌ভিন্ন অন্যবিধ পূজা নাই। অতএব তুমি মানসে সেই বিশ্বাধারের পূজা করিবে। তিনি লক্ষ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাশালী, সর্ব্বদা অন্তরে বিরাজমান। সেই সহস্র শিরা, সহস্র লোচন, সহস্র শ্রবণ মহাদেবকে সতত পূজা করিবে। তিনি সর্ব্বতোভাবে স্পর্শময়, শ্রুতিময় ; মনোময়, তাঁহার হস্ত পদ শ্রবণ নেত্র সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। তাঁহার পূজায় কোনরূপ ধূপ দীপ পুষ্পাদি উপহার প্রদান আবশ্যক নহে, বিধেয়ও নহে ; কারণ, তিনি বুদ্ধি দ্বারাই পূজিত হয়েন। তিনি চিন্মাত্র স্বরূপ, বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার ধ্যান ও পূজা। অতএব তুমি দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ শয়ন ভোজন নিশ্বাস প্রশ্বাসে তন্ময় হইয়া থাকিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক ধ্যানই তাঁহার অভিলষিত উপহার, পাদ্য অর্ঘ্য। ধ্যান ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মুনে! ত্রয়োদশ নিমেষ ধ্যানে অতি মূঢ় ব্যক্তিও গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। শত নিমেষ ধ্যান, অশ্বমেধ, অর্দ্ধ ঘটায় সহস্র অশ্বমেধ, এক ঘটিকায় রাজসূয় এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ধ্যানে পূজা করিলে লক্ষ রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করা যায়। এইরূপে এক দিবস পূজা করিলে পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই পরম ক্রিয়া, এবং একমাত্র প্রশস্ত বাহ্য পূজা। ঈদৃশ ক্রিয়াশীল ব্যক্তি আমার সমপদে প্রতিষ্ঠিত।

ঋষে! সকল সময়ে তাঁহার ধ্যানময় পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সতত শরীরে বিরাজ করেন, তিনি বোধের বোধয়িতা। মৃত্তিকা ধাতু প্রস্তর দারুনির্ম্মিত শিবলিঙ্গে তাঁহার পূজা করিবে না। যিনি শান্তস্বরূপ, যথা প্রাপ্ত ভোগসকলে অনুরক্ত থাকিয়া অক্ষুণ্ণ আত্মবোধ দ্বারা জীব তাঁহারই অর্চ্চনা করিবে। হে ব্রহ্মন্! তিনি সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বোধস্বরূপ। তিনি মনে হৃদয়ে কণ্ঠে ভ্রূমধ্যদেশে নাসারন্ধে

বিরাজমান। তিনি হৃদপদ্মের ভ্রমর, অনুভবময় প্রত্যেক চেতনার স্বরূপ। জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, সুস্থতা অসুস্থতায়, সম্পদে বিপদে, রোগ শোকে এবং মানসিক সকল প্রকার অবস্থার মধ্যে তাঁহারই পূজা করিবে। তিনি সুখেরও বন্ধু, দুঃখেরও সহায়। সর্ব্বভূতে মৈত্রী দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ক্রোধ দমন, বৈধ সুখভোগে অনুরাগ, এবং নিষিদ্ধ ভোগে বিরতি দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করিবে। অনিষ্টে ক্ষুণ্ণ এবং অভীষ্ট সিদ্ধিতে প্রমত্ত না হইয়া নষ্ট বস্তুর জন্য শোক পরিহারপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। আপাতরমণীয় কিম্বা আশুকষ্টকর বিষয়ে সমদৃষ্টি রাখিয়া, আত্মপর বোধ পরিহার করিয়া, ত্যাগ বা অভিলাষে বীতস্পৃহ হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। দৈববশে স্বভাবতঃ যাহা উপনীত হয় তাহা ভোগ করিয়া, তদতিরিক্ত বিষয়ের প্রার্থী না হইয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে। তুচ্ছ অপমান, বা অতুচ্ছ বন্দনা উভয়ই পরিহার্য্য। যাবতীয় শুভাশুভ বিষয়ে নির্ব্বিকার থাকিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। সমদৃষ্টি এবং সাম্যাবস্থাই যথার্থ পূজা। অতএব তুমি সেই আত্মময় শিবস্বরূপ দেবতাকে প্রশান্ত মনে দর্শন করিয়া আনন্দরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ এবং জীবন্মুক্ত হও। নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মাতে অবস্থিতিই শ্রেষ্ঠ শিবপূজা জানিবে।”

স্বর্ণরেণু।

পরীক্ষা মানুষকে উন্নত করে, পরীক্ষা মানুষকে শিক্ষা দেয়, পরীক্ষাতে চরিত্র শোধন হয়, চারত্র দৃঢ় হয়, মন ভগবানের দিকে যায়, সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দেয়, হৃদয়কে বৈরাগী করে।

মানুষের মত ও কার্য্য যদি একরূপ হইত, তবে পৃথিবীতে অনেক মানুষ দেবতা হইত।

অনেকে এরূপ আছে, যাহাদের মত উচ্চ, কিন্তু জীবন নীচ। অনেক আছে যাহাদের মত নীচ, কিন্তু জীবন ও কার্য্য উচ্চ। যাহার উচ্চ মত ও জীবনের মিলন হয় সে ব্যক্তিই ধন্য।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কি? প্রেম। আবার সর্ব্বাপেক্ষা নূতন কি? প্রেম। প্রেম বহু পুরাতন, আবার চির নূতন, নিত্য নূতন।

ক্লেশের সময় মানুষ মনে করে এ ক্লেশের শেষ নাই, দুঃখেতেই দিন যাইবে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই মনে করা উচিত “এভাবে দিন যাইবে না।”

বিজ্ঞাপন।

সেন এবং ফ্রেণ্ড কোং।

স্বজাতীয় এবং সাহেবী ও বিবিয়ানা পোসাকের দোকান। ৭০ নং আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁক, কলিকাতা।

সস্তা দরে নানা ফেসানের সুসভ্য এবং মনোহর পরিচ্ছদ পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট কারীকর দ্বারা কাপড় কাটাই হয়।

শীতকালের জন্য আমাদের ভাণ্ডারে সকল প্রকার বনাত, সার্জ্জ, কাশ্মিরি, ফ্লানেল, মেরুনো, হিমালয় পর্ব্বতের উৎপন্ন শীত কালের উপযোগী বিচিত্র রকমের কাপড় আছে। অর্ডার দিলে অল্প সময়ের মধ্যে চোঘা চাপকান, নানা প্রকারের কোর্ট সার্ট প্যানট্, জ্যাকেট্, ফ্রক, বডি এবং বালকবালিকাদের উপযুক্ত নানা বিধ পোসাক তৈয়ার হইতে পারে।

শীতকালের ব্যবহার্য্য দিশী বিলাতি বহু প্রকার সখ কমফটার, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, র‍্যাপার ইত্যাদি ভাণ্ডারে মজুদ আছে।

মফস্বলের ক্রেতাদিগের জন্য আমরা এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছি যে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা জিনিষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। অর্ডার পাইবা মাত্র শীঘ্র শীঘ্র ভেলিউ পেবল ডাকে দ্রব্য পাঠাইতে পারি। অন্য দোকানের তুলনায় আমাদের এখানকার জিনিষের দাম খুব সুবিধাজনক। এক কথায় বলা যাইতে পারে, কলিকাতার মধ্যে আমাদের দোকানে উৎকৃষ্ট জিনিষ সস্তাদরে পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান মিরার, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, শান্তি, দৈনিক ইত্যাদি কাগজে আমাদের কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

[গৌরাঙ্গের জীবনচরিত।]

চিরঞ্জীব শর্ম্ম কর্ত্তৃক বিরচিত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা মাসুল ৵০ আনা। বর্দ্ধিত এবং সংশোধিত আকারে নূতন প্রকাশিত। নং ৮২ কলিকাতা অপার সারকিউলার রোডে পাওয়া যায়।

ভক্তিরসপিপাসুদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ। কোমল হৃদয় নারীগণ ইহা পাঠে ধর্ম্মশিক্ষা এবং পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় উচ্ছ্বসিত এবং নয়নে বারিধারা বিগলিত হয়। ভাষা অতি সহজ সরল এবং সুললিত।

বিজ্ঞাপন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

টেলার্শ

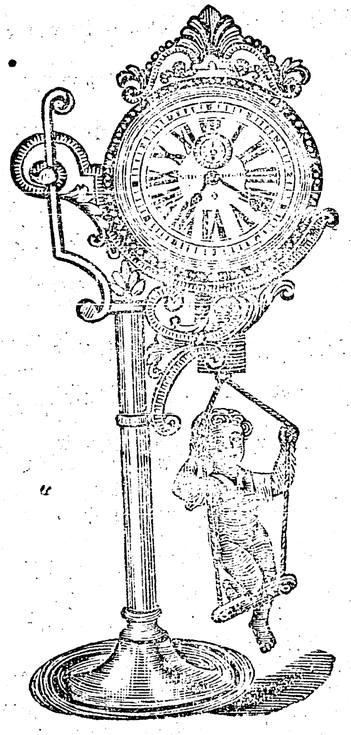
৩৭৩। ১ নং অপার চিৎপুর রোড।

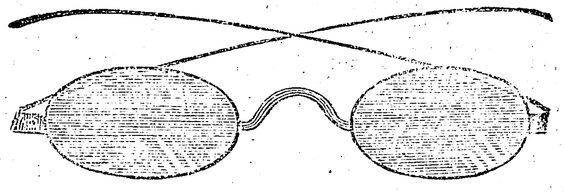
কলিকাতা।

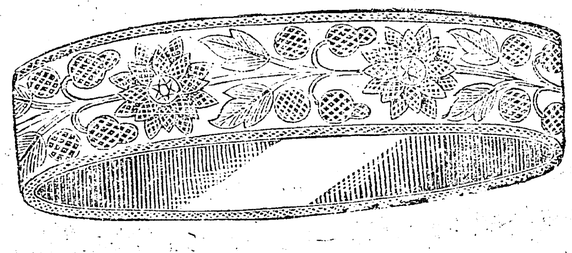
নানা প্রকার সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড় ও ঐ সকল কাপড়ের ছোট বড় জ্যাকেট সুট ফ্রক কোট পেণ্টুলেন চাপকান ইত্যাদি তৈয়ারি থাকে এবং অর্ডার দিলেও যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।

সাটীন ও মকমলের অতি সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট প্রস্তুতও আছে, অর্ডার দিলেও প্রস্তুত হইতে পারে।

এস্, কে, দাস, এণ্ড কোম্পানী।







পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ সংখ্যা।] চৈত্র, সন ১২৯৭। [১৩ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি কলিকাতার যে লোকসংখ্যা ণনা হইয়াছিল তাহাতে নির্দ্ধারিত হই- াছে যে এখানকার পুরুষ সংখ্যা ৬,৫০, ৪৬ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২,৩৪, ১৩ জন। ইহাতে দেখা যায়, পুরুষ পেক্ষা স্ত্রী কম।

চীন দেশীয় লোকদের ন্যায় কষ্টসহ পরিশ্রমী জাতি আর নাই। ইহারা মস্ত দিন একভাবে বসিয়া লিখিতে রে, একভাবে দাঁড়াইয়া ছুতারের কামা- র সমস্ত কার্য্য করিতে পারে। সকল কার শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারে।

দেহরক্ষা—সম্প্রতি এক জন ফ্রান্স শীয় চিকিৎসক মৃতদেহ অবিকৃত বে রক্ষা করিবার নূতন উপায় আবিষ্কার রিয়াছেন। প্রথমতঃ দেহ সুগন্ধ দ্রব্য রা সিক্ত করা হয়, পরে নাইট্রেট্ অফ ওারে তাহাকে নিমগ্ন করা হয়, অব- ষে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিতে রতে তাহা রৌপ্যগঠিত মূর্ত্তিবৎ কার ধারণ করে। ঐ চিকিৎসক বলেন, এই উপকরণে বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত দেহ অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে।

পুরাতন সংবাদ পত্রের অনেক গুণ আছে। ইহা শীত বস্ত্রের ন্যায় গায়ে দিবার কার্য্য করে, শয্যায় লেপের সহিত বড় বড় কাগজ পাতিয়া দিলে শীত নিবারণ হয়। কোটের ভিতর এক খণ্ড কাগজ রাখিয়া দিলে বুকে শীঘ্র হিম লাগে না, ও কাশী ইত্যাদি শীঘ্র হয় না। ইহা আবার উত্তাপনিবারক। বরফের পাত্র কাগজে ভাল করিয়া রাত্রে জড়াইয়া রাখিলে প্রাতে তাহার মধ্যস্থ বরফ সমান ভাবে থাকিবে। কোন কোন গরিব সাহেব মোজার পরিবর্ত্তে পুরাতন সংবাদ পত্র পায়ে জড়াইয়া শীত নিবারণ করে। মৎস্য কাগজে জড়াইয়া রাখিলে তাহা শীঘ্র পচিয়া যায় না। পুরাতন সংবাদ পত্র দ্বারা ভাল ভাল পাপোষ প্রস্তুত হইতে পারে। তুলার পরিবর্ত্তে কাগজ খণ্ড দ্বারা বালিশ প্রস্তুত হইতে পারে। পুরাতন সংবাদ পত্র দ্বারা দরজিরা অঙ্গ বস্ত্রের নমুনা কাটিয়া লয়। ইহা দ্বারা

কাচনির্ম্মিত দ্রব্য খুব ভাল প্যাক করা যায়, এবং চিম্‌নি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায়। পুরাতন সংবাদপত্র কাটিয়া বড় বড় এলবাম প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে মুড়ি কড়াই ভাজাও খাওয়া যায়। এত প্রকারের প্রয়োজন থাকিতে পুরাতন সংবাদপত্রের যেন কেহ অনাদর না করেন।

ইয়োরোপের কোন একটী হোটেলে আমেরিকার মিসেস্ জন্ এলিংটন্ নাম্নী দুইটীলডী আসিয়া উপস্থিত হন। হোটেলের কেরাণী দুই জনের এক নাম দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। ইহার নিকট একটী গোরস্থান ছিল, মিষ্টার এলিংটনকে তাহাতে সমাধি করা হয়। সাহেব তথায় কোন দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছিলেন। প্রথমা লেডী গোরস্থানে ফুল অর্পণ করিতে গিয়া দেখিলেন, তথায় যত্নপূর্ব্বক কে ভাল ভাল ফুল সকল দিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ভাবের উদয় হইল। ভাবিলেন, "আহা! আমার স্বামীর এমন কোন্ বন্ধু এখানে আছেন যিনি তাঁহার সমাধিস্থানে এরূপ যত্নের সহিত ফুল দিয়া গিয়াছেন। পর দিন আবার তিনি ফুল সাজাইতে গিয়াছেন আর ঐ বিষয় ভাবিতেছেন। ইচ্ছা যে তাহার সহিত আলাপ করিয়া এ জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হঠাৎ এমন সময় দেখিলেন, কাল পোষাকপরা আর একটী লেডী অদূরে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিতে পারেন, আমার স্বামীর গোরস্থানে কে প্রতি দিন ফুল সাজাইয়া রাখে?" শোকপরিচ্ছদধারিণী সেই লেডী বলিলেন, "কোথায় তোমার স্বামীর গোর?" প্রথমা উহা দেখাইয়া দিলে, তিনি অতি গাম্ভীর্য্য এবং আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, "ইহাত আমার স্বামীর গোরস্থান! জন্ এলিংটন এই নাম লেখা রহিয়াছে। তুমি বোধ হয় পড়িতে ভুল করিয়াছ।" দ্বিতীয়ার সেই কথা শুনিয়া প্রথমা অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন দুই জনের একই নাম অর্থাৎ মিসেস্ জন্ এলিংটন। তখন উভয়ে হাসিবেন, কি স্বামীর জন্য শোক করিবেন ইহা আর স্থির করিতে পারিলেন না। স্বামী মহাশয় কিছু প্রেমিকহৃদয় লোক ছিলেন। আমেরিকা দেশে বিবাহের আইনও নানা স্থানে নানা রকম। তাই তিনি একবার বিবাহ করিয়া আবার অন্য এক প্রদেশে গিয়া আর এক জনকে বিবাহ করেন।

আধ্যাত্মিক বিবাহ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

শিখিধ্বজ কহিলেন, "দেবপুত্র, আমি বারংবার বলপূর্ব্বক নিরস্ত করিলেও আত্মাভিমান পুনঃ পুনঃ সমাগত হয়, ইহার উপায় কি বলিয়া দিউন।"

কুম্ভ বলিলেন, "অনাসক্তি, মৌনাবলম্বন; এবং কর্ম্মানুষ্ঠান ও বিরুদ্ধ বিচার পরিহার করিলে অহংকার ত্যাগ হয়। যিনি পৌরুষ সহায়ে ইহা ছেদনে সক্ষম হন তিনিই সুখী।"

এই সকল গভীর অর্থপূর্ণ বাক্য বারংবার শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি শিখিধ্বজ বলিলেন, "আপনার উপদেশে আমার দিব্যজ্ঞান সমুদিত হইল। আর আমি কাল ও দিক্‌বিশিষ্ট জগৎপদার্থকে স্বতন্ত্ররূপে দেখিব না, এক্ষণে আমি শান্তস্বরূপ ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত হইলাম।"

এই কথা বলিয়া তিনি নির্ব্বাতদীপের ন্যায় নিশ্চল এবং বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া তন্নিবন্ধন অতিমাত্র শান্তিতে মগ্ন হইলেন। অতঃপর জীবন্মুক্ত দশায় উপনীত হইয়া প্রমুক্ত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, "আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি পুনরায় জ্ঞানোপদেশ করুন।"

কুম্ভ কহিলেন, "কল্পান্তে এই বিশ্বজগতের আর কিছুই থাকিবে না, কেবল সেই কল্পনাতীত আকাশস্বরূপ নির্ব্বাণ ব্রহ্মই একমাত্র বিরাজ করিবেন। তিনি এমনি সূক্ষ্ম, যে তাঁহার নিকট পরমাণুও মহামেরুর ন্যায়, এবং এমনি স্থূল, যে এই জগৎও পরমাণুবৎ প্রতীত হয়। তাঁহার আত্মপ্রকাশকে বাসুদেব বলে; এই বাসুদেব হইতে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি, এবং সেই হিরণ্যগর্ভই জগৎরূপে বিরাজিত। তিনি অদৃশ্য, কিন্তু অনুভবনীয় এবং আনন্দস্বরূপ। আপনি তাঁহাকেই অবগত হউন। সকল শোকের নিবৃত্তি হইবে।"

"এই জগৎ শূন্য বলিয়া জানিলে শিবস্বরূপ হওয়া যায়। চিৎ পদার্থ দ্বারা চিৎকে ধরা যায়। অব্যয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। আপনি চির দিনই এইরূপ শান্তিসুখে অবস্থিতি করুন।"

"মহারাজ! আপনি ক্ষুণ্ণ বা বিষণ্ণ হইবেন না; আপনার ধ্বংস বা ক্ষয় নাই। আপনি আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হউন। যাহারা আত্মচিন্তায় বিমুখ তাহাদের তপঃ দান, যাগ যজ্ঞাদি কোনরূপ অনুষ্ঠানই ফলদায়ক হয় না।"

"আপনি কি জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন? রাজর্ষি জনক কখন রাজ্যত্যাগী হন নাই, কিন্তু তাঁহার ন্যায় জীবন্মুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি লক্ষিত হয় না।"

শিখি। রাজর্ষি জনক কিরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন? বিষয়ীর জীবন্মুক্তি আকাশকুসুমের ন্যায় অসম্ভব মনে হয়।

কুম্ভ। মন যদি আয়ত্ত হয়, তদ্দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। আসক্তিই সকল বন্ধনের কারণ। যিনি অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। রাজর্ষি জনক কিছুতেই লিপ্ত ছিলেন না। তিনি কর্ত্তব্যমাত্র বোধে রাজ্য সম্পাদন করিতেন। এবং যাহা করিতেন তাহা কখন আপনার জন্য করিতেন না। যাহারা এইরূপ ব্যবহার করে তাহারাই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

ইহা ভিন্ন জীবন্মুক্তির অন্য বিধ উপায় নাই।

শিখিধ্বজ পরমশান্তি লাভ করিয়া প্রীতিভরে বলিতে লাগিলেন, "মহাভাগ! আমি কি কারণে এত দিন পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই তাহাও নির্দ্দেশ করুন।"

কুম্ভ। রাজন্! ভোগবাসনা পরিত্যাগে চিত্ত শান্ত হয়, তাহাতে অহংভাব বিনষ্ট হয়, পরে ব্রহ্মপদে চিরশান্তি লাভ করা যায়। জ্ঞানবলে মনকে ইন্দ্রিয় ভোগে নিবৃত্ত, এবং বিচারবলে আত্মাকে আত্মায় সংযোজিত করিতে না পারিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। ফল যেমন কালবশে পক্ব হইলে বৃন্তচ্যুত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবশে পাপ সকল বিগলিত হইলে মন জাগরিত হইয়া আত্মপদের অভিমুখীন হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্ধকারে দ্রব্য দর্শনের ন্যায় পরমবস্তু লাভ একান্ত অসম্ভব। অতএব সৎসঙ্গ লাভ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অদ্য আপনার তাহা হইয়াছে। দেখুন, সংসার অতি বিষম স্থান, এখানে পদে পদে পদস্খলন হয়। ব্রহ্মা শিব পিতা নারদ এবং অন্যান্য মহাত্মা ঋষি তপস্বী দেবতারাও প্রলোভনে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য বা নূতন নয়। কিন্তু যোগ বৈরাগ্যবলে, সাধুসঙ্গগুণে পুনরায় তাঁহারা মুক্তির সোপানে আরোহণ করেন। অজ্ঞানতাই এই পতনের কারণ। অতএব পতন অসম্ভব নয়।

শিখি। মহাভাগ! মূর্খদিগেরই এই অবস্থা ঘটে। আপনার ন্যায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা কিরূপে বিহার করেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক!

কুম্ভ। দ্বিত্ব এবং একত্ব দৃষ্টিকেই অজ্ঞান বলে, এই উভয়ের লয় দর্শনই পরমজ্ঞান এবং তাহাই মুক্তি। ফলতঃ আমিত্ব লোপ হইলেই শান্তি লাভ হয়।

শিখি। কি করিলে সুখলাভ এবং দুঃখ দূর হয়?

কুম্ভ। তপস্যা দানাদিও কিয়ৎ পরিমাণে ক্লেজজনক, এবং স্বর্গাদির আনন্দও অস্থায়ী। আপনি সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুতে আবদ্ধ হইবেন না। সংসারের সমস্ত দুঃখ কেবল চিত্তচাঞ্চল্য হেতু উৎপন্ন হয়। যিনি শান্তচিত্ত তিনিই পরমানন্দ সাম্রাজ্যের অধিকারী।

অনন্তর দেবকুমার কুম্ভ এই সকল উপদেশ দিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলে শিখিধ্বজ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা! কি সৌভাগ্য। আমি এখন পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সামান্য তৃণাগ্রভাগেও আর আমার অভিলাষ হয় না।" এই প্রকার বলিতে বলিতে তিনি সমাধি লাভ করিলেন।

তিন দিবস পরে চূড়ালা পুনরায় কুম্ভ বেশে স্বামীর নিকট আসিয়া দেখিলেন, তিনি অচল অটল সুমেরুবৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি স্বামীর সহিত দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজার চেতনা আছে কি না তদ্বিষয় পরীক্ষা

করিতে লাগিলেন। প্রথমে মহা চিৎকার ধ্বনি করিলেন; তাহাতেও সমাধি ভাঙ্গিল না। হাত ধরিয়া সবলে টানিলেন, তাহাতেও কিছু হইল না। তখন চূড়ালা বলিলেন, "ইহাঁকে জাগাইয়া আর কি হইবে? আমিও এখন এই সঙ্গে দেহত্যাগ করি। জীবনে আর সুখ কি?" স্বামীদেহে পুনর্জ্জন্মের বীজ আছে কি না পুনরায় আবার তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। স্পর্শ করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, নির্ব্বিকার সত্ত্ব শেষ কেবল বিদ্যমান আছে।

পরে তিনি যোগবলে স্বামীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় হৃদয়স্থ ব্রহ্মে সমাবিষ্ট হইলেন। এইরূপে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার স্বকীয় দেহে প্রবেশপূর্ব্বক ভ্রমরীর ন্যায় গুন্ গুন্ রবে সাম গান করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণে রাজার সত্ত্ব গুণময়ী বুদ্ধি এবং চক্ষু বিকসিত হইল। তখন পুরোভাগে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সামবেদের ন্যায় কুম্ভকে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম।" পরে কুসুমাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

কুম্ভ। আমি অন্যত্র গমন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার হৃদয় আপনার নিকটেই ছিল। আমি আর স্বর্গে যাইব না। আপনার নিকটেই থাকিব। মন আপনা হইতেই অভিলষিত বস্তুর নিকটে উপস্থিত হয়। বলিতে কি, আপনার ন্যায় আমার সুহৃৎ সখা, আত্মীয় বন্ধু মিত্র এবং বিশ্বাসপাত্র সংসারে আর দ্বিতীয় নাই।

এইরূপে আধ্যাত্মিক প্রেমে মিলিত সেই পবিত্র দম্পতী জীবন্মুক্ত হইয়া দেব ও পিতৃগণের পূজা বন্দনা করিলেন। পরে দুই জনে বনে বনে সরোবরে তীর্থে পর্ব্বতে নগরে সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মন সর্ব্বতোভাবে ভাল মন্দ জ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়াছিল। পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছিল। তাঁহারা কখন ধূলিধূষরিত, কখন চন্দনচর্চ্চিত; কখন ভস্মভূষিত, কখন দিগম্বরধারী; কখন পল্লবাচ্ছাদিত, কখন কুসুমসজ্জিত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পরমানন্দে বিচরণ করিতে করিতে মানিনী চূড়ালা ভাবিলেন, "আমার স্বামীর এখন নবীন বয়স, ইনি নবজীবন লাভ করিয়া নবযৌবনশালী হইয়াছেন,এ অবস্থায় এমন কোন্ রমণী আছে যে দাম্পত্যধর্ম্ম চরিতার্থসুখে বঞ্চিত থাকিবে?"

এই বলিয়া তিনি স্বর্গগমনচ্ছলে তথা হইতে হঠাৎ প্রস্থান করিলেন। পরে যোগবলে রাজান্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়দ্দিবস রাজকার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় ম্লান মুখে দেবকুমার বেশে স্বামীর সমীপস্থা হইলেন।

শিখিধ্বজ তাঁহাকে সহসা দর্শন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে বিমনার ন্যায় বোধ

হইতেছে কেন? সর্ব্বজ্ঞ সাধুগণ কখনত হর্ষ বিষাদের বশীভূত হন না। বসুন! আসন পরিগ্রহ করুন!"

কুম্ভ আসনপরিগ্রহ পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ভগ্ন স্বরে বলিতে লাগিলেন, "যেখানে তিল সেইখানে তৈল; তেমনি যাবৎ দেহ, তাবৎ দশা। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা দেহের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত সকল দশায় যথা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সতত সমতা অভ্যাস করেন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রকার দেহদশায় অবস্থিতি করেন।"

শিখি। জীবনই নিয়তির অনুসারী। কিন্তু আপনি দেবতা হইয়াও এরূপ উদ্বিগ্ন কেন?

কুম্ভ। সুহৃদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলে তাহার ক্ষয় হয় এবং চিত্ত উন্নত হইয়া উঠে। অতএব যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে সবেগে ভাগীরথীর অভিমুখে যাইতে দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। সেই জন্য তিনি কুপিত হইয়া শাপ দিলেন। বলিলেন, "এই পাপে তুমি রজনীতে রমণী হইবে!"

রাজন্! এই নিমিত্ত আমি অতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়াছি। হায়! আমাকে রাত্রিকালে রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। পিতার নিকট আমি এ কথা কিরূপে বলিব! সংসারের গতি কি বিষম! হায় আমি যুবা পুরুষদিগের হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইব? তাহারা আমার জন্য পরস্পরে কলহ উপস্থিত করিবে।"

দেবপুত্রের এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া শিখিধ্বজ বলিলেন, "আপনার এ পরিবেদনার ফল কি? আপনি চিন্মাত্র স্বরূপ। সুখ দুঃখ দেহের, চিদাত্মার নহে। অতএব শান্ত হউন, পরিতাপ করিবেন না।"

এই কথার পর ক্রমে রাত্রিকাল সমাগত হইল। তখন সুহৃদযুগল গুল্মান্তরে অবস্থানপূর্ব্বক চন্দ্রমার বন্দনা করিলেন।

অনন্তর রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভ স্ত্রী আকারে পরিণত হইয়া রাজর্ষির সম্মুখীন হওত গদগদ্ বাক্যে কহিলেন, "রাজন! স্ত্রীবেশে আপনার সমীপে আসিতে আমার বড় লজ্জা বোধ হইতেছে। এই দেখুন, আমার মস্তকে মুক্তামালামণ্ডিত দিব্য কেশপাশ! অঙ্গবস্ত্র গুল্‌ফ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। হা ধিক! হা কি কষ্ট। আমি স্ত্রী! আমি এখন কি করি!" এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলে, শিখিধ্বজ তদ্দর্শনে ক্ষণকাল বিষণ্ণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো কষ্ট! আপনি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি তত্ত্বজ্ঞ, নিয়তির গতি সবিশেষ জানেন। অবশ্যাম্ভাবী বিষয়ে দুঃখিত হইবেন না। পণ্ডিতদিগের দেহেই দশা সকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে, আত্মাতে নহে। অজ্ঞদিগের পক্ষে ইহার বিপরীত।"

এইরূপ কথোপকথনের পর আপাততঃ খেদের লাঘব হইলে উভয়ে এক শয্যায় তূষ্ণীম্ভাবে যামিনী যাপন করিলেন। পরে প্রভাতে কুম্ভ স্ত্রীরূপ ছাড়িয়া পুনরায় পুরুষ মূর্ত্তি ধরিলেন। অতঃপর সেই যোগসিদ্ধিশালিনী চূড়ালা অবিচলিত যোগবলে পর্য্যায়ক্রমে স্ত্রী এবং পুরুষরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক কখন কৈলাসে, কখন মন্দরে, কখন বা সুমেরু সানুতে প্রিয়তমের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

আশ্চর্য্য ভ্রাতৃভাব।

কোন দুই ভ্রাতার মধ্যে পরস্পর বড় প্রণয় ছিল। তাঁহারা উভয়ে বিদেশে বিষয়কর্ম্ম করিতেন, দেশের বাটীতে তাঁহাদের পরিবারাদি একত্র থাকিতেন। প্রথমতঃ উভয়েরই স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে আপনার সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি। যেমন এক রাজ্যে দুই জন রাজা থাকা অসম্ভব, তেমনি এক গৃহে দুই জন স্ত্রীলোক পরমাত্মীয়া হইলেও থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুই জনের মধ্যে প্রথমে সামান্য মনোমালিন্য হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে বিলক্ষণ কলহ চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে একত্র আহারাদি হইত, প্রথমে দুধ জলখাবার পৃথক্ হইল, পরে সকলই পৃথক হইল। রান্নাঘরের দুই দিকে দুই জনে রন্ধনাদি করেন, এক ঘরে থাকিয়াও পরস্পরে কথাবার্ত্তা বড় হয় না, যাহা হয় তাহা উভয়ের মধ্যে কেবল কলহের সময়; তাহাতে আবার উগ্রমূর্ত্তি ধরিলে কেহ কাহারো কথা শুনিতে পান না, কেবল আপনাপনি বকিতে থাকেন। কর্ত্তারা বিদেশে পরিবারদিগের নিকট হইতে নানা প্রকার গ্লানিপূর্ণ পত্র পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে দুই ভাইয়ে পৃথক হওয়া দূরে থাকুক বরং যাহাতে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে লিখিলেন, "দেখ, আমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে পরস্পর কোন রক্তের টান নাই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার বিচিত্র কি? কিন্তু আমরা এক পিতা মাতার সন্তান, উভয়েরই ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, এক গৃহে, এক অন্নে, এক স্নেহে, একত্র প্রতিপালিত হইয়াছি, আমরা কোন্ প্রাণে পরস্পরে বিরোধ করিব? আমাদের প্রাণ থাকিতে কলহ বিচ্ছেদ হইতে দিব না।" কনিষ্ঠ সকল বুঝিলেন এবং সকল কথার পোষকতা করিলেন। অবশেষে পূজার সময় বাটীতে গিয়া উভয়ে সকল সুবন্দোবস্ত করিবেন আপনাপন পরিবারদিগকে লিখিলেন।

পূজার ছুটি হইল, কর্ত্তারা উভয়ে একই দিনে বাটী পৌঁছিলেন, কিন্তু কেহই আর বাটীর মধ্যে যাইলেন না, উভয়ে আলিঙ্গন, প্রেমসম্ভাষণে এবং কথাবার্ত্তায়

সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পর তাঁহারা বাটী আসিয়াছেন. সুতরাং ছেলেরা সকলে দৌড়িয়া নিকটে আসিল এবং কেহ তাঁহাদের কাছছাড়া হইল না। এ দিকে গৃহিণীদ্বয় স্নানাহারের বেলা হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু বহির্ব্বাটীতে স্নানাহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, সুতরাং কেহই আর বাটীর ভিতর যাইলেন না। দুই ভাইয়ে ছেলেদের লইয়া একত্র আহারাদি করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ বলিলেন, "যাহাদের রক্তের টান আছে তাহারা কখনই আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। দেখুন, সকল ছেলেরা আসিয়াছে, কেবল মাত্র বউয়েরা অপ্রণয় করিতেছে।" গৃহিণীরা পূর্ব্ব হইতেই কোঁদল পাকাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, এখনো ভাবিতেছেন কর্ত্তারা সন্ধ্যার পর বাটীর ভিতর আসিলে ভাল করিয়া পৃথক হইবেন, কিন্তু তাহা হইল না; সে রাত্রে কর্ত্তারা বাটীর ভিতর আসিলেন না, ছেলেদের লইয়া বহির্ব্বাটীতে রহিলেন, ইহাতে দুই গৃহিণীই চটিয়া গেলেন। পরদিন পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাহার উত্তর পাইয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। কর্ত্তারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা দুই ভাইয়ে একত্র থাকিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন ভালই, নচেৎ বধূরা আলাহিদা হাঁড়ি কাড়িয়া স্বতন্ত্র বাটীতে থাকুন। দুই তিন দিবস এই রূপেই গেল, পরে যখন গৃহিণীরা দেখিলেন তাঁহারা জয়িনী হইলেন না, তখন অগত্যা দুই জনে একত্র পরামর্শ করিয়া কর্ত্তাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং সেই দিন অবধি আর কখন প্রাণান্তেও কলহ করিতেন না।

সখীধর্ম্ম।

বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে এক স্থানে আছে, "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক; এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।" আর এক স্থানে আছে, "তুমি আমার সখা হও, আমি তোমার সখী হই" কথা গুলি বড়ই মধুর। দাম্পত্য জীবনে ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে না জানি আরও কি মধুময় শোভা প্রকাশিত হয়। স্বামী স্ত্রী বিবাহ সময়ে এই সখ্যধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, উভয়ই ইহা পালনে বাধ্য। সখা ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ কোন অধিকার নাই, পরিচারিকা সখীধর্ম্মের দুই চারিটা কথা বলিবার ইচ্ছা করে। স্বামীর সহচরী সখী হইতে গেলে কি কি আবশ্যক তাহা পাঠিকাদিগের জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা তাঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃথা হইয়া যায়।

প্রত্যেক বিবাহিতা কুলনারীকে স্বামীর সখী হইতে হইবে। কেবল দাসীর

ন্যায় অনুগতা এবং সেবিকা হইলে এই সখীধর্ম্ম পালন করা যায় না। বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির, হৃদয়ের সহিত হৃদয়, আত্মার সহিত আত্মা যদি সখ্যভাবে মিলিত হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীর শরীর এক স্থানে থাকিলেও মন হইতে পরস্পর বহু দূরে অবস্থিতি করেন। এক জন জ্ঞান সভ্যতার চরম শিখরে উঠিয়াছেন, আর এক জন আদিম কালের অসভ্য যুগের ঘোরান্ধকার মধ্যে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে শিক্ষিত স্বামীর সহিত অশিক্ষিতা স্ত্রীর এইরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। ইহা বড় শোচনীয় অবস্থা। ইহার পরিণাম নিতান্ত অপ্রীতিকর এবং অশান্তিজনক। প্রতি দিন ষোড়শোপচারে আহারের আয়োজন করিলে এবং বিপদ কিম্বা পীড়ার সময় উদ্বিগ্ন চিত্তে ব্যাকুল হইয়া দিবা নিশি সেবা করিলেও সখী হওয়া যায় না। স্বামীর চিন্তা ভাব জ্ঞান মত সুরুচি সাধু সঙ্কল্পের সহিত যথা সাধ্য সহানুভূতি করিতে হইবে। বঙ্গীয় কুলকামিনীরা স্বামীর সুখ দুঃখে সমভাবিনী হইয়া প্রাণপণে সেবা করিতে পারেন, ছায়ার ন্যায় রণে বনে বিদেশে প্রবাসে চিতানলে পর্য্যন্ত সহগমন করিতে পারেন। তিনি বিধবা হইয়া পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেহ পাত করিতেও পারেন। হিন্দু স্থানের ঘরে ঘরে ইহার দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে এ দেশের নারীদিগের মনে একটা মহা গৌরবও আছে। ইহার বিরুদ্ধে একটা কথা বলিলে তাঁহাদের সহ্য হয় না।

কিন্তু কেবল শরীরের সেবা শুশ্রূষা এবং তজ্জন্য নিজের শরীর বিসর্জ্জনই কি স্ত্রীধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ? তাহা কখন বলা যাইতে পারে না। সেবায় মহত্ত্ব এবং আত্মত্যাগ আছে, অতি উচ্চ উদ্দেশ্য পবিত্র সঙ্কল্প আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেবার আবার অত্যাচারও আছে। মায়ামুগ্ধা স্ত্রী স্বামীর অভাব রুচি আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিতে না পারিয়া মোহবশতঃ অনেক সময় সেবা সম্বন্ধে অনেক অত্যাচার করেন। অবশ্য না বুঝিয়া করেন বলিয়া তাহা দোষের মধ্যে গণ্য হয় না। কিন্তু এই না বুঝার ভিতরে ইচ্ছাপরতন্ত্রতা অভিমান আত্মরুচি যথেষ্ট প্রকাশ পায়। তাহা চরিতার্থ না হইলে হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে। সময়ে সময়ে অভিমান বশতঃ তজ্জন্য চক্ষে জলও পড়ে, মুখও ভার হয়। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেবা অপেক্ষা তাঁহার নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করাটাই যেন কিছু প্রবল। দুঃখ ক্লেশ দিবার জন্য তাহা করেন না সত্য, না জানিয়া এই অত্যাচার করিয়া থাকেন। এটা হৃদয়ের দোষ নহে, বুদ্ধির দোষ, তাহার সঙ্গে একটু আত্মাভিমানও আছে!

এরূপ ভ্রান্তি কেন হয়? সেবার যথার্থ অর্থ না জানিলে ইহা কেনই বা হইবে

না? শরীরের অভাবই বা কত, এবং তাহা মোচনের জন্য কত সময়েরই বা প্রয়োজন? অবশিষ্ট সময় দুই জনে কি মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকিবেন, না নিদ্রা যাবেন? যদি চিন্তার বিনিময়, সদ্ভাব সৎপ্রসঙ্গের বিনিময়, জীবনের উচ্চতর ব্রত সাধনের আলোচনা, ধর্ম্ম সাধন না থাকে, তবে নিদ্রা ভিন্ন আর কিসে সময় কাটিবে? উচ্চ চিন্তা, সার তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে উভয়ের আত্মার যদি সংঘর্ষণ না হয়, মধুর পবিত্র ভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে মাখামাখি যদি না হয়, তাহা হইলে অসার কল্পনা পরনিন্দা আসিয়া সে স্থান অধিকার করিবে। পান ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে যেমন স্বামী স্ত্রী সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং উদ্যোগী, জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে তদ্রূপ আয়োজন চাই; নতুবা গৃহে শান্তি থাকে না, দাম্পত্য ধর্ম্মের মাধুর্য্য সম্ভোগ হয় না। স্বামীর শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য দিবা নিশি খাটিতেছি, সংসারের গুরুভার মস্তকে বহন করিতেছি, পুত্র কন্যা পালন করিতেছি, আর মানুষ কি করিতে পারে? এত করিয়াও যদি স্বামীর মন সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম না হই, তবে আর উপায় নাই। এই সংস্কার বশতঃ মনে অভিমান জন্মে। অভিমান ক্রোধের প্রসূতি, সুতরাং তাহা হইতে ক্রমে দাম্পত্য প্রণয়ে তিক্তরস প্রবেশ করে, মন ভঙ্গ হয়।

এ স্থলে জ্ঞানের অভাব একটা প্রধান অভাব। স্বামী স্ত্রীর শিক্ষা এবং জ্ঞানের তারতম্যে অনেক সময় বড় অশান্তি উপস্থিত হয়। শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল উদার হৃদয় স্বামীর সহিত এ বিষয়ে যে স্ত্রী সহানুভূতি করিতে পারেন না, তিনি সখীর পদে কিরূপে উপবিষ্ট হইবেন? অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কষ্ট অপেক্ষা সহধর্ম্মিণীর নিকট মানসিক ভাবের সহানুভূতি না পাওয়াটা অত্যন্ত ক্লেশকর। জ্ঞানীর সহিত অজ্ঞ অনভিজ্ঞের, উদারাত্মা চিন্তাশীল পণ্ডিতের সহিত স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের, প্রেমিক কবির সহিত রসহীন সংসারাসক্ত চিত্তের কি গভীর প্রভেদ তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ দেশের নারীকুলের এ সম্বন্ধে একটা কথা এই বলিবার আছে যে, তাঁহারা যথাযথরূপে সুশিক্ষা সৎসংসর্গ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু স্বামীর নিকট অনেক বিষয় কি শিখিয়া লওয়া যায় না? বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তাশক্তি পরিচালনা করিয়া জ্ঞানের অভাব অনেক পরিমাণে মোচন করা যাইতে পারে। স্ত্রীজাতি বড় অভিমানিনী, তাই অনেক রমণী লেখা পড়া না শিখিয়াও মনে করেন আমরা অনেক জানি। একেত শিক্ষার প্রবৃত্তি কম, তাহার উপর অনেকে না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে চাহেন, কোন বিষয়ে জানি না বলিলে অবমাননা বোধ হয়, সুতরাং শিক্ষার পথ বন্ধ। এই কারণে অনেকে স্বামীর সখী সহচরী হইতে পারেন না। মনে করেন অন্য দিক্ দিয়া সে ক্ষতি পূরণ হইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? যত দূর পারেন তাঁহাদিগকে জ্ঞান বিষয়ে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে হইবে।

স্ত্রীরা ছায়ার ন্যায় স্বামীর সহচরী, প্রাচীন শাস্ত্রের এই উপদেশ। ইহার শব্দার্থ কেবল গ্রহণ করিলে বুঝা যায়, স্বামী পদার্থ, স্ত্রী ছায়া; তাঁহার যেন নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীধর্ম্ম নহে, তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করা, তাঁহার দোষ ত্রুটি ভ্রম কুসংস্কার দূর করাও তাঁহার কর্ত্তব্য। স্বামী যখন যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে, এ কথা সকল স্থানে খাটে না। তিনি যদি কুপথে গমন করেন, ভুল বুঝেন, স্ত্রী তাহা শুনিতে বাধ্য নহেন। কেবল অন্ধ বাধ্যতা সখীধর্ম্মের লক্ষণ নহে। বুদ্ধি সুযুক্তি সহজজ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম্ম নীতি দ্বারা অনেক সময় স্বামীকে নিজের পথে আনিতে হইবে। যথার্থ সখী হইলে সখাকে তিনি ভাল করিতে পারেন। কিন্তু কেবল দাসী চাকরাণী রাধুনীর মত হইয়া থাকিলে তাহা হয় না। সখী হইতে হইবে। দেহ মনের সঙ্গিনী হইয়া সাহায্য করিতে হইবে। উপদেশ দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহাতে উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হয় তাহা করিতে হইবে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুর ঘন আঁধারের মধ্য দিয়া এইরূপে শান্ত নিস্পন্দ ভাবে মোহমেঘাচ্ছন্ন কালসমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়া যখন আমি উপস্থিত হইলাম, তখন একটা ভয়ানক রকমের ঝড় তুফান আরম্ভ হইল। ভীষণ তিমিরাবৃত গগনতলে, বিশাল সমুদ্রবক্ষে জীবন তরণী প্রতিক্ষণে টলমল করিতেছে। মহা অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন, তাহার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে বিজলীমালা চমকিতেছে, মুহুর্মুহু অশনি গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কাঁপিতেছে। দেহ হইতে জীবনীশক্তি ইতঃপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। পিঞ্জর ভাঙ্গিলে যেমন পাখী, ঘর ভাঙ্গিলে যেমন গৃহস্থ পলায়, তদ্রূপ আমার আত্মারাম দেহগেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য পথ খুঁজিতে লাগিল। গৃহাবরুদ্ধ ব্যক্তি যেমন দ্বার অন্বেষণ করে এবং দরজা জানালায় ধাক্কা দেয়, দেহঘরের ভিতর আত্মা ঠিক তেমনি করিতে লাগিল। অনেক দিনের মিলন, সহজে কি ছাড়া ছাড়ি হয়? শরীরের সমস্ত শিরা স্নায়ুর সহিত শত সহস্র বন্ধনে সে বহু দিন হইতে অতি নিগূঢ় প্রণয়ে জড়িত ছিল, তাই বিদায়কালে তৎসমুদয়ের উপর টান পড়িল। টানাটানির সময় শরীরে নানা প্রকার দশা উপস্থিত হয়। নাভি

হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত, চক্ষু বিস্তৃত, নাসা বঙ্কিম, দন্ত বহির্গত হয়। গলদেশ ঘর্ঘর শব্দ করে। ওষ্ঠাধরের সহিত মুখবিবর পুনঃ পুনঃ উদ্ঘাটিত হইতে থাকে। অর্থাৎ আত্মা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ইন্দ্রিয়গ্রামে দেহপুরে একটা ভয়ানক বিপ্লব ঘটে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিরহিণী বিধবা কামিনীগণের ন্যায় যেন আকুল চিত্তে ক্রন্দন কোলাহল করে। এই নিদারুণ বিচ্ছেদ সকলের পক্ষেই বড় শোকাবহ। আহা! যে শরীর আত্মার সহিত বহুদিনের ঘনিষ্টতাযোগে একবারে এক পরিবার হইয়া গিয়াছিল তাহা এত দিন পরে আমাকে ছাড়িতে হইল।

বহু কষ্টে বিদায় গ্রহণ করিয়া তার পর একবার পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। পরিত্যক্ত মৃত দেহের দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। আহা! দেহ আমার যেন ছিন্নমূল লতিকার ন্যায়, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, নিমেষে নিমেষে মলিন হইতে লাগিল। এতকাল দর্পণে যাহাকে দেখিয়া কত ভাল বাসিয়াছি, আজ সে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডবৎ ধরায় পতিত। অনন্তর দুই চারিটী কথা বলিয়া তাহার নিকট আমি চির বিদায় লইলাম।

বলিলাম, "হে পাঞ্চভৌতিক তনু, তুমি এখন ভস্ম এবং মৃত্তিকার সহিত বিলীন হও। আর তোমায় কে আদর করিবে? আহা! তোমার জন্য আমি এত কাল কত ভাবনাই ভাবিয়াছি। আদরের ধন দেহ আমার, এখন তুমি লোকের পদধূলিতে মিশিতে চলিলে! আহা! তোমাকে কেহ অনাদর করিলে আগে আমার কি মর্ম্মান্তিক বেদনাই হইত! তোমার বিরুদ্ধে নিন্দা শুনিলে প্রাণ যেন জ্বলিয়া যাইত! যত বিবাদ বিচ্ছেদ মনঃপীড়া দুঃখ শোক তোমাকে লইয়া! পাছে একটু আঘাত লাগে এই ভয়ে প্রাণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। হা অন্নচিন্তা! আর তোমার জন্য আমায় অন্নচিন্তায় কাতর হইতে হইবে না। এক মুষ্টি অন্নের জন্য কত লাঞ্ছনা গঞ্জনাই তুমি সহিয়াছ! এখন আর কে তোমাকে উপাদেয় ভোজ্য ভুঞ্জাইবে, কেইবা বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইবে! তোমাকে হে শরীর, এখন প্রচণ্ড হুতাশন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। ভীষণ মুদ্গর প্রহারে তোমার অঙ্গ সমুদয় বিচূর্ণ হইবে। আহা দুঃসহ পূতিগন্ধ প্রযুক্ত এখন আর তোমার কাছে কেহ আসিতেও চাহে না। শেষটা কিন্তু বড়ই বিড়ম্বনা। যা হউক, এখন তুমিও বাঁচিলে, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। সখে! এখন বিদায় গ্রহণ করি, প্রণাম হই।"

এইরূপে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহাঝড় তুফানের ভিতর দিয়া আমি পরলোক যাত্রা করিলাম। দেহের পঞ্চভূত ক্রমে ভৌতিক জগতে ফিরিয়া গেল, অমরাত্মা অমরলোকে যাইবার জন্য পরলোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

যে দেশের কথা বলিবার জন্য আমি

এখন প্রস্তুত হইতেছি, তথা হইতে এ পর্য্যন্ত একটী প্রাণীও কেহ ফিরিয়া আসে নাই। কেবল শুনিয়াছি, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আত্মীয় বন্ধু ভাই ভগ্নী পিতা মাতা, এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত সাধু মহাজন সকলেই এখানে আসিয়াছেন। এখানকার কথা শুনিবার জন্য বোধ হয় অনেকেই কৌতূহলী হইবেন। কিন্তু এই অভিনব রাজ্যের অভিনব কাহিনী আমি সাকার ভাষায় কিরূপে বর্ণন করিব তাই ভাবিতেছি। যাই হউক, যত দূর পারি লিখি, অবশিষ্ট অবস্থা নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাসানুসারে সকলে বুঝিয়া লইবেন। তদ্ভিন্ন আমার কথার সাক্ষীও কেহ নাই, কোন পুরাতন নিদর্শনও নাই।

যখন আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ভবসমুদ্রের মাঝখানে গিয়া উপনীত হই, তখনই মনে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, যদি এত দূর আসিয়াছি, তবে পরলোকটা একবার না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়াটা উচিত হয় না। বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, ভব সমুদ্রের দক্ষিণ পারে এই বিস্তীর্ণ পরলোকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর বহু বহু লোক এই দেশে প্রতিনিয়ত আগমন করিতেছে। কিন্তু মৃত্যু আর শ্মশান কেবল লোকে দেখে, পরলোক কেহ দেখিতে পায় না।

ভয়ানক ঝড় তুফান মেঘগর্জ্জন অন্ধকার বিদ্যুৎ এবং বজ্রধ্বনির ভিতরে পড়িয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে অচেতনাবস্থায় ক্রমে আমি পরপারে গিয়া উঠিলাম। পরে সেই নিবিড় অন্ধকারের গভীর কালীমাময় আকাশ কুজ্ঝটিকার ন্যায় ঈষৎ শ্বেত কান্তি ধারণ করিল। তদনন্তর তাহা এক অপূর্ব্ব জ্যোতিপ্রভায় সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যেন এক জ্যোতির্ম্ময় মহাকাশ, তাহাতে জ্যোতিস্ফলিঙ্গের ন্যায় অগণ্য আত্মা সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; দূর হইতে এইটী কেবল আমি দেখিলাম। নূতন দেশ, নূতন আলোক, নূতন চক্ষু, নূতন জীবন; সকলি অতি রমণীয়। পূর্ব্বপরিচিত আত্মীয় বন্ধুদিগকে দেখিব বলিয়া মনে একটা খুব আহ্লাদও হইল। যদিও একাকী, কিন্তু কোন ভয় ভাবনা নাই। শেষাবস্থায় সেই যে ভগবতী আনন্দময়ীকে দেখিয়া একটী প্রণাম করিয়াছিলাম তাহাতে সমস্ত ভয় দূর হইয়া গিয়াছিল। অভয়ার অভয় পদে চিত্ত স্থিতি করিতেছিল।

এ দেশটা এমন এক প্রকার নূতন রকমের যে পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কিছুই ঐক্য হয় না। এখানকায রীতি পদ্ধতি, অবস্থা এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় বলিতে হইবে। কারণ, একটা বিজ্ঞাত বিষয়ের সহিত অজ্ঞাত বিষয় তুলনা করিয়া না বুঝাইলেত কেহ বুঝিতে পারিবেন না! কিন্তু সেই উপমা এখন কোথায় পাই? সমস্তই জ্ঞান বিশ্বাস ভাবের ব্যাপার। কোন এক নূতন অপরিচিত দেশে উপস্থিত হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, ঘোর ঘুমের

পর যেমন মনটা খালি খালি ফাঁকা ফাঁকা লাগে, প্রথমে সেইরূপ অবস্থায় আমি নিতান্ত জবু থবু রকম হইয়া পড়িলাম। একটী লোক পাই না যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি। পরে অন্তরাত্মা ক্রমে জাগিতে লাগিল, মানসিক জ্ঞানশক্তি, বিশ্বাস এবং নিত্যবাসনা প্রেমকল্পনা অল্পে অল্পে স্ফূর্ত্তি লাভ করিল।

চৈতন্যোদয়ের পর যা কিছু দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, এ দেশটা অতিশয় বৃহৎ। এখানে একটী মশা মাছি ছারপোকা পিশুর দৌরাত্ম্য নাই। পিপঁড়াটী পর্য্যন্ত নাই। গ্রীষ্ম নাই, শীতও নাই। ইহার মাঝামাঝি কি হইতে পারে? বসন্ত? আচ্ছা তাই আপাততঃ মনে করিয়া লও। চন্দ্র সূর্য্য নাই, রাত্রিও নাই, দিনও নাই; আলোক নাই, আবার অন্ধকারও নাই। কিছু দেখা শুনা যায় না, কিন্তু সব বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। দূর হইতে এক প্রকার ফুলের সুগন্ধ বাতাসে বহিয়া আসিতেছিল। কি ফুলের গন্ধ বলিতে পরি না, ফুলও দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু বড় চমৎকার গন্ধ;—বেল চম্পেলী গোলাপ চম্পক যুঁই মল্লিকা গন্ধরাজমিশ্রিত গন্ধ; আত্মারাম তাহাতে একবারে যেন মজিয়া গেল। ভাবিলাম, এ বোধ হয় অমরপুরবাসী সাধু ভক্তদিগের শ্রীঅঙ্গের সুঘ্রাণ, নতুবা এমন হৃদয়ান্দকর মধুর আঘ্রাণ আর কিসের হইতে পারে? কিয়ৎক্ষণ পরে এক প্রকার সুমধুর সঙ্গীতের মত কি শুনিতে লাগিলাম তাহাতে প্রাণটা যেন একবারে পাগলের মত হইয়া গেল। তৎসঙ্গে অপূর্ব্ব সুশ্রাব্য বাদ্য নিনাদ। যেন কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুল মধুর ঝঙ্কার নাদে আকাশ মাতাইয়া তুলিয়াছে। দূর হইতে বিচিত্র বর্ণসৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া পুরোভাগে আর একটী অতি অপূর্ব্ব দৃশ্যও দেখিতে পাওয়া গেল। নিম্নভূমি হইতে চিরতুষারমণ্ডিত মহোচ্চ হিমালয়শৃঙ্গের ন্যায় তাহা কতকটা দেখিতে, কিন্তু তদপেক্ষা বহুপরিমাণে রমণীয় এবং গম্ভীর।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কৌতূহল মদে আমি মাতিয়া উঠিলাম। তখন বড় সাধ হইল, যদি একটা লোক পাই, তাহা হইলে তাহার সহিত এই উচ্ছ্বসিত নব নব ভাবের বিনিময় করি। আহা কি চমৎকার! আপনিই আপনার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। অর্থাৎ আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলাম। তখন কে যেন বলিল, "ঐ যে সম্মুখে অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য দেখিতেছ, উহাই অমরধাম। কিন্তু এখান হইতে অনেক দূরে।"

আমি সচকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে মহাশয়!" তিনি বলিলেন, 'আমি বাণী।"

আমি। তাত বুঝিলাম, কিন্তু আপনার নামটী কি? নিবাস কোথায়? আপনি কার পুত্র?

বাণী। এখানে ও সকল পরিচয়

জ্ঞাসা করিতে নাই। আমি মহাকাশধ্যে কেবল এক বাণী মাত্র।

আশ্চর্য্য প্রণালীর আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া কট্ স্তম্ভিত হইলাম। ক্ষণকাল চুপ রিয়া রহিলাম। মনে মনে বুঝিলাম, এ মাদের পৃথিবী নয়, সেখানকার আচার ্যবহার রীতি নীতি শিক্ষা সভ্যতা খানে খাটিবে না। আচ্ছা, বাণী মহাশয় যা বলেন তাই শুনি। নাম ধামে ামার কাজ কি? ভাগ্যে পাসের কথা, বতনের কথাটা জিজ্ঞাসা করিনাই! াহা হইলে বোধ হয় আমাকে ইনি ারো অসভ্য বর্ব্বর মনে করিতেন। াই হউক, চাপিয়া গেলাম, আর বড় কছু ভাঙ্গিলাম না। অনন্তর মিতবাক্ ইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা াণী মহাশয়! ঐ যে অমরধাম দেখা াইতেছে, ও আর কত দূর আছে?"

বাণী। অনেক দূরে। তুমি যে দেশ ইতে আসিয়াছ, সেখান হইতেও যত ুর, এখান হইতেও প্রায় ততটা।

আমি। হাঁ! বটে! তাইত। কেন, ামিত দেশ ছেড়ে অনেক দূর এসেছি, খ কিছু খাট হয় নি কি?

বাণী। অতি অল্প।

আমি। ও! তবে বুঝিছি। হিমায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা এভারেষ্ট প্রভৃতি যেমন র হইতেও কাছে দেখায়; তেমনি।

বাণী। হাঁ, তাই বটে।

আমি। আচ্ছা, এখান হইতে কি থিবী বহু দূরে নয়?

বাণী। খুব কাছে। মাঝে একটা সমুদ্রমাত্র ব্যবধান। পাছে ফিরে চেয়ে দেখ না, ঐ যে সব দেখা শুনা যাচ্ছে!

তখন পাছের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। বুঝিলাম ঠিক কথাইত বটে। বেশী দূরত আসি নাই। আচ্ছা, "বাণী বাবু, না না! শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু! বাণী শহাশয়! আপনার কি কোন খেতাব নাই?

বাণী। না, আমি বাণী!

আমি। পৃথিবীর সঙ্গে এখন কি গতি বিধি আর চলিবে না?

বাণী। না, ওখানকার লোকেরা এখানে আসিতে পারে না, এখানকারও কেহ ওখানে যাইতে পারে না। উহারা আমাদিগকে দেখিতে পায় না, কিন্তু আমরা এখান হইতে উহাদিগকে দেখিতে পাই।

নূতন রাজ্য, নূতন কথা শুনিয়া আমিত হতভম্বা হইয়া গেলাম। যাহা শুনি, যাহা দেখি তাই নূতন এবং আশ্চর্য্য বোধ হয়। শেষ স্থির করিলাম, এখানে বেশী কথা কহা উচিত নয়। কি বলিতে আবার কি বলিয়া ফেলিব, বিদ্যা বাহির হইয়া পড়িবে। একটু স্থির হইয়া চিন্তা করি, এবং ভাবি। তার পর অগ্রসর হইব। এক জন সঙ্গী অর্থাৎ পথ বলিয়া দিবার বাণী পাইয়া মনে বড় আহ্লাদ হইল। বাণী মহাশয় এই আশা দিলেন. যে তিনি সর্ব্বদা সঙ্গেই থাকিবেন, যখন যাহা জানিবার আবশ্যক হইবে সমস্ত

বলিয়া দিবেন। এখন তাঁর কথা সব বুঝিয়া উঠিতে পারিলে হয়। এইরূপে সে দিন আমি তথায় তদবস্থাতেই রহিয়া গেলাম। অপরিচিত দেশ, কোথায় গিয়া আবার শেষ বিপদে পড়িব; সাত পাঁচ ভাবিয়া আপনাতে আপনি বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। আপনাতে আপনি বাস, ইহা একটা বড় মজার অবস্থা। অতঃপর নিজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এই গীতটী গাইতে লাগিলাম।

রাগিণী অলেয়া।—একতালা।

"কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে
কোথায় আসিনু হায়।

সীমা অন্ত রেখা, নাহি যায় দেখা,
সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।

অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায়
প্রাণনদী বাধা নাহি মানে; বাঁধা আছি
যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ
চায়।

সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, নিবিড়
নিস্তব্ধ নীরব আঁধার, তার মাঝে চিদ-
জ্যোতি নিরাকার চমকে চপলা প্রায়;
কেহ নাই হেথা তুমি আর আমি, অনন্ত
বিজনে হে অনন্ত স্বামী, কোথায় রাখিব,
বল কি করিব লইয়া আমি তোমায়।

কাঁপাইয়া মহানাদে যোগধাম, "আমি
আছি" রব উঠে অবিরাম, "তুমি আছ"
"তুমি আছ" প্রাণারাম, আত্মারাম
দেয় সায়।

সামাজিক সুখ।

স্রোতস্বিনীর তরঙ্গপ্রবাহে ক্ষুদ্র বালুকা কণা একত্র মিলিত হইয়া ক্রমে সুন্দর সিকতা ভূমি রচনা করে, তাহাতে বৃক্ষ-বীজ সকল পতিত হইয়া ছায়াপ্রদ বিবিধ তরুনিকর সমুৎপন্ন হয়, এবং শাখা পল্লবে ফুল ফলে শোভিত বনরাজী আকাশ-প্রাঙ্গনে সুনীল গগনতলে বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতে থাকে। পরে তাহাতে পক্ষীগণ আসিয়া রজনীতে বাস করে, এবং প্রভাতে দশদিকে চলিয়া যায়। কিন্তু এই বনবিহঙ্গের পরিবার মধ্যেও কিঞ্চিৎ প্রেমের বন্ধন আছে। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও তাহা পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখে। মানব সমাজও এইরূপ। কোথায় ছিল স্বামী স্ত্রী, কোথায় ছিল পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয়, কোথায় বা প্রতিবাসী ছিল, একে একে এই শূন্য ভবপ্রান্তরে আসিয়া তাহারা গৃহাশ্রম রচনা করিল। এক একটী পরিবার যেন এক একটী পুষ্পের স্তবক, বহু শত পরিবার একটী সুরম্য কুসুমোদ্যানের ন্যায় তাহাতে শোভা পাইতে লাগিল। বিধাতা প্রজাপতি স্বহস্তে এই সমস্ত পরিবার প্রতিবাসীমণ্ডল রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি প্রভাতের বিহঙ্গকুলের ন্যায়?

বিধাতা নিজ করুণাকৌশলে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে পরস্পরকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। উদ্যানে

যেমন বিচিত্র কুসুমাবলী বিবিধ বর্ণ-সৌন্দর্য্যে এবং বিচিত্র মধুর আঘ্রাণে মন নয়নকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনি প্রত্যেক সম্বন্ধের সম্বন্ধী মানবের হৃদয়-উদ্যান হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ প্রীতি বাৎসল্য রস উৎপাদন করত সকলের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া দেয়। প্রত্যেক সম্বন্ধের যেমন বিশেষতা আছে, তাহার সম্ভোগেও তেমনি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এক মৃত্তিকা হইতে অম্ল মধু কটু কশায় নানা প্রকার রসযুক্ত ফল উৎপন্ন হয়, তেমনি এক হৃদয় হইতে মানবীয় বিচিত্র সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়া জনসমাজকে বিভূষিত এবং উন্নত করে।

স্বভাবতঃ এই সকল সম্বন্ধের টান আমরা অনুভব করিয়া থাকি, কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না। এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে কাহার সহিত কাহার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা বাল্যকাল হইতে মানুষ শিক্ষা পায়। প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবার্থ আছে। আহা বাল্যকালে ইহা কেমন মধুর বোধ হয়! কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে আর সে মিষ্টতা টুকু থাকে না। পদ একটু উচ্চ হইলে দরিদ্র কুটুম্বকে কুটুম্ব আত্মীয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতে চাহে না। তখন অনুগ্রহের হিসাবে দাদা কিম্বা কাকা বলিয়া ডাকে। এই যে সকল সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা কি কেবল কার্য্য উদ্ধারের জন্য? সন্তান যত দিন স্বাধীন সবল না হয় তত দিনের জন্যই কি কেবল পিতা মাতার প্রয়োজন? প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতরে এক একটী প্রেমের প্রস্রবণ আছে, এবং তাহাদের সহিত অনন্ত প্রেমসমুদ্রের যোগ আছে। যাহার ভিতর দিয়া যাও না কেন, পরিণামে সেই খানে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে। কার্য্যের সাহায্যত আছেই, তাহা না হইলে কোন মনুষ্য বাঁচিতেই পারে না; কিন্তু তাহার ভিতর নিত্য কালের অতি মিষ্ট এবং গভীর সম্বন্ধ আছে। যাহারা কেবল কার্য্য উদ্ধারের জন্য মনুষ্যের সহিত কুটুম্বিতা আত্মীয়তা করে, তাহার উপরে আর কিছুই দেখে না, তাহাদের সঙ্গে পশু পক্ষীর অতি অল্পই প্রভেদ। কেবল যদি কার্য্য সাধনই লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী ভাই ভগিনী পুত্র কন্যা ইহারাও কেহ কাহারো নয়, কেবল পথের পরিচয় মাত্র। বস্তুতঃ সংসারে এই রূপই সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। এমন যে মাতৃভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ পতিপ্রেম তাহাও জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণ স্থায়ী। স্বভাবতঃ কোন কোন লোকের এই সকল রক্তের সম্বন্ধে নাড়ীর টান কিছু প্রবল হয়, তাহারা প্রাণের টানে, পিতাকে শ্রদ্ধা সম্মান, জননীকে ভক্তি, ভাই ভগিনীকে ভালবাসা, পুত্র কন্যাকে স্নেহ মমতা, পতি পত্নীকে প্রেম দান করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে ইহাও সাধন-

সাপেক্ষ. কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অধীন। সাধন না করিলে মিষ্টতা ফুরাইয়া যায়, রস থাকে না। এই জন্য কুটুম্ব এবং আত্মীয় সেবা একটা পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। লোকলজ্জার অনুরোধে অনেকে ইহা করে, কিন্তু অনেক সময় বিরক্ত হইয়া হৃদয়হীন হইয়া করিয়া থাকে। আবার যেখানে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানে নিতান্তই যেন বণিকবৃত্তি। প্রতিবাসীর সঙ্গে সম্বন্ধ যেন কেবল কার্য্য উদ্ধারের জন্য। শস্য ফেলিয়া খোসা লইয়া টানা টানি।

সকল সম্বন্ধই এক দিন লোপ হইয়া যাইবে, কার্য্যের সাহায্যও যে চিরকাল আবশ্যক হয় তাহাও নহে, কিন্তু ইহার ভিতর একটা মধুর ভাব আছে যাহা সাধন করিলে ভগবানের সঙ্গে যোগ হয়, এবং পৃথিবীকে ভবের বাজার অপেক্ষা আরো কিছু স্বর্গীয় পবিত্র জিনিষ বলিয়া মনে হয়। সকল প্রকার সম্বন্ধ সাধন এবং সম্ভোগের যাহাদের পাত্র আছে তাহারা বড় সুখী। তাহারা এক একটী সম্বন্ধের মধুর আস্বাদনের ভিতর দিয়া আদি পিতা সচ্চিদানন্দকে চিনিয়া লয়। তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারিব বলিয়াই তিনি এইরূপ বিবিধ সম্বন্ধসূত্রে আমাদিগকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। যে হৃদয়ে পিতৃমাতৃভক্তি, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম যথাযথ পাত্রে যথাক্রমে চরিতার্থ হয়, তাহা ভগবানের অতিশয় নিকটবর্ত্তী। পৃথিবীতে আসিয়া আমরা যে সম্বন্ধে যাহার নিকট পরিচিত হইয়াছি তাহার অবলম্বনে যেন ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হই, এবং সমস্ত আধারে তিনি বর্ত্তমান ইহা যেন দেখিবার চেষ্টা করি। পৃথিবীর নরনারী কেবল আমাদের সাংসারিক বিষয়ের সহায় নহে, তাহারা আমাদের আত্মার আত্মীয়, হৃদয়ের সখা সখী এবং ইহপরলোকের সহায়। এই ভাবে ব্যবহার করিলে সকলেই পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু হায় কি দুর্ভাগ্য! যে যত নিকট ঘনিষ্ট পরিচিত, কালবশে সে তত ঘৃণিত পরিত্যক্ত পুরাতন অরুচিকর হইয়া উঠে। তাই পিতা মাতা অপেক্ষা শ্বশুর শাশুড়ী, ভ্রাতা অপেক্ষা সম্বন্ধী, ভগ্নী অপেক্ষা শালী, পুরাতন অপেক্ষা নূতন লোক মিষ্ট লাগে। পুরাতনকে নিত্য নূতন প্রেমের চক্ষে দেখিয়া তাহাদের পুরাতন কুটুম্বিতাকে নূতন এবং মিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। প্রতি হৃদয়েই সুমিষ্ট প্রীতির প্রস্রবণ আছে। যে প্রেমিক, সেই কেবল তাহা উৎসারিত করিতে পারে।

ধোপা রাজা।

স্মর চেলাটকং গ্রামং
স্মর গোদাবরীনদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ
স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ॥

চেলাটক গ্রাম যেন থাকে হে স্মরণ,
গাদাবরী নদী না ভুলিও কদাচন;

মাদ্রী ভদ্রী সে দুটিকে ভুলিবে কেমনে,
শুষ্ শুষ্ শব্দ যেন থাকে তব মনে।

উল্লিখিত শ্লোকের বিষয়ে একটি কৌতূকাবহ গল্প আছে। গোদাবরী নদীর তীরে চেলাটক নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় এক ধোপার ছেলে প্রতিদিন গোদাবরীতে গিয়া কাপড় কাচিত এবং মাদ্রী ও ভদ্রী নামে দুটি গাধার পিঠে কাপড় বোঝাই করিয়া ঘরে আসিত। সে যে ঘাটে কাপড় কাচিত, তাহার কাছে এক ভট্টাচার্য্য ছাত্র পড়াইতেন। সমবয়স্কদিগকে পড়িতে দেখিয়া তাহারও লেখা পড়া শিখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। সে ক্রমে কাপড় কাচা ছাড়িয়া সেই ভট্টাচার্য্যের টোলে গিয়া বসিতে লাগিল এবং নিতান্ত আনুগত্য করিতে লাগিল। দৈবযোগে ভট্টাচার্য্যেরও দয়া হইল; তিনি তাহার জাতি না মানিয়া তাহাকে পরম যত্নে বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে অধ্যাপকের যত্নে ও নিজের পরিশ্রমে সে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হইলে কি হয়, ধোপার ছেলে বলিয়া কেহই তারে আদর করে না। সে স্বদেশে থাকিলে সেই ঘৃণিত ধোপার ছেলেই থাকিবে, এই জন্য বিদেশে গিয়া জাতি ভাঁড়াইয়া আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিল। সেই দেশের রাজা বড় গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি ঐ ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং উহাকে ক্ষত্রিয় জানিয়া উহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। রাজার পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে জামাতাকেই রাজপদ প্রদান করিলেন। ধোপার ছেলে রাজা হইল বটে, কিন্তু স্বভাব ছাড়িতে পারিল না। তাহার কাপড় পেটা অভ্যাস ছিল, সেই পৈতৃক পেটা অভ্যাসটি ছাড়িতে পারিল না। পূর্ব্বে কাপড় পিটিত, এখন লোকজনকে পিটিতে লাগিল। বিশেষতঃ রাজকন্যাকে সর্ব্বদাই প্রহার করিত। রাজকন্যা মনোদুঃখে জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

সেই ধোপা যাঁহার কাছে বিদ্যা শিখিয়াছিল, সেই ভট্টাচার্য্য একদা ঘটনাক্রমে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই ধোপা রাজাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন না, এবং কোনও পরিচয়ও দিলেন না। তিনি দৈবজ্ঞের বেশে রাজবাটীর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দৈবজ্ঞ আসিয়াছে শুনিয়া সেই ধোপার স্ত্রী রাজকন্যা তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, দৈবজ্ঞ মহাশয়! আমি বড় দুর্ভগা, স্বামীর প্রহার খাইতে খাইতে আমার প্রাণান্ত হইল। দেখুন দেখি আমার হাতখানা, আমার ভাগ্যে সুখ আছে কি না? দৈবজ্ঞবেশী ভট্টাচার্য্য তাঁহার হাত দেখিয়া এবং তাঁহার স্বামীর অত্যাচারের কথা অবগত হইয়া কহিলেন,—মা! আপনার আর কোনও ভয় নাই, এক কাজ করুন, একটি মন্ত্র শিখাইতেছি, স্বামী যখনই অত্যাচার করিতে আসিবে, এই মন্ত্রটি পড়িবামাত্রই অমনি নিরস্ত হইবে। এই বলিয়া রাজ-

কন্যাকে এই শ্লোকটি তিনি শিখাইয়া দিলেন ;—

"স্মর চেলাটকং গ্রামং
স্মর গোদাবরীনদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ
স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ ॥"

অনন্তর রাজা যে সময় স্ত্রীকে প্রহার করিতে আসিল, রাজকন্যাও উচ্চৈঃস্বরে ঐ মন্ত্র পাঠ করিলেন। অমনি জোঁকের মুখে চুণ পড়িল, তাহার সেই উগ্রমূর্ত্তি ঠাণ্ডা হইল। সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ কথা কাহার কাছে শিখিলে? স্ত্রী কহিল এক দৈবজ্ঞের কাছে। রাজা আর কিছু না বলিয়া গোপনে সেই ভট্টাচার্য্যের সহিত দেখা করিয়া কাতরভাবে কহিল, গুরো! আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। গুরু কহিলেন, আমি তোমার পরিচয় কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই, কিন্তু অতঃপর আর কোনও অত্যাচার করিলেই হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিব, তখন তুমি এককালে বিনষ্ট হইবে। জানিলাম,—

"যঃ স্বভাবোহি যস্যস্যাৎ
তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা
স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্ ॥"

নীচ যদি উচ্চ পদে করে আরোহণ,
তথাপি সে নাহি ছাড়ে স্বভাব আপন ;
কুক্কুর যদ্যপি পায় রাজসিংহাসন,
চর্ম্মের পাদুকা তবু করিবে লেহন।

ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

শ্রী তারাকুমার শর্ম্মা।—

গ্রন্থ সমালোচনা।

স্নেহলতা।—ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের একটী ভদ্র মহিলা কর্ত্তৃক রচিত। কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার এবং তদনুসারী বিবাহের অনিষ্টকর ফল, তৎসঙ্গে প্রকৃত প্রেমের চিত্র ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্রীর রচনা অতি সুমিষ্ট, স্বভাব বর্ণণায় বিলক্ষণ চতুরতা আছে। ভাষা সহজ এবং বিশুদ্ধ। কবিত্ব শক্তিও আছে। স্থানাভাবে আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আশা করি, রচয়িত্রীর রচনাশক্তি ভবিষ্যতে আরো স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। ভাবশক্তির সহিত গভীর চিন্তাশক্তিরও বিকাশ হইবে।

সংবাদ।

আকাশে দশ কোটী তারা আছে পণ্ডিতেরা এইরূপ গণিয়া স্থির করিয়াছেন।

কাবুলের আমিরের অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ আজ কাল অবরোধ প্রথা উল্টাইয়া দিয়া বিবিদের পোষাক এবং টুপি পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাহিরে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সার, টি. মাধবা রাও পরলোকগত হইয়াছেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে ইহাঁর মত রাজকার্য্যের উপযুক্ত লোক দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় নাই। ইনি ত্রিবাঙ্কোর হলকার এবং গায়কোয়ার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে একটী কথা কহিবার এবং গান গাইবার যন্ত্র আসিয়াছে। ইহা হইতে মনুষ্যের কণ্ঠবিনিঃসৃত সঙ্গীতের অবিকল সুর শব্দকম্পন গিট্‌খিরি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। মানুষ পরলোকে চলিয়া গেলেও এই যন্ত্র সাহায্যে তাহার কণ্ঠরব বাক্যউচ্চারণ পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে।

এবারকার লোক গণনায় ঠিক হইয়াছে বঙ্গদেশে একাত্রলক্ষ তিন হাজার চারিশত সাতান্ন জন। গত দশ বৎসরের মধ্যে শত করা সওয়া ছয় জন করিয়া বেশী। ইহা ব্যতীত কুচবিহার রাজ্যে ৫,৭৮,০২৮ জন এবং স্বাধীন তিপারায় ১,৩৭,৪২২ জন। কলিকাতার মধ্যে প্রত্যেক বর্গ মাইলে ২১,৭২২ জন লোকের বসতি। আমরা বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে যে কলিকাতার লোক সংখ্যা দিয়াছি, তাহাতে ভুল আছে। সমস্ত ভারতে বাইস কোটী লোক। দশ বৎসরে তিন কোটী লোক বাড়িয়াছে।

মণিপুর রাজ্যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে যিনি রাজা ছিলেন সম্প্রতি তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় বৈমাত্রের ভ্রাতৃবর্গ কেহ রাজা কেহ প্রধান সেনাপতি হন। অল্প কয়েক দিন হইল আসাম প্রদেশের প্রধান রাজপুরুষ কুইনটন্ সাহেব কতিপয় অমাত্য এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে শেষোক্তদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য মণিপুরে হঠাৎ প্রবেশ করেন। কিন্তু তথাকার বর্ত্তমান রাজা এবং সেনাপতি ছয় সহস্র সৈন্য এবং যুদ্ধ সজ্জার সহিত অগ্রেই এ জন্য প্রস্তুত ছিল। ইংরাজেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া বিলক্ষণরূপে আক্রান্ত হইয়াছেন। তারের সংবাদে জানা গেল, এজ কন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ মারা গিয়াছেন, চিফ কমিসনর প্রভৃতি কয়েকটী সাহেবকে মণিপুরেরা বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, কি মারিয়া ফেলিয়াছে তাহা এখনো কেহ জানিতে পারেন নাই। উহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ইংরাজের সৈন্য সকল মণিপুরের দিকে যাইতেছে। মণিপুরী লোকেরা বৈষ্ণব, এবার ইংরাজদিগকে ক্ষেপাইয়া মহা বিপদে পড়িল। ইহারা হাতে পাইয়া ইংরাজদিগকে বড়ই অপমান করিয়াছে।

স্বর্ণরেণু।

নিজের অবস্থাদর্পণে অন্যের চরিত্র বিচার করিলে তাহা নিরপেক্ষ হয়।

বরং সিদ্ধান্ত না করা শ্রেয়ঃ কিন্তু মিথ্যা সিদ্ধান্ত আত্মাবনতির কারণ।

পরের দুঃখে অশ্রুপাত করা কঠিন নহে, কিন্তু পরের সুখে সুখী হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

ক্রোধে অন্ধ, স্নেহে মুগ্ধ, স্বার্থে বাধ্য, মাৎসর্য্যে অভিভূত ব্যক্তি খাঁটি সত্য দেখিয়াও তাহাকে মিথ্যা বলে। এই-রূপে সে কালে অকপটভাবে কপট হয়।

——

প্রত্যেক মানুষের ভিতর যে মনুষ্যত্ব আছে তাহা দেবত্বের অংশ, সারগ্রাহী হইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে মহত্ত্ব বৃদ্ধি হয়।

——

আপনি যাহা বুঝা যায় না, তাহা অন্যে বুঝাইতে পারে না। কিন্তু সত্য বুঝিয়াও তাহা অস্বীকার করা আত্ম-প্রবঞ্চনা।

——

ঠিক সত্য অবধারণে অনেক অন্তরায় আছে। কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া নিজের রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করা অধর্ম্ম।

——

পুরাতন সংসারে পুরাতন নিত্যকর্ম্মকে নূতন করিয়া লইতে হইবে, নতুবা জীবন ভারবহ হইয়া উঠিবে। হরিভক্তি কেবল নিত্য নূতন, সেই ভক্তির রঙ্গে সমস্ত অনুরঞ্জিত করিয়া লও।

——

জাতীয় ইতিহাসে, পরিবার মধ্যে, এবং নিজ জীবনে জীবন্ত বিধাতার নিত্য নব নব লীলা দর্শন কর। তিনি আমার, আমি তাঁর এই বিশেষ সম্বন্ধ অনুভবে পরমানন্দ হয়।

সম্মুখে ভবিষ্যতের গর্ভে জরা এবং মৃত্যু লুকাইয়া রহিয়াছে, এক দিন সকল-কেই তাহার হাতে পড়িতে হইবে। তাহার নিদারুণ ক্লেশ নিবারণের অন্য কোন ঔষধ নাই। ভয় ক্রন্দনে তাহা কেবল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরনির্ভরগুণে প্রাণ শান্তিলাভ করে।

——

দুঃখ এবং সুখ উভয়ই ক্ষণিক, ইহারা সঙ্গের সঙ্গী নয়। গত সুখ এবং দুঃখ ভাবিয়া কেহ আহ্লাদিত হয় না, ভয়ে ক্রন্দনও করে না। কেবল সদভিপ্রায়ে যাহা কিছু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা স্থির বিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করে, এবং সেই বিশ্বাস হইতে নিত্য আত্মপ্রসাদ ভোগ হয়। অতএব সুখ দুঃখ গনণা না করিয়া যথা কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক।

——

একটা বয়স আছে যে বয়সে দিনের পর দিন প্রায় একই ভাবে এক প্রকার কার্য্যে কাটিয়া যায়। দশ বিশ বৎসর এক দিনেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। ভাবিয়া দেখিলে সে জীবন মৃত্যুর প্রতিকৃতি। নবভাব নবোদ্যম নবানুরাগ নবোৎ-সাহ যাহাতে হয় তাহা কর। অনন্ত গুণাকর ঈশ্বর উদ্দেশে তাহা হইতে পারে।

——

বিজ্ঞাপন।

সেন এবং ফেণ্ড কোং।

স্বজাতীয় এবং সাহেবী ও বিবিয়ানা পোসাকের দোকান। ৭০ নং আপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁক, কলিকাতা।

সস্তা দরে নানা ফেসানের সুসভ্য এবং মনোহর পরিচ্ছদ পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট কারীকর দ্বারা কাপড় কাটাই হয়।

শীতকালের জন্য আমাদের ভাণ্ডারে সকল প্রকার বনাত, সার্জ্জ, কাশ্মিরি, ফ্লানেল, মেরুনো, হিমালয় পর্ব্বতের উৎপন্ন শীত কালের উপযোগী বিচিত্র রকমের কাপড় আছে। অর্ডার দিলে অল্প সময়ের মধ্যে চোঘা চাপকান, নানা প্রকারের কোর্ট সার্ট প্যানট্, জ্যাকেট্, ফ্রক, বডি এবং বালকবালিকাদের উপ-যুক্ত নানা বিধ পোসাক তৈয়ার হইতে পারে।

শীতকালের ব্যবহার্য্য দিশী বিলাতি বহু প্রকার সখ কমফটার, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, র‍্যাপার ইত্যাদি ভাণ্ডারে মজুদ আছে।

মফস্বলের ক্রেতাদিগের জন্য আমরা এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছি যে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা জিনিষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। অর্ডার পাইবা মাত্র শীঘ্র শীঘ্র ভেলিউ পেবল ডাকে দ্রব্য পাঠাইতে পারি। অন্য দোকানের তুলনায় আমাদের এখানকার জিনিষের দাম খুব সুবিধাজনক। এক কথায় বলা যাইতে পারে, কলিকাতার মধ্যে আমাদের দোকানে উৎকৃষ্ট জিনিষ সস্তা-দরে পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান মিরার, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, শান্তি, দৈনিক ইত্যাদি কাগজে আমাদের কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

[গৌরাঙ্গের জীবনচরিত।]

চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা মাসুল ।০ আনা। বর্দ্ধিত এবং সংশোধিত আকারে নূতন প্রকাশিত। নং ৮২ কলি-কাতা অপার সারকিউলার রোডে পাওয়া যায়।

ভক্তিরসপিপাসুদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ। কোমল হৃদয় নারীগণ ইহা পাঠে ধর্ম্মশিক্ষা এবং পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় উচ্ছ্বসিত এবং নয়নে বারিধারা বিগ-লিত হয়। ভাষা অতি সহজ সরল এবং সুললিত।

——